INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Monday the 19th December, 1983 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister 10 Ministers, Deputy Speaker and 43 members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশন নং ১, ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার-স্যার, কোয়েশচন নং ১।

প্রশ্ন

১) এস, সি, ও এস, টি সার্টিফিকেট কি কি ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রদান করা হয়?

উত্তর

১) এস, সি, ও এস, টি সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রদান করা হয় যথা :—

ক) ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারগণ সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে আবেদনকারীর মাতা পিতা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তা যাচাই করে সন্তুষ্ট হওয়ার পর সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

খ) আবেদনকারী অবশ্যই দি সিডুয়েল কাস্ট অ্যাণ্ড এস, সিডুয়েল ট্রাইব অর্ডার (অ্যামেণ্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৭৬ অন্তর্গত সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।

প্রশ্ন

২) এ, সি, ও এস, টি সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রকৃত অধিকারী কে?

উত্তর

২) জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, ব্লক অফিসার কাঞ্চনপুর, ডুম্বুরনগর ও অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, সদর।

প্রশ্ন

৩) এই সম্পর্কে সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে কি?

উত্তর

৩) আছে।

প্রশ্ন

৪) থাকিলে তার বিবরণ।

উত্তর

৪) নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট কার্যকারকদের নিকট উপজাতি ও তপশিলী জাতিকল্যাণ দপ্তরের নং ২০,০৩৮—২০, ১৪৩/ পিডব্লিউ এফ ৬/৩৩/ (ভালয়ুম—১) /৭৭ তাং— ২৪ | ১১ | ৭৭ ইং মেহামূলে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সরকারি গেজেটের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়েছে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাব্রুম মহকুমার এরকমভাবে এস. সি, এস, টি নির্দ্ধারণ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়ন নেই?

শ্রী দশরথ দেব :— সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্তকারী অফিসারদের কাছে এম. এল এ, এম. পি বা গেজেটেড অফিসারদের একটা সুপারিশ থাকতে পারে, কিন্তু তদন্তকারী অফিসার সেই সুপারিশ ভালভাবে পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয়ে সার্টিফিকেট দেবেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপলিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নন্‌ট্রাইবেল এস. টি. সার্টিফিকেট নিয়ে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন। বিশেষ করে লস্কর কম্যুনিটি। এছাড়া বরোয়া সম্প্রদায়, যারা মগ লিখে এস. টি সার্টিফিকেট নিচ্ছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রী দশরথ দেব :— এটাতো দেওয়ার কথা নয়। এস. টি বা এস. সি কারা সেটা তো পার্লিয়ামেন্ট অ্যাকট, আইনে তার উল্লেখ আছে যে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় এটা পেতে পারে। এরকম কোন ঘটনা হয়ে থাকলে আমরা তদন্ত করে দেখব। কিন্তু সেটা যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমাদের করণীয় কিছু নেই। আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, যখন কোন গাঁও প্রধান বা এম. এল. এ এস. টি সার্টিফিকেট দেন, বাই বার্থ সার্টিফিকেট, তখন সেটা আবার এস. ডি. ও. পরীক্ষা করে দেখেন এবং ছেলেমেয়েদেরকে হয়রানী করেন?

শ্রী দশরথ দেব :— এটা এস. ডি. ও. বা ডি, এম পরীক্ষা করে দেখবেনই। এটা অটোমেটিকেলী হবে না। এম, এল, এ, এবং এম, পি, সার্টিফিকেট দিলেও সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। ইস্যুইং অথরিটি সেটা দেখবে।

মিঃ স্পীকার : শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৮, ইরিগেশন এবং ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং—২৮।

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত আসারাম বাড়ী ও বনবাজারে সরকার হইতে জল সেচের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছিল কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২) যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলেও বর্ত্তমানে উক্ত পরিকল্পনার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

উত্তর

২) সেনট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড, আশারাম বাড়ীতে ১৯৭৯ সালে একটি গভীর নলকূপ খনন করিয়াছিল কিন্তু জল না পাওয়াতে তাহারা নলকূপটিকে পরিত্যাগ করেন। সেচ দপ্তর হইতে একটি অগভীর নলকূপ খনন করিয়াছিল। প্রয়োজনীয় জল না পাওয়াতে ইহা পরিত্যাক্ত হয়। বন বাজারে একটি গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচের পরিকল্পনা আছে। এই আর্থিক বৎসরেই খনন করার জন্য কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, স্ট্যার্ট অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩১।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ এর জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৩ এর জানুয়ারী মাস পর্যন্ত মোট কতজনকে রাজ্যে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এদের মধ্যে ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ থেকে আগত কতজন রয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল :—

মহকুমার নাম	নাগরিকত্ব মঞ্জুরীর মোট সংখ্যা
সদর	২৬৫
সোনামুড়া	১৭০
খোয়াই	১৩০
কৈলাসহর	২৩৫
ধর্ম্মনগর	৯১
কমলপুর	১০৮
উদয়পুর	১,০৩৮
বিলোনীয়া	৩৩০
সাব্রুম	১১২
অমরপুর	১৮৭
	মোট : ২,৬৬৮

২। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে আগত লোকদের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, বিশালগড়ের নেতাজীনগরে শ্রী রসিক লাল সাহা এবং তার মেয়ে শিপ্রা সাহা ১৯৭১ সালের পরে এসেছে, কিন্তু নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে ? শ্রী ক্ষীরমোহন সাহার তরফ থেকে ১৯৭৭ সালে এব্যাপারে এনকোয়ারী করার জন্য আবেদন করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত সেই সম্পর্কে তদন্ত করা হয় নি। শুধু তাই নয়, শ্রী মনোরঞ্জন দত্ত নামে জনৈক বিলোনীয়া-বাসী ৪০ জনের নাম জানান সত্বেও এখন পর্য্যন্ত কোন এনকোয়ারী করা হয়নি। তিনি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশকে এ ব্যাপারে কপি পাঠিয়েছেন। অম্পির গণেশ কলই, ৩১ জনের নাম পাঠিয়েছে যারা ১৯৭১ সালের পরে এসেছে। চীফ্ মিনিস্টারের কাছেও তিনি চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন এনকোয়ারী করা হয় নি। অভয়নগর থেকে মলয় দাস—যদুগোপাল ভৌমিক, পিতা—মৃত প্যারীমোহন ভৌমিকের নামে নালিশ জানিয়েছেন যিনি ১৯৭১ সালের পরে এসেও নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কোন তদন্ত করা হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে ইমিডিয়েট তদন্ত করার জন্য দৃষ্টিপাত করবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের প্রতিটিরই তদন্ত করা হয়ে থাকে। মাননীয় সদস্য যদি নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ প্লেস করতে পারেন তাহলে এনকোয়ারী করা হবে। তবে এখানে যে সব অভিযোগের কথা তিনি বলেছেন তার কোনটিরই নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ নেই। আমরা যে সংগঠন করেছি (টাক্স ফোর্স) তাদের সঙ্গে অভিযোগকারীরা যোগাযোগ যদি করেন, তাহলে তদন্তের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— নির্দ্দিষ্ট অভিযোগই প্লেস করা হয়েছে। ক্ষীরমোহন সাহা ১৯৭৪ সালের ৪ঠা মার্চ অভিযোগ দাখিল করেছেন এবং কপিও তিনি পাঠিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তদন্তের ফলাফল জানান হয় নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমরাতো স্যার, জবরদস্তি করে বের করে দিতে পারি না। এই সব অভিযোগের এনকোয়ারী হচ্ছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বিভাগ ভিত্তিক নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট প্রদানের কথা জানালেন তাতে বিলোনীয়ায় ৩৩০ জন সার্টিফিকেট পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, আর কতজন পেণ্ডিং অবস্থায় আছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য বর্ত্তমানে আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্টার্টড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহর অন্তর্গত উত্তর দুর্গানগরের বন্যা বিধ্বস্ত বাঁধের অংশটি এবং তার পরবর্তী বাকী অংশের বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে নাগাদ এই কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। উক্ত বাঁধের কাজ কতদিনের মধ্যে সমাপ্ত করা যাবে বলে সরকার মনে করেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে।

৩। আগামী জুনের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এবং শ্রীমাখন চক্রবর্তী।

শ্রীমতিলাল সরকার :— স্টার্টড্ কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৬।

মি: স্পীকার :— স্টার্টড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬

শ্রী দশরথ দেব :—মি: স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৬।

প্রশ্ন

১। তপশীল উপজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৮৩ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত কত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন,

২। কি কি পদ্ধতিতে এই কর্পোরেশন উপজাতি পরিবারকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করে থাকেন? (কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, ল্যাম্পস্ ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখসহ)

উত্তর

১। ৫১২৭ উপজাতি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২। এই প্রশ্নটি একটু দীর্ঘ। তথাপি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি পড়ে দিচ্ছে।

যে সব ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মোট সদস্য সংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশী উপজাতি সম্প্রদায়-ভুক্ত সেই সব ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স এলাকায় কর্পোরেশন কোন ব্যক্তিকে সরাসরি ঋণ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সব এলাকায় কেবলমাত্র কর্পোরেশনে সদস্যভুক্ত ল্যাম্পস্ প্যাক্সের মাধ্যমেই উপজাতি পরিবারদের উৎপাদনমূলক কাজের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ঋণ গ্রহণেচ্ছুক ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স একটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নির্বাচন করার পর ঐ ল্যাম্পস বা প্যাক্সের ম্যানিজিং ডাইরেকটর, কর্পোরেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি যুগ্মভাবে নির্বাচিত এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেকটি উপজাতি পরিবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেন। যারা আই. আর. ডি. পি-তে অর্থ সাহায্য পেয়েছেন তারা কর্পোরেশনের এই প্রকল্পে ঋণ পাবার উপযুক্ত হবেন না। কেন না, ডাবল আমরা দিই না। প্রত্যেক পরিবারের জন্য উপযুক্ত প্রকল্পসমূহ সমীক্ষার সময় নির্বাচন করা

হবে। সমীক্ষার পর যারা ল্যাম্পস প্যাক্সের সদস্য হননি তাদের করার ব্যবস্থা করা হবে। ল্যাম্পস্ প্যাক্সের ম্যানিজিং কমিটি অতঃপর প্রয়োজনীয় ঋণের ৭৫ শতাংশ-এর জন্য ব্যাঙ্কের নির্দ্ধারিত ঋণের আবেদনপত্রে এবং কর্পোরেশনের ২৫ শতাংশ ঋণের জন্য নির্দ্ধারিত ফর্মে আবেদন করবে। উভয় আবেদনপত্র পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষার এক খণ্ড প্রতিলিপি সহ কর্পোরেশনের ফিল্ড অফিসারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পাঠাবে। ব্যাংক ঋণের ৭৫ শতাংশ মঞ্জুর করার পর কর্পোরেশনের ফিল্ড অফিসার অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ ঋণ মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরীকৃত উভয় ঋণ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সকে বিলি করবেন। ল্যাম্পস্, প্যাক্স ঐ ঋণ তাদের সদস্যদের বিলি করবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্যাংক মঞ্জুর না করা পর্য্যন্ত কর্পোরেশন মঞ্জুর করে না। কেন না, কর্পোরেশন মাত্র ২৫ শতাংশ মঞ্জুর করে থাকেন। কাজেই ব্যাংক থেকে টাকা না পেলে ঐ কর্পোরেশনের মঞ্জুরীকৃত অর্থের দ্বারা কোন কাজ করা সম্ভব নয় বলেই করা হয় না।

যে সব প্যাক্সে শতকরা ৫০ ভাগের কম উপজাতি সদস্য আছেন সেখানে ল্যাম্পস্-প্যাক্স বহির্ভূত এলাকায় ঋণগ্রহণেচ্ছুক উপজাতি পরিবার সমূহকে কর্পোরেশন ব্যাংকের সহায়তায় ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি ঋণ দেয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি. ডি. ও., এস. ডি. টি. ডব্লু. ও. এবং ব্যাংকের ম্যানেজার যুগ্মভাবে বি. ডি. সি. র চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনাক্রমে কর্পোরেশনের সহযোগী প্রত্যেক ব্যাংকের প্রতিটি শাখার অধীনে একটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নির্বাচন করবেন। এরপর কর্পোরেশনে ফিল্ড সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি যুগ্মভাবে নির্বাচিত এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেকটি উপজাতি পরিবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা করবেন। এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেকটি উপজাতি পরিবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা করবেন। আই. আর. ডি. পি.তে যারা অর্থ সাহায্য পেয়েছেন তাদের সমীক্ষা করা হবে না। পরিবার প্রতি উপযুক্ত প্রকল্পসমূহ নির্বাচনের পর কর্পোরেশনের ফিল্ড অফিসার ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত উপজাতি পরিবার সমূহকে সদস্যপদ দেবেন এবং ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ ও কর্পোরেশনের ২৫ শতাংশ ঋণের জন্য পৃথক পৃথক আবেদন-পত্র গ্রহণ করবেন। উভয় আবেদন-পত্র সমীক্ষার একখণ্ড প্রতিলিপিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেশনের ফিল্ড অফিসার সুপারিশসহ পাঠাবেন। ব্যাংক ৭৫ শতাংশ ঋণ মঞ্জুর করার পর, ফিল্ড অফিসার কর্পোরেশনের অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ ঋন মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরীকৃত উভয় ঋণ ব্যাংক বিলি করবেন।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—এখানে যে সব সদস্য ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে কর্পোরেশন থেকে ঋণ পাবেন তাদের আমরা লক্ষ্য করে দেখছি, এজন্য ব্যাংক থেকে শেয়ার কাটতে হয়। ব্যাঙ্ক থেকে শেয়ার না কাটা হলে ঋণ পাওয়া যায় না। এ জন্য প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা সদস্যদের খরচ করতে হয়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন দৃষ্টি দেবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— ব্যাংকের শেয়ার কখনও কোন সময় কিনতে হয় না। বরং যেটা অসুবিধা ছিল আগে ৪০ টাকার বেশী শেয়ার পাওয়া যেত না, আমরা এখন সেটা ৫০০ গুণ করে দিয়েছি যাতে ১০ টাকার মতো কিনেও ৫০০০ হাজার টাকা পেতে পারেন। কারণ ৪০০০/৫০০০

টাকার কম কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় না। ফলে ২০গুণ এর জায়গায় আমরা ৫০০ গুণ করেছি গত মিটিং-এ এবং এটা চালু হয়ে গেছে। ব্যাংকের কোন শেয়ার কিনতে হয় না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয়া সদস্যা, শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৬ই নভেম্বর, ১৯৮৩ইং নিম্বাক আশ্রমের কাছে বিশালগড়-গামী বাসে একদল যুবক বাসযাত্রী শাহাজান মিয়া এবং হাদু-মিয়াকে টেনে নামাইয়া ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা হয়।

২। আক্রমণকারী যুবকগুলি ধরা পড়েছে কি?

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, না।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আক্রমণকারী যুবকরা কোন দলের সমর্থক?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা পুলিশের জানা নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা আমাদের মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর কারখানার সেই জুট মিলের। এই তথ্য কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এই রকম কোন তথ্য পুলিশের জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আক্রমণকারীদের সম্পর্কে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে কিনা এবং অভিযোগকারীদের নাম আছে কিনা এবং অপরাধী কতজন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—একটা অভিযোগ রয়েছে আমতলী থানাতে। কেইস নাম্বার ৫(১১)-৮৩ ইউ। এস ১৪৩। ৩২৫ আই. পি. সি অভিযোগ করেছেন শ্রী আবদুল হাসান, সান অব লেইট শ্রী মাফিউদ্দিন বাড়াওড়া পি. এস বিশালগড়। সেখানে আক্রমণকারীদের কোন নাম করা হয়নি এবং তারা পুলিশের কাছে বলেছেন আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করতে পারিনি।

শ্রী জহর সাহা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ঘটনা যেটা ১৬ই নভেম্বর নিম্বার্ক আশ্রমের কাছে হয়েছে যেখানে যাত্রীরা গাড়ী নিয়ে চলাফেরা করার সময় হঠাৎ করে আক্রান্ত হয়, গাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের মারধোর করা হয় এই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হচ্ছে, সমাজদ্রোহীরা করছে, জানি না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এই যে ঘটনাগুলি যেগুলি ঘটছে তার জন্য সরকার কোন রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা, এইগুলি বন্ধ করার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা অথবা নেবেন কিনা, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এইগুলি খুবই খারাপ ব্যাপার, এই যে রাস্তা রুখো, গাড়ী থামানো। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো সরকারের সঙ্গে সংযোগিতা করতে যাতে বাসযাত্রীদের উপর আক্রমণ করা না হয়। জঙ্গলে সন্ত্রাসকারীরা আক্রমণ করেছে,

এখন দেখা যাচ্ছে জঙ্গলে না, এমনকি লোকালয়ের মধ্যেও সেই সব জায়গাতে আক্রমণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিশালগড় থানাতে এটা সবচেয়ে বেশী হচ্ছে। আমি আশা করবো, এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, সরকারের তরফ থেকে এবং পুলিশের তরফ থেকে এই ব্যাপারে নজর রাখা হবে।

শ্রী জওহর সাহা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাস্তার উপর ঘটনা সেটাকেও রাজনৈতিক ঘটনা বলছেন এবং গাড়ী থামিয়ে মারধোর করার ঘটনাকেও রাজনৈতিক ঘটনা বলছেন, কাজেই আমি বুঝতে পারছিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চাইছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—যাত্রীদের উপরে যে কোন ধরনের আক্রমনই অন্যায়। মাননীয় সদস্যদের যদি বুঝবার ইচ্ছা থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন।
মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৬।
শ্রী দশরথ দেব—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৬।

প্রশ্ন

১) স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে স্থানীয় বিধায়কদের সাথে আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা।

২) ইহা সত্য কিনা যে, অমরপুর মহকুমার স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার আর্থিক ও উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় বিধায়কদের কোন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করা হচ্ছে না ?

৩) সত্য হলে, কারণ ?

উত্তর

১) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বি, ডি, সি, এর অনুমোদনক্রমে রূপায়ণ করা হয়। উক্ত বি, ডি, সিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা হইতে নির্বাচিত বিধায়করা পদাধিকারবলে সদস্য।

২) এ রকম ঘটনা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জানা নেই।

৩) প্রশ্ন ওঠেনা।

এখানে হাউসের অবগতির জন্য আমি উল্লেখ করছি, সমস্ত গাঁওপ্রধানগণ এবং যেখানে গাঁও-প্রধান নেই সেখানে উপ-প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধায়কগণ, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্যগণ সকলেই পদাধিকারবলে বি. ডি, সি মিটিং-এ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের বিষয় আলাপ-আলোচনা হয় এবং কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত বি. ডি. সিতে করা হয়। কাজেই আলাদাভাবে বিশেষ কোন বিধায়কের সঙ্গে জেলা পরিষদের কর্মসূচী নিয়ে আলাপ আলোচনা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ, তাঁরা বি. ডি. সি মিটিং-এ উপস্থিত থাকবেন

মতামত সেখানে দিতে পারবেন, বি. ডি. সি মিটিং ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত হয় না।
তবে কোন কাজকর্ম সম্পর্কে যদি কোন অবজারভেশান থাকে তাহলে যেকোন সময়ে চেয়ারম্যান বা একজিকিউটিভ অথরিটি বি. ডি. ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, কোন বাধা নেই। তবে এই ধরনের বাধাধরা নিয়ম বিশেষ কোন বিধায়কের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করা যাবেনা এইটা কোন বি, ডি, সিতে চালু করা যাবেনা। কারণ বি, ডি, সি একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন। বি, ডি, সির মেম্বাররা মিলে সিদ্ধান্ত নেবে।
শ্রী জওহর সাহা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কথাটা বলা হয়েছে যে বি, ডি, সির মধ্যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করা হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এইটা জানা আছে কিনা বিভিন্ন ব্লকের প্রধান, মেম্বার অমরপুর সেখানকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এরিয়ার উন্নয়নের নামে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেটা শুধু মাত্র…
মুখ্যমন্ত্রী—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে না।
মিঃ স্পীকার—আপনি খুব সংক্ষেপে আপনার প্রশ্ন রাখুন।
শ্রী জওহর সাহা—আমি স্পেশিফিক প্রশ্ন রাখছি। যে অমরপুর ব্লকের অধীনে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায়, সেখানকার উন্নয়নের জন্য যে টাকা খরচ করা হয় সেটা বি ডি সির সিদ্ধান্তের বাইরে এবং বি, ডি, সির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, বি, ডি, সির আওতায় না, সেটা জেলা পরিষদের আওতায় এই কথা বলে তারা বীজ ধান, কিংবা টাকা পয়সা বন্টন, ঘর করার ইত্যাদি যে বিভিন্ন স্কীম আছে টাকাটা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ২-৩ জনের এ, ডি, সির মেম্বার যারা আছেন, জেলা পরিষদের সদস্য বিশেষ করে শাসক দলীয় যারা আছেন।
মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নটা আপনি বলুন।
শ্রী জওহর সাহা :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অমরপুর জেলা পরিষদ এলাকায় অমরপুর ব্লকের আওতাধীন এলাকাতে যে এরিয়াতে উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয় শুধু মাত্র শাসক দলীয় সদস্য যারা আছে তাদের মধ্যে……
মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটা সাপ্লিমেন্টারী না।
শ্রী দশরথ দেব :— বি, ডি, সি, একটা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। কাজেই বি, ডি, সি, সেটা দেখবে। এ, ডি, সিতে টাকা পয়সা খরচ করা, পরিকল্পনা করা, কি করবে না করবে এরা দেখবেন। দ্বিতীয়ত এ, ডি, সির সদস্য যারা আছেন তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি সেই এরিয়ার। তাদের নিয়ে, সেই এলাকার গাঁও প্রধানদের নিয়ে আলাদা কতগুলি সাব-কমিটি আছে। বিভিন্ন কমিটিগুলি, এরাই এর দায়িত্ব নিচ্ছে, এবং এরা কি কাজ করবে না করবে তা বি, ডি, সিতে আলোচনা করবে। এই প্রশ্ন উঠেছে, যারা বি, ডি, সির কাজকর্ম বানচাল করতে চায়, সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। যারা কাজকর্ম বানচাল করতে চায় তাদের এই সুযোগ দেওয়া হবেনা। বি, ডি, সির নির্বাচিত যারা আছেন তাদের বিভিন্ন সাব কমিটি আছে। সেই কমিটির সুপারিশের উপরে বি, ডি, সি, তার সম্পূর্ণ-

ভাবে উপযুক্ত মূল্য দেয়।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন, এ, ডি, সির কাজকর্ম রূপায়িত হয় বি, ডি, সির মারফতে। আমার মনে হয় এ, ডি, সি, এবং বি, ডি, সি, এই দুটো সেপারেট থিংগ। এবং সমস্ত এলাকা এ, ডি, সির এলাকার অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। সুতরাং বি, ডি, সির যে সমস্ত কাজকর্ম আছে, কর্মপদ্ধতি আছে, বি, ডি, সিতে অ্যাপ্রুভ হওয়ার কোন অর্থ থাকে না। আমার মনে হয়, তাদের কার্য-কলাপের জন্য আলাদা কমিটি আছে। কাজেই বি ডি সির মাধ্যমে সব কিছু হয় এইটা ঠিক না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি ক্লারিফিকেশান দেন তাহলে ভাল হয়।

শ্রী দশরথ দেব :— এ, ডি, সির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এদের নিজস্ব কমিটি থাকে। এই কমিটির কাজকর্ম যেহেতু বি, ডি, সি এর মারফতে কার্যকরী হয় এই জন্য বি, ডি সিতে তা আলোচিত হয়। তার নিজস্ব কোন সংগঠন নাই। এ, ডি, সির যেমন কাজকর্ম বি, ডি, সির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে চালু করতে হয়, যার ফলে সেটা এক্জিষ্ট করা যায় না। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলির এই স্পেশ্যাল যে সাব কমিটিগুলি আছে তাদেরই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ,ডি, সির যে সাব-কমিটি আছে সেটা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেই এলাকার নির্বাচিত বিধায়ককে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, হলে পরে তার অসুবিধা কোথায় থাকতে পারে ?

শ্রী দশরথ দেব :— এইটা আমাদের ব্যাপার নয়। এইটা এ, ডি, সি কাদের নিয়ে একজিকিউট করবে তা এ, ডি, সি ঠিক করবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের এ, ডি. সির যে এরিয়া আছে তাতে যে সাব-কমিটি আছে সেই সাব-কমিটিগুলিতে আমাদের বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন তাদের নেওয়া হয়না কেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— কাদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে এটা বি, ডি, সির এক্তিয়ারভুক্ত তাতে আমাদের করার কিছু নাই। মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে এ, ডি, সি একটি অটোনোমাস বডি। সেই অটোনোমাস বডিতে সরকার হস্তক্ষেপ করে না। এবং সরকার হস্তক্ষেপ করার জন্য কেউ যদি সুপারিশ করে থাকে তাহলে তাদের উদ্দেশ্য টু ইনসাল্ট দি এ, ডি, সি। এ, ডি, সি-টাকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে। কারণ এ, ডি সি, হচ্ছে অটোনোমাস বডি। সুতরাং সে যাতে নিজস্ব কাজকর্ম করতে পারে যাতে অটোনোমাস অ্যানজয় করতে পারে সেই সুযোগ দেওয়া দরকার।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাব-কমিটিগুলি গঠন করা হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই কমিটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ;— স্যার, এইগুলি উদ্দেশ্যমূলক। এ, ডি, সিকে বানচাল করার জন্য। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ও জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯০ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯০।

প্রশ্ন

১। যে সকল উগ্রপন্থী এ যাবত সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে তাদের সংখ্যা কত;

২। তাহারা কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরকারের নিকট জমা দিয়াছে;

৩। অবশিষ্ট গোলাবারুদ ও অস্ত্রসস্ত্র কবে পর্যন্ত জমা দিবে বলিয়া সরকারকে জানাইয়াছে;

৪। আত্মসমর্পণকারীরা সকলেই পুলিশের তালিকাভুক্ত উগ্রপন্থী কিনা;

উত্তর

১। ২৭৫ জন।

২। ক) রাইফেল '৩০৩=৫টি
খ) স্টেনগান (৯-এম-এম)=১টি
গ) দেশী স্টেনগান=৪টি
ঘ) রিভলবার '৩৮=১টি
ঙ) দেশী রিভলবার=২টি
চ) ডি-বি-বি-এল গান=৪টি
ছ) এস-বি-এম-এল গান (দেশী)=২৪টি
জ) বন্দুকের একটি অংশ=১টি
ঝ) পিস্তল (দেশী)=১টি

এমোনিশন :

ক) '৩০৩=৫৭টি
খ) ডি, কার্টেজ=৪টি
গ) ৯ এম্-এম্=২টি
ঘ) বন্দুকের কার্টেজ=৩টি
ঙ) স্টেন কর্টেজ (দেশী)=২২টি

৩। অবশিষ্ট কোনো গোলাবারুদ তাদের কাছে আছে বলে সরকারের জানা নাই।

৪। ২৭৫ জন আত্মসমর্পণকারী সকলেই উগ্রপন্থী এবং তাদের সহায়ক বলে চিহ্নিত।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল অস্ত্রশস্ত্র জমা দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে পুলিশ থেকে চুরি যাওয়া যে সকল অস্ত্রসস্ত্র ছিল সেগুলি আছে কি এবং যাদের লাইসেন্স আছে অথচ সরকারের নির্দেশের পরেও যারা তাদের অস্ত্র সরকারের নিকট জমা দেননি সে সকল অস্ত্রশস্ত্র এই জমা দেওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মধ্যে মহিলা আছেন কিনা ? তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে নয় জন মহিলা আছেন। এরা আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের স্ত্রী। এরা উগ্রপন্থীদের সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যাদের সহায়তাকারী বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন তারা বিনন্দ জমাতিয়ার অনুমতি নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : বিনন্দ জমাতিয়ার নেতৃত্বে এ, টি, পি, এল, ও দল তাদের আত্মসমর্পণকারীদের নামের একটি তালিকা পুলিশের নিকট পাঠায়। সেই তালিকা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই এ, টি, পি, এল, ও উগ্রপন্থী দলের সদস্য সংখ্যা কত ;

(২) সহায়ক হিসেবে যে সকল মহিলারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে দেখা গেছে অনেকে রাইয়াবাড়ীতে আত্মসমর্পণ করার পরও পরে আবার আত্মসমর্পন করেছেন, এই ধরনের দুইবার আত্মসমর্পন করেছেন এইরূপ হওয়া কি করে সম্ভব, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যারা আত্ম সমর্পণ করছেন তাদের কিছু সংখ্যক হচ্ছেন এ, টি, পি, এল, ও, টি, এন ভি, এবং এ, টি, পি, এল, ও, এর সদস্য। সুতরাং এদের কোন দলে সদস্য সংখ্যা কত তা এখানে বলতে পারছিনা। তবে এর বাইরে কেউ আত্মসমর্পন করেননি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে এই ধরনের কোন তথ্য আমার জানা নেই। তবে এটা বলতে পারি যে দুইবার আত্ম সমর্পন করলেও আত্মসমর্পনকারী একবারই পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা পাবেন।

শ্রী জওহর সাহা সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ২৭৫ জন আত্মসমর্পন করেছে তাদের মধ্যে যারা রাইয়াবাড়ীতে আত্মসমর্পন করেছিল এদের মধ্যে অনেকেই আবার তেলিয়ামুড়াতে আত্মসমর্পন করেছে এবং এই হিসেবে এখানে যে ২৭৫ জন আত্মসমর্পন করেছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এই দুইবার করে যারা আত্ম-সমর্পন করেছে তাদেরও ধরা হয়েছে। সুতরাং এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকৃত তথ্য জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে আত্ম-সমর্পনকারীদের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে বিলোনীয়ার কদমআলী নামে একজন লোক আছে যে আদৌ কোন উগ্রপন্থী নয় এবং সে একজন সমাজদ্রোহী। এই ব্যক্তি প্রথমে আত্মসমর্পন করার পরেও পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভদ্রলোক উগ্রপন্থীদের বাংলাদেশ থেকে অস্ত্র পাচার করে এনে দিতেন। এই জন্য উগ্রপন্থীদের সহায়তাকারী বলেই তাকেও আত্মসমপর্ন করতে হয়েছিল। তবে এর পরে পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করেছে কি না, এটা তদন্ত করে দেখতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিনন্দ জমাতিয়ার নেতৃত্বে যারা আত্মসমর্পন করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন শ্যামল সাহার বাড়ীতে আগে লেবারের কাজ করত। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এটা বানানো গল্প বলেই মনে হচ্ছে। তবু এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা আত্ম সমর্পন করেছিল তারা এখন কোন দলে যোগ দিয়েছেন? দ্বিতীয়তঃ এই আত্মসমর্পনকারী-দের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এক ধরনের দালালদের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে কিনা, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুবই খুশী হয়েছি যে মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটি করেছেন। কারন এই যে সকল উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পন করেছেন তা আসলে কোন কোন দল বা পত্র পত্রিকা আদৌ সমর্থন করতে পারেননি। তারা চাইছেন যাতে এই উগ্রপন্থীরা পাহাড়ে থাকুন। সুতরাং এখানে এই প্রশ্নে এটা পরিস্কার হয়েছে যে কারা এই উগ্রপন্থীদের মদত দিয়ে আসছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। দ্বিতীয়তঃ এরা কোন্ দলে যোগ দিয়েছেন সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। তারা যে কোন দলেই কংগ্রেস হোক বা অন্য কোন দলই হোক যোগ দিয়েও যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন তবে আমি খুশী হব।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার জানার বিষয় ছিল যে বিনন্দ জমাতিয়া কোন্ দলে যোগ দিয়েছিলেন:

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন অবান্তর।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে

এই উগ্র পন্থীদের সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে এখনো কতজন আত্মসমর্পণ করেন নি।
(২) যে সকল উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি অভিযোগ পুলিসের নিকট রয়েছে তারা আত্ম সমর্পন করার পরে রাজ্যে খুন রাহাজানি এবং ডাকাতি আরো বেড়ে গেছে। সুতরাং এদের অপরাধের বিচার না করে তাদের ছেড়ে দিয়ে এই খুন রাহাজানিকে আরো প্রশ্রয় দেওয়া কি হচ্ছে না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই উগ্রপন্থীদের সংখ্যা কত তা মাননীয় সদস্যরাই বলতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ, যারা আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের এই আত্মসমর্পণের সুযোগ শুধু ত্রিপুরাতেই নয় এই সুযোগ মণিপুরে, মিজোরামে, নাগাল্যান্ডেও দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদও অনুমোদন করেছেন। সম্প্রতি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই রাজ্য পরিদর্শন কালে উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

মিঃ স্পীকার ;— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

প্রশ্ন

১। জলসেচের জন্য স্থাপিত চামনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত মনুনাবা ডিপ টিউবওয়েল কবে পর্যান্ত চালু হতে পারে এবং
২। ইহা চালু হতে দেরী হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। জানুয়ারী মাসে চালু করা হতে পারে।
২। বর্তমানে ডিপ টিউবওয়েল হইতে বালি উঠিতেছে,বালি পরিষ্কার করার জন্য কম্প্রেসার মেশিন দামছড়ার অন্য একটি কাজে নিযুক্ত আছে। মেসিনটি আসিলে পর যথাযথ অবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার-১১৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৮।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -১১৮

প্রশ্ন

১। ২৭-২৯ চৈত্র (১০-১৩ এপ্রিল ১৯৮৩) তারিখের মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার অফিস (উদয়পুর) থেকে বগাফা ব্লক অন্তর্গত দেবীপুর গাঁওসভার কতজনকে নিউক্লিয়াস ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ?
২। ইহা কি সত্য সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার ঐ ফাণ্ডের বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছেন যার ফলে অনেকেই পুরো টাকা পান নাই।

৩। এই বিষয়ে সরকার অনুসন্ধান করবেন কি?

উত্তর

১। ৩১টি পরিবারকে নিউক্লিয়াস ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল।

২। মঞ্জুরীকৃত পরিবারদের মধ্যে ২৩ জনকে দক্ষিন ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ অফিস থেকে টাকা দেওয়া হয়। বাকী পরিবার উদয়পুর না আসায় সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারকে অবশিষ্ট ৮টি পরিবারকে সাহায্যের টাকা বিলি করার জন্য দেওয়া হয়।

৩। ইতিমধ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক বিলোনীয়ার মহকুমা শাসক কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, পৈতি রিয়াংকে ৩০০ টাকা দেওয়া হয় নাই। তাই সে উদয়পুর অফিসে গিয়ে অভিযোগ করেছিল এখন এ ব্যাপারে কোন এ্যাকশন নেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে এখন আমার কিছু জানা নাই, তবে সমস্ত বিষয়টি যখন তদন্তাধীন তখন তদন্তেই সব বেরিয়ে আসবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই সুপারভাইজার সাহেব যাদের বাড়ী-ঘর নষ্ট হয়েছিল তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছেন, এই অভিযোগ সরকারের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে আপাততঃ নাই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই অভিযোগ যদি আসে তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্প্যাসিফিক অভিযোগ আসলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখনও তদন্তাধীন আছে। এই যে ১০-১৩ই এপ্রিল ১৯৮৩-তে অভিযোগ হয়েছে অথচ ৮ মাসের মধ্যে এখনও তদন্ত হলনা, এই তদন্ত আরও ত্বরান্বিত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে তদন্ত করতে দেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস।

শ্রী নারায়ণ দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৩।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৩।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামনুড়ার অধীন দুর্লভনারায়ণ গাঁওসভার সিনিয়র বেসিক স্কুলে ১৩ই নভেম্বর রাত্রি ১২টা থেকে ১টার মধ্যে আগুন লাগে।

২। সত্য হইলে ঐ অগ্নি সংযোগকারী আসামীদের ধরা হইয়াছে কি?

৩। হয়ে থাকলে তাদের নাম,

৪। ঐ স্কুলটি পুনরায় পাকা বাড়ীতে পরিণত করে চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৫। থাকিলে উপরোক্ত পরিকল্পনাটি কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪ ও ৫ নং। বর্তমানে স্কুলটি একটি অস্থায়ী চালাঘরে চলিতেছে। স্কুল গৃহটি বর্তমানে পাকাবাড়ীতে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীনারায়ণ দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই স্কুলঘরটি রাত্রিবেলা যে দুস্কৃতকারীরা আগুন লাগিয়েছে তাদের সম্পর্কে আমরা যে খবর নিয়েছি তা হল চড়িলামে বামফ্রন্ট পরাজিত হওয়ার পর এখান থেকে গিয়ে এই স্কুলঘরটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে সরকারের কিছু জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার এ সম্পর্কে কোন কিছু জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫।

প্রশ্ন

১। মোহনপুরে (সিধাই) ফায়ার সার্ভিস স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উহা করা হইবে, এবং

৩। যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তবে উহার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। যথা সময়ে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন করা হবে, তবে কবে নাগাদ করা হবে জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা।

শ্রী ভানু লাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

প্রশ্ন

১। বিশালগড়ের কদমতলী গ্রামের ফিরোজ মিঞাঁকে কি কি অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল,

২। গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকলে কি কি অভিযোগের ভিত্তিতে কতবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল,

৩। ব্রজপুরের আমতলী গ্রামে নিশিকান্ত দেবের বাড়ীতে হামলার সংবাদে ফিরোজ মিঞাঁ জড়িত ছিল কিনা,

৪। খুর্শেদ আলমের খুনের কেসে তার নাম যুক্ত আছে কিনা,

৫। অভিযুক্ত ফিরোজ মিঞাঁকে কোর্ট থেকে সঙ্গে সঙ্গে জামিন দেওয়া হয়েছিল কিনা,

৬। সমাজ বিরোধী হিসাবে এলাকার মানুষের পরিচিত ফিরোজ মিঞাঁর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ও অন্যান্য অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা।

উত্তর

১। শ্রী ফিরোজ মিঞাঁকে বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর আমতলী গ্রামে শ্রীনিশিকান্ত দেবের বাড়ীতে হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২। উপরোক্ত ব্যাপারে তাহাকে একবারই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। না।

৫। হ্যাঁ।

৬। গত ১৫ ১১-৮৩ ইং তারিখ শ্রী নিশিকান্ত দেবের বাড়ীতে হামলার অভিযোগ ছাড়াও গত জুলাই মাসে কদমতলীর শ্রী সহিদ আলীর অভিযোগক্রমে আরো একটি অভিযোগ শ্রীফিরোজ মিঞাঁর বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় নথিভুক্ত হইয়াছিল। শ্রী শহিদ আলীর অভিযোগ ছিল যে উক্ত শ্রীফিরোজ মিঞাঁ অন্যান্য কয়েকজন সহ তাহাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেও ব্রজপুর ল্যাণ্ডলেস কলোনী আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা মোতাবিক শ্রীফিরোজ মিঞাঁসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তালিকা মাননীয় আদালতে গত ১৮/৭/৮৩ ইং তারিখে পেশ করা হইয়াছে। এই কেইসের শুনানীর দিন আগামী ১৯ ১২-৮৩ ইং তারিখ।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই যে, ফিরোজ মিঞাকে সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হয়েছিল। এখানে আমি জানাচ্ছি যে যারা খুনের চেষ্টা করেছে তাদের অন্তরীণ কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আদালতের একটা অংশ এই সরকারের বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কাজে সমস্যার সৃষ্টি করছে।

[Written replies to the remaining starred questions, and those of the unstarred questions were laid on the Table of the House—ANNEXURE—"A" & "B"]

স্মৃতি তর্পণ

অধ্যক্ষ মহাশয়:— এখন সভায় সামনে বিষয়সূচী হলো:— ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত ঘনশ্যাম দেওয়ান-এর মৃত্যুতে স্মৃতি তর্পণ।

আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ ও বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য ঘনশ্যাম দেওয়ান আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২০শে নভেম্বর, ১৯৮২ইং বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় উত্তর ত্রিপুরার ময়নামাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বৎসর। প্রয়াত দেওয়ান ১৯০৮ সালের ১৩ই মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের মংখোলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি রাজনীতির সংগে যুক্ত ছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কংগ্রেস আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭-৬৩ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ সালে ত্রিপুরার সাধারণ নির্বাচনে কুলাইহাওড় কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজনীতি ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি ২ (দুই) মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় নীরবতা পালনের জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব।

(মাননীয় সদস্যগণ দণ্ডায়মান হয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)

রেফারেন্স পিরিয়ড

অধ্যক্ষ মহাশয়:— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে তাদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি:—

ক্রমিক নং	বিষয়	সদস্য এর নাম

শ্রী জওহর লাল সাহা

১। "গত ১১ই অক্টোবর, ১৯৮৩ ইং অমরপুর মহকুমার ডালাক বাজারে উগ্রপন্থীদের হামলার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রী নকুল দাস

২। "গত ৬ই ডিসেম্বর রাতে বিলোনীয়া বিভাগের অন্তর্গত পূর্ব পিপিড়িয়া থানা গাঁও সভার সুকান্ত হাটে কং (ই) দুষ্কৃতকারীগণ কর্ত্তৃক অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা

৩। "গত ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩ইং অমরপুর মহকুমার কমলাই আর, এ, পি, ক্যাম্পে উগ্রপন্থীদের হামলার ঘটনা সম্পর্কে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি ক্রমান্বয়ে সদস্যদের নাম ডাকব। যে সদস্যকে আহ্বান করব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা। (মাননীয় সদস্য উপরে উল্লেখিত তাঁর বিষয়টির উল্লেখ করেন)।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২১শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখব।

অধ্যক্ষ মহাশয়:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২১শে ডিসেম্বর তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস। (মাননীয় সদস্য পূর্বে উল্লেখিত তাঁর বক্তব্যটির উল্লেখ করেন)

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপরে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২১শে ডিসেম্বর বক্তব্য রাখব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২১শে ডিসেম্বর এর উপর বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

(শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টির উল্লেখ করেন)

আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২০শে ডিসেম্বর এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২০শে ডিসেম্বর এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী ভানুলাল সাহা। আমার মনে হয় ভানুলাল সাহা এখানে উপস্থিত আছেন। আমি শ্রী সাহার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর সম্মতি দিলাম।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২০শে ডিসেম্বর বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদারের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি—বিষয়টি হচ্ছে গত ২৯শে নভেম্বর উদয়পুর মহকুমায় মহারাণী এন. পি. সি. প্রজেক্ট এলাকায় সি. আর. পি. এর গুলিতে সিটু শ্রমিক নেতা মানব রায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদার উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি নোটিশটির উপর সম্মতি দিলাম। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এর উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আজই এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিচ্ছি। গত ২৯শে নভেম্বর সকাল ৮ টায় একজন ওড়িয়া শ্রমিক রাস্তার উপর যেখান দিয়া সবাই যাতায়াত করে সেখানে এক ঝুড়ি মাটি ফেলেন। তাতে যদু নামে একজন শ্রমিক আপত্তি জানান। ওড়িয়া শ্রমিক বলেন বোঝা ভারী হওয়ায় তাকে ওখানে ফেলতে হয়েছে। এ নিয়ে দুইদল শ্রমিকের মধ্যে বচসা এবং পরে হাতাহাতি সুরু হয়। এন, পি, সি, সি, অফিসাররা ঝগড়া মেটাতে না পারায় ইঞ্জিনীয়ার শ্রী ডি, কে, মালাকার মহারাণীতে অবস্থিত সি, আর, পি, ডাকেন। সি, আর, পি, ইনস্পেক্টর শ্রীরায় এক সেকশান সি, আর, পি, নিয়ে ঘটনাস্থলে যখন উপস্থিত হন, ততক্ষণে শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের ঝগড়াটি মিটিয়ে ফেলেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে সি, আর, পি, এর উপস্থিতিতে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা এন, পি, সি, সি, অফিসার ও সি, আর, পি, এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কটুক্তি করতে থাকেন। এবং ঘটনাস্থলে জড়ো হতে থাকেন। তখন সি, আর, পি, তাদের উপর মৃদু লাঠি চালনা করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেন। লাঠি চালনায় শ্রমিকেরা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এন, পি. সি, সি, অফিসাররা শ্রী ডি, সি. দত্ত, এম, এল, রায় এবং কে, কে, পান্টুলু এবং সি, আর, পি, অফিসার শ্রী রায় গোমতির পারে গার্ডেন 'আমব্রেলার' নীচে বসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তখন প্রায় তিন চার শো মারমুখী শ্রমিক ঐদিকে আসতে চান এবং পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে যেতে পারে মনে করে সি, আর, পি, গুলি চালায়। তা থেকে একটি গুলি মানব রায়ের উপরে পরে এবং তিনি সংগে সংগে ঘটনাস্থলেই মারা যান। মানব রায় এন, পি. সি, সি, শ্রমিক এবং সি, আই, টি, ইউর সাথে-যুক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৩(১১), ৮৩ এবং ১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩০৭ ধারা অনুসারে আর, কে, পুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেজিস্ট্রেট পর্যায়ে ঘটনার তদন্ত করার জন্য। তদন্ত সুরু হয়েছে।

এলাকায় এখন এন, পি, সি, সি, কাজকর্ম পুনরায় চালু হয়েছে এবং এলাকা শান্ত আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না, এখানে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে সকাল সাড়ে আটটায় লাঠি চার্জ হয়েছে এবং এই লাঠি চার্জের সংগে গুলির কোন রকম সম্পর্ক আছে কিনা। কারন আমরা দেখেছি যে শ্রমিকের উপর লাঠি চার্জ হয় নাই, লাঠি চার্জের ফলে ছোট একটি বাচ্চা ছেলে আহত হয়েছে এবং আর একজন বাজারের দোকানদার আহত হয়েছে। সেখানে কোন শ্রমিক জমায়েত হল না অথচ বাজারে গিয়ে লাঠি চার্জ করে একটি বাচ্চা ছেলেকে আহত করা হল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, গুলি চলেছে ১০টা ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে। আর দ্বিতীয় যে জিনিষটি মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন, আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যেহেতু একজন মেজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত স্বরু হয়েছে কাজেই এই সব বিষয়গুলি সেই মেজিস্ট্রেটকে জানালে তদন্ত কাজে স্বিধা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে মানব রায় খুন হল এটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা। যারা লাঠি চার্জের ফলে আহত হয়েছিল মানব রায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে ফিরে আসছিলেন এবং কেন লাঠি চার্জ করা হল এই বিষয়টি জানার জন্য সেই অফিসারের কাছে যাচ্ছিলেন, তখন তার সংগে বেশী শ্রমিক ছিল না, মাত্র ক'জন শ্রমিক ছিল। সেই অবস্থাতে বিনা প্ররোচনায় পরিকল্পিত ভাবে গুলি করা হয়েছিল, কারন সেই সময় একটাই গুলি করা হয়েছিল—গুলি চালানোর আগে অনেক কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়—লাঠি চার্জ করতে হয়, টিয়ার গ্যাস ছাড়তে হয়, ব্ল্যাংক ফায়ার করতে হয়, তারপর দরকার হলে এফেকটিভ গুলি চালাতে হয়। এই সব কিছুই না করে তাকে পিছন দিক থেকে গুলি চালান হল। কারন গুলি চালানোর আগে সেই মানব রায় শ্রমিকের দিকে ফিরে হাত তুলে তাদের আসতে নিষেধ করছিলেন ঠিক সেই সময় শ্রীদত্ত যার কথা এখানে বলা হয়েছে তার নির্দেশে—তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ঐ যে লাল গেঞ্জী গায়ে দেওয়া ছেলেটি তাকে গুলি করা হউক এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমার মনে হচ্ছে এই ধরণের তথ্য এখানে আনা ঠিক হবে না কারন এর জবাব দেওয়া সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব নয়—যেখানে আমরা জেলা মেজিস্ট্রেটের হাতে তদন্তের ভার দিয়েছি সেখানে সরকারের পক্ষে এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত হবে না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এখানে যে মানব রায়ের কথা বলা হয়েছে সেই মানব রায় সি, আর, পি, এফ, কে মারতে গিয়েছিল তখনই তাকে গুলি করা হয়েছে—এই খবর জানা আছে কি না ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে এই ঘটনা সম্পর্কে

তদন্ত কাজ চলছে কাজেই এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে এই বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত হবে না বলে মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন।

আমি মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং সন্ধ্যা ৭টায় আঠারবলা (উদয়পুর) বাজারটি ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী খগেন দাস :— স্যার, আমি আগামী ২২শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং এর জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী ২২শে ডিসেম্বর এর জবাব দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য হরিচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :— "গত ১০ই ডিসেম্বর সদরের লেফুংগা পুলিশ ফাঁড়ির উপর উগ্রপন্থীদের সসস্ত্র আক্রমণ সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গত ১০, ১২, ৮৩ইং তারিখ আনুমানিক রাত্রি প্রায় ৯-৫মিঃ হইতে ৯-৫৫ মিঃ এর সময় ২০/২৫ জনের একদল অজ্ঞাত উগ্রপন্থী সিধাই থানার অন্তর্গত লেফুংগা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে পুলিশের নগদ ৮৫০ টাকা সমেত তিনটি '৩০৩ রাইফেল এবং ১৫০ রাউণ্ড '৩০৩ গুলি লুঠ করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার সময় ফাঁড়িতে ডি, এ, আর, এর নায়েক তুরা সিং সহ কনেস্টবল শচীন্দ্র বণিক, কনেস্টবল নন্দ সিং, কনেস্টবল ধনেন্দ্র দেববর্মা, কনেস্টবল বিরমণি দেববর্মা, হোমগার্ড সুনিল বণিক, কনেস্টবল দুলাল দেববর্মা, কনেস্টবল পরিমল পাল, কনেস্টবল রসময় দেববর্মা ছিলেন। কনেস্টবলদের মধ্যে রসময় দেববর্মা এবং পরিমল পাল যথাক্রমে ফাঁড়ির সামনে এবং পিছনে প্রহরার কাজে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। রাত্রিপ্রায় ৯-৫৫ মিঃ এর সময় ফাঁড়ির দক্ষিণ দিকে কুকুরের চিৎকার শুনে নায়েক তুরা সিং প্রহরীদের সতর্ক করে দেন। এ সময়েই নায়েক গুলির শব্দ শুনিতে পাইয়া ফাঁড়ির সবাইকে সতর্ক করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করেন এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই পুলিশ এবং উগ্রপন্থীদের মধ্যে গুলি বিনিময় আরম্ভ হয়। গুলি বিনিময় প্রায় ২০/২৫ মিঃ পর্যন্ত চলে। উগ্রপন্থীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হইতে গুলি বর্ষণ করে। পুলিশদল ফাঁড়ির উত্তর পাশের এবং উগ্রপন্থীরা পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক হইতে গুলি বর্ষণ করে। গুলি বর্ষণের মধ্যে উগ্রপন্থীরা ফাঁড়িতে প্রবেশ করে অস্ত্রশস্ত্র, নগদ টাকা এবং বস্ত্র দি নিয়ে যায়।

উগ্রপন্থীরা পশ্চাৎ অপসারনের পর পুলিশ দল ফাঁড়িতে প্রবেশ করে কনেষ্টেবল ধনেন্দ্র দেববর্মাকে মৃত দেখিতে পান। অপর কনেস্টবল বীরমণি দেববর্মা ফাঁড়ির বাহিরে গুলিবদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় পরে থাকেন। পুলিশ দল ১১০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে এবং উগ্রপন্থীরা প্রায় ৪০/৪৫ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। ফাঁড়ির লোকসংখ্যা ছিল এ, এস, আই, একজন এবং আন আর্মড ব্রাঞ্চের ৮ জন কনেস্টবল। তন্মধ্যে কনেস্টবল লাল চাঁন্দ দেববর্মা বিনা অনুমতিতে ফাঁড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন। অপর একজন কনেস্টবল শ্রীরমেশ দেববর্মা ৫ দিনের ক্যাজুয়েল লিভ-এ ছিলেন। তিনি গত ১১/১০/৮৩ইং কাজে যোগদান করেন। কনেস্টবল কানু লাল ভৌমিক ১০ই ডিসেম্বর হইতে ক্যাজুয়েল লিভ-এ ছিলেন। কনেস্টবল বীরমণি দেববর্মা ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ফাঁড়ি ত্যাগ করে এক বিবাহ উৎসবে যোগদান করে এবং সেই রাত্রিতেই ফাঁড়িতে ফিরিয়া আসেন। এ, এস, আই মতিলাল দত্ত বাড়ীর বাহিরে যান এবং মধ্য রাত্রে গাঁও প্রধান শ্রীঠাকুর দাসের বাড়ীতে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে ফাঁড়িতে ফিরে আসেন। ফাঁড়ির শক্তি ডি, এ, আর এর একজন নায়েক এবং পাঁচজন কনেস্টবল দ্বারা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তাদের মধ্যে কনেস্টবল প্রফুল্ল ভৌমিক ১০ই ডিসেম্বর সকাল ১০টার সময় ডাক নিয়া আগরতলা আসেন এবং পরদিন সকাল ১০টায় ফাঁড়িতে ফিরেন। কনেস্টবল রবীন্দ্র পাল ৪০ দিনের অর্জিত ছুটিতে তাহার অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে ১০ই ডিসেম্বর ফাঁড়ি ত্যাগ করেন। সুতরাং ঘটনার দিন রাত্রিতে ফাঁড়িতে একজন নায়েক তিনজন ডি, এ, আর কনেস্টবল এবং চারজন আন আর্মড ব্রাঞ্চের কনেস্টবল ও হোমগার্ডের সুনীল ভৌমিক ছিলেন। উগ্রপন্থীদের পরিত্যাক্ত একটা লং ব্যারেলের দেশী পিস্তলসহ ৪৫টি ৩০৩ রাইফেলের খালি কার্তুজ, ২৯টি মিস ফায়ার্ড কার্তুজ, ১৩টি অব্যবহৃত কার্তুজ, ২টি ৯ এম এম এর খালি কার্তুজ সংগে ৫টি খালি চার্জার পাওয়া যায়। তিনটি পি-৫০ এফ মার্কা খালি কার্তুজ ছাড়া বাকীগুলি ভারতের তৈরী। এই ঘটনা সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬/৩৯৮ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৩/১২/৮৩ নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্তের ভার সি, আই, ডির উপর ন্যাস্ত করা হয়। আহত কনেস্টবল বীরমণি দেববর্মাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তদন্তের সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হাজতে রাখা হয়। ১) শ্রী শোভাচরণ দেববর্মা, পিতামৃত ব্রজকান্ত দেববর্মা, বাসারামবাড়ী, থানা জিরানীয়া। ২) শ্রীপুষ্প দেববর্মা, পিতা চন্দ্র কুমার দেববর্মা বাসারাম পাড়া, সিধাই। ৩) শ্রী বদ্ধ চন্দ্র দেববর্মা, ওরফে কুজি, পিতা মৃত ক্ষীরিংরাই দেববর্মা, বনছারাম কোবরাপাড়া থানা—সিধাই (৪) শ্রী বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, ওরফে পণ্ডিত রাম ওরফে কিশোর দেববর্মা, পিতা যক্ষিরাই দেববর্মা, বৈরাগীবাড়ী থানা—সিধাই। উগ্রপন্থীদের খোঁজে বাহির করবার জন্য পুলিশ কুকুরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল। কারণ উগ্রপন্থীদের পশ্চাৎ অপসারণের পথে রক্তের দাগ ছিল। কুকুর সাড়ে কিমি পথ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করে। কিন্তু ইহার পর আর কোন চিহ্ন না পাওয়ায় সন্ধান করিতে পারে নাই। কারণ

উগ্রপন্থীরা সেইখানেই একটি জলাভূমি অতিক্রম করে গামছা কোবরার দিকে চলিয়া যায়। ঘটনাটির তদন্ত কার্য অগ্রসর হইতেছে। এ, এস, আই. রতিলাল দত্ত, কনেস্টবল বীরমণি দেববর্মা এবং কনেস্টবল লাল চান্দ দেববর্মাকে গত ১৩ই ডিসেম্বর কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

শ্রী হরিচরণ সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে এ. এস. আই ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেই পুলিশ ফাঁড়ির, ঘটনার দিন তিনি ফাঁড়িতে ছিলেন না। রাত্রি-বেলাতে তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, এর কারন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে সবগুলি ফাঁড়ি ইউনিটকে দপ্তর থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে উগ্রপন্থীদের মোভমেন্ট কাছাকাছি আছে সেটা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। কাজেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এই ভার-প্রাপ্ত অফিসার তার দায়িত্ব পালন করেন নি। সেই জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

শ্রী হরিচরণ সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনার পরের দিন আমি ফাঁড়িতে গিয়েছিলাম। বিশেষ. করে যারা ফাঁড়িতে থাকেন তাদের থাকার মত ঘর নেই, এমন কি রাত্রিতে যারা পাহাড়া দিচ্ছে তাদেরকে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে এই রকম একটা অব্যবস্থা দেখে এলাম। কাজেই প্রয়োজনীয় অ্যাককোমোডেশনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই যে ফাঁড়ি বাংগার সময়েতে তৈরী করা হয় এবং পরে এগুলিতে তাদেরকে থাকতে দেয়া হয়। পরে এই ইউনিটটাকে পাঠানো হয় সেখানে। আমি নিজে দেখে খুব দুঃখিত এবং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এই রকম একটা ফাঁড়ি থাকা উচিত নয়। এইখানে পুলিশ যারা ছিলেন তারা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেনট্রি যেখানে পাহাড়া দেয় সেটার দরজা, জানালা নেই বললে চলে। কেন একটা ক্যাম্প এভাবে আগরতলা শহরের কাছে পড়ে রইল যারা এই ব্যাপারে দায়িত্বে আছে তারা কেন তদন্ত করছেন না, এটা একটা প্রশ্ন। অন্যান্য ক্যাম্পগুলি ভালভাবে রাখা হয়েছে। একটা কথা, কোথাও একটা ঘটনা ঘটলে সেখানে একটা ক্যাম্প দেওয়া একটা শ্লোগান হয়ে উঠেছে।
মাননীয় সদস্যগণ, এই ব্যাপারে এখানে আমি একটি বক্তব্য রাখতে চাই সেটি হচ্ছে, ইদানিং কালে সব জায়গা থেকেই শ্লোগান উঠছে, এই ধরণের ক্যাম্প চাই বলে। কিন্তু ক্যাম্পের উপর এই ধরনের আক্রমণ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, এই ধরনের ছোট ছোট ক্যাম্প রাখা উচিত কিনা। ইতিমধ্যে আরো ২টি ক্যাম্প আক্রমণ হয়ে গেছে। একটি অমরপুরে ও অন্যটি খোয়াইতে। এবারকারটা নিয়ে হলো তৃতীয় আক্রমণ। আমরা চেষ্টা করব, ছোট ক্যাম্প না রেখে বড় ক্যাম্পগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য। এই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আলোচনা চলছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই সব উল্লেখিত উগ্রপন্থীরা কবে নাগাদ আত্মসমর্পন করবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ওরা যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে মাননীয় সদস্যও নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, স্যার, ঘটনার যে রকম বিবৃতি শুনতে পেলাম তাতে বুঝা যায়, পুলিশ আগে থেকেই এই ধরনের যে ঘটনা ঘটবে তার ইনফরমেশান পেয়েছিল এবং ঘটনার পরে দেখা গেছে, আউট পোস্টের ভেতরে অনেক পুলিশ ছিলেন না। কাজেই এটা পূর্ব পরিকল্পিত বলে বুঝা যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি, ১০ তারিখের ঘটনার পরদিন ১১ তারিখে সি, পি, এম, থেকে প্রচার চালাল, এই কাজ কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ? এবং ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই উপজাতি যুব সমিতির লোকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি, আপনি স্পেসিফিকভাবে কিছু জানতে চাইলে চাইতে পারেন। আপনার এই বক্তব্য পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি স্পেসিফিকভাবেই জানতে চাইছি। এই যে সি, পি, এম, এর অপপ্রচারে উপজাতি যুব সমিতির লোকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা এলাকাবাসীরা বুঝেগেছে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে যথোচিত নজর দেবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য এখানে যে সব বক্তব্য রেখেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রী মানিক সরকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের এ খবর জানা আছে কি যে, ঐ ফাঁড়ির এ, এস, আই সেদিন বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্য কিংবা অন্য কোন সামাজিক নিয়ম রক্ষার্থে সেদিন ৮টার পর থেকে ফাঁড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে যখন পশ্চিম থানার এস, পি, কামালঘাট কিংবা তারা বাড়ী ক্রস করে লেম্বুছড়ার দিকে যাচ্ছিলেন তখন সেই এ, এস, আই সাহেব ফিরছিলেন এবং ইনি সেখানে এস, পি, এর গাড়ী ক্রস হচ্ছে দেখতে পেয়ে সেখানকার প্রধান-এর বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেন, যিনি নির্বাচনের সময় নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বর্তমানে কট্টর কংগ্রেস পন্থী বলে পরিচিত। সেই প্রধান পরদিন এস, পি সাহেবের কাছে গিয়ে এ, এস, আই, এর পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন যে, এ, এস, আইকে তিনি সে দিন তার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার বাড়ীর ডাকাতি হওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। এই ভাবেই কেসটাকে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানকার প্রধান এস, পি, সাহেবকে জানিয়েছেন, এ, এস, আইকে তিনি তার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাকাতি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে। তবে সেখানকার পুলিশ এবং অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিদের কথার দ্বারা তা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই এ, এস, আই, সেদিন বিয়ে বাড়ীতে কিংবা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ফাঁড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কাজেই মাননীয়

সদস্য জমাতিয়া যে কথা বলেছেন, এই ঘটনার পেছনে ষড়যন্ত্র আছে তা তদন্ত সাপেক্ষে প্রকাশ পাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— ১৪ তারিখে শুভা চন্দ্র দেববর্মা—বয়স ৬৫ বৎসর, শ্রী বৃদ্ধি চন্দ্র দেববর্মা—তারও বয়স ৬৫ বৎসর এবং বড়গাছিয়ার শুভা চন্দ্র দেববর্মা তার বয়সও ৭০ বৎসর ঘটনার আগে থেকেই তারা বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীর থেকে বের না হওয়া সত্বেও সেখানে উগ্রপন্থী ছিল এই প্রমাণ না পাওয়া সত্বেও তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে বলেছে উপজাতি যুব সমিতির সংশ্রব ত্যাগ না করলে তারা রক্ষা পাবে না। এই কথা সত্য কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে উগ্রপন্থী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সেখানেই সব উপজাতি যুব সমিতির লোক, এটা লক্ষণীয়। সরজমিনে দেখা গেছে, যে উগ্রপন্থী আহত হয়েছিলেন তার রক্ত পাওয়া গেছে গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তির বাড়ীতে। কাজেই আহত উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দিলে সরকার তাদের গ্রেপ্তারই করবে। কংগ্রেস (আই)-এর বন্ধু হলেও রক্ষা পাবে না, এটা জানা থাকা উচিত।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, ঘটনাটি আগে থেকেই জানা ছিল, সেদিন সিধাই থানার ফাঁড়ি আক্রমণ হবে উগ্রপন্থী দ্বারা। কিন্তু আমরা যেদিন সেখানে ঘটনার পরদিন গিয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে যে সব পুলিশ কনেস্টবল ছুটিতে ছিলেন, তাদের সেদিন জয়েন করার কথা থাকলেও তারা জয়েন করেন নি। মাননীয় সদস্য সরকার মহোদয় যে কথা বললেন, যে হরিছড়ার প্রধান কংগ্রেস সমর্থিত তা ঠিক এবং ঠিক বলেই সেখানে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা চলছে সি, পি, এম, থেকে। এবং এই সি, পি, এম- রা তার বাড়ীতে ডাকাতি করেছে, এবং অত্র অঞ্চলে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস(আই) লোকদের এরেস্ট করা হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, পুলিশদের কোন গাফিলতি ছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, এ কথা সত্য নয়।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— এ. এস, আই. সেদিন প্রধানের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ছিলেন না। এটা সাজান ঘটনা। উনি অন্যত্র বিয়ে বাড়ীতে গিয়েছিলেন। কাজেই এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে প্রধানকে জড়ান হয়েছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান হয় না।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ১৫ই নভেম্বর বিশালগড়ের কদমতলীতে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী খুরেশদ আলমকে খুন করা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৫ই নভেম্বর বিশালগড় থানার অন্তর্গত কদমতলীর শ্রী হুমায়ুন কবির আনুমানিক রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তাহার পিতা, ভাই এবং পাশের বাড়ীর খুড়তুতো ভাই খুর্শেদ আলম সহ তাঁহার পিতার ঘরে রাত্র প্রায় ৮ টার সময় রেডিও শুনিতে ছিলেন, তখন তাহারা পূর্ব দিকে একটি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন ৩০।৪০ জনের একদল লোক লাঠি, দা ইত্যাদি নিয়ে তাহাদের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে। এমন সময় একজন দুস্কৃতকারী তাহাদিগকে লক্ষ্য করে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা বিকট শব্দে উঠানে বিস্ফোরিত হয়। তাহাতে শ্রী হুমায়ুন কবির আহত হয়: কিন্তু তিনি আহত অবস্থায় কোন প্রকারে পলাইয়া নিজেকে রক্ষা করেন। তাহার পিতা, ভাই এবং খুড়তুতো ভাই খুরশেদ আলম প্রথমে বাড়ীর পূর্বদিকের ঘরে আশ্রয় নেন। কিন্তু ইহাতে বাঁচার কোন উপায় না দেখে তাহাদের বাড়ীর পাশের লেইকে গিয়ে পড়েন। তাহার খুড়তুতো ভাই খুরশেদ আলম অতিশয় ভীত হইয়া লেকের হাটুজল অতিক্রম করে উত্তর পারে উপস্থিত হইয়া শ্রীনরেশ সাহার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। দুস্কৃতকারীরা তথায় তাহাকে অনুসরণ করে এবং শ্রীনরেশ সাহার বাড়ীতে ঢুকে তাহারা খুরশেদ আলমকে তথায় হত্যা করে। অভিযোগকারী শ্রী মন্টু দাস এবং অন্য ১৬ জন দুস্কৃতকারীকে সনাক্ত করতে সমর্থ হন।

এই ঘটনাটি শ্রী হুমায়ুন কবিরের অভিযোগক্রমে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ৩ (৫) ধারামূলে মোকদ্দমা নং ২৩ (১১) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে নিম্নলিখিত ৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ১৬-১১-৮৩ইং কোর্টে চালান দেওয়া হয়। যথা :

১। শ্রীসুরেন্দ্র সরকার, পিতা মৃত সনাতন সরকার।

২। শ্রী আবদুল কাসেম, পিতা শ্রী দুবান মিঞা. কদমতলা।

৩। শ্রী তপন মজুমদার, পিতা শ্রী সত্যেন্দ্র মজুমদার, কদমতলী।

৪। শ্রী মন্টু দাস. পিতা মৃত লালমোহন দাস, ব্রজপুর।

৫। শ্রী পরিমল দাস, পিতা শ্রী দেবেন্দ্র দাস, ব্রজপুর।

৬। শ্রী হরেকৃষ্ণ দাস, পিতা কালাচাঁদ দাস, কদমতলী।

বাকি ১১ ব্যক্তি পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াইয়া আছে পলাতক, ১৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গত ৮।১২।৮৩ ইং তাং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

ছয়জন আসামী জেল হাজতে আছে। দুস্কৃতকারীরা কংগ্রেস (আই) এবং নিহত খুরশেদ আলম সি. পি-আই (এম)-এই সমর্থক বলে প্রকাশ।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য সি-আই-ডি গ্রহণ করিয়াছে এবং তদন্তকার্য্য সন্তোষজনকভাবে

অগ্রসর হইতেছে। তদন্ত কার্যের সময় ২১ জন ব্যক্তির নাম জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৭ জন এফ-আই-আর বর্ণিত ব্যক্তি।

শ্রী মতিলাল সরকার :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, যে সব আক্রমণকারীর নাম আছে অথচ যারা এখনও গ্রেপ্তার হয়নি তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কেন এখন পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার. খরশেদ আলমকে হত্যার কয়েক ঘন্টা আগে অনুমান ৪ টা সময় শ্রী আবদুল কাসেম, শ্রী গোপাল দাস, ওরা কয়েকজন মিলে তাকে সি. পি, এম ছাড়বার জন্য হুমকি দিয়েছে, এই ঘটনা সত্য কিনা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার. এই রকম কোন তথ্য পুলিশে নেই, তবে পত্র-পত্রিকায় মারফৎ জেনেছি।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার. সেই হত্যাকারীদের মধ্যে যারা গ্রেপ্তার হয় নি. যেমন হীরালাল সরকার, স্বপন দেবনাথ পুলিশের চোখের সামনে জনৈক জোতদার শ্রীশুকলাল সাহার বাড়ীতে ধান শুকাচ্ছেন, ধান তুলছেন, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এটা জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন তথ্য দিয়েছেন, তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার,— যখন ওরা এসেছিল তখন বোমা বিস্ফোরণ করেছিল তাহলে নিশ্চয়ই সেই বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পুলিশ আউট পোস্ট থেকে শোনার কথা। তাহলে পুলিশ আউট পোস্ট সে সময় কি করেছিল এবং সে স্থান থেকে পুলিশ আউট পোস্টের দূরত্ব কতদূর?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম এবং সর্ট কাটের রাস্তার কথা চিন্তা করলে ৫ মিনিট লাগার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়েতে ভার-প্রাপ্ত অফিসার তিনি রাউণ্ডে ছিলেন এবং একজন হাবিলদারের অধীনে তখন আউট পোস্টটি ছিল। তারা যখন এসে পৌছায় তখন দুস্কৃতকারীরা তাদের হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে চলে গেছে।

শ্রী মানিক সরকার— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যখন ঘটনা ঘটেছে তখন তদন্তকারী অফিসার টহলে ছিলেন। তখন এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা যে কারনে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে টহলে বের হতে হয়েছিল। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা জানেন কি পরিস্থিতিতে এই সব ঘটনা ঘটেছে। চড়িলাম নির্বাচনের আগে, মাঝখানে এবং পরে

সেখানে কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের একটা সন্ত্রাস চলছিল তার জন্য পুলিশ বাহিনী বসানো হয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম, নির্বাচন শেষে এটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু তা হয় নি। বিশেষ করে ১৫ তারিখের পর থেকে সেই এলাকায় সন্ত্রাস আরও ছড়িয়ে পড়ে। তারা সেখানে মারধোর আরম্ভ করে এমন কি একজন বৃদ্ধকে ধরে জোর করে তাকে বাধ্য করে সি. পি এমের পুস্তিকাগুলি পুড়িয়ে ফেলতে, লাল ঝণ্ডা পুড়িয়ে ফেলতে এবং তার মুখে পর্যন্ত প্রস্রাব করে এবং এই বৃদ্ধার একটি নাতীকেও পুড়িয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেখায়, কারণ তা না হলে সে তো বাচ্চা, চীৎকার করবে। এই ধরণের সন্ত্রাস তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই পুলিশের দায়িত্ব ছিল টহল দেবার। কাজেই দেখা যাচ্ছে পুলিশ তার কর্তব্য পালন করেছেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মন্ট্র দাস এবং অন্যান্য যেসব কর্মী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করলেন এরা সকলে মতিলাল সাহার, চড়িলাম উপ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য মতিলাল সাহার কর্মী হিসাবে নিয়মিত কাজ করেছে এবং এরা কংগ্রেস (আই) এর প্রধান কর্মী। এবং এরা কংগ্রেস (আই) এর পোলিং এজেন্ট ছিল।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এইটা পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্যরা এই ধরনের প্রশ্ন করলে পুলিশের পক্ষে তদন্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। কারা কারা সাহায্য করেছেন সেটা পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব হবেনা।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ১৫ তারিখে খুরশীদ আলমের হত্যার ঘটনাটা সংগঠিত হল, সেই দিনই কি আগরতলা থেকে বিশালগড়গামী যাত্রী-বাহী বাস থেকে টেনে নামিয়ে শাহজাদা মিঞা ও তাহু মিঞাকে ছুরিকাঘাত করা হয়?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগের ঘটনাটা উপস্থিত করেছি। মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন কেন তুলেছেন জানিনা। যদি তিনি খুরশীদ আলমকে হত্যা করার বদলাই নেওয়া হয়েছে তাহলে আমার বলার কিছু নেই। মাননীয় সদস্যদের লজ্জা হওয়া উচিত।

শ্রী তাহুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আসামীদের মধ্যে পুলিশের তদন্তে যাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে এবং এখনও তাদের ধরা যাচ্ছেনা। তাদের বিরুদ্ধে—কোর্টের নির্দেশ দিয়ে গ্রেপ্তার করার কোন ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সুপারিশ করবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি জানিনা খুনীদের জন্য মাননীয় সদস্যদের এত দরদ কেন? যারা খুন করে তারা কোন সময় রেহাই পাবেনা, তা মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার। কাজেই যাদের খুনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করার সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৫ তারিখে খুরশীদ আলমের হত্যার ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আমার মনে হয় চড়িলামে যে উপনির্বাচন হয়ে

গেল তাতে বামফ্রন্ট জয়ী হতে না পারায় আজকে কংগ্রেস আই এর কর্মীদের উপর আঘাত ও হয়রানি করা হচ্ছে এবং অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য-এর প্রশ্নে মনে হয় খুনশীল আসল খুনই হয়নি ।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, যারা গ্রেপ্তার হয়নি তারা বিভিন্নভাবে বামফ্রন্টের কর্মীকে হুমকি দিচ্ছে । তারা বলছে আরও ৪ জনকে খুন করা হবে । তারই ফলশ্রুতি ১৪ তারিখে বনমালী দেবনাথকে আক্রমণ করা হয়েছে । তাদের যদি গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে যেকোন সময় গণতান্ত্রিক কর্মী খুন হতে পারে ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই হাউসের মধ্যে যে ধরনের উনাদের দরদ দেখা যাচ্ছে তাতে অসম্ভব কিছু নাই । যাতে আর এই রকম না হতে পারে আমরা তার সতর্কতা অবলম্বন করছি ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন । নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং অমরপুর বাজারের একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে ।"

শ্রী খগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত আমি এই তথ্যটা এখনও পাই নাই । অর্থাৎ আমার কাছে এখনও পৌঁছে নাই । আমি এটা ২২শে ডিসেম্বর উত্তর দেব ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী এটা আগামী ২২শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমরা স্যার, এইটার প্রতিবাদ করছি । কারণ, তিনি একজন মন্ত্রী । তিনি এই জিনিসটার গুরুত্ব দিচ্ছেন না । তা না হলে উনি আজকে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তিনি আজ কেন দিতে পারছেন না ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী আর একদিন সময় চেয়েছেন । মাননীয় মন্ত্রী এই প্রিভিলেজ পায় । এইটা আইনসংগত ।

আজ একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন ।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ৩০শে নভেম্বর সোনামুড়া বেতিমারা গ্রামে সশস্ত্র সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্তদের খুনের

উদ্দেশ্যে আক্রমনে আব্দুল রেজ্জাক, ফজলুর রহমান, দাহের আলী প্রমুখ ৭ জন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের গুরুতর আহত করা সম্পের্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৩০শে নভেম্বর সোনামুড়া বেজিমারা গ্রামে সশস্ত্র সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্তদের খুনের উদ্দেশ্যে আক্রমণে আবদুল রেজ্জাক, ফজলুর রহমান, ছাহেদ আলী প্রমুখ ৩ জন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ১-১২-৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় সময় সোনামুড়া থানার অন্তর্গত গ্রাম নিবাসী সর্বশ্রী, আবদুল রেজ্জাক, ফজলুর রহমান, জাহেদ আলী, রমেন্দ্র সিংহ রায়, ইদ্রিশ মিঞা মজুমদার, সোনা মিঞা. সত্যব্রত মজুমদার, দিলীপ ভৌমিক সহকারে শ্রী ডাল মিঞা সোনামুড়া দক্ষিণ বাজারস্থিত রবীন্দ্রনগর নিবাসী নারায়ন দেব চায়ের দোকান হইতে চা পান করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে বেজীমারা গ্রামের সর্বশ্রী খালেক মিঞা মৈশান, বিল্লাল মিঞা মৈশান এবং আরো ৮/৯ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দা, লাঠি, বল্লম, বোমা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, সর্বশ্রী ফজল রহমান, আবদুল রেজ্জাক এবং ছায়েদ আলী মিঞাকে গুরুতর আহত করে। এই আক্রমণে তাহারা তাহাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত পান। এবং এই আঘাতজনিত কারনে তাহাদিগকে প্রথমে সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং পরে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ভর্ত্তি করানো হয়। সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বেজিমারা গ্রামের শ্রী ডাল মিঞার পিতা শ্রী ফজল মিঞার অভিযোগ মূলে ঘটনাটি সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬ ধারায় এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ (৫) ধারায় মোকদ্দমা নং ১ (১২) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় জড়িত সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বেজিমারা গ্রামের শ্রী মিছিল মিঞা চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। এই অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য চেস্টা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহারা পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তাহাদের নিজ নিজ বাড়ী হইতে পলাতক আছে। পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করার জন্য মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। আহত ব্যক্তিরা সকলেই সি পি-আই-(এম) দলের সমর্থক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

মি: ডেপুটিস্পীকার :— অধিবেশন বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

মি: ডেপুটিস্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ এখন ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস, ১৯৮৩-৮৪-এর উপর জেনারেল ডিসকাশন. আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের আলোচনা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর রাখেন। আলোচনা

শুরু করার আগে আমি সরকার পক্ষের ও অপোজিশনের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব তারা যেন তাদের যেসব সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের লিস্ট দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার পরিমান হল ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। এর সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে যেটা সেটা এবারকার ভয়াবহ বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা খরচ করতে চাইছি। প্রথমে আমি বলতে চাই যে বন্যা দুর্গতদের জন্য মোট যে টাকা চাওয়া হয়েছিল তার অংক হচ্ছে ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আর আমরা যে টাকা পেয়েছি তা হল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে টাকা দাবি করা হয়েছিল তার আইটেম-ওয়াইজ বিবরণ আমি আজকে জানাচ্ছি। আমরা ক্যাম্পের রিলিফের জন্য যে সমস্ত মানুষ বাড়ীঘর ছেড়ে ক্যাম্পে এসেছিলেন তাদের জন্য চেয়েছিলাম ৮৫ লক্ষ টাকা সেখানে ৭০ লক্ষ টাকা আমাদেরকে বরাদ্দ করা হয়েছে। কনটিনজেন্সির জন্য ১৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল সেখানে ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। পলিথিন শিটস্-এর জন্য চেয়েছিলাম ১০ লক্ষ টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ টাকাই। রিলিফের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সেটাও দেওয়া হয়েছে। ঔষধ-পত্রের জন্য খরচ হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা সেটাও দেওয়া হয়েছে। যারা ফ্লাডে জীবন হারিয়েছেন তাদের পরিবারের সাহায্যের জন্য ১ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল সেখানে দেওয়া হয়েছে ১৯ হাজার টাকা। যাদের বাড়ীঘর নষ্ট হয়েছে তাদের জন্য ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল কিন্তু দেওয়া হয়েছে ৩৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। অস্থাবর জিনিষপত্র নষ্ট হয়েছে যেমন বাসন পত্র, কাপড় ইত্যাদির জন্য আমরা চেয়েছিলাম ২৪ লক্ষ টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। কৃষির জন্য ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পানের বরোর জন্য ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। চাওয়া হয়েছিল সেখানে দেওয়া হয়েছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বালি সরাবার জন্য আমরা চেয়েছিলাম ২ কোটি টাকা সেখানে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। গরু বাছুরের জীবন হানি ঘটাতে সেখানে ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চেয়েছিলাম দেওয়া হয়েছে ১৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। যে সমস্ত মৎস্যজীবিদের জলা ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে তার জন্য ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আমরা চেয়েছিলাম সেখানে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গা গেছে তার জন্য ৪৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চেয়েছিলাম, আমরা পেয়েছি ৪২ লক্ষ টাকা। মাইনর ইরিগেশানের জন্য ৩৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা চেয়েছিলাম, পেয়েছি ১৪ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিসিটি ইনস্টালেশনের জন্য যা নষ্ট হয়েছে তার জন্য চেয়েছিলাম ৪৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। যে সমস্ত পাওয়ার চেনেল নষ্ট হয়েছে তার জন্য ২৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল, সেখানে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ট্রেন্সমিশন লাইন নষ্ট হয়েছে তার জন্য ২৪ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল দেওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। টিউব-ওয়েল আর, সি, সি, যেগুলি নষ্ট হয়েছে তার জন্য ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চাওয়া

হয়েছিল, দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। রোড এবং ব্রীজের জন্য ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল, সেখানে দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ। পেটি-শপসর জন্য চেয়েছিলাম ৩১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। যে সমস্ত এনিমেল হাজবেন্ড্রির বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে তার জন্য চেয়েছিলাম ২ লক্ষ টাকা সেখানে ২ লক্ষ টাকাই দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত সরকারী বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে তার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল সেখানে ১ পয়সাও দেওয়া হয় নাই। এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ এস, আর, ই, পি কাজের জন্য, আমরা চেয়েছিলাম ৬ কোটি টাকা, সেখানেও ১ পয়সা দেওয়া হয় নাই। চাল চেয়েছিলাম সেটাও দেওয়া হয়নি। চালের দামটা এর অন্তর্ভুক্ত। ফ্লাডের জন্য আমরা এডভান্স পেয়েছিলাম ১ কোটি টাকা। সেটা ধরে এই ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা আমরা চেয়েছিলাম। আমাদের দেওয়া হয়েছে মাত্র ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বন্যার পরে আমরা যেসব এসিস্ট্যান্স করেছি সেন্ট্রাল টিম এখানে যখন এসেছিলেন তখন তাদের কাছে আমরা তুলে ধরেছিলাম। দিল্লীতে রিলিফ মন্ত্রীর সাথে এমন কি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করেছি, অর্থমন্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করেছি, প্লেনিং মিনিস্টারের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও আমরা যে টাকা চেয়েছি তা দেওয়া হয়নি। পি. ডাবলিও. ডি এবং অন্যান্য দপ্তরের যে সব কাজ এখনও বাকী আছে তা এই টাকা দিয়ে করা সম্ভব নয়। আমাদের রিলিফ ক্যাম্পগুলি অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এস, আর, ই, পির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আমন ফসলের জন্য আমরা সীডলিং ইত্যাদি দিয়েছি সে কাজও আমাদের শেষ হয়েছে। রবি ফসলের জন্য সীড ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য কিছু টাকা খরচ হয়েছে এবং এখনও চলছে। যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কিছু কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। তার প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। আশা করছি, ডিসেম্বরের মধ্যে পরবর্তী পর্যায় শেষ করতে পারব।

অন্যান্য যে সমস্ত কাজ রয়েছে সেগুলি হচ্ছে মাইনর ইরিগেসান, রোডস্ এণ্ড ব্রিজেস, ইলেকট্রিসিটি ট্রানজিটস্ ইন্স্টেলেসন, ট্রেনস্মিসন লাইন করা, ফিসারিজ বাকি যা রয়েছে সেগুলি সম্পন্ন করা, ইলেকট্রিসিটি ইন্স্টেলেসান যা ডেমেজ হয়েছে সেগুলি ঠিক করা, স্কুলঘর মেরামতি করা প্রভৃতি বাবদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই টাকায় কিছুই হবে না। এই সব কাজগুলি আমাদের রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে খরচ করতে হবে। এই জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা খরচ হবে এবং সেটাও এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ এর মধ্যে ধরা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই সকল কাজ করতে হচ্ছে। ঘরবাড়ির তৈরীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় টিম বরাদ্দ করেছিলেন মাত্র ২০০ টাকা করে। কিন্তু আমরা যাদের ঘর টিনের এবং মাটির দেওয়াল যুক্ত ছিল এবং যেগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল তাদের আমরা ১৫০০ টাকা করে দিয়েছি। এবং যেগুলির আংশিক ক্ষতি হয়েছে সেগুলির জন্য আমরা ৫০০ টাকা দিয়েছি। আর অন্যান্য কাঁচা ঘরবাড়ির যেগুলির নষ্ট হয়েছে সেগুলির জন্য আমরা ২০০ টাকা দিয়েছি। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

এই সব ক্ষেত্রে মহকুমা অফিসার পর্য্যায়ে তদন্ত করে এসেসমেন্ট করতে হয়। যারা এই বন্যায় দুর্গতদের সাহায্য করেছেন এই হাউস থেকে তাদের ধন্যবাদ জানান হয়েছে। বন্যায় রাস্তাঘাটের চিহ্নমাত্র ছিলনা তবু সেক্ষেত্রে যারা বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় রিক্সা করে চাল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পৌঁছে দিয়েছেন তাদের সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অমরপুরের রাস্তা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই রাস্তা তৈরীর কাজে যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের এই হাউস থেকে আমি প্রশংসা করছি। যারা প্রকৃতই এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কিছু কিছু লোক অন্যায়ভাবে এই সাহায্য পাবার চেষ্টায় আছেন। আমি তাদের এইরূপ অন্যায় কার্য্য হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করছি। তাছাড়া রিলিফের কাজে আমাদের অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। বিগত দাঙ্গায় যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছিলেন, যে সব ছাত্র তাদের বই হারিয়েছেন, যেসব ব্যবসায়ী তাদের দোকান এবং জিনিষপত্র হারিয়েছেন তাদের সাহায্যের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া আমাদের এখানে একটা discreationary ফাণ্ড রয়েছে যে ফাণ্ড থেকে যারা দুঃস্থ, অর্থের অভাবে ঔষধ পত্র কিনতে পারেনা তবে তাদের যদি কোন রেজিষ্ট্রারড্ ডাক্তার লিখে দেন যে তারা টাকার অভাবে ঔষধ কিনতে পারছেন না তবে তাদের সেই ফাণ্ড থেকে সাহায্য করা হয়। আমরা সকল এস ডি, ও. এবং বি, ডি, ও, দের বলে দিয়েছি যে যারা বেঁচে থাকার জন্য সাহায্যের জন্য আসবেন তাদের যেন এই ফাণ্ড থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয় যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারেন। এই ফাণ্ডের জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করা হয়েছে। এস, আর, ই, পি, এর জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করা হয়েছে। মহিলাদের হোস্টেলের জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে।

এইসব অত্যাবশ্যক জনকল্যানমূলক কাজগুলি রূপায়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আশা করছি — যে এই হাউস এই ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টগুলি সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টেস্ এর জন্য ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা আরো ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে করেছেন আমি এই দাবীর বিরোধীতা করেই আমার আলোচনা শুরু করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইতিপূর্বে এই হাউসে আমরা ১৮১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বাজেট করেছি। এবং আজকে প্রায় এক বৎসর শেষ হতে চলছে আর মাত্র তিনমাস বাকি আছে, এই অল্প সময়ের জন্য সরকার যে টাকা খরচ করেছেন তাতে আমরা কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পাইনি। এবং এই টাকাগুলি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপকারে এসেছে কি না তা আমরা জানি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, এই যে বন্যা হয়ে গেল

ত্রিপুরাতে সেই বন্যা কোন প্রকৃতিক কারণে হয়নি। গোমতীর ব্যারেজ ভেঙে সে বন্যা হয়েছে।

(নেপথ্যে—শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এবার গোমতীর কোন ব্যারেজ ভাঙেনি।)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— এটা কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, এটা মনুষ্য সৃষ্ট। অথচ এই বন্যা নিবারণের জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়েছে। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য যা দরকার ছিল সেটা করা হয়নি। এই বন্যায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহ হারাল, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাল তার তার জন্য দায়ী কারা?

আমরা দেখছি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় কিভাবে বন্যা মোকাবিলা করা হয়। আর এখানে আমরা দেখছি, এই সরকারের অপদার্থতায় মানুষগুলির কষ্ট, মানুষগুলির দুঃখ যা অবর্ণনীয়। আমরা যখন দেখলাম, মানুষগুলি প্রাণ হারাচ্ছে, জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন এই সরকারের মন্ত্রী অফিসারেরা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমি নিজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করেছি। উনি এটা বুঝিতেও চেষ্টা করেন নি যে মানুষের কষ্টটা কি। উনি শুধু টাকা চাইছেন, টাকা দাও, টাকা দাও। কিন্তু যাদের জন্য টাকা চাইছেন তাদের দুঃখটা এই সরকার উপলব্ধি করেন নি। এটা আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা দেখতে পেয়েছি বন্যায় বিভিন্ন শহর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই প্রথমে যে কাজটা করা হয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেনা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়। সেটা এখানে করা হয় নি। আমরা দেখছি তখন ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার সংগে দীর্ঘদিন যোগাযোগ রক্ষা করা হয় নি। অমরপুরের সংগে মহারাণীর পুল ভাঙ্গার পর সেটা দীর্ঘদিন মেরামত করা হয় নি। আজ সেটা সেই অবস্থায় আছে। শুধু বলা হচ্ছে, আমরা করছি। শুধু বক্তৃতার প্রচার। এই ব্যাপারে যে তাঁরা পারদর্শী সেটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে সেটা আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। সত্যিকারের যারা বন্যার জন্য ঘরবাড়ী হারা হয়েছে তারা আজও ঘরবাড়ী গড়ে তুলতে পারে নি। আমরা শুধু শুনতে পাই যে অমুক এলাকায় এত টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি যারা টিলাতে আছে তাদের পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দেওয়া হয় নি। আমার কনস্টিটিউয়েনসীতে ১৩টি পরিবারকে সাহায্যের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে সরকারী তদন্তের পর। কিন্তু ১৩টির মধ্যে ৫টিকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাকীগুলিকে কেন দেওয়া হয় নি। তারা বলে যে, আমরা লাল ঝাণ্ডা ধরি না, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করি না, সেজন্য দেওয়া হয় নি। এই পরিবারগুলিকে দেওয়ার জন্য অধিকতর যুক্তি ছিল। তবু দেওয়া হয়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে রাস্তাঘাট তৈরীর প্রায় এক কোটি টাকার মত চাওয়া হয়েছে। সেটা পি, ডব্লিউ, ডি, এর জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল সেটা খরচ করে ফেলেছে, সেজন্য আরও টাকা দরকার। আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে জানাতে চাই, আমি শুধু

এই আর্থিক বৎসরে নয়, বিগত আর্থিক বৎসরের কথাও আমি বলব যে, কয়টা নতুন রাস্তা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে দেখাতে পারেন যার জন্য তাঁরা বলতে পারেন যে আরও টাকা চাই? আমরা দেখেছি পুরনো রাস্তাগুলিকে দেখিয়ে তাদের ক্যাডারদের কন্ট্রাকটারদের দিয়ে বিল করিয়ে নিচ্ছেন। এই জন্যই এই এক কোটি টাকা দরকার হয়ে পড়েছে। ঠিক সেইভাবে টাকাটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যয় করা হবে। বহু টাকা এইভাবে চরিলাম উপনির্বাচণে ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু তবুও নির্বাচনে জেতা হলো না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে যখন আমরা দেখি যে টাকা নয় ছয় হচ্ছে সরকারের হাতে। আমি যদি বুঝতাম যে এই টাকা ত্রিপুরার জনগণের জন্য ব্যয় হচ্ছে সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে তাহলে আমি এক কোটি নয়, ১০ কোটি টাকা চাইতাম। কিন্তু আমরা জানি এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য কাজ এই সরকার দেখাতে পারেন নি যে জন্য এই টাকা তাদের দেওয়ার প্রশ্ন আসে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে, ৬ কোটি টাকা, এটা বিরাট এটা অংক। এর কিছু টাকা চড়িলাম উপনির্বাচনে ব্যয় করা হয়েছে। বাকী টাকা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যয় করা হবে, আমরা জানি। এই পদ্ধতিতে তারা ব্যয় করে আসছে। সুতরাং এই সাপলিমেন্টারী বাজেটে যে টাকা ব্যয় করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চেয়েছেন, তার বিরোধিতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বিধানসভায় পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখব।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে যারা নিজেদের প্রগতিশীল সরকার বলে দাবী করে তাঁদের এক বছরে তিনবার বাজেট পেশ করতে হয়েছে। প্রথম ভোট অন অ্যাকাউন্ট। পুরো বাজেট তাঁরা পেশ করতে পারলেন না এবং আমার যতদূর মনে পড়ে বিগত ছয় বছরে কোন সময়েই পুরো বাজেট তাঁরা পেশ করতে পারেন নি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে বাজেট সম্পর্কে, এই ব্যয় সম্পর্কে সরকার হয় উদাসীন, না হয় নিজেদের ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাশ হওয়ার ৩/৪ মাস পরে গত জুলাই মাসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হল। পূর্ণাঙ্গ বাজেট পাশ হওয়ার কয়েকমাস পরে, মাত্র ৪ মাস পরে আবার সাপলিমেন্টারী বাজেট পেশ করতে হলো।

এতে কি বুঝা যায়? এতে বুঝা যাচ্ছে যে রাজ্যের অভাব এবং চাহিদা সম্পর্কে এই সরকারের সম্যক জ্ঞান নাই বা রাজ্যকে কি ভাবে চালাতে হয় সেই সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা কম। অবশ্য এখানে যে সমস্ত হেডে টাকা চাওয়া হয়েছে সেগুলি অসমর্থনযোগ্য নয়। কারন ফ্লাড হয়েছে। এটা ঠিক, ফ্লাড এফেক্টেড লোকদের রিলিফ এবং পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য টাকার দরকার আছে সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার কথা হয়েছে, এইসব

জিনিষ কি আগে থেকে বুঝা উচিত ছিল না যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই ধরনের ঘটনার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে? এই সরকারের এইসব অভিজ্ঞতা নাই, সেজন্যই এরকম করা হচ্ছে। এই প্রসংগে আমি একটি প্রশ্ন এখানে উত্থাপন না করে পারছি না সেটি হল—ডিস্ক্রিশনারী ফাণ্ড মেজর হেড ২১৩—চীফ মিনিষ্টারস্ রিলিফ ফাণ্ড, সেখানে দেড় লাখ টাকা ছিল, সেখানে দুই লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, সমর্থন করা উচিত, কারন এই সব টাকা জনগনের কল্যাণেই ব্যয় করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি, চীফ মিনিস্টারের রিলিফ ফাণ্ড এর নামলিখে যে লাখ লাখ টাকা উঠান হল সেই টাকার হিসাব আজ পর্যন্ত নাই কেন? কেন লাখ লাখ টাকার যেসব কুপন ছাড়া হয়েছিল সেই সব কুপনের হিসাব লওয়া হচ্ছে না? কাদের কাছে সেই সব কুপন দেওয়া হয়েছিল কেন তাদের কাছ থেকে ফিরত পাওয়া হচ্ছে না? সেই সব টাকা কোথায় গেল? সেই কুপনগুলি নিশ্চয় চুরি হয়ে যায়নি বা ডাকাতি করে কেউ নিয়ে যায়নি। তাহলে সেগুলি গেল কোথায়? সেই টাকাগুলি পূরন করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? শুধু গরীব মানুষের কথা বললেই তো পার হবে না, এইভাবে ত্রিপুরার গরীব মানুষদের ধোকা দেওয়া এটাকে আর এলকারেজ করা যায় না। সরকার চালাতে গেলে টাকা লাগে এবং আরও টাকার দরকার সেটা আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু সেই টাকা সঠিক ভাবে খরচা হয় না, কাজেই সেখানেই আমাদের আপত্তি স্যার, আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত না দিয়ে পারছি না। গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবনের নাম করে একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে—একটি আট কামরার বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে। গৌহাটিতে আমাদের এই রকম একটা বাড়ীর দরকার আছে, কারন গৌহাটিতে হাইকোর্ট আছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস আছে, সেখানে আমাদের রাজ্যের অফিসারদের সরকারী প্রয়োজনে যেতে হয়, কাজেই এই রকম একটি বাড়ী দরকার আছে। আমি এর প্রশংসাই করি। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? কিছুদিন আগে আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, একজন ৪ হাজারী অফিসার একজন দেড় হাজারী অফিসার আর একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। আর কেউ নাই সেখানে—সেখানে কোন কেরানী নাই, নাই কোন একটা অফিসের চিহ্ন। এই ভাবে বসে বসে দু'জন অফিসার পালন করা হচ্ছে যাদের সত্যিকারের কোন কাজ নাই। আর এই ভাবে সরকারের হাজার হাজার টাকা অপচয় হচ্ছে। এই অফিসারটি যিনি দিল্লীতে ছিলেন তাকে সিনিয়ার রেসিডেন্ট কমিশনার করে সেখানে পাঠান হয়, অথচ তাঁর কোন কাজ নাই। কাজ ছাড়া তাকে কেন সেখানে রাখা হচ্ছে? এই অপব্যয় সরকারের যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে রাখা হউক, তাহলে আমাদের কোন আপত্তির কারন ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন দরকার নেই। তারপর ত্রিপুরাতে যে ফ্রাড হয়েছে সেটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক এর উপর সরকারের কোন হাত নাই, অস্বীকার করি না। কিছুদিন আগে রাজস্বমন্ত্রী বাবু করমছড়া গিয়ে একজন প্রধান—রমনী রিয়াংকে জিজ্ঞাস করেছিলেন যে, সে কি চায়। তখন সে বলল যে, বাবু, আমি তো চাষ বাদ করে খাই, আমার আর কিছু দরকার নাই, আমার শুধু বৃষ্টির দরকার; বৃষ্টিও সরকার দিতে

পারে না, এটা আমরা বুঝি। প্রকৃতির উপর সরকারের পুরোপুরি হাত না থাকলেও, প্রকৃতিকে কিছু কিছু প্রতিরোধ করতে পারে। এখানে মাইনর ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল নামে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে অফিসার রেখে লাখ লাখ টাকা নয়, কোটি কোটি টাকা খরচা করা হয়েছে প্রতি বছর। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি এই সব ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যাপারে কোন সুব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা হত তাহলে ত্রিপুরার এই ভয়াবহ বন্যার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যেত। মানুষের এত দুর্গতি ভোগ করতে হত না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের প্রতি যে সরকারের কর্তব্য সেই কর্তব্য সম্পর্কে সরকার আদৌ সচেতন নয়। তারপর দেখা যাচ্ছে যে ফ্লাডের পর যারে সাহায্য করা হচ্ছে তারা সত্যিকারের ফ্লাড এফেকটেড নয়। যাদের জমিতে বালু পড়েছে তারা যদি টি, ইউ, জে, এস,-র বা কংগ্রেসের সমর্থক হয় তাদের জমির বালু সরান হচ্ছে না—এখান থেকে কৃষি মন্ত্রী যাচ্ছেন ঠিক। তিনি গিয়ে কি বলছেন—তিনি বলছেন তোমরা আগে "লাল হও" লাল হলে বালু সরবে। কাজেই জনগণের জন্য যে টাকা পাশ করা হয় সেই টাকা যদি জনগণের জন্য খরচা করা না হয় তাহলে আমরা দলবাজীর জন্য ব্যয় বরাদ্দের সমর্থন আমরা করতে পারি না। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা শুধু সরকারের দূরদর্শিতার অভাবেই চাইতে হয়েছে এবং সরকারের ব্যর্থতার জন্যই চাইতে হয়েছে কাজেই এটাকে আমরা সমর্থন জানাতে পারি না। আর এখানে গার্ল হোস্টেলের জন্য ৫০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে—৫০ হাজার টাকা কেন লাখ টাকা চাইলেও আমরা সমর্থন জানাতে পারতাম। যদি সেই টাকা সত্যিকারের হোস্টেলের জন্য ব্যয় করা হত। আমরা কি দেখছি ১৯৭৩-৭৪ সালে হোস্টেলের যে সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যা আজকে কমে যাচ্ছে। সোনামুড়াতে একটা সিডিউল্ড কাস্টের ছেলেদের জন্য একটা হোস্টেলের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় সেই হোস্টেল হবে সেই জায়গায় আজ পর্যন্ত ঠিক হয় নাই অথচ হাজার হাজার টাকা সেই হোস্টেলের নাম করে খরচা হয়ে গেছে। কাজেই এইভাবে টাকার অপচয় করছে। আর এদিকে বলছে যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, কেন্দ্র সাহায্য দিচ্ছেন না সেই জন্য জনগণের উন্নতি হচ্ছে না। কংগ্রেস আমলে তো তারা ১০/১১ কোটি টাকা দিয়ে রাজ্য চালিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তার চেয়ে তিনগুণ ৪ গুণ টাকা বেশী পেয়েও এই সরকার কিছু করতে পারছে না। এদের আমলে কয়টি বিল্ডিং কয়টি হোস্টেল হয়েছে? সব টাকারই অপচয় হচ্ছে, এই জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করছি এবং এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চাওয়া হয়েছে সেটা তাদের ব্যর্থতারই পরিচায়ক, আর কিছু নয়। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় জওহর সাহা।

জওহর সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন আমি তার উপর বক্তব্য রাখছি। বন্যাত্রাণের

জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে বিশেষ করে আমাদের অমরপুর এলাকায় ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে এবং এই ক্ষতিগ্রস্থদেরকে অর্থ বন্টন, সাহায্য বন্টনের ক্ষেত্রে দলবাজী করা হয়েছে, পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে এবং সারা ত্রিপুরায় এই সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার দরুণ লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এই অভিযোগ অত্যন্ত সত্য। আমরকে বলা হচ্ছে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেন না। এটা হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকারের একটা শ্লোগান সাধারণ মানুষের কাছে, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, খাদ্য দিচ্ছে না। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং সুবীর মজুমদার যে কথা বলছেন যে বন্যার টাকা নিয়ে নয় ছয় করা হয়েছে সেটা সত্য। অমরপুরে এমন-ভাবে টাকা বন্টন করা হয়েছে, আত্মসাৎ করা হয়েছে সেটার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একজন কর্মচারী তার বাড়ীর কোন ক্ষতি হয়নি কিন্তু তার নামে টাকা স্যাংশন হয়েছে, তার স্ত্রীর নামে হয়েছে, তার আত্মীয়ের নামে টাকা স্যাংশন হয়েছে দেড় হাজার দুই হাজার টাকা করে। সারা ত্রিপুরায় একই অবস্থা। অমরপুরে, উদয়পুরে, খোয়াই-কৈলাশহরে সর্বত্র একই অবস্থা। বন্যাত্রাণে রিলিফের টাকা বন্টন সেটা আরও করুণ। কারা কারা সি. পি. আই (এম) করে তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে। রাস্তা মেরামতের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাত করা হয়েছে দলীয় কেডারদের মাধ্যমে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে বলছি যে চেলাগাং বাজার পর্যন্ত যে রাস্তা সেটা মেরামতের নামে কম করে ১ লক্ষ টাকা শুধু ড্রেন পরিস্কার করার জন্য খরচ করা হয়েছে এবং সেই রাস্তার একটু শেওলাও পরিস্কার করা হয়নি। ঠিক এভাবে টাকা লুটপাট করে খেয়েছে। কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা মানুষের কাছে গিয়ে পেঁছাবে না। কেন্দ্র যে টাকা দিয়েছে সেই টাকা সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের কাছে গিয়ে পেঁৗছে না। যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ তারা টাকা পাচ্ছে না। যাদের গবাদি পশু ভেসে গেছে তারা টাকা পাচ্ছে না। পাচ্ছে তাদের দলীয় কেডাররা। এই টাকা খরচ করা হচ্ছে বিভিন্ন নির্বাচনে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জন্য টাকা চেয়েছেন। কিন্তু গরীব মানুষের জন্য এই টাকা খরচ হচ্ছে না। খরচ হচ্ছে এই বিশালগড় নির্বাচনে যেখানে দু দুটো বিধায়ক খুন হয়েছে। সেখানকার মানুষ তার সমোচিত জবাব দিয়েছে।

প্রশাসন যদি সঠিক ভাবে ব্যবস্থা না নিতে পারে তাহলে কি করে হবে। প্রশাসন যদি ঠিক মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত, তাহলে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হতো না। কাজে কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রশাসনের এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকেই সরকারের ব্যর্থতা এবং অপদার্থতা মানুষের কাছে ধরা পড়েছে। এখানে আমরা দেখছি, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের সংগ্রহ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সে সব অভিযোগের কোন জবাব নেই। কেন জবাব দেবেন না? যদি ঠিক মত জবাব দিতে পারেন, তাহলে ২ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকাই চান না

কেন তার সমর্থন আমরা করব। কিন্তু সে টাকা তো সঠিক ভাবে ব্যয়িত হবে না। এই দিকে নজর দেবার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন করব। বন্যা হয় তা জানা কথা। বন্যা যেমন হয় ঠিক তেমনি ভাবে খরাও হয়ে থাকে। এর জন্য সরকারের আগে থেকেই প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। আমি সরকারের কাছে আবেদন করব, শুধু কেন্দ্র থেকে টাকা টাকা করাটা ঠিক নয়। যে টাকা পাওয়া যায় তার সঠিক ব্যয় করা উচিত। কেন্দ্রের টাকা নিয়ে দলবাজী, দলীয় তহবিল বৃদ্ধি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ। আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— ব্যাপেই কাজ করার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা জানি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে বন্যা সেটা অত্যন্ত ভয়াবহ বন্যা। অন্ততঃ ১০০ বছরের ইতিহাসে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমনি ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয় নি। মাত্র ৪৪ ঘন্টার বৃষ্টিপাতের ফলে গড় বৃষ্টিপাত ৭ ইঞ্চি এই রেকর্ড বৃষ্টিপাত ত্রিপুরা রাজ্যে কোনদিন হয় নি। বৃষ্টিপাতের সেই জল নেমে এসে চারিদিকে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। এই বন্যা ত্রিপুরার মানুষের জীবন সম্পত্তির প্রচুর নষ্ট করে। অনেক অমূল্য জীবন আমরা চিরদিনের জন্য হারাই। এই ভয়াবহ বন্যায় আমরা দেখি, ৩৪ হাজার পরিবারের আংশিক ক্ষতি হয়েছে, ১৫ হাজার পরিবার এর ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিলোনীয়ার লাউগাঙ গ্রামে আস্ত পাহাড় সমতলে নেমে এসেছে। তার মধ্যে ফরেস্টের বাগানও ছিল। কিন্তু কোথায় বাগান? সেখানে ১৬টি পরিবারের বাড়ী নদীর কাছাকাছি ছিল। সবই নষ্ট হয়েছে। আমরা জানি, অমরপুরে বন্যার জল আসতে শুরু করেছে হঠাৎ করে। সেখানে মানুষ তার পড়ার জন্য ২/১ টি কাপড়ও বের করার সময় পায় নি। খোয়াই মহকুমায় ভয়াবহ অবস্থা, সোনামুড়ায় ভয়ংকর অবস্থা। এই ভয়াবহ এবং ভয়ংকর অবস্থা কাটাতে সময় লাগবে। রাজ্য সরকার সেখানে প্রায় ২০ কোটি টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন খাতে মূল্যায়ণ করে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, অর্থাৎ জীবনের দিক থেকেই হউক, কিংবা শিক্ষার দিক থেকেই হউক প্রচুর স্কুল বাড়ী নষ্ট হয়ে গেছে, রাস্তা-ঘাটের মেরামতির দিক থেকেই হউক এই টাকার প্রয়োজন ছিল। কেন না, এই ভয়াবহ বন্যার পরে ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। এই অবস্থায় আমরা দেখলাম, যেখানে স্থানীয় গো-ডাউন থেকেও খাদ্য পাঠান সম্ভব ছিল না, যার জন্য হেলিকপ্টার মারফৎ শুকনা খাবার উপর থেকে ফেলতে হয়েছে এর জন্য রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। এত সব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের চাহিদানুযায়ী টাকা দেন নি। ত্রিপুরার

জনসাধারণ অনুভব করেছে, এই বন্যায় রাজ্য সরকার কি ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সে চিকিৎসা ক্ষেত্রেই হউক কিংবা অন্যান্য যে কোন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই হউক। এরজন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা দেখলাম, বন্যার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি দপ্তর থেকে পরবর্তী ফসল যাতে কৃষক পেতে পারে সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিলেন। ধানে যে সমস্ত পোকা বা অন্যান্য রোগ ধরেছিল তার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয় পরবর্তী ফসলের জন্য বীজধান, চারা থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবস্থা দপ্তর থেকে করার দরুন আমন ফসল পেয়েছি। রাস্তাঘাট মেরামতের ব্যাপারে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২।১ টি কথা বলতে চাই। মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা যে কথা বলেছেন তার সম্পর্কে আমি বলতে চাই, মহারানী ব্রীজের কি অবস্থা হয়েছিল। তা সকলেই জানেন, এবং এও জানেন. কত অল্প দিনের মধ্যে তার মেরামতি করা হয়েছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখলাম, এই সরকার বন্যার মোকাবেলার জন্য যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং এজন্য ত্রিপুরার মানুষের কাছ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা পেয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের দিনে দিল্লী এইখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ত্রিপুরার মানুষের ঘর বাড়ী নেই, তারা জলের নীচে আছে জেনেও দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় সরকার টীম পাঠালেন এক মাস পরে। কেন্দ্রের লোক এসেছে এটা আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু দেখলাম, এই কেন্দ্রীয় টীম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিকমেণ্ডেশন করলেন ২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দেবার জন্য। তাঁদের রিমার্ক ছিল, "এই রকম বন্যা আমরা কোথাও দেখিনি" এবং সেই সাথে রাজ্য সরকারের কাজের ভূয়সী প্রশংসা তাঁরাও করেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম কেন্দ্রীয় কমিটির রিকমেণ্ডেশন থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকা দিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা দেখেছি, রাস্তাঘাটের যে ব্যবস্থা আছে নরমাল বাজেটে আমরা বছরের প্রথম থেকে কাজ করে তারপর শেষ দিকে যেতে হয়। এবং এটাই সিস্টেম। এই অবস্থায় জিনিস-পত্রের দাম যে ভাবে বেড়েছে তাতে এই টাকায় করা সম্ভব নয়। প্রতিদিনই জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে, সমস্যা বাড়ছে, বেকারী বাড়ছে, বুভুক্ষা বাড়ছে। আমরা এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে সরে আসতে পারছি না। ভারতবর্ষ যে আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে সেই একই আদর্শ নিয়ে বিশ্বের যে সমস্ত দেশ পরিচালিত হচ্ছে সবই এই রকম আর্থিক সংকটময় পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে তার আর মুক্তি নেই। অর্থনীতিবিদদের কোন দাওয়াই এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করতে পারছে না। বিরোধী দলের বন্ধুরা বন্যা কেন হয় তার জবাব দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৬ বৎসর পরেও ভারতবর্ষের এই ত্রাহি ত্রাহি রব কেন? আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চীনের নদী দুঃখের নদী—"হু হাং হু" সেখানে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, নদীর দুই পারে ফসল ফলছে। আর আমাদের স্বাধীনতার ৩৬ বৎসর পরেও এখানে একটি নদীতে কি

বাঁধ দেওয়া হয়েছে? ত্রিপুরার ৩০ বৎসরী কংগ্রেসী রাজত্বে একটি নদীতেও বাঁধ দেওয়া হয় নি। কৃষিতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। কিন্তু আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, বামফ্রন্টের ৬ বৎসরের শাসনে ৩-৩টি নদীতে বাঁধ পড়েছে, কৃষি উৎপাদন বাড়ার জন্য চেষ্টা চলছে। অনেক সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হবে। জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস আমলে একটিও ডীপ টিউবওয়েল বসেনি, রিং-ওয়েল বসেনি। কিন্তু আজকে আমরা তা করেছি। কিন্তু এই ডীপ টিউব-ওয়েল এবং রিংওয়েল আরো বসানোর জন্য টাকা চাই। কিন্তু সে টাকা আমরা পাচ্ছি না। কাজেই, এই অবস্থার মধ্যে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করে যাচ্ছেন।

(গণ্ডগোল)

কাজেই আজকে বুঝতে হবে এই সমস্ত চক্রান্ত যারা করছেন, যারা আজকে চেয়ার ছুঁড়ে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীকে হত্যা করবার চেষ্টা করছেন, তাই বুঝতে হবে এটা কোন্ দিকে যাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়েছে, আপনি বসুন। মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছে সেটা আমি পুরাপুরি বিরোধীতা করে আমরা বক্তব্য রাখছি এই কারনে যে এই বছর তিন তিনটি বাজেট এই হাউসে পেশ করা হলো। গত বিধান সভার অধিবেশনে ১৮১ কোটি টাকার যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল প্রথমতঃ আমার সেটাই বক্তব্য, সেই টাকা কি পুরোপুরি খরচ হয়েছে? না, সেই টাকাটা নির্বাচনের প্রয়োজনে খরচ হয়েছে। সেটার হিসাব-নিকাশ কি এই বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারবেন? কোন খাতে কত টাকা কি ভাবে খরচ হয়েছে? আমরা দেখেছি ১৮১ কোটি আমাদের রাজস্ব টাকা ছাড়া যা ধরা হয়েছিল সে টাকা তো দেখি পুরোপুরি খরচ হয়নি এটাই প্রমাণিত হয়। কারণ আমরা দেখলাম বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনের আমলে যে রাস্তাগুলি তৈরী হয়েছিল সেই রাস্তাগুলি আজ পর্যন্ত এখনও মেরামত করা হয়নি। যদি সেই রাস্তাগুলি মেরামত করা হত তাহলে এই যে বন্যা হয়ে গেল তার জন্য কিছুটা মোকাবিলা করতে পারতেন। কারণ যে রাস্তাগুলি বিগত ৩০ বছর আগে সংস্কার হয়েছিল আর এই ৬ বছরে যে কোটি কোটি টাকা বাজেট পেশ করা হচ্ছে, খরচ হচ্ছে সেটা কিন্তু রাস্তার জন্য খরচ হয় না। রাস্তার টাকা কোথায় খরচ হয় প্রকৃত মন্ত্রী বাড়ী যাওয়ার রাস্তা আর টুকিটাকি রাস্তা এইগুলি করা হয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর একটি কথা বলতে চাই। তেলিয়ামুড়া থেকে গণ্ডাছড়ার যে রাস্তা গিয়েছে এক বছর ধরে দেখছি এই রাস্তা সংস্কারের কাজ পি, ডবলিউ, ডি, নিয়েছিলেন, অনেক আগেই নাকি সংস্কার হয়েছিল কিন্তু এক বছর বর্ষার জল

আসতে না আসতেই তা কি করে ভেঙ্গে গেল। যদি ভালভাবে রাস্তা তৈরী হতো তাহলে নিশ্চয়ই ভেঙ্গে যেত না। তাই বলছি কংগ্রেস আমলে যদি এই ধরনের কাজ হতো তাহলে আসাম আগরতলা প্রতিদিন ভাঙত এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ত। তাছাড়া আমি বলতে চাই পি, ডবলিউ, ডি. যে রাস্তাগুলি নিয়েছে তুইসিন্দ্রাই থেকে যে কো-অপারেটিভের রাস্তা সেই রাস্তা আজকে এক বছর হলো এবং হাউসেও এই রাস্তার জন্য প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সংস্কার হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার নাকি জনগণের বন্ধু, উপজাতিদের বন্ধু কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে উপজাতিদের জন্য যে বরাদ্দ অর্থ আসে তা কেডারদের পকেটে ঢুকে যায়। পি,ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের যে কাজ সেই কাজে দেখা যায় একটা ওয়ার্ক পাওয়ার্র জন্য চীফ ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য অফিসারদের ধরতে হয় এবং মন্ত্রী বাহাদুর যদি টেণ্ডারের সময় বলে দেন তাহলে টেণ্ডারের সময় কংগ্রেস ভাইরা, উপজাতি ভাইরা পান না, সেটা পায় সি, পি, এম, কেডারের লোকেরা। আর একটা জিনিষ দেখলাম বিগত বন্যায় যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে বা রাজ্য সরকার কেন্দ্র থেকে যে টাকা এনেছেন সে টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে। তেলিয়ামুড়া ফরেষ্ট অফিস প্রায় ৬ বছর ধরে মেরামত হয় না, কারণ এখানে নাকি অসুবিধা আছে। সরকারের একটা ভবন তৈরী করতে তাঁরা পারেন না কিন্তু সামান্য টাকা খরচ করলেই এটা হয়ে যায় কিন্তু সরকার বাহাদুর এতেও মত দিচ্ছেন না। বিগত ৩০/৩৫ বছর চলছে যে নদীর পারে এই ফরেষ্ট অফিস সেটা প্রায় দুই বছর আগে সেই অফিসের মধ্যে ড্রেন করার সময় লোক্যাল জনসাধারন বাধা দিয়েছিলেন, তারা বলেছিলেন এখানে যদি ড্রেন করা হয় তাহলে ফরেষ্ট অফিস ভাঙবে আর আমাদের বাড়ীঘর যাবে। সত্যি সত্যিই জনসাধারনের কথাই ঠিক হয়েছে। সেই ফরেষ্ট অফিসের ভিতর দিয়ে ড্রেন করা হয়েছে তার পরেই বন্যায় সেই বাড়ী ঘর চলে যায় এবং ফরেষ্ট অফিসের এক অংশ ভেঙ্গে পড়ে। তাই আমি বলবো আজকে বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা কিছু কেডার পোষার জন্য আর সামনে যে পঞ্চায়েতে নির্বাচন আসছে তার জন্য। তাই আমি এই বাজেটের পুরোপুরি বিরোধীতা করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আরও বলতে চাই বন্যার পর দেখলাম মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তড়িঘড়ি করে বি. ডি. সির মিটিং ডাকলেন, আমরা খুসী হয়েছি, জনগণকে আশ্বাস দিয়েছি। সেখানে ধরা হয়েছিল ফিসারিতে যে মাছগুলি বন্যার জলে চলে গেছে সেই সমস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে, যে সমস্ত জমিতে বালি পড়েছে সেই সমস্ত জমি থেকে বালি সড়ানো হবে, যাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে গিয়েছে তাদের সাহায্য করা হবে। প্রায় ৬ মাস হয়ে গেল আজ পর্যন্ত সেই সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। বেছে বেছে২/৪ জনের জমি থেকে বালু সরানো হয়েছে, নিজেদের কেডারভুক্ত লোকদের সাহায্য করা হয়েছে, ফিসারীতেও বেছে বেছে লোকদের সাহায্য করা হয়েছে আর যারা ওদের কেডারভুক্ত নয় তারা পায়নি। সেদিন আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, বন্যার সময় আমাদের এলাকায় অনেক জনগণ আছে যারা সাহায্য পায় নি, তার কারণ কি? উনি আমাকে বললেন, ঠিক আছে এটার জন্য

ভাববেন না, আমরা ব্যবস্থা করে নেব। তাই বলতে চাই, এই সরকার সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। সোনামুড়া বন্যার সময় যখন আমি গিয়েছিলাম তখন একজন বৃদ্ধ আমাকে বললেন, মা কি বলবো এই সরকারের মরা, ভরা, খরা এই তিনটিই প্রধান্য পেয়েছে। আমি বললাম কি বলছেন ? তখন তিনি বললেন, বুঝছেন না, মরা এই সরকারের জন্যের দাঙ্গা, খরা আর ভরা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কাজেই আজকে যে বাজেট ধরা হয়েছে সেই বাজেটের আমি পুরোপুরি বিরোধীতা করছি. এই কারনে যে এটা ক্যাডার পোষা বাজেট, আর সামনে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে সে জন্যই তারা টাকা জমা রেখেছেন, তাই আমি এই বাজেটকে পুরোপুরি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা—মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে তিন তিনটি বার বাজেট পেশ করার পর প্রথম মূল বাজেটের মধ্যে ঘাটতি ৮ কোটি, ৯১ লক্ষ টাকা, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এখানে যে বাজেট পেশ করার পর উনার বক্তব্যে শুনতে পাই নি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে কত ঘাটতি হবে, কত টাকা কারচুপি হবে. এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হবে।

ঘাটতি কি করে পূরণ হবে তা গত বাজেট সেখানেও দেখতে পায়নি, এই বাজেটেও দেখতে পাইনি। জানিনা, কি ভেবেছেন জানিনা, সেই ঘাটতি টাকাগুলি কি করে পূরণ হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা যখন বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী তার আসনে নাই, উনি আমাদের বক্তব্য শুনছেন না। আজকে আমরা দেখেছি, বন্যায় ত্রিপুরার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হল, তখন তারা চীৎকার আরম্ভ করল ১০ কোটি টাকা দিতে হবে। কিন্তু আজকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে দেখা যায় ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। প্রথমে ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, পরে আরও ৩ কোটি টাকা সহ ৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই ৪ কোটির সংগে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে। কিন্তু আগে তারা কোন হিসাব পত্র না করে বলেছিল, আমাদের ১৯ কোটি টাকা দিতে হবে। তার মানে কি, তারা এই টাকা দিয়ে পার্টির ক্যাডারদের দিত। তা ত্রিপুরার জনগণের জন্য নয়। তখন ১৯ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে, এখন কেন ৬ কোটি টাকা চাওয়া হল ? ১০ কোটি টাকা আরও বেশী বাজেট ধরা উচিত ছিল। আমরা দেখেছি কিছু মক্কেল বাজারে থাকে তারা ১০ টাকার জিনিস ২০ টাকা, ২০ টাকার জিনিস ৫০ টাকা করে। তেমনি বামফ্রন্ট হচ্ছে মক্কেল। হিসাব পত্র ছাড়াই একটা হিসাব করে ফেলে। যার জন্য ৬ কোটির যায়গায় ১৯ কোটি টাকা চাওয়া হল। যদি লটারী লেগে যায়। তাহলে বামফ্রন্টের পেট ভরানো যাবে। এই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। এই বাজেট বামফ্রন্টের ব্যর্থতা ও অপদার্থতার পরিচয় দেয় এখন ১৯ কোটি টাকা চাওয়া হলনা কেন ? মাননীয় ডেপুটি

স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস এখানে বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার অনেক কিছু করেছেন অভাব অনটনের মধ্যে। কিন্তু আমরা কি দেখি? ছামনু এলাকায় এখনও দুর্ভিক্ষ চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত বিধানসভায় স্বীকার করেছেন। সেখান থেকে শত শত পরিবারকে চলে যেতে হয়েছে। সেখানকার শত শত পরিবার অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে চলে গেছে। কারন বামফ্রন্ট বিধানসভায় বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজ করতে গেলে কিছুই করে না। জুমিয়াদের জুম বীজের পরিবর্তে ক্ষেতের বীজ দেওয়া হয়েছে। যেগুলি লুঙ্গা জমিতে করা হয়। যার জন্য ভাল ফসল হয়না। যার জন্য মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এইখানেই প্রমান হয় বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা। তা বামফ্রন্ট সরকার কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেনা। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতাকে বুঝে ফেলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ৫০ লক্ষ টাকা এস, আর, ই, পি, ও এন, আর, ই, পির জন্য ধরা হয়েছে। তার কারন কি? জনসাধারনের স্বার্থে নয়। যারা "লাল ঝাণ্ডা" দিয়ে চীৎকার করে, যারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে, যারা সি, পি, এমের কথা বলে তাদের জনাই, তাদের পায়খানার দরজা পর্যন্ত রাস্তা করার জন্য। সাধারন মানুষের কোন উপকারে লাগবেনা। যারা বন্যায় বিধ্বস্ত, যারা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সাহায্যে কিছুই লাগবেনা। বন্যার সময় কতিপয় উগ্রপন্থীকে পাঠানো হয়েছিল ত্রান কাজের জন্য। যাদের কাজ হচ্ছে লুট করা, তাদেরকে পাঠানো হয়েছে ত্রান কাজের জন্য। এইভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে তারা বন্যায় কাজ করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, এইখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে, তা জনসাধারনের জন্য নয়, ২১লক্ষ মানুষের বাঁচার জন্য নয়, একমাত্র পঞ্চায়েতের নির্বাচনে পার্টিকে আরও শক্ত করার জন্য এই টাকা চাওয়া। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ। বন্যার সময় তাদের দলেরই ঐ আর, এস, পির মাননীয় বিধায়করা আজ অনুপস্থিত, বন্যার জন্য যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে হাউসে থাকলে তাদের আলোচনায় অংশগ্রহন করতে হবে, তাই আজকে তারা অনুপস্থিত। সেই আর, এস, পি, সি, পি, এমের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল, শ্লোগান দিয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতির জন্য। এইটা আমার কথা নয়। এইটা আপনাদেরই কথা। আজকে আমি বলব, বামফ্রন্ট সরকার তার ব্যর্থতাকে ঢাকা দেওয়ার জন্যই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছেন। ২১ লক্ষ মানুষ যেখানে বিপর্যস্ত এই টাকা তাদের কল্যানের জন্য খরচ করা হবেনা। তাদের নাম করে পার্টির কাজে লাগানোর জনাই আমি মনে করি এই বাজেট। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার:—শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজ বিধানসভায় যে সাপ্লি-

মেন্টারী বাজেট অর্থ মন্ত্রী পেশ করেছেন আমি তার উপরেই আমার কিছু বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি। অর্থ খরচ করাই মূল উদ্দেশ্য হতে পারেনা। অর্থটাকে অপচয় না করে সদ্ব্যবহার করাই আমি মনে করি মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থের বিনিয়োগ উৎপাদনমুখী, প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। সেখানে যদি অর্থ দলের লোককে পাইয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে প্রতিবাদ উঠবে, ঝড় উঠবে। বন্যার সময়ে যে বাজেট করা হল আজকে ত্রিপুরার যে দুধা জমি আছে ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সরকার থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই মাটির অবক্ষয় রোধ করার জন্য চেষ্টা দেখিনা। তারা পরীক্ষক নিযুক্ত করে, মাটি পরীক্ষা করে এই মাটির অবক্ষয়কে রোধ করার চেষ্টা করতে পারেন যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে গেলে তা লক্ষ্য করা দরকার। কিন্তু এই পরিকল্পনার কোন উল্লেখ নাই। বন্যার নামে যে খরচ করা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্য চাষীদের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার বক্তব্যে বলেছেন। কোথায় করা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে সেটা বুঝার সুবিধা আমাদের নাই। ক্ষতিগ্রস্থ বলে সেখানে পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। জুট ট্যাংক ত কতগুলি মালিকের হাতে চলে গেছে তবুও নিজের লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য জুট ট্যাঙ্কের নাম করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি, অনেক লোকের বাড়ী-ঘর ভেসে গেছে। অনেকের অনেকগুলি ঘর নষ্ট হয়েছে অথচ তাদের দিকে দেখা হচ্ছেনা। অন্যদিকে যাদের ঘর-বাড়ী নষ্ট হয়নি তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কারণ, তাদের দলের লোক। রাস্তা যেগুলি মেরামত করা হচ্ছে সেগুলি দলের লোকদের দিয়ে করান হচ্ছে যাতে তারা কিছু পায়। আমাদের বিলোনীয়াতে বাঁধ ভেসেছে, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী গিয়ে দেখেছেন সেখানে টিলা থেকে কিছু মাটি নিয়ে বাঁধান হয়েছে যেটা কিছু দিনও টিকবে না। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের নমুনা। তাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কতটুকু উপকার হল সেটা আমরা বুঝি। চড়িলাম নির্বাচনের আগেও এমন সাপ্লিমেন্টারী বিল এসেছিল, আবার হয়ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও আরেকটি আসবে। ত্রিপুরার সরকারী পরিবহণ সংস্থা, টি, আর, টি, সি, সেটা আজকে ব্যর্থ, তাই ব্যক্তিগত মালিকানাধীনের গাড়ীগুলি ত্রিপুরার পরিবহন কাজ চালাচ্ছে। তাই এটা সরকারের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বলে সাপ্লিমেন্টারীর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউজে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রেখেছেন সেটার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরায় যে বন্যা হয়েছে বিশেষত: ৬টি মহকুমায় যেখানে ৩০ জনের মত লোক বন্যায় প্রাণ হারিয়েছে, ১০ হাজার গবাদি পশু নষ্ট হয়েছে; ১১১টি ব্রীজ নষ্ট হয়েছে, ৩৬৫টি স্কুলঘর নষ্ট

হয়েছে, ১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার মত ফসল নষ্ট হয়েছে, ৮ লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হয়েছে সেখানে এই বন্যাকে মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন। সেখানে মাত্র দেওয়া হয়েছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এই হাউজে যারা বিরোধী দলের সদস্য তারাও চীৎকার করছেন বামফ্রন্ট সরকার এই টাকা দিয়ে দলীয় কর্মীদের পোষণ করছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ত্রিপুরার এই ভয়াবহ বন্যার সময়েও তারাও ত গ্রামে গিয়ে মানুষের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেখানে মানুষের মন পাওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধি হিসাবে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সরকারী অফিসে গিয়ে বার বার ধর্ণা দিয়েছেন। আমি খোয়াই—এর কার্তিক তেলেঙ্গানার কথা বলছি, যে তার ২২ বছরের যুবতী স্ত্রীর হাত থেকে তার ১০ মাসের শিশুকে বন্যার জলে হারিয়েছিল। দিলিপ দেবনাথ যার স্ত্রী ৯ মাসের গর্ভবতী ছিলেন, তাকে ক্যাম্পে রেখে বাড়ীতে গবাদি পশু রক্ষা করতে গিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের জন্য সরকার টাকা চেয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে সেখানে কেন্দ্র মাত্র ১৯ হাজার টাকা দিয়েছেন। ত্রিপুরাকে পুনর্গঠন করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বাজেটে টাকা চাওয়াতে বিরোধীরা বলছেন, কেডার পোষণের জন্য চাওয়া হয়েছে। তারা কি কার্তিক তেলেঙ্গানা ও দিলিপ দেবনাথের স্ত্রীর কাছে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন? ২৭ হাজার মানুষ ঘরবাড়ী বিসর্জন দিয়েছেন তাদের সামনে কি তারা বলতে পারবেন? বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অন্য কোন সরকার এরকম করতেন না, বিগত দিনে আমরা দেখেনি।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করেছেন। বিগত বন্যায় আমি দেখেছি, আমাদের খোয়াই মহকুমাতে বন্যায় বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্য করবার জন্যে আমরা যখন এস, ডি, ও,—এর কাছে যাই তখন তিনি আমাদের বললেন যে আগরতলা থেকে কোন সারকুলার নেই, তবে এই ব্যাপারে প্রত্যককে ১.৪০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। আমরা তখন সেই ১.৪০ টাকা পরিমাণ সাহায্য দেবার জন্য বলি। তারপর আগরতলা থেকে যে সারকুলার গেল তাতে দেখা গেল যে ১.৫০ টাকা করে সাহায্য দেবার নির্দেশ রয়েছে। তারপর সেই বাকি টাকা পূরণ করা হয়। সুতরাং আমরা দেখেছি যে নির্দেশের অপেক্ষায় সেখানে সাহায্য বন্ধ থাকেনি। আমরা দেখেছি যে, বিগত বন্যায় রাজ্য সরকারের সকল মন্ত্রীরা, প্রশাসনিক স্তরের সকল অফিসাররা ছুটে গেছেন বন্যা বিধ্বস্ত মানুষদের নিকট। হেলিকপ্টার থেকে শুকনা খাবার দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার করে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন বন্যা প্লাবিত অঞ্চল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। তখন বামফ্রন্ট সরকার চিন্তাও করেন নি যে, কেন্দ্রিয় সরকার কত টাকা দেবেন, কবে সমীক্ষক দল পাঠাবেন। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা থেকে বালু সরিয়ে যে জমিতে কৃষি কাজ করা যেতে পারে তা বের করেছেন জরুরী ভিত্তিতে। আমি দেখেছি, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ছুটে

গেছেন বন্যা প্লাবিত এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে। কৃষির জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। গরু কিনার জন্য বীজ ধান কিনার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে কৃষকদের যাতে অতি সত্বর কৃষির কাজ করা যায় তারজন্য সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে ধানের চারা সরবরাহ করেছেন। জমিতে সার দেবার জন্য বিনামূল্যে চুন সার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার বলেছেন যে, বন্যার সময় সেনা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়নি কেন। কিন্তু আমরা খোয়াইতে বন্যার সময় সেনা বাহিনীর সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখা গেল যে এস. ডি, ও, সাহেব বেসরকারী উদ্ধার দল নিয়ে সেখানে গিয়েছেন। আমি তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে, সেনা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হোক। কিন্তু তিনি তখন বলেছিলেন যে, এই সেনা বাহিনী ত্রিপুরার সাধারন মানুষদের রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ পাবেনা। পরে অবশ্য আসাম থেকে রেসকিউ বাহিনী এসেছিল। মাননীয় সুধীর মজুমদার বলেছেন যে. গোমতীর ব্যারেজ ভেঙ্গে উদয়পুরে এবং অমরপুরে বন্যা হয়েছে। আমি যখন বললাম যে, তাহলে খোয়াইতে কেন বন্যা হলো তখন তিনি আমার কানে কানে বললেন যে, সেই টিউ, জে, এস, খোয়াই নদীর উপর যে মিনি ব্যারেজ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি কেটে দিচ্ছে, তার ফলেই সে বন্যা হচ্ছে। তখন আমি তাকে বললাম যে, খোয়াই নদীর উপর মাত্র কয়েকটি মিনি ব্যারেজ রয়েছে সে ব্যারেজগুলি কেটে দিলেও সেখানে বন্যা হতে পারে না। সুতরাং তাদের এই সকল প্রচার হলো জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে, এই যে, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক কর্মসূচীকে রূপায়ন করবার জন্যই আনা হয়েছে। সুতরাং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে যেন সকলেই সমর্থন করেন। এটা সকলের একটা নৈতিক দায়িত্বও বটে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায়:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর্ গ্র্যান্টস্ এনেছেন যাতে ৬ কোটি টাকার উপরে বরাদ্ধ ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সোনামুড়াতে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল সে সময় আমরা দেখেছি যে, বন্যা দুর্গত মানুষদের বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থকরা কোন প্রকার সাহায্য করেননি। তারা তাদের বলেছেন, আপনাদের আমরা সাহায্য করবনা। আপনারা আপনাদের সেই কংগ্রেসী বন্ধুদের ডাকুন, তারাই আপনাদের সাহায্য করবেন। এটা কত বড় বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয়, ওরা তখন কংগ্রেসী সমর্থক বলে হিংসা করে সেই দুর্গত মানুষদের সাহায্য করেন নি। এর আগেও বামফ্রন্ট সরকার ৮২ কোটি টাকার উপরে বাজেট করেছিল। তারা

দেখিয়েছিল যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যানের জন্যই সেই টাকা খরচ করবে। কিন্তু সেটা কাগজেই রয়েছে। তাদের খাতাপত্র সবই ঠিক আছে। অথচ সাধারন মানুষের কল্যান-এর জন্য কিছুই করা হয়নি। আমরা দেখেছি, বিগত বন্যার সময় সোনামুড়ার এস, ডি, ও, যখন সাধারণ মানুষের সাহায্যের ব্যবস্থা করছিলেন তখন এই বামফ্রন্টের একজন বিধায়ক তাকে ধমকে বলেছিলেন যে, তিনি যেন সে সাহায্য বন্ধ করেন। আর সেই বিধায়ক যাদের নাম বলবেন তাদের যেন সাহায্য দেওয়া হয়। তখন এস, ডি, ও, বলেন যে, তিনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। তিনি অন্যায়ভাবে কাউকে সাহায্য দিতে পারবেন না! তারপরেই আমরা দেখি যে সেই এস, ডি, ও, কে—রাতারাতি এক্‌জিকিউটিভ অফিসার করে আগরতলায় বদলী করে দেওয়া হয় এবং সেখানে আর একজন এস, ডি. ও, কে পাঠানো হয় সাহায্যের এবং রিলিফের কাজ করবার জন্যে। সুতরাং আজকে আমরা দেখছি যে, এই বামফ্রন্ট সরকার ভাওতাবাজী করে কেন্দ্র থেকে টাকা এনে সেই টাকা আত্মসাৎ করছেন। সুতরাং আমাদের দাবী, ত্রিপুরার গরীব মানুষের দাবী হলো যে আমাদের সেই কোটি কোটি টাকার সঠিক হিসাব আমাদের দিতে হবে। এভাবে আমাদের আর ভাওতা দিলে চলবে না।

এরপর আমি আপত্তি দেওয়ার পরে এ, এস, ডি, ও, সাহেব ১০০ পরিবারকে ১৫০ টাকা করে বরাদ্দ করতে বাধ্য করলেন অফিসারদের। আমি লক্ষ্য করেছি, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে উদয়পুরের অফিসারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু আমার সোনামুড়ার অফিসারদের ধন্যবাদ জানান নাই। উদয়পুরের অফিসারেরা কি করেছে? যে সমস্ত গ্রাম, যে সমস্ত পাড়ায় জল উঠেনি তাদের সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে জল উঠেছে সেখানে টাকা দেওয়া হয় নি। এই যে টাকা চাওয়া হয়েছে, এই সম্পূর্ণ টাকা এই যে অপব্যয় করা হচ্ছে তার জন্য আমি আপত্তি জানাচ্ছি এবং সে জন্য এই বরাদ্দকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে যদি আমরা ঘাঁটি তাহলে দেখব, যে বন্যা হয়েছে সে রকম বন্যা ত্রিপুরায় ১০০ বছরের মধ্যে আর হয় নি। বন্যা আগে নোটিশ দিয়ে আসে না। কাজেই হঠাৎ যখন বন্যা আসে তখন মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। কাজেই এই দুর্দশাকে মোচন করার জন্য সমস্ত প্রশাসন যেমন কাজ করে সেই রকম জনগণেরও উচিত সাহায্য করা। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু লোক মজা দেখার জন্য যায়। মানুষকে উপহাস বা ব্যংগ করার জন্য উনারা যেতে পারেন। জনগণের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ যে মনোভাব তার জন্য আমাদের কিছু বলার থাকে না।

প্রথমতঃ একটা জিনিষ আমরা দেখেছি, এই বিধ্বংসী বন্যায় রাস্তাঘাট, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা দেখেছি, সাক্রমে যে খাদ্য ভাণ্ডার, তাতে যে খাদ্য মজুত ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল। বিমান থেকে খাদ্য ফেলতে হলো। এটা তো ঠিক যে, আমরা কিছু করেছি। আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি যে বর্ষার আগে গুদামে চালের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলুন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাঘাট সর্ব ঋতুর জন্য সমান উপযোগী নয়। এটা এই নয় যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পর্যাপ্ত চাল দিয়েছিলেন এবং সেই চালগুলি আমাদের যথেষ্ট ছিল। অথচ আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চালগুলি মজুত করতে পারি নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের খাদ্য বা কেরোসিন পরিমাণমত সঠিকভাবে পাই না। তার জন্য জনগণকে দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে।

তারপর আছে হাজার হাজার একর জমি ভেসে গিয়েছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর এক দিকে ফসল তৈরী করবার জন্য যে চারা লাগানো হয়েছিল সেই চারা পচে গেল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সঙ্গে সঙ্গে, আপনারা দেখেছেন যে শতাব্দীর মধ্যে এরকম বন্যার পরেও মানুষকে ফসল উৎপাদনে সাহায্য করেছে। উৎপাদনের উপর এই রকম যে আঘাত সেই আঘাতকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছে। যেমন, ত্রিপুরা সরকার সাহায্য করেছেন, সেই রকম জনগণও চেষ্টা নিয়েছেন। ফসল আবার তারা উৎপাদন করেছেন। এটা চারটিখানি কথা নয়। বেতাগা গাঁওসভায়—মনু নদীর পারে আছে। ওয়াসড আউট হয়ে গেল উপজাতিদের ২৬টি পরিবার। তা সত্বেও সেখানে আমরা দেখেছি তারা ফসল উৎপাদন করেছে। কোন কোন জায়গায় প্রশাসনিক দুর্বলতা আছে, অস্বীকার করব না। যেখানে দেড় হাজার টাকা দেওয়ার কথা· সেখানে ২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি, অনেক জায়গায় গরু মরে গেছে, মহিষ মরে গেছে। আজকেও তাদের সাহায্য দেওয়া হয় নাই। এই রকম আছে। কিন্তু যে ক্যাডার পোষার জন্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে বলছেন, এইভাবে দুঃস্থ মানুষকে ব্যঙ্গ করবেন না। যে কৃষকের ঘরটা ভেসে গেছে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন না। ত্রুটি থাকতে পারে। সেটা দৃষ্টিতে আনুন।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় কাকুলিয়াতে একটা পারমানেন্ট ব্রীজ, তার একটা অংশ উড়ে গেছে। নদী তার কোর্স পালটেছে এবং কাকুলিয়া থেকে ১৩টা ব্রীজ ওয়াশড আউট হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্বেও মানুষ আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কিছু বিকৃত তথ্য পরিবেশন করার জন্য বিরোধী বন্ধুরা চেষ্টা করছেন। ডুম্বুর থেকে অতিরিক্ত জল সরবরাহ করে নাই। দুই নম্বর পাহাড়ের মধ্যে কিছু পাথর জমে জল আটকে ছিল, সেই জল ক্ষতি করেছে। বামফ্রন্ট সরকার যেটাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছেন সেটাকে সাহায্য করুন। যেখানে ১৯·৪৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল সেখানে আমরা কি পেয়েছি? কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার —শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া—মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, লাই থাংনাই ১৬ তারিখ অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অরনি অ যে অতিরিক্ত রাঙ নাই কি মানি ব হয়তো যুক্তিযুক্ত হীনাই রমাই নাঅই মান অ। তামানি বাগাই—ব-ন চাঙ নুকথা, লাই থাংনাই বাজেট অধিবেশন প্রায় একশ বিরাশী কোটী টাকা মত বরগ নাইলাহা। নাইমানি পরে গত ৯ (নয়) মাসনি বিসিংগ নুকথা মোটামুটি ভাবে কাইথাম রাঙ ন তাম ব বাজেট তুবুথা। তেইবছে মাস বাকী তংখ। হয়তো ছাঅই মানয়া, মুখ্যমন্ত্রী নিজিনছে ছাঅই মানয়া, কেব গ্যারান্টি রাঅই ছাঅই মানয়া। তেই নিরগনি থানি রাঙ নাইলিয়া হীনাই। হয়তো ব তেই উাইনাই উাইথাম ছাক রাঙ নাইখামো। কাজেই এই দিক দিয়ে উানছকঅই নাইথা হীনখে এই বামফ্রন্ট সরকার মুর্খনি পরিচয় রামানি কক কালাই অ। কাজেইন অমহাইখেই বার বার বৎসর' বাজেট থালাইক্ষা হীনখে উাইবা উাইদক থালাইলাহা হীনখেলাই বন-ন অপদার্থ সরকার হীনাই পরিচয় রাঅ, মুর্খতানি পরিচয় রাঅ। ঐ দিক থেকে তাই উাইসা পরিস্কারভাবে যাতে ভবিষ্যতে ফান' কাহামখে থালাইনানি ব্যবস্থা আংথাং। বনি বাগাইন আঙ পুইলানি সিমি অনুরোধ নারাকঅ। কারন অরনি অ যে ব রাঙ নাইমানি ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ তেইব রাঙ নাঙফিরঅ হীনাই রাঙ ছান থা। অরনি অ চাঙ লুকথা— বিশেষ করে লাই থাংনাই বন্যা, ও বন্যানি বাগাই ব কেন্দ্রনি থানি রাঙ ছান অ।

কিন্তু চাঙ নুকথা, একটা গাঁও সভা অ চাঙ নুকথা, লক্ষীপতি গাঁও সভা, আরনি অ কুথাইমুড়া কামি, নাজরা কামি ও কামি অ একানবুইটা পরিবার গত বন্যা অ হাঠাই কুরাগ অই থুং পাই থাংকা। বন' তায়াই আরনি যে বি, ডি, সি, চেয়ারম্যান ন থাংঅই ছাঅই রাইথা। ব্লক অফিস থাংগাই বি, ডি, ও, নব ছাঅই রাইথা এবং তেইনি ফিন' বি, ডি. সি, নি মিটিং অ রাঙ রহরনানি গসিকা। কিন্তু তাবুক পর্য্যন্ত আরনি অ রাঙ রহরজাকয়া। ইনকোয়ারী থালাইজাকথা তবছে রাঙ রহরয়া। তামানি বাগাই রহরয়া ও এলাকা উপজাতি যুব সমিতিনি এলাকা। একটা পয়সা ফান' রহরজাকয়া ; চাঙ নুকথা তাইমা পার বাই বাঅই কুয়াকঅই পাংথা—পুরা লক্ষীপতি তাই লমঅই থাংবাইথা। তাবুক পর্যান্ত বান খেজাকয়া। তাবুক পর্যান্ত কোন ব্যবস্থা নাজাকযা। যেহেতু লক্ষীপতি পুরা সি, পি, এমনি সংগঠন বাই থাংবাইথা। আরনি অ তাবুক বেবাক উপজাতি যুব সমিতি, আবনি বাগাই ন কতৃপক্ষরগ কোন ব্যবস্থা নাইয়া। অমহাই কাইসা কেরেঙ কথমা মুইতু মানঅ-বরক মুইনস্থবাই তানাই চাজাকনাই পুনরগ, তকরগ, মুতাইনি থানি নালিশ রাইথা বু ও মুগাই রগ ব মুইনসুরগ হাই-ন পুন চানানি মা চুংজাক অ।

ঠিক তদ্রুপ। অ বামফ্রন্ট সরকারনি বিরুদ্ধে কোন কোন প্রধান ছাঅই মানয়া যেমন অমূল্য কুমার জমাতিয়া বনি বিরুদ্ধে যদি কোন কতৃপক্ষ ছানানি ফাইলাহা হীনখেলাই কোন ব্যবস্থা নায়া। কারন ও বরক আংখা বরগনি বরক। সি, পি, এম, তথা বামফ্রন্ট সং তাই কুথুক ন

থেঅই মান অ কিন্তু হাসেন' মানয়া। মদল পদ জমাতিয়া, প্রভুরাম কামিনি, পিত্রাসি কুমা পাড়া অ বনি নক কৌরাইথা, কৌমাই থাংকা, কচকঅই থাংবাইথা গত বন্যা অ। কোন সাহায্য মানলিয়া। কারন আংখা বউপজাতি যুব-সমিতি বয়ক। মনোরঞ্জন জমাতিয়া, বিনন্দ জমাতিয়া বরগনি হা বচকঅই থাংকা, নকবারঅনেক কচঅই থাংকা। বরগ সাহায্য দা মানখা? অমতাই রগন সাহায্য খালাইয়া ভবসে ভেইব রাঙ নাইঅই তংখ। অমহাইথেই ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার পাহাড়ী বগন ভেইব কাহামথে ভিসানানি করবা ফেইবছে ওকলক অ খিকালাই তনলাহা। বরগনি রাঙ পুইসা কৌরাই, লেখা রাংমা দল, ব-নসে উন্নতি খালাইনানি বাগাই ৫ লক্ষ রাঙ তংমানি আব' যেবাক ছাবাই শিবিবাই খা—ও বামফ্রন্টনি মন্ত্রী রগ, কাজেই অমহাইথেই তাই কাইসা দিকে ক্ষতি খালাইনা বাগাই অ ব্যয় বরাদ্দনি রাঙ নাই ফির অ। কারন অ ব্যয় বরাদ্দনি রাঙ মানখা তামথেলাই আম, খালাইনাই? অরনি যারা বল বল কেদার তংনাইরগ, যারা মাকি বরগনি বাগাই ছামুং, তাংগাই তংনাইরগ বরগনি বাগাইথে ছামুং রাবাইয়া আংনাই। কাজেই অ রাঙ কৌবাং সানমানি যুক্তি গোনাং ককয়া। কাজেই ন মাননীয় অর্থমন্ত্রীন আং কবকজাঅ-বাসকাংঅ যাতে উাইসা বাই ন বাজেট বগাই মাননাতাই থানি একটা সুনির্দিষ্ট আংনাইলাত। বিগত৫ (পাঁচ) বৎসর, বামফ্রন্ট সরকার বিল পেশ খালাইকা, প্রত্যেকটা বাজেট' ন ঘাটতি গোনাং মাং সুগ অ, অতিরিক্ত অতিরিক্ত, কানাই মাং লাইআই কাইথা। কাজেই ভবিষ্যত অ অমহাইথেই আংয়াতাইথেই বাজেট খালাইদি এবং চাঙ যে সংশোধনী প্রস্তাব তুবুমানি আবন সমর্থন খালাই আনি কক অর-ন পাইরাখা। ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৬। ১২/৮৩ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবী করেছেন এটাকে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কেন না বিগত বাজেটে ১৮২ কোটি টাকা তারা চেয়েছিলেন। এর পরে গত নয় মাসের মধ্যে তিন বার অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বাজেট এনেছেন, আরো কয়েক মাস বাকী আছে। কেহ বলতে পারবে না কিংবা মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেননা যে কেন্দ্রের কাছে আর টাকার প্রয়োজন হবে না। হয়তো মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে আরো ২-৩ বার অতিরিক্ত দাবী করতেও পারেন। তার পর আমরা আরো দেখেছি গত পাঁচ বছরেও পূর্ণাঙ্গ বাজেট আনতে পারেনি। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলে এই বামফ্রন্ট সরকার মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে। এভাবে যদি বছরে বার বার বাজেট পেশ করা হয় তাহলে এই সরকারকে জনগণ অপদার্থ সরকার বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এই দিক দিয়ে চিন্তা করে ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয়, যাতে একবারেই বাজেট পেশ করা হয় তা আমি প্রথম থেকেই অনুরোধ রেখেছি। কারণ এই বাজেটে আরো ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা চেয়েছে, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি—বিশেষ করে গত বন্যার জন্য আবার অধিক টাকা চেয়েছিলেন। আমরা একটি গাঁও সভাতে দেখেছি

যেমন লক্ষীপতি গাঁওসভা করুরাই মুড়া এবং কামি নাজরা গ্রামের একানব্বইটি পরিবার গত বন্যায় ঘরবাড়ী ভেসে গিয়েছে। এ ব্যাপারে সেখানের বি, ডি, সির. চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর বি, ডি, সির চেয়ারম্যানের বাড়ীতে গিয়েও বলে দেওয়া ছিল। এবং বি, ডি, সির মিটিং এ সাহায্যের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখনো তারা কেউ সাহায্য পাইনি। ইনকোওয়ারী হয়েছে তবুও টাকা সাহায্য পাচ্ছে না। কেন সাহায্য দেয়া হচ্ছে না, কারণ ঐ এলাকা উপজাতি যুবসমিতির এলাকা। আমরা দেখেছি ঐ খানে নদীর পাড় ভেঙ্গে গিয়েছে, পুরা লক্ষীপতি গত বন্যায় জলে ভেসে গিয়েছে। এখন নদীর পারে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা নিচ্ছে না এবং এখন পর্যান্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তার কারন হচ্ছে লক্ষীপতি গাঁওসভাতে পুরা সি, পি, এম এর সংগঠন ভেঙ্গে গিয়েছে। বর্ত্তমানে সেখানে সবাই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। তার জন্যই কর্তৃপক্ষরা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এরকম আমার একটা গল্প মনে হচ্ছে—ছাগলেরা আমাদেরকে হত্যা করে খায়—তারা নাকি একদিন দেবতার কাছে নালিশ করেছিল। তারপর সেই দেবতাদেরও ইচ্ছা হয়েছিল ছাগল ভক্ষন করার। ঠিক তদ্রূপ এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোন কোন প্রধান, যেমন অমূল্য কুমার জমাতিয়া তার বিরুদ্ধে যদি কতৃপক্ষকে কোন কিছু অভিযোগ করলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তার কারন ঐ প্রধান হল তাদের সমর্থকদের এলাকার তারা কাজই করছেন। কিন্তু যেখানে তারা উপজাতি যুবসমিতির সমর্থক রয়েছে সেখানে তারা কোন কাজ করছেন না। প্রভুরাম গ্রামের শ্রী মঙ্গল পদ জমাতিয়ার ঘর বাড়ী গত বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে এবং সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু কোন সাহায্য পেলেন না। কারণ সে উপজাতি যুবসমিতির সমর্থক। তারপর মনোরঞ্জন জমাতিয়া, বিনন্দ কিশোর জমাতিয়া তাদের ঘর বাড়ী ও ভেঙ্গে গিয়েছে, তারাও সাহায্য পেল না। এসব লোকদেরকে সাহায্য করছেন না তবুও আজকে আবার কেন্দ্রের কাছে আরো টাকা দাবী করছেন। এ সমস্ত গরীব লোকদেরকে উপজাতি কল্যান দপ্তর পাহাড়ীদেরকে সাহায্য না করে তাদেরকে আরো পেছনে ফেলে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাদের কোন সামর্থ্য নেই, লেখা পড়ায় অনুন্নত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ৫লক্ষ টাকা ছিল। এ সমস্ত টাকা বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এইভাবে আর একদিকে খরচ করার জন্যই এই ব্যয় বরাদ্দ। যদি এই ব্যয় বরাদ্দের টাকা যদি না পায় তাহলে কি করবেন? যদি অতিরিক্ত টাকা পায় তাহলে তারা কি করবেন—যারা তাদের বড় বড় কেডার আছেন তাদেরকে পুষিয়ে রাখা এবং যারা তাদের দলে হয়ে কাজ করছেন তাদেরকে কাজ করার জন্যই এই বিল। তাহলে এত টাকা চাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করব যাতে আগামী বাজেটে যেন একেবারেই বাজেট পেশ করা হয়। এ রকম গত ৫ (পাঁচ) বছরেও আমরা দেখেছি। এই বামফ্রন্ট

সরকার শুধু ঘাটতি বাজেট করেই আসতে দেখেছি। কাজেই যাহাতে ভবিষ্যতে এ রকম না হয় তার দৃষ্টি রেখে বাজেট তৈরী করুন এবং আমরা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি সেটাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম।

"ধন্যবাদ"

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে—একটি কথা বলছি। এখানে এই বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়ার মূল কারন সম্পর্কে বিগত বন্যার কথাই বলা হয়েছে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে বিগত বন্যায় ৩৬ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়েছিল।
প্রথম পাঁচ লক্ষ লোক বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা ধন সম্পদ আত্মীয় পরিজনকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হবে সেই জন্য এই টাকার দরকার। সেই হিসাবে এই অর্থ চাওয়া হয়েছে। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে প্রকাশ হয়েছে প্রায় একশো কোটি টাকার মত নষ্ট হয়েছে। গত বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে ১০০ কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রকে টাকা দিতে হবে। এর মধ্যে কেন্দ্র থেকে সামান্য টাকা পাওয়া গেছে। সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছিলে সে অনুযায়ী দুই হাজার পরিবারের মধ্যে কাউকে ৫০ টাকা, একশো টাকা দেড়শো টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করেও মানুষের কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সেই জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের এলাকার মধ্যে যেভাবে বিভিন্ন জমিতে বালু পড়েছে, বি, ডি, সি মিটিং এ আলোচনা হয়েছিলেন, মাননীয়া গীতা চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। এক লক্ষ টাকার যে স্কীম ছিল বালু সরাবোর জন্য সেটা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের এলাকাতে কিছু ওভার ফ্লো ছিল। সেগুলি বন্যায় বন্ধ হয়ে গেছে, যেমন লক্ষ্মী নারায়ণপুর, দ্বারিকাপুর, গণকী, জাম্বুরা, । বি, ডি. সির মিটিং-এ এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে একটা পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল যে বোরিং করে বাঁশের পাইপ দেওয়া হবে। এই সমস্ত কাজ করার জন্য আমাদের টাকার দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে ১৯ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেনা। যেহেতু এই সরকার ২২ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই জন্য টাকার দরকার এই সমস্ত বিপন্ন লোকদের সাহায্য করার জন্য। এইখানে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সদস্য বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করেছেন। বলেছেন যে, বন্যার জন্য বামফ্রন্ট দায়ী। কিন্তু আসাম, গুজরাট ইত্যাদি জায়গায় যে শত শত লোক মারা যাচ্ছে তার জন্য দায়ী কে? দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে আমরা টাকা চাইব না কেন? যেহেতু আমাদের সরকার জনসাধারণের কাজ করছে টাকা চাইবনা কেন? আগে কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত বাজেট হত সেগুলি ধনী ব্যবসায়ী জোতদারদের জন্য করা হত এবং টাকা খরচ করতে পারত না, কেন্দ্রে ফেরত যেত। গরীব জনসাধারণের উপর জুলুম করত খাজনা আদায় করতে গিয়ে। সেই সমস্ত গরীব

মানুষগুলিকে বাঁচানোর জন্য আমোদের এই বাজেট। এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করি। মিঃ স্পীকার :— শ্রী ধীরেন দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপলিমেন্টারী বাজেট এনেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি না। কারণ, উনি বিধানসভায় এই পর্য্যন্ত তিনটি বাজেট পেশ করেছেন। জানি না উনার কোন দিকে শর্ট পড়ে গেল। আমার মনে হয় চড়িলাম নির্বাচনে অনেক খরচ করে ফেলেছেন। কারণ, চড়িলাম নির্বাচনে আমরা দেখেছি মন্ত্রী সাহেবরা কিভাবে সরকারী গাড়ী নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন। জানি না, আগামীতে উনি আরেকবার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনবেন কি না পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে। কারণ, তখন তারা কিছু ক্যাডার করবেন। ত্রিপুরা বিধানসভা একটা নাট্যশালায় পরিণত: হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবার যে ফ্লাড হয়ে গেল তার জন্য কেন্দ্রের কাছে ১৯ কোটি টাকা চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই ১৯ কোটি টাকা হতে আর যে কত বাকী রইল সেটা আমরা জানি না, হয়ত মুখ্যমন্ত্রী জানেন। কেন না, সাড়ে চার কোটি টাকা ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি একেবারেই বাজেট করে নিলে সেটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। পি ডাব্লু-তে আরো এক কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে কোন নূতন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। বরং আমরা জানি মন্ত্রী বাহাদুরের নূতন কোন রাস্তা তৈরী করার ক্ষমতা হয় নি। তাঁদের গাড়ী পুরাতন রাস্তা দিয়েই চলে। দুঃখের বিষয়, ত্রিশ বছরের যে ঐতিহাসিক চরিত্র সেই চরিত্রের রাস্তা দিয়েই তাঁদের আমরা চলতে দেখছি এই পর্য্যন্ত। এন' আর, ই পি, এবং এস, আর, ইপি, এর ক্ষেত্রে দেখছি, বড়কাঁঠালের সি, পি, এম, এর প্রধান চাল চুরি করেছেন। এবং এই এন-আর, ই, পি এবং এস, আর, ই, পি, এর নাম করে বামফ্রন্ট সরকার এক নাট্যশালা তৈরী করেছেন। এই নাট্যশালার দর্শক হচ্ছে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোক। কিন্তু গত উপ-নির্বাচনেই বুঝা গেছে এই দর্শক তাঁদের কতটুকু চায়। এর জন্য তারা প্রচুর টাকা ব্যয় করেছেন। কিন্তু চড়িলামের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ আর বামফ্রন্টকে চায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে, ক্যাডার পোষার সরকার। আমরা রেডিও এবং পত্র পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই উগ্রপন্থীরা সারেণ্ডার করছে, সারেণ্ডার করছে, সারেণ্ডার করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে এক মিনিট সময় দিতে হবে

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে, সে টাকা রাজ্য

সরকার বিলি করছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজ্য সরকারের ২টি দরজা আছে। এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি উগ্রপন্থী, এই কাগজ নিয়ে আত্মসমর্পন করলে টাকা পাবে। এবং এ জন্য নাকি কেহ কেহ ১০০। ২০০ টাকা করে নিচ্ছেন। কাজেই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ এই উগ্রপন্থী সৃষ্টির নায়ক মুখ্যমন্ত্রীকে চিনে ফেলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে রচিত হয় নি। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান]। মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই কারণে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পরে আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে চলেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই কাজ ঐতিহাসিক বলে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়ংকর বন্যা হয়ে গেছে তাতে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। হাজার হাজার পশু বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাড়ী ঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সঙ্গে সঙ্গে ২০ কোটি টাকা দেবার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু অনেক দেরীতে মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দেন। এত কম পাওয়া সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জনগণের সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যবাসীর কাছ থেকে ত্রাণ তহবিলে চাঁদা তুলে সেই টাকায় বন্যার মোকাবিলা করেছেন। একদিকে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে কৃষকদের ফসল ফলানের জন্য সাহায্য দিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্র এ বাবৎ কত টাকা দিয়েছেন সেটা আমরা এখনও জানি না। আমরা এই বিধানসভায় আছি. মিনিস্টার কিংবা এম, এল, এ, বা আমরা যদি সরকারের এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন না করি, তাহলে এলাকাবাসীরা যারা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন, তারা আমাদের পাগল বলবেন। কাজে কাজেই এই বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বাসিত আলী। মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

সৈয়দ বাসিত আলী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের হিসাব এইখানে উপস্থিত করেছেন তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্র থেকে যতটুকু টাকা পাওয়া গেছে তা এনে বাস্তবে যে কতটুকু ব্যয় করা হয়েছে তা এখনও আমরা বুঝতে

পারছি না। কৃষি ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে এবং এই টাকার কাজ জনসাধারণ দেখতে পান নি। চলতি বৎসরে বার বার বন্যায় ত্রিপুরা বিধ্বস্ত হয়েছে। শুধু বন্যা কবলিত এলাকাই নয়, যে এলাকায় বন্যা হয় নাই সেখানেও আজকে বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা দুর্দশাগ্রস্থ। এই সব কারণে আজকে মানুষ লাঞ্ছিত এবং সর্ব ক্ষেত্রে বঞ্চিত। এই সব দেখে শুনে আমাকে এখানে বলতে হয়, এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫এ যে টাকা রাস্তাঘাটের জন্য ধরা হয়েছে, তা দিয়ে কতটুকু জনস্বার্থ রক্ষিত হবে। আমরা সেই সাথে এও লক্ষ্য করেছি, গত পাঁচ বৎসরে যে সব কাজ পরিকল্পনা মত করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে এই সব কাজে বার বার করে অর্থের অপচয় হচ্ছে। কাজেই একই কাজের জন্য বার বার টাকা চাওয়াটা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ধারাবাহিকভাবে বাজেট বা হিসাব পেশ করে চলেছেন। কাজেই এই জন্য আমি চিন্তা করে সরকারকে চলতে অনুরোধ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বন্যার সময়দেখেছি আমরা নৌকার অভাবে অত্যন্ত দুর্ভোগ ভুগেছেন জনসাধারন, উদ্ধারকার্য সম্ভব হয় নি। জায়গার অভাবে রাস্তাঘাটে জনসাধারনকে রাত্রি কাটাতে হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। যে সমস্ত রিলিফ জন-স্বার্থে দেওয়া হয়েছে সেগুলি সুষ্ঠভাবে বন্টন হয় নি। অনেক অভিযোগ এসেছে, অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছি। তিনিও নিজের এলাকায় দেখে এসেছেন এবং শুনেছেন। আর একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি, আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে তার জন্য কাজ কোন সময় আরম্ভ করা হবে, কোন সময় টাকা দেওয়া হবে, কোন সময় এষ্টিমেট করা হবে বা টেণ্ডার কল করা হবে। হয়তো দেখা গেল সমস্ত কিছু শেষ করে এমন সময় আরম্ভ করলেন কাজ বর্ষার সময়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পনাগুলি যাতে ভেস্তে যায় সেই অনুসারেই কিছু সংখ্যক লোক যারা স্বার্থন্বেষী লোক বা কর্মচারী আছেন যারা দায়িত্ব নিয়ে আছেন তারা এই কাজগুলি করতে গিয়ে অসৎ উপায় অবলম্বন করছেন, তার জন্যই আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলস্বরূপ আজকে ফলস্ বিল করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং অন্যান্য অফিসারদের বলেছি। উদাহরন স্বরূপ বলছি, বন্যার পর এক জায়গায় ১০,০০০ হাজার টাকার মাটি ফালানো হয়েছে সেখানে বিল করা হয়েছে ৩ হাজার ৯৫ টাকার। তাই আমি বলতে চাই সরকারের পরিকল্পনায় জনস্বার্থমূলক কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ এবং অন্যান্য কাজে আরও উন্নতমানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। আজকে হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে, এটা কার স্বার্থে ব্যয় হবে বা কাজে লাগবে, এই সন্দেহ প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার, আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার—মি: স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই অতিরিক্ত যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি সেটা সমর্থন করতে গিয়ে এই কথা বলতে চাই যে, যে যে খাতে আজকে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকাগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং কাজে পরিনত হবে তার প্রমাণ এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে কয়দিন আগে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল, বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে এতগুলি সমালোচনা করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি বলে বিরোধীরা চিৎকার করছেন, আরও তো বন্যা হয়েছে, কোন জায়গায় দেখেছেন মাঠে সবুজ ধান ফলেছে? এই বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায়, গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় এত ভয়াবহ বন্যার পরও এখনও মাঠে সবুজ ধান ফলছে। গ্রামের মানুষরা ঐ কৈলাশহর হাওয়রের লোকেরা বলছে যেখানে বরাবর বন্যার হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেতেন না সেই জায়গায় তাঁরা বলছেন দেড়গুণ ধান হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে এই সরকারের নীতির ফলে। কারণ, বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ধানের বীজ, ধানের চারা দেওয়া হয়েছে। এটা কংগ্রেসের আমলে দেওয়া হতো না। কেন না সেখানে সিদ্ধ করা ধানের বীজ দেওয়া হতো কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে। তাই আপনারা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারছেন না, আপনাদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের জন্য। কারণ এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ কখনও কাঠাল খায় না, পাহাড়ী ভাইদের তাদের পেটের ক্ষুধার জ্বালায় বাঁশের কুড়ুল খেতে হয় না, মানুষকে মিষ্টি আলু খেতে হয় না তার জন্যই আপনারা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু আপনাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে ক্ষুধার্ত রাখা, কারণ গত ৩০ বছরে এটাই দেখে এসেছি এবং নিজেদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা এই কারণেই বামফ্রন্ট সরকারের এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আপনারা সমর্থন করতে পারছেন না। তার নমুনা এই বিধানসভাতেই দেখছি, কারণ আপনারা বলছেন নাট্যশালা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাদের দায়িত্বের নমুনা হচ্ছে মামাশ্বশুর ঢোল বাজায় ভাগ্নে বৌ নাচে কারণ, দেখা যাচ্ছে একজন বক্তব্য রাখছেন আর একজন বাজাচ্ছেন, বা:, কি চমৎকার দায়িত্বের কি নমুনা! কেডার পোষার নাম করে আপনারা যে সমস্ত অশালীন বক্তব্য এই বিধানসভার ভিতরে রাখছেন, এখানে যারা প্রবীণ সদস্য আছেন মাননীয় শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত তিনি তো বলতে পারবেন, এই ধরণের অশালীন বক্তব্য তার আগে এই হাউসে দেওয়া হয়েছে কিনা?

(গণ্ডগোল)

তাই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয়িত হবে এই আশা রেখে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী বিভু দেবী। ৩ মিনিটের জন্য আপনাকে সময় দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের সদস্যরা ৩৭ মিনিটের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু সে জায়গায় ৪০ মিঃ লেগেছে। তাই আপনি ৩ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

এখন মাননীয় সদস্যা বিভু দেবী বক্তব্য রাখবেন। যদিও সময় অনুযায়ী বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের আর সময় নেই। আমি তবুও বিভু দেবীকে বলার জন্য ৩ মিনিট সময় দিলাম।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— Mr. Speaker. Sir, I have been just hearing this, because I have not been keeping well and I have not been able to attend the morning Session. I am very happy that whenever we demand we are given money from the Centre for the development of Tripura, but I always look forward to some work being done. Now, for this the Originial budget of 181 crores 23 lakhs, in addition to that Rs. 6 crores 43 lakhs 41 thousand 4 crores being received by the Chief Minister during the current flood and now we are for the demand. I would like to ask one point, I have not heard any discussion so far—the money which does not lapse back to the centre. For instance, for Tribal Development, here we have money which we have been given. It does not lapse. A lot of fund does not lapse back to Center. I find that they have been used for other functions. For instance, Gram Bikash. Now here is budget. But no audit for that. Who is there to check, what happens to the money which does not lapse back ?

আমি অশুদ্ধ বাংলায় বলছি, আপনারা এখানে যে টাকাটা সেন্টার থেকে আসে সেটা কখনও কিছুও ফেরৎ যায়না। আপনারা এই টাকাটা দিয়ে কি করেন আপনাদের যেখানে ক্যাডাররা আছে তারা পায়, কিন্তু আমি দেখেছি আমার এলাকাতে যারা বাস্তবিক গরীব তারা পায়না। এই টাকাটা আসছে কোথা থেকে ? আপনাদের মনে রাখতে হবে আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান। তারপর আসছে দল। সুতরাং তাদের জন্য, যারা বাস্তবিক কষ্টে আছে, কাজে লাগাতে হবে, টাকা খরচ করতে হবে। As human being আপনাদের প্রথম ধর্ম হচ্ছে, for the people. Irrespective of the fact আপনি কংগ্রেস হোন, আর টি, ইউ, জে, এস হোন, I am not bothering that. But from the point of view, I would Like my treasury brothers, my friends in the opposite side, please consider this point and let us know what happend to the money that lapses back to the Centre. Thank you.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা একটি

প্রশ্ন তুলেছেন যে ৩ বারে এখানে বাজেট তৈরী করা হয়। মাননীয় সদস্য আগেও হয়ত ভুলে গেছেন, যে প্ল্যানের আলোচনা হয় সেই আলোচনা শেষ করলে তখন আমরা বাজেট তৈরী করতে পারি। এই বৎসরে আমাদের আলোচনা হয়নি। ন্যাচারেল আমাদের সদস্যরা যে ফিনান্স কমিশন ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কাজে দায়িত্ব নেন, তাকেও দুঃখ প্রকাশ করতে শোনা যায় এই বছরে সবটা রিপোর্ট শেষ করতে পারলাম না। ১ বৎসরে রিপোর্ট'ত দেওয়ার কথা। কাজেই এর মধ্যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট করেছি। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করেছি। যদি মনে করেন বন্যাটা আমরা ষড়যন্ত্র করে এনেছি তাহলে বলার কিছু নেই। তবে কোন মূর্খ একথা বলবেনা বলে আমি আশা রাখি। বন্যাটা হবে আমরা জানতাম না। এমন বিধ্বংসী বন্যা যা মানুষের জীবনভাবে ক্ষতি করেছে। যার জন্য আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হয়েছে। আর আমরা বলতে পারছিনা, আবার আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হবে কিনা, প্ল্যানের কত টাকা বরাদ্দ করা হবে, কত টাকা খরচ হবে তা আমরা এখনই বলতে পারছিনা। কেন্দ্র থেকে সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের আরও টাকা লাগবে। আমাদের বিরোধী দলের সদস্যা মাননীয়া বিভু দেবী বলেছেন যে, আমাদের টাকা ফেরৎ যায়না কেন্দ্রে। আমরা টাকা বেশী খরচ করি। আমরা প্রতি বছর ধার করি। আমরা এক বছর ৩০ কোটি টাকা ধার করেছি। এ বৎসরও আমাদের ধার করতে হতে পারে। এটা ফিনান্স কমিশন জানে, ত্রিপুরার মানুষ জানে। দ্বিতীয়তঃ আমার কথা হচ্ছে বিরোধী বেঞ্চ থেকে একজন বক্তব্য রাখলেন কিন্তু কেউ বললেন না যে, মহারাষ্ট্র, গুজরাট উত্তর প্রদেশের তুলনায় এই রাজ্যে কেন এত কম দেওয়া হল? আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এই প্রশ্ন তুললনা। মাননীয় সদস্যরা কি বলছেন আমরা খারাপ কাজে টাকা ব্যয় করি? আমরা দেখেছি, উত্তর প্রদেশে ৫৬ খানা গাড়ী কিনেছে অ্যাগ্রিকালচারেল দপ্তর। ৫৬ খানা জীপ কিনেছে বন্যার সাহায্যের জন্য। কিন্তু আমরা একটাও কিনিনি। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার আর করার কিছু নাই। মাননীয় সদস্য এই রাজ্যে বেশীদিন থাকেন না। মাঝে মাঝে আসেন। কাজেই উনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কাজেই উনার জানা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন সদস্যও তুললেন, যার ঘর বাড়ী বন্যায় বিনষ্ট হয়ে গেল তার ২০০ টাকা দিয়ে কি হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমতি গান্ধীর সরকার ২০০ টাকা করে দিলেন ঘর করার জন্য। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রাজ্য আছে বা কোন সরকার আছে যে ২০০ টাকা দিয়ে ঘর তৈরী করতে পারে? যদি থাকে তাহলে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন। আমি এই কথা বলেছি। কাজেই, মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে। একটা হাস্যকর ব্যাপার। কেন্দ্রে এমন কোন লোক নাই চিন্তা করার মত, ২০০ টাকা দিয়ে কি করে ঘর করা যায়। যেখানে টাকার দাম ১৮ পয়সায় নেমেছে সেখানে ২০০ টাকা দিয়ে ত ছনও কেনা যাবে না। সেটা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা কি করেছি? যে মানুষটির ছনের ঘর তাকে আমরা ১৫০০ টাকা করে দিয়েছি, আর টিনের ঘর নষ্ট হয়েছে তাকে ৫০০ টাকা করে দিয়েছি। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে বামফ্রন্টের পার্থক্য। আমরা যাদের ১ খানা ছনের ঘর ছিল তাদের ঘর করার জন্য ১৫০০ টাকা দিয়েছি,

আর যাদের একখানাও টিনের ঘর ছিল তাদের ৫০০ টাকা করে দিয়েছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বুঝতেই পারলাম না, যে লোকটার বন্যায় জীবনহানি হয়েছে তাকে ৫ হাজার টাকা করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে হোটেল তৈরী করার জন্য হাজার হাজার, কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারেন, যার বন্যায় জীবন হানি হলো তাকে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা করে দিতে পারছেন না। মাননীয় সদস্যদের ত রিলিফের কাজে যেতে হয়নি, তাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে যেতে হয়নি। তারা কি বুঝবেন? ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ ৯ই ডিসেম্বর হরতাল করেছে প্রতিবাদে। সেই ২২ লক্ষ লোকের কথা আমরা বলতে এসেছি। কিছু হতাশাগ্রস্ত লোকের কথা নয়। আজকে যারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করে কর্মসূচী নিয়েছেন তাদের বক্তব্যই আমরা রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে বলা হয়েছে রিলিফে যে সমস্ত কুপন ছাপা হয়েছিল সেই "মে—ডের" উপলক্ষে, তার হিসাব কেন দেওয়া হচ্ছেনা। শ্রী ত্রিপুরা এই প্রশ্ন তুলেছেন। তার জন্য আমি হিসাবটা দিচ্ছি। মে ডে তহবিলের জন্য ১১ লক্ষ টাকার কুপন ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫০ টাকার কুপন। এর মধ্যে এডজাস্টেড হয়নি ২২ লক্ষ ৪৭৪টি। এর মধ্যে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, অধিকাংশ হচ্ছে পঞ্চায়েত লেবেলে। পঞ্চায়েত অনেকগুলি। যার জন্য পঞ্চায়েত ডিরেক্টর বলেছেন তাদের আরও কিছু সময় লাগবে। যে ক্যাশ ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ১১৯ টাকা এবং বাকী আন সোলড্ যে কুপন ফেরৎ এসেছে তার সংখ্যা হচ্ছে ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৫৮ টাকা। কোথায়, কত কুপন দেওয়া হয়েছিল, কত কুপন ফেরৎ এসেছে, তার সমস্ত হিসাব আমার এখানে রয়েছে এই হিসাব নিয়ে কতগুলি পত্র-পত্রিকা বাড়াবাড়ি করেছে। এই সম্পর্কে হাউসে—সত্যিকারের তথ্যের প্রয়োজন আছে।

কথা বললে টাকা আসে, ৪ তলা দালান হয় কিন্তু আমদের তা হয় না। আমাদের কেউ দালান করেন নই, আমাদের পার্টির কেউ দালান করেননি। কংগ্রেস দলের এক ভদ্রমহিলা ও সারা বছরই দিল্লীতে থাকেন, সেখানে রাজীব গান্ধীর জন্য ১৫ লক্ষ দেনা হচ্ছে। কর্ণাটকে এম, এল. এ, কেনার জন্য ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোথা থেকে টাকা আসে। বিধানসভার মধ্যে আপনারা এসব কথা বলবেন না, তাতে আপনাদের নিজের কথাই বেরিয়ে আসবে।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী:— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার বলেছেন, লিফ্‌ট ইরিগেশানের জন্য কেন টাকা দেওয়া হল না। একজন মাননীয় সদস্য খোয়াই থেকে রাত্রি বারোটার সময়ে ফোন করে মিলিটারী চেয়েছিলেন। মিলিটারী অফিস থেকে বলা হল যে, তাদের লোক শিলচরে আছে তাই এই রাত্রেত শিলচর থেকে লোক আনা যায় না। সমগ্র

অমরপুর বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, মিলিটারী চাই। আমরা মিলিটারীকে বলেছি কিন্তু চাইলেই ত পাওয়া যায় না। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি, আপনি এভাবে বলবেন না।

আমি শুনেছি যে, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা তুলেছেন এত টাকা যে চাওয়া হয়েছে ডেফিসিট আমরা কোথা থেকে পূরণ করব। উনি বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন এই হাউজে নাই কিন্তু আমি ওনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি ওনার সমস্ত বক্তব্য শুনেছি, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনাদের বক্তব্য আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শুনি। ডেফিসিট কোথা থেকে আসবে সেটা আসল কথা নয়, কারণ আমাদের এখানে যেহেতু কোন রিসোর্স নাই এবং যেহেতু অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানো যাবেনা আবার যেহেতু আমাদের কোন ক্ষমতা নাই সেহেতু সেটা কেন্দ্রকেই দিতে হবে। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কয়েক জন বলেছেন, সম্ভবতঃ মাননীয় সদস্য শ্রী গুণপদ সাহা বলেছেন, লাইফ স্টক হচ্ছে না। আপনারা জানেন এটার দাম খুব বেশী তাই এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে তাতে ব্যাংক-এর সাথে লিংক আপ করতে গিয়ে আমাদের একটু বেশী সময় লাগছে। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে আরও যারা বিভিন্ন বিষয়ে বলেছেন তাদের মধ্যে, যেমন ধীরেন্দ্র দেবনাথ তিনি যে কোথা থেকে বললেন জানিনা, চড়িলামে শাড়ী, জি, আর বন্টন করা হয়েছে। আমি বলছি যে, নির্বাচনের সময়ে ১ পয়সাও চড়িলামে যায়নি। তেমনি রতি মোহন জমাতিয়া বলেছেন যে ৫১ পরিবার এখনও সরকারী সাহায্য পায়নি। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই যে, আমরাও ত দেওয়ার মত পাইনি তবুও সরকার চেষ্টা করছেন যাতে পায়। মাননীয়া সদস্যা মহারাণী বিভু দেবী বলেছেন যে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস এলাকায় দেওয়া হয়নি। আমি বলতে চাই যে, কোন এলাকা টি, ইউ, জে, এস বা কোন এলাকায় কংগ্রেসের জন্য নাই, বামফ্রন্ট সরকার এমন মনে করেন না। কারণ কালকেও যেটা টি, ইউ, জে, এসের এলাকা ছিল আজকে সেটা বামফ্রন্টের এলাকা হয়েছে। কালকেও যেটা কংগ্রেসের এলাকা ছিল আজকে সেটা বামফ্রন্টের এলাকা হয়েছে। কাজেই বামফ্রন্ট কোন বেড়া দেননা, বরং বেড়া ভাঙেন। আমি বলতে চাই যে, কোন দলের ভিত্তিতে সরকারী সাহায্য বন্টন হচ্ছেনা বা হবেও না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা দুর্নীতির কথা বলছেন এখন কংগ্রেস যদি কোন এলাকায় দুর্নীতি করে তাহলে আমরা কি করব, তারাও ত পাবে। খবরে যদি যেগুলি হয়নাই সেগুলি লেখা থাকে তাহলে আমরা কি করব? "দৈনিক সংবাদকে আমি চেলেঞ্জ করছি যে, তিনি এসে এগুলি প্রমাণ করুন। শুধু "দৈনিক সংবাদের" কথায় ত হবে না। আমি বলতে চাইনা তবুও আপনারা আমাকে বাধ্য করছেন বলার জন্য। সি, পি, এমের অফিস হয়েছে, বাড়ী হয়েছে কোথা থেকে টাকা এসেছে এসব প্রশ্ন করেছেন। আমি বলছি যেখানে পার্টি লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন পেয়ে এই পার্টি সরকারে এসেছে সেখানে তাদের সাহায্যেই জায়গা কেনা হয়েছে। যারা মিছা কথা লিখে তারাই ৪ তলায় গিয়ে ঘুমান। তার সম্পর্কেও একটা কথাও বলতে পারেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেসব ক্ষেত্রে বরাদ্দ চেয়েছি তার মধ্যে একটি হলো ত্রিপুরাতে আমরা একটি রাবার ফ্যাকটরী স্থাপন করতে উদ্যোগ নিয়েছি। তার প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ হয়েছে বলা চলে, কারণ আমরা এই ফ্যাকটরীর কাজের জন্য অর্ডার দিয়েছি কেরালার একটি ফারমকে। তারা ১৩/১৪ মাসের মধ্যেই এই ফ্যাকটরীর কাজ শেষ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। তারপরে আমরা আরেকটি রাবার ফ্যাকটরী করব নর্থ ত্রিপুরাতে। তার জন্য আমরা টাকা চেয়েছি।

তারপর আরেকটা আছে ডিসক্রিসনারী ফাণ্ড এর জন্য গ্রাণ্টস আমরা চেয়েছি। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের সাহায্যের জন্য এই ফাণ্ডের প্রয়োজন আছে। এর আগে এতে দেড় লক্ষ টাকা ছিল এখন আমরা উহাতে আর দুই লক্ষ টাকা চেয়েছি। আমি আশা করব যে, সভা এটা সমর্থন করবেন।

মোটামোটি আমরা যে অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়েছি তা এই। (নেপথ্যে শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : গৌহাটীতে যে ত্রিপুরা ভবন করা হবে সে সম্পর্কে তো কিছুই বললেন না।)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : হ্যাঁ, তবে সেখানে আমরা কোন ত্রিপুরা ভবন করছি না। তবে আমাদের ত্রিপুরা থেকে যারা সেখানে যাবেন সরকারী কার্য উপলক্ষ্যে, তারা যাতে সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন তার জন্য এই বাড়ী কিনা হয়েছে। তারপর সেখানে একজন সেক্রেটারী লেবেলে অফিসার থাকবেন। কারন আমরা দেখেছি যে রাজ্যের বিভিন্ন জিনিষপত্র পরিবহনের জন্য রেলের সাথে যোগাযোগ করতে হলে সম পর্যায়ের কোন অফিসার না হলে সেখানকার অফিসাররা কোন কথা বলতেই চান না। সুতরাং, এই সেক্রেটারীর কাজ হলো রেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ত্রিপুরায় যাতে তাড়াতাড়ি মাল পরিবহনের ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া রয়েছে এফ, সি, আই। তাদের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ করতে হলে একজন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অফিসার সেখানে থাকা দরকার। গৌহাটীতে যে সারকিট হাউস রয়েছে সে হাউসে প্রায়ই স্থান পাওয়া যায় না। সেই জন্য আমাদের এই বাড়িটি কিনার দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্যের যে মাল আসে সেগুলির প্রধান অফিস রয়েছে গৌহাটীতে। সুতরাং সেখানে আমাদের একটি বাড়ি থাকার দরকার রয়েছে।

সুতরাং মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে, তারা যেন এই ব্যয় বরাদ্দের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এইটাকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার : অদ্যকার সভা আগামী ১৯৮৩ইং এর ২০শে ডিসেম্বর বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করছি।

ANNEUXRE— "A"

Name of Member : Shri Subodh Ch. Das

Admitted Starred Question No. 12

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় এ, ডি, সি, এরিয়ায় কোন্ কোন্ স্থানে উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর উপনগরী গড়ে তুলছেন,

২। নির্মিয়মান উপনগরীগুলির ব্লকভিত্তিক এবং প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজের অগ্রগতির বিবরন।

উত্তর

১। উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর কোন উপনগরী গড়ে তোলেন নাই। এ, ডি, সি, এলাকায় উপনগরী গড়ে তোলার দায়িত্ব এ, ডি, সির।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—15.

Name of member :—Subodh chandra Das.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের কুর্তি এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি?

২। করে থাকলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

৩। তা বাস্তবে রূপায়িত হলে ঐ এলাকায় কতজন মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। না। তবে ইহা বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এই তথ্য দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন

Admitted Starred Question No. 35

Name of Member :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

১। রাজ্যের উপজাতিদের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার তাদের ভোগ্য ঋণ এর টাকা মকুব করবেন কি, এবং

২। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এ বাবৎ কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ভোগ্য ঋণের টাকা মকুব করার বিষয়টি সরকারের আপাতত বিবেচনাধীনে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTTION NO. 113 (ADMITTED NO. 77)

Name of the Member :— Gita Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :

১। বিধান সভায় হুকুয়া তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পূর্বে ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক তদন্ত করা হয়েছিল কিনা ; এবং

২। তদন্ত করা হয়ে থাকলে তার ফলাফল।

Answer

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Menister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। কোন প্রকার ত্রুটির জন্য কাহাকেও দায়ী সাব্যস্ত করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No— 88
Name of Member :— Sri Jawhar Shaha

প্রশ্ন

ক) অমরপুর মহকুমায় কয়টি লিফট ইরিগেশান স্কীম চালু আছে এবং কয়টি বন্ধ আছে ?

(খ) অমরপুর শহরের ডাকাইয়া পাড়ায় পাম্প হাউজ তৈরীর কাজ কবে নাগাদ শেষ হয়েছে, এখন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন চালু না করার কারণ কি ?

(গ) কবে নাগাদ সেখানে বৈদ্যুতিক লাইন চালু করা হবে

(ঘ) বীরগঞ্জ, বাবপুর, উত্তর চেলাগাং সমতলে পাড়া দক্ষিন চেলাগাং উত্তর একছড়ি গাঁও সভাগুলিতে জল সেচের সুবন্দোবস্ত থাকা সত্বেও বৈদ্যুতিকভাবে জল সেচের কোন পরিকল্পনা না নেওয়ার কারণ কি এবং

(ঙ) উক্ত গাঁওসভাগুলোতে কবে নাগাদ সেচের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

(ক) বর্তমানে ১৬টি স্কীম আছে এবং সবগুলো চালু আছে।

উত্তর

(খ) ২০-২-৮৩ তারিখে ডাকাইয়া পাড়া (কামারিয়া খলা) স্কীমের পাম্প হাউজের কাজ শেষ হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমানে Electrical পাম্প সেট বসানোর কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। এই কাজ শেষ হইলে বৈদ্যুতিক লাইন চালু হইবে।

(গ) আগামী জানুয়ারী মাসে স্কীমটি চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(ঘ) (১) বামপুর (২) উত্তর চেলাগাং বর্ত্তমানে ইলেট্রিক পাম্পসেট চালু আছে। দক্ষিন চেলাগাং ও উত্তর একছড়ি তে (Diesel) ডিজেল স্কীম চালু আছে। পর্য্যায় ক্রমে এই দুইটি Diesel pump-এ পরিবর্ত্তিত করা হইবে। বীরগঞ্জে একটি লিফ্ট স্কীম করার জন্য জরিপ চলিতেছে।

(ঙ) আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সব জায়গায় এক সঙ্গে স্কীম হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। আর্থিক সঙ্গতি হইলে এই সমস্ত গাঁও সভায় B. D. C ও A, D, C, প্রকল্পের কাজ ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

Admitted Starred

Question No, 93.

Name of M. L. A.— Shir Jawhar Shaha,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

১। এক্স-ক্যাডার ভুক্ত কতগুলি পদে, আই, এ, এস্, ক্যাডার নিয়োগ করা হয়েছে,

২। এই নিয়োগের কারণ কি;

৩। সরকার কবে নাগাদ এই সমস্ত পদগুলিতে এক্স ক্যাডারদের নিয়োগ করবেন।

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Department. (Shri N. Chakraborty) Chief Minister.

১। ত্রিপুরা সরকার বর্তমানে নয় জন আই. এ এস. এবং একজন আই, পি, এস, (ত্রিপুরা-মণিপুর) ক্যাডারকে বিভিন্ন দপ্তর/স্বয়ং শাসিত সংস্থায় এক্স-ক্যাডার পদে সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করেছেন।

২। জনস্বার্থের খাতিরে ও আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে এই সকল. আই. এ. এস. আই, পি, এস, অফিসারদের এক্স-ক্যাডার পদে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৩। এই সকল পদের দায়িত্ব ও যোগ্যতা অনুসারে আই, এ. এস, অফিসার নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং পদগুলি আই, এ, এস, বেতন হারে সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৫৪ সনের আই, এ, এস, পে-রুলের ৯ নং ধারা অনুযায়ী এই সকল এক্স ক্যাডার পদগুলি আই, এ, এস, পদে সমতা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No.—105.

Name of Member :— Shri Rabindra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কি ছাওমনু টি, ডি ব্লক অন্তর্গত পূর্ব মাছলী ছড়া গাঁও সভার জল সেচের ডিজেল ইঞ্জিনের পাইপ বছর খানেক আগে দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যাদের জন্য দুর্ঘটনা ঘটে তারা পাইপের পুরো মূল্য দেওয়া সত্বেও গাঁও প্রধান নূতন করে পাইপ না আনায় জল সেচের কাজ হচ্ছে না; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। এরূপ কোন দুর্ঘটনার খবর জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No—110

Name of Member :—Sri Rabindra Deb Barma

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত পশ্চিম সীমানার সুন্দরী টীলাস্থিত ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ ১৯৮১ সালে সমাপ্ত হলেও এখনও চালু হয়নি।

২। সত্য হলে ইহার কারণ কি এবং

৩। এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। না,

জল সরবরাহ চলিতেছে।

২। প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। জল সরবরাহ চালু আছে তবে কখনও বৈদ্যুতিক অথবা যান্ত্রিক গোলযোগে জল সরবরাহ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। ইহা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামতের মাধ্যমে চালু করা হয়।

STARRED QUESTION NO 199. (ADMITTED NO 144)

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য মিশনারীরা টি, এন, ভিকে বিভিন্ন কাজে মদত দিচ্ছে।

২। যদি সত্য হয়, তাহলে কোন মিশনারী সংস্থা উক্ত ব্যাপারে জড়িত ; এবং

৩। এ বিষয়ে সরকার কি চিন্তা করছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১নং হইতে ৩নং প্রশ্নের উত্তর

প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী টি এন ভি সহ উগ্রপন্থীরা কতিপয় মিশনারী প্রতিষ্ঠান হইতে সাহায্য এবং আশ্রয় পাইতেছে। সরকার এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন।

STARRED QUESTION NO. 215 (ADMITIED NO. 147)

Name of the Member :— Shri Bhanulal Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে চড়িলাম উপনির্বাচনে চেলিখলা, রাবছেড়া, লাল সিংমুড়া, ব্রজপুর, উত্তর চড়িলাম, বিশ্রামগঞ্জ অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে কং (ই) প্রার্থী এবং সমর্থকরা ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দিয়েছেন একথা মন্ত্রীমহোদয় জানেন কিনা এবং অধিকাংশ বুথের Polling Agent C. P. I, (M) রা বেলা ২টায় বুথ কেন্দ্র ছেড়ে গিয়েছিলেন;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে পুলিশ সেখানে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন;

৩। ইহাও সত্য কিনা পুলিশ ও প্রিসাইডিং অফিসারদের সামনেই বুথের ভিতর ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কং (ই) প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

৪। বিশ্রামগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি বুথের প্রিসাইডিং অফিসার মিঃ সেনকে টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল কিনা এবং ঐ বুথে প্রিসাইডিং অফিসার বদল করা হয়েছিল কি।

৫। হইলে তার কারণ ;

৬। উক্ত বুথের Presiding Officer's Diary-এর হস্তলিপি প্রিসাইডিং অফিসারের না জনৈক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১ হইতে ৬ নং | বিষয়টি ভারতীয় নির্বাচন কমিশনারের
প্রশ্নের উত্তর | আওতাধীন বিধায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No.— 154
Names of Mambers—Shri Nagendra Jamatia, M.L.A.

&

Shri Shyama Charan Tripura, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Political Department be pleased to state—

QUESTION

(১) ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধ করতে ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তটি রাজ্য সরকারের জানা আছে কি?

২। জানা থাকিলে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি?

৩। যোগাযোগ করে থাকলে এই ব্যাপারে কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Name of the Minister in—Charge of
Political Department —Chief Minister

ANSWER

১। সরকারীভাবে, ইহা রাজ্য সরকারের জানা নাই।

২। রাজ্য সরকার পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইহা জেনেছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারে এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনুমোদনও জানিয়েছেন।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে জানায়নি।

Name of member Sri Makhanlal Chakraborty
Admittied Starred question no—166

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে যে সমস্ত এলাকায় কৃষকেরা নিজস্ব উদ্যোগে ছড়ার স্রোত দিয়ে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল, বিগত বন্যায় সেইসব এলাকার অধিকাংশ ছড়ার স্রোত বন্ধ হয়ে গেছে?

২। যদি সত্য হয়, তবে ঐসব এলাকায় ওভার ফ্লো পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন কি? এবং

৩। ইহাও কি সত্য যে, বর্তমানে প্রচলিত আইনে ৫০ ভাগ ভতুর্কিতে কৃষকদের ওভার ফ্লো দেওয়ার যে সুযোগ আছে তাহাও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কার্যকর হইতেছে না?

উত্তর

১। বিগত বন্যায় খোয়াই ব্লকের অনেক জায়গায় ওভার ফ্লো বন্ধ হয়ে গেছে।

২। হ্যাঁ।

৩। এই রকম কোন তথ্য এই দপ্তরের জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 168

Name of Member :—Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা,

২। ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার ব্যাপারে বিধানসভায় গৃহীত বে-সরকারী প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠান হয়েছে কি না,

৩। হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার তার উত্তরে রাজ্য সরকারকে কিছু জানিয়েছেন কিনা?

উত্তর

১। করেছেন।

২। পাঠানো হয়েছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন যদি বর্তমান স্বশাসিত জেলা পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষায় অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয় তবে ৬ষ্ঠ তপশীল চালুর ন্যায্যতা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন স্থির সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে এখনও জানান হয়নি।

Name of Member ;—Sri Buddha Deb Barma.
Admitted Starred Question No :—169.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় অন্তর্গত গোলাঘাটিস্থিত বর্তমানে অকেজো ১নং ও ২নং Lift Irrigation Scheme দুইটিকে অবিলম্বে পুনরায় চালু করা হবে কিনা এবং

২। গোলাঘাটি গোপীনগর ও মোহনপুর মাঠে গভীর নলকূপ বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। স্কীম দুইটি চালু আছে।

২। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

Name of Member — Tarani Mohan Sinha
Admitted Starred Question No :—173.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট কতটি শ্যালো টিউব ওয়েল চালু অবস্থায় আছে এবং কতটি অকেজো অবস্থায় আছে তার হিসাব (১৯৮৩ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত):

২। ইহা কি সত্য শ্যালো টিউব ওয়েল খনন করার সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির নীচে পাইপ পরিত্যক্ত অবস্থায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ?

৩। সত্য হলে কতটি ক্ষেত্রে ঐরূপ পাইপ মাটির নীচে রাখিয়া কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে, গত তিন বছরে তার সংখ্যা (স্থানের নাম সহ),

৪। এভাবে মাটির নীচে পাইপ ফেলিয়া রাখার কারণ কি ?

উত্তর

১। মোট ১০০টি চালু অবস্থায় আছে এবং ১৬৭টি অকেজো অবস্থায় আছে।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 234 (ADMITTED NO. 179)

Name of the Member : — Syed Basit Ali. M. L. A.

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যে খুন, ডাকাতি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি ; এবং তাহা দূরীকরণে কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister: Tripura.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 283 (ADMITTED NO. 180)

Name of the Member :—Shri Rati Mohan Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হতে ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বামফ্রন্টের শাসনকালে রাজ্য সরকার কত ব্যাটালিয়ন সি-আর-পি কেন্দ্র হতে আমদানী করেছিলেন।

২। প্রশাসনের ও জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মোট কত অর্থ ব্যয় হয়েছিল ?

Name of Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

ANSWER

১। গত জুন ১৯৮০ সনের দাঙ্গার সময়ে ১৮ কোম্পানী এবং জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং বিধানসভার নির্বাচনের সময় ৩০ কোম্পানী সি-আর-পি বাহিনী রাজ্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

২। মং ৪৬'৬৪ লক্ষ।

STARRED QUESTION NO. 243 (ADMITTED NO. 182)

Name of the Members :—Shri Tarani Mohan Sinha, M. L. A.
Shri Jawar Saha, M. L. A.

Will the Minister-in-charge of Home Department be Pleased to state :—

১। এখন পর্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করিয়াছেন ;

২। আত্মসমর্পনকারীদেরকে কি কি সুযোগ বা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ;

৩। সরকারী সাহায্য বা সুযোগ পাওয়ার যোগ্য অথচ পান নাই এমন কোন তথ্য জানা আছে কি ?

Name of the Minister Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

ANSWER

১। ২৭৬ জন (৮-১২-৮৩ ইং পর্যন্ত)।

২। গৃহনির্মাণের জন্য প্রত্যেককে ৪০০০্ টাকা সমান ২ কিস্তিতে দেওয়া হইতেছে। ১ম কিস্তিতে ২০৮ জনকে এবং ২য় কিস্তিতে ৩৮ জনকে টাকা দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য পুনর্বাসন ক্ষেত্রে যথা চাকুরীর ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

৩। না।

Admittec Starred Question No—191

Name of Member: Sri Manik Sarkar

প্রশ্ন

১। সেচের জন্য বর্তমানে কয়টি ডিপটিউবওয়েল ও ম্যাসনরী ওয়েল আছে;

২। এর মধ্যে কয়টি সচল ও অচল রয়েছে ?

৩। অচলগুলোকে সারাই এর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ; এবং

৪। চলতি আর্থিক বছরে নূতনভাবে কয়টি ডিপ ও স্যালো টিউব ওয়েল এবং ম্যাসনরী ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। ৬৫টি গভীর নলকূপ এবং তিনটি ম্যাসনরী ওয়েল আছে।

২। এর মধ্যে ৯টি নলকূপ অচল রয়েছে।

৩। আডাঙ্গা, কামালঘাট এবং আমতলীর গভীর নলকূপ নষ্ট হয়ে গেছে এবং এই সব গভীর নলকূপ থেকে কোন সেচ করা যাবে না। কামালঘাট এবং আমতলীতে লিফট ইরিগেশনের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আডাঙ্গাতেও লিফট ইরিগেশনের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাদুড়ার গভীর নলকূপটিও নষ্ট হয়েছে এবং সেখানে একটি নূতন গভীর নল কূপ খনন করা হবে / জলেবাসা ও ময়নামাতে ও রাধামাধবপুরে বর্তমানে বালি ও কাদা উঠছে / সেগুলোকে কম্প্রেসরের সাহায্যে Development করে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে/রাধানগর-বেরু-ছড়া (শ্রীনগর) গভীর নল কূপগুলো বৈদ্যুতিক গোলযোগ থাকায় বর্তমানে অচল আছে/যথাযথ সংস্কারের পর এগুলো শীঘ্র চালু করা হবে।

৪। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও ২০টি গভীর নলকূপ এবং ২০টি অগভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা আছে/কোন ম্যাসনরী ওয়েল খননের পরিকল্পনা নাই।

Starred question No. 267 (Admitted No. 196)

Name of the Member :— Shri Manik Sarkar. M. L. A.

Will the hon'ble minister-in-charge of the Home department be pleased to state :—

১। জুলাইবাড়ীতে পুলিশী গুলিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রায় প্রকাশ পাইয়াছে কিনা ?

২। যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে সরকার এব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। কমিশনের রিপোর্ট গত ২৬-৯-৮৩ইং তারিখ সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে

২। কমিশনের রিপোর্ট সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Starred question No. 273 (Admitted No. 200)
Name of the Member :—Shri Manik sarkar, M. L.A.

Will tne Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ৭ই অক্টোবর ১৯৮৩ইং তারিখে বিধানসভা অধিবেশনে বিগত ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার সাথে জড়িত সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের যে বে-সরকারী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তদনুযায়ী দাঙ্গা জনিত মামলাগুলি তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহন করেছেন কিনা,

২। এই ধরনের সর্বমোট কয়টি মামলা রয়েছে এবং ১৯৮৩ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত মোট কয়টি মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister:-- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। বিষয়টি সরকারের সক্রীয় বিবেচনাধীন আছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

২। ১৯৮৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৭৪টি মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ১১৮টি মামলা মুলতুবী আছে।

Starred Question No. 279 (Admitted No. 205)
Name of Member :—Shri Budda Deb Barma, M. L. A.

Will the Hone'b'e Minister-in-charge of the Home Deparment be pleased to state :—

১। পশ্চিম কোতোয়ালী কেস নং ৫ (৩) ৮১, সেকশান ৪০৭ আই পি সি তারিখ ২৪-৩-৮১ এবং কেস নং ৫৬ (৬) ৮১ সেকশান ৪০৭ আই পি সি তারিখ ২৯-৬-৮১ এই দুইটি কেসের তদন্তের ফলাফল কি,

২। তদন্তে দোষীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়ে থাকলে, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of Minister :—Shri Nripen Chkraborty, Chief Minister, Tripura.

১। পশ্চিম আগরতলা থানায় গত ২৪-৩-৮১ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৭ ধারায় ৫ (৩) ৮১ নং কেস নথিভুক্ত করা হয় নাই।

ঐ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৭ ধারায় গত ২৯-৬-৮১ইং তারিখ ৫৬ (৬) ৮১নং কেস F. C. I. এর ডিস্ট্রিক ম্যানেজারের আনিত অভিযোগমূলে রেজেস্ট্রারী হইয়াছে। এই কেসটি তদন্ত শেষ হইয়াছে তবে বিশেষজ্ঞের অভিমতের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে।

প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 298 (ADMITTED NO-219)

Name of the Member :—Shri Dhirendra Debnath, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ছাটাই হোমগার্ডের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত ছাটাই হোমগার্ডের পুন: চাকুরীতে বহাল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ ঐ ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৪। না থাকিলে তাহার কারন।

ANSWER

Name of the Minister :—Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। হোমগার্ড একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাহারা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য বিধায় তাহাদের ছাটাইয়ের প্রশ্ন উঠেনা।

(২নং ৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর) প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-240
NAME OF MEMBER : SHRI KESHAB MAJUMDER

প্রশ্ন

১। হরিজলায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের যে পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন তার কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে ?

২। এখন পর্যন্ত উহার কাজ শুরু না করার কারণ কি ?

৩। এই পরিকল্পনা কখন সরকার অনুমোদন করেছেন ?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই কাজ শুরু হবে।

২। প্রয়োজনীয় জমির অধিগ্রহণের কাজ শেষ না হওয়ায়।

৩। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে।

Admitted Unstarred Question No. 4

Name of Member :— Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মতামত পাওয়া গিয়েছে কিনা,

২। বর্তমান ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমান অর্থ মঞ্জুর করেছেন,
(১৯৮৩ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব)

৩। জেলা পরিষদ এলাকায় উপজাতি ও অ-উপজাতিদের কল্যানে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে কোন্ কোন্ খাতে এ পর্য্যন্ত কি পরিমান অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোন সিদ্ধান্ত এখনো জানাননি। তবে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবের প্রাপ্তি স্বীকার জানিয়েছেন।

২। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আলাদাভাবে কোন অর্থ মঞ্জুর করে নাই।

তবে রাজ্য সরকার রাজ্য পরিকল্পনা খাতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

৩। উপজাতি ও অ-উপজাতিদের কল্যানে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

১। কৃষি— ১ কোটি টাকা

২। পশু পালন ও পশু চিকিৎসা— ৩৫ লক্ষ ”

৩। সেচ— ৫০ লক্ষ ”

৪। ভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষন— ১০ লক্ষ

৫। চিকিৎসা কেন্দ্র— ১০ লক্ষ টাকা

৬। পানীয় জল সরবরাহ— ৩০ লক্ষ "

৭। শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা— ৮০ লক্ষ "

৮। গ্রামীন শিল্প— ৩৫ লক্ষ "

৯। সমাজ উন্নয়নার্থ প্রকল্প— ১০ লক্ষ "

১০। উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা ১ কোটি "

১১। মহিলা ও শিশু কল্যান কর্মসূচী ৫ লক্ষ "

১২। যোগাযোগ ব্যবস্থা— ১ কোটি "

১৩। বন— ৫০ লক্ষ "

১৪। সমবায় পরিকল্পনা—৩৫ লক্ষ

১৫। জন সংযোগ ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা— ১০ লক্ষ "

১৬। মৎস্য চাষ উন্নয়ন পরিকল্পনা— ৩৫ লক্ষ "

১৭। খেয়া পথ, পশু খোয়াড় ও বাজার উন্নয়ন— ৩২ লক্ষ "

১৮। উপনগরী স্থাপন— ১ কোটি "

মোট :— ৮, ২৭, ০০, ০০০, ০০

তদুপরি বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয় বাবত এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা সহ মোট দশ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 20

Name of Member :— Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। চলতি বৎসরে এ, ডি. সি এলাকাগুলিতে কি কি বাগানের মাধ্যমে জুমিয়া ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং করা হইবে ?
(এক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় নিম্নলিখিত বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

(১) নারিকেল বাগান

(২) কলা বাগান

(৩) আদা, হলুদ ও অন্যান্য রবিশস্যের ফলন কেন্দ্র

(৪) কমলালেবু বাগান

(৫) আনারস বাগান

(৬) জুম চাষ

এর দ্বারা মোট ৪৬০ জন জুমিয়া পুনর্বাসন পাবে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব

(১) কাঞ্চনপুর ব্লকের স্টাংসাং ও সেখানে কমলালেবু বাগান।

(২) গণ্ডাছড়া ব্লকের পঞ্চরতনে ও তুইচাকমায় নারিকেল বাগান।

(৩) কুমারঘাটের দেওড়াছড়ায় আনারসের বাগান।

(৪) জিরানিয়া ব্লকের বোরাখায় আনারস বাগান ও জয়ন্ত নগরে কলা বাগান।

Admitted Unstarred Question No 26

Name of the Member : Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। উপজাতি কল্যান দপ্তর হইতে ১৯৮২-৮৩ সনে ট্রাইবেল ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশনে সর্ব মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল,

এবং

২। বরাদ্দকৃত অর্থ কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রাজ্য সরকারের নামে প্রতিটি এক হাজার টাকা মূল্যের ৫০০টি 'খ' শ্রেণীর শেয়ার খরিদ করা হয়েছে।

UN STARRED QUESTION NO. 183 (ADMITTED NO. 28)

Name Of the Member:—Shri Rasik Lal Roy. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departement be pleased to state:—

১। চড়িলাম উপনির্বাচনের সময় প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীসুবল রুদ্র মহাশয় কিভাবে আহত হয়েছেন,

২। এই সম্পর্কে সরকার পুলিশ রিপোর্ট পেয়েছেন কিনা,

৩। যদি পেয়ে থাকেন তবে তার বিবরণ।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakorabrty, Chief Minister, Tripura.

১। নিক্ষিপ্ত বোমের আঘাতে।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী সুবলরুদ্র মহাশয় চড়িলাম উপনির্বাচনের কাজের জন্য অপর ৪ জন সঙ্গীসহ গাড়ী করে যখন মেলাঘর থেকে বিশ্রামগঞ্জের দিকে যাইতেছিলেন তখন প্রাকৃতিক ডাকে তিনি পদ্মনগরের নিকট গাড়ী হইতে নামেন এবং পরে গাড়ীতে উঠার সময় নিকট-বর্তী জঙ্গল থেকে তাহার প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয় ফলে বোমের আঘাতে তিনি আহত হন। শ্রী সুবল রুদ্র মহাশয়ের বিবরণ অনুসারে বিশালগড় পুলিশ স্টেশনে বিষয়টি কেইস নং ১২ (১১) ৮৩ U/S ১৪৮/১৪৯/৩২৬ আই-পি-সি এবং ৩/৫ এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্টএ ১১/১১/৮৩ইং তারিখে নথিভুক্ত করা হয়। তিনি আক্রমণকারীদের কংগ্রেস (আই) দলের লোক বলিয়া সন্দেহ করেন যদিও তিনি কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই। ব্যাপারটি তদন্তাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No :—45

Name of Member—Shri Ratimohan Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Ministre in--charge of the Political Departmemt be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বিগত ৬-১০-৭৮ইং তারিখে পশ্চিম লক্ষীবিল বিশালগড় নিবাসী শ্রীমতিলাল সাহার নামে বাংলাদেশী বলিয়া অভিযোগ করা হয়েছিল, এবং

২। উক্ত অভিযোগটি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সরকার কি বিষয়টি অনুসন্ধান করেছেন, এবং

৩। ইহাও কি সত্য যে উক্ত শ্রীমতিলাল সাহা ১৯৭৭ সালে ত্রিপুরায় এসে By Birth Certficate পেয়েছেন, এবং

৪। ইহাও কি সত্য উক্ত শ্রীমতিলাল সাহার মেয়ে শ্রীমতি শিপ্রা সাহা ১৯৬৮ সালে ত্রিপুরায় এসে By Birth certificate পেয়েছেন।

Minister-in-charge of Political Department—Chief Ministar

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। অভিযোগটির তদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে।

৩। তদন্তে ইহা প্রকাশ পেয়েছে যে শ্রীমতিলাল সাহা ১৯৫০ইং সালের পূর্বে ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। কাজেই সংবিধানের ৫(এ) ধারামতে তাহাকে ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৪। তদন্তে ইহাও প্রকাশ পেয়েছে যে শ্রীমতিলাল সাহার মেয়ে শ্রীমতি শিপ্রা সাহা ত্রিপুরায় জন্ম গ্রহণ করেছে। কাজেই নাগরিক পত্র আইনের ৩(১) ধারা মতে তাহাকে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে।

Name of M. L. A :— Shri keshab Majumder.

Will the Minister-in-Charge of the Appointment & Servics Departrent be pleased to state—

১। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কয়টি পোষ্ট পদ খালি আছে;

(শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সব খালিপদ পূরণ করার কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৩। গৃহীত ব্যবস্থানুযায়ী বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে কোন বিভাগে কতজন বেকারকে নিয়োগ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

Minister-in-Charge of Appointent & Services Deptt,

Shri N. Chakraborty, Chief Minister.

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assmebly met in the Assembly House, Tripura on Tuesday, the 20th December, 1983 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief of Minister, all other Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী তরণী মোহন সিংহা।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রী দশরথ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনবাড়ী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ অর্ধ অবস্থায় থাকার কারন কি;

২। কবে নাগাদ উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শেষ হইবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। নিযুক্ত ঠিকাদারের গাফিলতির জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ কিছু অগ্রসর হওয়ার পর বন্ধ হয়েছিল।

২। ছাত্রাবাস নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ হাতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ত দপ্তরের কুমারঘাট-স্থিত নির্বাহী বাস্তকার ২৩।১১।৮৩ইং তারিখে নূতন নিযুক্ত ঠিকাদারের হাতে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কাজ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করার জন্য নির্বাহী বাস্তকার ঠিকাদারকে তাগিত দিয়েছেন।

শ্রী তরণী মোহন সিংহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি এই কাঞ্চনবাড়ীর ছাত্রাবাস গত কয়েক বছর ধরেই অর্ধ অবস্থায় আছে। অথচ সিমেন্ট বা ইট দেবার আগেই টিন দেওয়া হয়েছিল এবং সেই টিনগুলি উধাও হয়ে গেছে। এবং ইট দেবার আগে সিমেন্টে দেওয়া হয়েছিল, সেই সিমেন্টও উধাও হয়ে গেছে। এটা সত্য কিনা?

শ্রী দশরথ দেববর্মা :— এতটা ডিটেল্‌স আমার কাছে নেই। তবে কাজে গাফিলতির জন্য কনস্ট্রাকটরকে বাতিল করা হয়েছে এবং অন্য একজন কন্ট্রাকটরকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

শ্রী তরুণী মোহন সিন্‌হা :— এই কন্ট্রাকটর বাতিল করবার আগেই দুইবার তার বিল

দেওয়া হয়েছিল ইঞ্জিনীয়ারের সংগে কারচুপি করে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেববর্মা :— এই তথ্য আমার জানা নেই। তবে পুনরায় তদন্ত করে সেটা দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে গৃহীত রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ কত ?
১৯৮৩ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত :—

২। এই ঋণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সুদ দিতে হয় কিনা ?

উত্তর

১। ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার হইতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৬৭'১৯ কোটি টাকা।

২। হ্যাঁ সুদ দিতে হয়।

শ্রী মতিলাল সরকার :— এ পর্যন্ত সুদের পরিমাণ কত হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— যে ঋণ আমরা নিয়েছি তাতে ঋণের সুদ দিতে হয় শতকরা ৫ পারসেন্ট। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদের সুদ দিতে হয়েছে—১, ৭৬, ৯৬, ৫৭৩ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালে—৯২, ৪৮, ৪৭০ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে—১, ১৯, ৪৮, ৬৩৯ টাকা, ১৯৭৬-৭৭ সালে—১, ৯৫, ৮২, ২৬২, ১৯৭৭-৭৮ সালে—২, ৭৪, ৪৫, ৪০৮, ১৯৭৮-৭৯ সালে—১, ৯৭, ০৬, ৩৬৬ টাকা, ১৯৭৯-৮০ সালে—১৩, ৪৯, ৮৭৪ টাকা, ১৯৮০-৮১ সালে—১, ০৭, ৪৭, ২৭৪ টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে— ১, ০৫, ৭০, ০০০ টাকা, ১৯৮২-৮৩ সালে—১, ৩৩, ৭৬, ৮৩৫ টাকা আর এই চলতি বৎসরে ১, ৬৪, ৫১, ০০০ টাকা আমাদের দিতে হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— ত্রিপুরা একটি পিছিয়ে থাকা রাজ্য এবং আয় এমন কিছু বেশী নেই এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রতি বছর উন্নয়ন খাতে যে টাকা চান কেন্দ্রীয় সরকার তার চেয়ে কম বরাদ্দ করেন। কাজেই এই ঋণ মকুব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— ৮ম ফিনান্স কমিশনের কাছে আমরা বক্তব্য রেখেছি এবং বলেছি যে অন্তত: সুদটা যেন মকুব করে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্ন নং ৩২।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে অমরপুর মহকুমার নাগরাই উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে মোট কতজন শিক্ষক আছেন ;

২। ঐ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাব দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে সেই নাগরাই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মোট ২ (দুই) জন শিক্ষক আছেন। ১৯৮০ সালের দাঙ্গার আগে এবং দাঙ্গার পরে সব শিক্ষক চলে যান স্থানীয় একজন শিক্ষক বাদে। গত বৎসর একজন ককবরক শিক্ষক দেওয়া হয়েছে। মোট ২ জন শিক্ষক আছেন।

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই এই স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে একটা স্কুল যেখানে ৮টা ক্লাস সেখানে ২ জন শিক্ষক কিভাবে বিদ্যালয় চালাচ্ছেন ?

শ্রী দশরথ দেব :— শিক্ষক সর্টেজ আছে কয়েকটি জায়গায় এবং স্কুল পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক সেখানে দেওয়া হয়েছিল—৮ জন। তবে দাঙ্গার সময় চলে যায়। তবে অবস্থার এখন পরিবর্তন ঘটেছে, আমরা আশা করছি শীঘ্রই সব শিক্ষক সেখানে যাবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— অমরপুর ট্রাইবেল এলাকাতে এখনও পর্যন্ত কোথায়ও ১ জন কোথায় ২ জন, কোথায়ও নেই। যে দাঙ্গার সময়ের নিরাপত্তার কথা তুলেছেন সেটা তো বাঙালী এলাকাতেও ছিল। কিন্তু সেখানে তো সংগে সংগে শিক্ষকেরা এসেছেন। শুধু ট্রাইবেল এলাকাতে এখনও সেই প্রশ্ন এখনও কেন আছে ?

শ্রী দশরথ দেব :— বাঙ্গালী এলাকায় শিক্ষক পাঠাতে কোন অসুবিধা হয় নি, দাঙ্গার সময়েও হয় নি, দাঙ্গার পরেও হয় নি। কিন্তু ট্রাইবেল এলাকাতে দাঙ্গার সময়ে তো পারা যায়ই নি, বিশেষ করে নাগরাই এলাকাটি দাঙ্গার পরেও উগ্রপন্থীদের উৎপাত ছিল। এখন আমরা পাঠাতে পারি। আমি পরশুদিনও নাগরাই স্কুল পরিদর্শন করে এসেছি। ১১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখানে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিশ্চয় জানা আছে এই স্কুল কমিটি এবং গ্রাম প্রধান শিক্ষকদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা দপ্তর থেকে কোন শিক্ষক দেওয়া হয় নাই, অথচ গর্জনমুড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল সেখানে ২০ জনের উপর শিক্ষক আছে। এই যে ডিসক্রিমিনেশান এটা কি ট্রাইবেল এলাকা বলেই করা হচ্ছে ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এর কোন উত্তর হয় না—ইট ইজ এ ম্যাটার অব ওপিনিয়ন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর দেব সরকার

শ্রীসমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৪৩

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নং ৪৩

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমার লিগ্যাল এইড কমিটিগুলির মধ্যে চলতি বছরে কোন কমিটির সভা কতবার বসেছে ?

২। এই কমিটিগুলির মাধ্যমে চলতি আর্থিক বছরে কোন মহকুমায় কতজনকে সাহায্য করা হয়েছে এবং মোট সাহায্যের পরিমাণ কত ? (মহকুমার ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। চলতি বছরে তিনটি মহকুমার লিগ্যাল এইড কমিটির সভা বসেছে সদরে দুইবার, ..কৈলাসহরে একবার এবং কমলপুরে একবার। অমরপুরের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। চলতি আর্থিক বছরে এ পর্যন্ত মোট ৮৭ জনকে সাহায্য করা হয়েছে। মোট সাহায্যের পরিমাণ ৩,১৬৩'০০ টাকা। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এই লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের সময় তার নিয়মগুলির কিছু কিছু ত্রুটি থাকায় আমরা এইগুলি সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আশা করছি রুলস সংশোধীত হলে তখন কমিটিগুলি আরও ভালভাবে লিগ্যাল এইড দেওয়ার কাছে অগ্রসর হতে পারবেন।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লিগ্যাল এইড কমিটি সম্পর্কে যে তথ্য এখানে পেশ করলেন—অমরপুরে কোন লিগ্যাল এইড কমিটি আছে কি না, থাকলে কারা কারা সেই কমিটিতে আছেন জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন আমি এই তথ্য দিতে পারছি না, কারন অমরপুরের তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ১৯৮২ সালে আমাকে জানান হয়েছিল যে, আমি নাকি অমরপুরের লিগেল এইড কমিটির চেয়ারম্যান—কিন্তু একবারও সেই কমিটির কোন মিটিং হয়েছে কিনা এবং সেই কমিটির কি ফাংশান সেটাও আমি জানতে পারি নাই, এর কারন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন. কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি অলরেডি বলেছি যে এই কমিটির নিয়মগুলির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকার জন্য এর কোন মিটিং বসান হয়নি।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লিগেল এইড কমিটিগুলি কাদের নিয়ে গঠন করা হয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, কমিটিগুলি নমিনেটেড কমিটি, তাছাড়া যারা স্বেচ্ছায় অল্প মজুরীতে বা মজুরী ছাড়া যে সব এডভোকেট কাজ করতে চান তারা এবং নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই লিগেল এইড কমিটিগুলিতে যারা কাজ করছেন, তার মধ্যে কিছু উকিল বাবুরা কেসের টাকা নিয়ে ঠিকভাবে কাজ করছেন না, ফলে যাদের নামে কেস তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এই খবর জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এই রকম কোন নির্দিষ্ট তথ্য যদি মাননীয় সদস্য এই হাউসে উপস্থিত করতে পারেন তাহলে আমি খুব খুশী হব, কারণ মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় জানেন যে লিগেল এইড এর জন্য সরকার থেকে আমরা কোন অর্থ বরাদ্দ পাচ্ছি না সেজন্য খুব কম টাকা দিয়ে আমরা এই সমস্ত এডভোকেটদের রাখছি। কাজেই টাকা নিয়ে কাজ করছেন না এই রকম কোন তথ্য এখানে উপস্থিত করতে পারলে আমরা নিশ্চয় তদন্ত করব।

মিঃ স্পীকার— শ্রীমতী গীতা চৌধুরী

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী— কোয়েশ্চান নং ৫০

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— কোয়েশ্চান নং ৫০

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য লটারী থেকে রাজ্য সরকারের বাৎসরিক গড়ে কত টাকা আয় হইত?

২। রাজ্য লটারী পুনরায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে সরকারী হিসাব রাখা হয় না। তাই রাজ্য লটারীর বার্ষিক লাভ কত রাজ্য সরকারের যে হিসাব Accountant General রাখেন তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। তবে মোটামুটি আয় এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে এবং কোন overhead expenses না ধরিয়া ১৯৮২—৮৩ সালে রাজ্য লটারী হইতে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি আয় হইয়াছে।

২। না, মহাশয়া।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ইহা কি সত্যি যে আর্থিক কেলেংকারীর জন্যই রাজ্য লটারী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এটা সত্যি নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রাজ্য লটারীর জন্য বাজেট প্রভিশান আছে অথচ এ, জি, থেকে কোন অডিট রিপোর্ট হয় না কেন? এটা কি ব্ল্যাক মানি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার আমি আগেই বলেছি যে, এর জন্য কোন কমার্শিয়েল একাউন্ট রাখা হয় না। ডিপার্টমেন্টের কিছু কর্মচারী এর আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন। সে জন্য যে একাউন্ট এ, জি, র কাছে যায় না। সেই হিসাব এই হাউসে উপস্থিত করতে সরকার বাধ্য নয়।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজ্য লটারীর কেলেংকারীর ব্যাপারে এবং

রাজ্য লটারীর বিভিন্ন দুর্নীতির ব্যাপারে প্রাক্তন অর্থ সচিব এবং আরও কেউ কেউ জড়িত আছে, এই কথা ঠিক ও কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমার যতটুকু মনে পরে যে এই হাউসে আমি বলেছিলাম যে এই সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছেন এবং তদন্তে এই সম্পর্কে যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং যদি এটাও প্রমাণিত হয় যে প্রাক্তন অর্থ সচিব এর সঙ্গে জড়িত আছে তাহলে নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫২, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫২।

প্রশ্ন

১। মিড ডে মিল প্রকল্পে ১৯৮০-৮১, ৮১-৮২, ৮২-৮৩ এবং ৮৩-৮৪ আর্থিক বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ এ ১১৪.৫০ লক্ষ, ১৯৮১-৮২ এ ১২৭.৯৬ লক্ষ এবং ১৯৮২-৮৩ এ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৯৮৩ ৮৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮ টাকা উক্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য, দেওয়া হইয়াছে এবং আনুমানিক উক্ত অংকের মত অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ সনের পুরো হিসাব এখন আসে নি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে এই মিড ডে মিল এই প্রকল্পটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছিল এবং এই প্রকল্পের কাজ সমীক্ষা করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল? কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সমীক্ষার ফলাফল কি এবং সমীক্ষার রিপোর্ট এই হাউসে পেশ করা হবে কি না?

শ্রী দশরথ দেব :— আমাদের স্টেট গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে সমীক্ষা করা হয়েছে সেটার রিপোর্ট আছে।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই মিড ডে মিল প্রকল্পে টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে ছাত্র এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কাজেই সেই অভিযোগগুলি তদন্ত করে সেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রী দশরথ দেব :— এই ভেক কোয়েশচানের জবাব হয় না। স্পেসিফিক কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করলে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮০-৮১ সন থেকে ১৯৮২-৮৩ সন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ব্যয় ১১৪.৫০ লক্ষ থেকে এক কোটিতে নেমে এসেছে এবং ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ কমে গেছে এবং যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল তা সফল হয় নি। এটা ঠিক কি না?

শ্রী দশরথ দেব :— এটা ঠিক নয়। মিড ডে মিলের জন্য আগে ৫০ পঃ ছিল এবং ছাত্রদের সংখ্যাও বেড়েছে, কিন্তু আমাদের বাজেট বাড়ছে না। এইবার একটু বেশী পাব। বর্তমানে ৭৫ পঃ করে দেওয়া হচ্ছে। উগ্রপন্থী কার্যকলাপে কিছু সংখ্যক স্কুল টাকা নেয় নি। এই সব কারণে এটা হয়েছে। তবে মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এলাকা বাদে এই স্কীম চালু করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মিড ডে মিল প্রকল্প চালু হওয়ার আগে এবং পরে ছাত্র ভর্তির রেশিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী দশরথ দেব :— এটা রিলেটেড নয়। তবে আমাদের হিসাব মত সেনট পার্সেন্ট।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতি গীতা চৌধুরী।

শ্রী মতি গীতা চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৩, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩।

প্রশ্ন

১) সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে কিনা?

২) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রবর্তন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কত কিস্তি মহার্ঘভাতা এ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে?

৩) ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হার অনুযায়ী কত কিস্তি মহার্ঘভাতা

উত্তর

১) ১.১.৮২ইং তারিখ হইতে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের পর সংশোধিত বেতনের উপর কিভাবে মহার্ঘভাতা দেওয়া হইবে তাহার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম এখনও স্থির করা হয় নাই।

২) রাজ্য সরকারের নিকট যে সমস্ত তথ্য আছে তাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকার ১.১.৮২ ইং থেকে ১,৭,৮৩ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট আট কিস্তি ডি,এ, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মঞ্জুর করেছেন।

পাওনা হইয়াছেন (১৯৮৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত হিসাব ?

উত্তর

৩) কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ৩১-১২-৮১ইং পর্য্যন্ত যত কিস্তি ডি, এ, দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেলায়ও তা দেওয়া হয়েছে। ১-১-৮২ইং হইতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেলায় সে রূপ কোন পুনর্বিন্যাস করা হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মচারীদের প্রদেয় ডি, এর, কোন তুলনা করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৯, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৯।

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকার চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার জিমন্যাস্ট দলের কোন প্রদর্শনী আসর আগরতলায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন কি ?

২) প্রদর্শনীতে লব্ধ অর্থের পূর্ণ হিসাব সরকার পাইয়াছেন কি ?

৩) ইহা কি সত্য যে উক্ত দলের প্রদর্শনী হইতে লব্ধ অর্থের কোন হিসাব নাই ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, করেছিলেন।

২) চীনাদলের এবং প্রথম রুশ দলের প্রদর্শণীতে লব্ধ অর্থের পূর্ণ হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় রুশ দলের প্রদর্শনীতে লব্ধ অর্থের পূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে।

৩) ইহা সত্য নহে ?

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—এই যে কমিটি গঠিত হয়েছে তা কবে নাগাদ গঠিত হয়েছে এবং এর রিপোর্ট কবে নাগাদ পাওয়া যাবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, ঠিক তারিখটি আমার মনে নেই। রাশিয়ার ২য় জিমন্যাস্টিক দল আসার আগে খুব সম্ভবতঃ ২ (দুই) মাস আগে গঠিত হয়েছিল। তবে খুব বেশী দেরী হয়নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই অরগানাইজড্ কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগেই জানিয়েছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি নামগুলি জানতে চাই।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, কমিশনার-কাম সেক্রেটারী-এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, পি, ডব্লু, ডি, (সিভিল), ডি, এম, ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই যে অর্গানাইজড্ কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে কোন্ কোন্ সংস্থা ছিল? এই সংস্থাগুলিতে কারা কারা ছিলেন এবং এখনও হিসাব না দেওয়ার কারন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— জিমন্যাস্টিকস্-এর একটি অরগানাইজড্ সংস্থা আছে। তবে তাদের একার পক্ষে এই কাজ চালান সম্ভব নয়। এর জন্য এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট, পি, ডাব্লু, ডি মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ জড়িত থাকেন। এই জন্য তাদের দপ্তর গুলি থেকে অফিসার এনে কমিটিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। মেম্বাররা তাদের সবার নাম জানতে চাইলে আমি দিতে পারব। তবে এ জন্য আলাদা প্রশ্নের নোটিশ চাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই সংস্থা সরকারী, না বে-সরকারী এবং অর্থ সরকারী অর্থ, না বে-সরকারী অর্থ?

শ্রী দশরথ দেব :— এই সংগঠন বে-সরকারী।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা, শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, শ্রীমতী গীতা চৌধুরী, শ্রী মানিক সরকার শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, ও শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রী জওহর সাহা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

মিঃ স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ট অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ এর ১লা নভেম্বর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণতহবিলের জন্য কত টাকা সংগৃহীত হয়েছে?

২। ইহা কি সত্য যে এ ব্যাপারে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার কুপনের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না?

৩। সত্য হলে, তার কারণ কি?

৪। বন্যা ত্রাণ তহবিলে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি কর্তৃক আদায়কৃত কত টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দিয়েছে?

১। ৬৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৮ টাকা ৭১ পয়সা।

২। না, ইহা সত্য নয়।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

৪। ১ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে। ইহা ছাড়া আনুমানিক প্রায় ৫০ হাজার টাকার ঔষধপত্র জমা দিয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— বন্যাত্রাণ তহবিলের ব্যাপারে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটিকে কত টাকার কুপন দেওয়া হয়েছিল এবং সেই কুপনের মূল্য কত?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— কোন কুপন দেওয়া হয় নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ত্রাণ তহবিলের জন্য সংগৃহীত অর্থ তা কি সরকারী অর্থ হিসাবে ধরা হবে এবং অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অডিট হবে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৬

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার, কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৬

প্রশ্ন

১। সরকারী কাজে বাংলা ভাষা ও কক্-বরক্ ভাষা চালু করার ব্যাপারে বিধানসভায় কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা?

২। হয়ে থাকলে কবে নাগাদ উক্ত প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী কাজে বাংলা ভাষা ও কক্-বরক ভাষা চালু করার ব্যাপারে বিধানসভায় এখন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যতটুকু জানি, সরকারী কাজে বাংলা ভাষা চালু করা হবে এর নিয়ে বিধানসভায় বিগত কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন সময়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। পরবর্তী কালে কংগ্রেস সরকারের পতন হওয়ার পরে এই প্রস্তাব বেশী দূর অগ্রসর হয় নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, কংগ্রেস আমলেও এই রকম কোন প্রস্তাব পাশ হয় নি। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এইখানে ২টি এথনিক্ গ্রুপ রয়েছে। তাদের মধ্যে বহু ভাষা আছে। কক্‌বরক্ ভাষা ছাড়াও মনিপুরি ভাষা রয়েছে। কাজেই এই যে বিভিন্ন ভাষার মানুষ রয়েছে তার জন্য কোন একটি ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে কাজের মধ্যে প্রয়োগ করার জন্য অনেক অসুবিধাও রয়েছে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সেই ভাষা চালু করা কঠিন ব্যাপার। তবে, পঞ্চায়েত পর্যায়ে কাজকর্ম যাতে বাংলা ভাষায় করা যায় এবং পাশাপাশি কক্‌বরক্ ভাষাও কোর্টে কাছারীতে অনুবাদ করার কাজে নজর দেওয়া যায় সে জন্য দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমার যতটুকু মনে আছে, শচীনবাবুর আমলে বীরচন্দ্র দেব-বর্মার বাংলাভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার জন্য আনীত একটি বেসরকারী প্রস্তাব পাশ হয়েছিল।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— আপনার বলাতে আমার সুবিধা হয়েছে। শচীন সিংহের আমলে তখন একটি ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। আমরা তখন অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছিলাম, কক্‌বরক্‌ ভাষাকে অফিসিয়েল ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হউক। কিন্তু কংগ্রেস সেই সময় প্রবল আপত্তি জানিয়ে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী জওহর সাহা ও শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রী জওহর সাহা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৯২।

মিঃ স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৯২।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২।

প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কর্মচারীদের হাউস রেন্ট, মেডিক্যাল এলাউন্স এবং ওয়াশিং এলাউন্স দেওয়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা,

২। না দেওয়া হয়ে থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে?

উত্তর

১। রাজ্য কর্মচারীগণ যে পরিমাণ টাকা ৩১-১২-৮১ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতি মাসে চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা ও ধোলাই খরচ ভাতা হিসাবে পেয়েছেন তাহা ১-১-৮২ ইং থেকে সংশোধিত বেতনের সঙ্গেও পাচ্ছেন।

২। এখনও এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত সরকার নেন নি।

শ্রী জওহর সাহা— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেকেণ্ড পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিগত ১৯৭৯-৮০ সালে সপ্তম অর্থ কমিশনের দেওয়া ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সেন্ট্রাল ডি, এ, ওয়াশিং এলাউন্স, মেডিক্যাল ইত্যাদি অর্থাৎ কর্মচারীদের অর্থ-নৈতিক দূরবস্থার কথা চিন্তা করে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকা অন্য খাতে খরচ করেছেন এটা সত্য কিনা এবং কর্মচারীদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের সেন্ট্রাল ডি, এ, মেডিক্যাল এলাউন্স, হাউসরেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে কিনা, এটা মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় :— এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ১২৮।

শ্রী দশরথ দেব :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ১২৮।

প্রশ্ন

১। সোনামূড়া মডেল স্কুলকে আপগ্র্যাডিং করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ সেই পরিকল্পনাটি রূপায়িত হবে বলে আশা যায়।

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই

১। প্রশ্ন উঠে না

শ্রী রসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এই ব্যাপারে সরকার কিছু উপলব্ধি করেছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— প্রয়োজনীতা সব ক্ষেত্রে আছে, তবে আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। সোনামুড়া মডেল এস. সি .স্কুলটি সোনামুড়ার বুকে অবস্থিত, নিকটেই এন, সি, আই, স্কুলটি আছে তাতে এখন যথেষ্ট পরিমান সংখ্যক জায়গা আছে। বর্ত্তমানে মডেল স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন। কাজেই এখনই সেটা বিবেচনা হচ্ছে না, তবে কোন দিনই হবে না এমন নয়। অন্য স্কুলগুলি যখন করা হবে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রী রসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই স্কুলটি সোনামুড়া শহরের মেরুদণ্ড আপনাদের জানা আছে এবং এই স্কুলের অর্ধেক পোর্শানে এডুকেশন অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তার জন্যই এই স্কুলটি আপ-গ্রেড করা হচ্ছে না। আমাদের ছেলেদের এখানে যাতায়াত করা কঠিন ব্যাপার। তাই এই ব্যাপারে অতি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :- সরকার তাঁর সময় অনুযায়ী, নীতি অনুযায়ী বিচার করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬।

শ্রী দশরথ দেব :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত উচ্চতর মাধ্যমিক উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে কি,

২। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই সেই সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন,

৩। শিক্ষক বদলীর মাধ্যমে এই সমস্যার আংশিক সমাধান করা সম্ভব হইবে কি,

৪। হইলে আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে এর জন্যে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। শহর অঞ্চলের বাহিরে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের ঘাটতি আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন স্তরে বিদ্যালয়গুলির জন্য তারও শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

৩। হবে।

৪। হ্যাঁ, নেওয়া হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, জানুয়ারী মাস থেকে স্কুলে শেদান শুরু হয়, তাই ইতিমধ্যে কোন স্কুলে কোন শিক্ষককে বদলী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব— এই তথ্য আমার হাতে নেই। তবে চেষ্টা চলছে বদলী হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুনের দাঙ্গার পর গণ্ডগোলের জন্য অপরপুরের যে স্কুলে শিক্ষকরা যেতে পারতেন না এখন উগ্রপন্থীরা সারেণ্ডার করার পর সেখানকার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাই বলছি বর্তমানে অমরপুরে কোন শিক্ষক পাঠানো হবে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব : — দপ্তর চেষ্টা করছেন এবং ইতিমধ্যে নূতন যারা নিয়মিত হয়েছেন তাদের পাঠানো হবে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন চেষ্টা করছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কোন নূতন এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কতজন দেওয়া হয়েছে।

শ্রী দশরথ দেব :— এখন পর্যান্ত নূতন এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় নি। তবে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বাদ্ধ দেববর্মা :— ২২১।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আই সি ডি এস এর পরিচালনাধীনে ফিডিং সেন্টারের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত প্রকল্পের দ্বারা কতজন শিশু উপকৃত হচ্ছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আই, সি, ডি, এস-এর পরিচালনাধীনে ফিডিং সেন্টারের সংখ্যা ৩৭৪টি।

২। উক্ত প্রকল্পে মোট ২৬,৩৪৪ জন শিশু উপকৃত হচ্ছে।

শ্রীবন্ধু দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রত্যেক শিশুর জন্য পার-হেড কত করে ধরা হয় ?

শ্রী দশরথ দেব :— প্রত্যেক শিশুর জন্য পার হেড ২৯'৫ পয়সা পরিবহন ব্যয় ২ পয়সা, প্রশাসনিক ব্যয় ৩.৫ পয়সা। মোট ৩৫ পয়সা এই জন্য খরচ করা হয়।

শ্রী বন্ধু দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে সেন্টার করা হয়েছে সেখানে সমীক্ষক দল গঠন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— সমীক্ষন মাঝে মাছে করা হয়। কেন্দ্রের থেকে মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। এই রিপোর্ট আমাদের কাছে আসেনি।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৩৫ পয়সা ধরা হয়েছে, সরকার কি মনে করেন এই ৩৫ পয়সা দিয়েই শিশুদের খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভব হয় ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রী দশরথ দেব :— যা দেওয়া হয় ২৯'৫ পয়সা, তাতে কোন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া সম্ভব হয় না, একটা বিস্কুটের দামও হতে পারে না। এটা আরও আগেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি এবং এখনও বলছি।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী, আগামী আর্থিক বৎসরে এই ফিডিং সেন্টারের বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— এইটা বাড়ছে। এইখানে আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি, রাজনগর ব্লক, সাতচাঁদ ব্লক, সালেমা ব্লক, কাজ শুরু করে দিয়েছি, কুমারঘাট, খোয়াই-এ আমরা করছি।

শ্রী নকুল দাস : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এস, আর, ইপির যে সমস্ত কাজকর্ম আছে, আই সি, ডি এসের যে সেন্টারগুলির সাথে মার্জ হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব:—আই, সি, ডি, এস, সেন্টার যেটা আছে, তাতে কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই যে মার্জ করতে হবে, আমরা আরো নুতন করে খোলার চেষ্টা করছি। তাহলে পরে সেই ক্ষেত্রে ফিডিং-এর সুবিধা সেই কেন্দ্রে যে বালোয়ারী আছে তার সঙ্গে মার্জ হয়ে যাবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কি, কিছু কিছু ফিডিং সেন্টার বন্ধ হয়ে আছে ?

শ্রী দশরথ দেব :— আমার জানা নাই। কিন্তু কিছু কিছু বন্ধ হয় এই রকম খবর পাই। এস, ই, ডব্লিউ, তারা ছুটিতে গেলে এই রকম কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে থাকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি শিশুদের জন্য যে খাদ্যগুলি দেওয়া হয়, আরেক জায়গাতে রেশনের অখাদ্য চাল সরবরাহ করা হয়, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মাহাদয় জানেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার স্পেশিফিক জায়গার নাম বললে আমরা খবর নেব।...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০৭

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :— কোয়েশ্চান নং ২০৭।

প্রশ্ন

১। গত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৩ইং চড়িলাম উপ-নির্বাচন উপলক্ষে সরকারী প্রশাসনিক মোট ব্যয়ের পরিমান কত এবং

২। উক্ত নির্বাচনের কাজে মোট কত সরকারী গাড়ী (পুলিশ সহ) ব্যবহৃত হয়েছিল?

৩। এই উপলক্ষে মোট কত নিরাপত্তা বাহিনীর মোট কতজন কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। গত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮-চড়িলাম বিধানভা নির্বাচন ক্ষেত্রের উপ-নির্বাচনের জন্য মোট প্রশাসনিক ব্যয়ের পরিমাণ ৮৮, ২৩৫ (অষ্ঠাশি হাজার দুইশত পঁয়ত্রিশ) টাকা।

২। উক্ত নির্বাচনের জন্য পুলিশ বিভাগসহ মোট ৮৪টি সরকারী গাড়ী ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩। এই উপলক্ষে ৩০৩ (তিনশত তিন) জন পুলিশ কর্মী এবং সি, আর, পি, বাহিনীর ছয় প্লেটুন কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২৪

শ্রী দশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ২২৪

প্রশ্ন

১। (ক) ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে,

খ) বর্তমানে কয়টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে এবং কয়টি বন্ধ আছে ?

গ) যদি বন্ধ থাকে, তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ক) ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২২২১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

খ) বর্তমানে ১৫৬৬টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে এবং বাকী ৬৫৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু নাই।

গ) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মাসিক ভাতা অত্যল্প হওয়ায় কর্মীগণ অন্যত্র ভাল সুযোগ পাইয়া চলিয়া যান। সেইজন্য কেন্দ্রগুলি চালু রাখা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইযে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে আছে তা চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—ইতিমধ্যে আমরা বি, ডি, সি, গুলিতে আমরা লিখেছি যে কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক নেই তার নাম পাঠিয়ে দিতে। শিক্ষক তারাই নিযুক্ত করে, আমরা শুধু ফর্মাল অর্ডারটা দেই।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অনেক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের দিয়ে পার্টির কাজ করানো হচ্ছে···

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এইভাবে কোন প্রশ্ন হতে পারে না।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে যেখানে লেখনী সামগ্রী, জিনিসপত্রের যা দরকার হয় তা ঠিকমত পাঠানো হয় না। সেইজন্য অনেকগুলি স্কুল চালু রাখা যাচ্ছে না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— এই তথ্য আমার কাছে নাই। যদি মাননীয় সদস্য নির্দিষ্টভাবে কোন স্কুলের কথা বলেন তাহলে দেখা যেতে পারে।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইযে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র কিছু বন্ধ হয়ে আছে। আমি যতটুকু জানি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সবচেয়ে যেটা অসুবিধা সেটা হচ্ছে তাদের স্কুলঘর নেই। সেই বয়স্ক লোকদের পড়াশুনা করানোর উদ্দেশ্যে তাদের তরফ থেকে ঘর করার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, আর শিক্ষকদের যে মাসিক ভাতা ৫০ টাকা করে দেওয়া হয় তা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, প্রথমত যে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যে চালু আছে, তাতে দুইটা ভাগ। একটা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় সরাসরিভাবে চলে, তার সংখ্যা ১ হাজার হবে। বাকীটা রাজ্য সরকারের স্কীমে আছে। আমি এখন যে সংখ্যাটা বললাম, তা বামফ্রন্ট আসার পরে যা হয়েছে তার হিসাবে। টোটেল সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৬১০টি। বামফ্রন্ট আসার আগে যা ছিল তাও চালু আছে। আর দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের যে ৫০ টাকা

করে সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয় তা বাড়ানোর আর কোন ব্যবস্থা নাই। ৫০ টাকা করে কিছু হয় না। কিন্তু এর জন্য বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুবার লিখেছি, বিভিন্ন শিক্ষামন্ত্রীর মিটিংএও আলোচিত হয়েছে। আমি প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের এইটা বিবেচনাধীন আছে। আজও বিবেচনা হয়নি। আমরা মিনিমাম ১০০ টাকা করে দিতে বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE—"A"& "B")

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে বিষয়সূচী হল—পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী প্রয়াত ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে স্মৃতি তর্পন। ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাঁতারা গাছিতে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। জন্ম ১৯১৮ সালে হাওড়ার সাঁতারাগাছিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কানাইবাবু এম,এস,সি, ও ডিফিল প্রাপ্ত। ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম থেকেই তিনি ঐ পার্টিতে যোগদান করেন। সায়েন্স কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর জীবনধারা ছিল অতি সাধারণ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ছিলেন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৩৯ সালে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। কানাইবাবু ১৯৪২ সালে আত্মগোপন করেন। ঐ বৎসরেরই শেষে বোম্বাইতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন বৈঠকে যোগদান করা কালে অন্যান্য নেতাদের সাথে গ্রেপ্তার হন। বোম্বাইয়ের নাসিক জেলে কয়েক বৎসর কারাবাস করার পর তাঁকে আনা হয় দমদম সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৪৫ সালের শেষে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসংখ্যবার কারা বরণ করেন। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে সাথরাইল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে জয়ী হন শিবপুর কেন্দ্র থেকে। ১৯৭৭ সালে জয়ী হন শিবপুর কেন্দ্র থেকে। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনের পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ট্রেড ইউনিয়ন সি, ইউ, সি, সি, র রাজ্য সভাপতি। রাজনীতিই ছিল কানাই বাবুর ধ্যান জ্ঞান। ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি জ্ঞাপন করছে গভীর সমবেদনা।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ (দুই) মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় পরলোকগত ডাঃ ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(সদস্যগণ ২ (দুই) মিনিটকাল দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন)।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার একটা কপি যেন ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে ও তাঁর পরিবারের প্রতি পাঠান হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই পাঠান হবে।

Reference Period

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩, বিধানসভা গেইটে কার্ত্তিক পালের খুনের আসামী আশুতোষ দাসের নেতৃত্বে চড়িলাম ও বিশালগড়ের একদল সমাজ-বিরোধী টি আর এস ২৫৫ বাসটি ভর্তি হয়ে এসে মন্ত্রী ও বিধায়কদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল উক্তি করা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি যেন উনার নোটিশটি হাউজে উত্থাপন করেন।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল :—

"গত ১৯শে ডিসেম্বর '৮৩ বিধানসভা গেইটে কার্ত্তিক পালের খুনের আসামী আশুতোষ দাসের নেতৃত্বে চড়িলাম ও বিশালগড়ের একদল সমাজ বিরোধী টি আর এস— ২৫৫ বাসটি ভর্তি হয়ে এসে মন্ত্রী ও বিধায়কদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল উক্তি করা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে না পারেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তিনি বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে আমি আগামী কালকে হাউজের সামনে আমার বক্তব্য রাখতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী কালকে বক্তব্য রাখবেন। গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা একটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ের উপর আজ বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। বিষয়টি হল—

"গত ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ইং অমরপুর মহকুমার কমলাই আর, এ, সি, ক্যাম্পে উগ্রপন্থীদের হামলার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর আমি আমার স্বীকৃত বিবৃতি দিচ্ছি। নোটিশটি হল— "গত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, ইং অমরপুর মহকুমার কমলাই আর, এ, সি, ক্যাম্পে উগ্রপন্থীদের হামলার ঘটনা সম্পর্কে।"

২ জন হেড কনস্টেবল এবং ১৫ জন কনস্টেবল নিয়া কমলাই আর, এ, সি ক্যাম্পটি প্রতিষ্ঠিত। ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি আনুমানিক ৭টা-৪৫ মিনিট সময় ক্যাম্পের পশ্চাৎরক্ষী ক্যাম্পে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইয়া ক্যাম্পের সকলকে সতর্ক করে দেন এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকে যার যার স্থান নিয়া সতর্কিত থাকেন। কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পের হাবিলদার উত্তর পশ্চিম দিক হইতে ৪/৫টি গুলির শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ভি, এল, পি হইতে এক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়েন। আর, এ, সি, জোয়ানদের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, তাহারা ৮০ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েন এবং উগ্রপন্থীদের দিক হইতে ১৩ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে। আর, এ, সি, ক্যাম্পের রক্ষীদের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। পরদিন উক্ত অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাইয়া আক্রমণকারীদের ব্যবহৃত কোন কার্তুজ পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ১৪৯/৩০৭ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৩ (১২) ৮৩ নথীভুক্ত করা হয় এবং উর্দ্ধতন অফিসারদের তত্ত্বাবধানে আরো বিস্তৃত তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ক্যাম্পটির শক্তি পুনরায় বৃদ্ধি করা হয় এবং সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

এই অঞ্চলে জোর তল্লাসী চালানো হয়। কিন্তু উগ্রপন্থীদের চলাচলের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ব্যবহৃত কার্তুজের সন্ধান না পাওয়ায় সঠিক তথ্য এখনো নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, কমলাই আর, এ, সি, ক্যাম্প আক্রমণের সময়ে আত্মসমর্পনকারী বিনন্দ জমাতিয়া গোষ্ঠীর লোক আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন তথ্য নাই।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহাশয় থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি হল :— "গত ১৮ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইং অমরপুর মহকুমায় জগবন্ধু পাড়ার প্রধান শ্রী ভৃগুরাম রিয়াং-এর বাসগৃহে উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে"।

একই রকমের নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মার নিকট থেকেও পেয়েছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নোটিশ ২টি এক বলে ব্রেকেটে দিয়ে দিন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ২ জনের নোটিশ এক হওয়াতে ব্রেকেটে দেওয়া হল উভয় সদস্যের সম্মতিতে। আমি নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২২শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার:— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২২শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার:— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদারের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"বিগত ১লা নভেম্বর ইছামড়া গ্রামের অধিবাসী সুকুমার দেবনাথের দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৩শে ডিসেম্বর এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার:— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:— "গত ১৪, ১২, ৮৩ইং বিশালগড়ের কদমতলী গ্রামের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী বনমালী দেবনাথকে হত্যার উদ্দেশ্যে জাঙ্গালিয়ার নিকটবর্তী আমবাগানে আক্রমণ করা এবং অর্থ লুট করা।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: মি: স্পীকার স্যার, এই ঘটনাটি ১৪, ১২, ৮৩, ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৭টা কি ৭,৩০ ঘন্টা সময় সংঘটিত হয়। ঘটনার বিবরন নিম্নরূপ—

গত ১৪, ১২, ৮৩ইং রাত্রি প্রায় ৭টা হইতে ৭-৩০ মি: এর সময় বিশালগড় থানাধীন কদমতলী গ্রামের শ্রী বনমালী দেবনাথ অপর দুইজন সঙ্গীসহ বিশালগড় বাজার হইতে বাড়ী ফিরে আসার পথে জাঙ্গালিয়া নিকটবর্তী দা, লাঠি, ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত ৬/৭ জনের একটি দুস্কৃতকারীর দল কর্তৃক আক্রান্ত হন। দুস্কৃতকারীরা শ্রী বনমালী দেবনাথকে মারধোর করিয়া তাহার নিকট হইতে ২, ৮৫০ টাকা ৫০ পয়সা, এক বাণ্ডিল সূতা এবং দুইটি শাড়ী নিয়া যায়। শ্রী বনমালী দেবনাথ ঘটনার সঙ্গে জড়িত শ্রী গৌরাঙ্গ দেবনাথ ও শ্রী নেপাল দেবনাথকে সনাক্ত করেন।

শ্রী বনমালী দেববাথের অভিযোগক্রমে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫/৩২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৬ (১২) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে জাঙ্গালিয়া (ব্রজপুর) নিবাসী শ্রী গৌরাঙ্গ দেববাথকে গত ১৪. ১২.৮৩ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৫, ১২ ৮৩ তারিখে কোর্টে চালান দেওয়া হয় কোর্ট হইতে তাহাকে দুইদিন পুলিশ হাজতে থাকার আদেশ দেওয়া হয়। পুনরায় গত ১৭, ১২, ৮৩ইং তারিখ তাহাকে কোর্টে হাজির করা হইলে আগামী ৩০, ১২, ৮৩ইং তারিখ পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হয়।

অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে, কিন্তু গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তাহারা পলাতক আছে।

ঘটনাটি একটি অপরাধমূলক ঘটনা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামী ও অন্যান্যরা কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা: পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই যে শ্রী বনমালী দেববাথের উপর হামলা করেছে, এই কংগ্রেস (আই) ঠিক এমনিভাবে তারা একটা লিষ্ট করেছে আরো কয়েকজনকে এরূপভাবে আঘাত বা আক্রমণ করবে। সুতরাং এদের সম্পর্কে সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে যেহেতু বিষয়টি পুলিসের তদন্তাধীন রয়েছে পুলিস সেটা তদন্ত করে দেখবে।

শ্রী ভানু লাল সাহা: পয়েন্ট অব্ কল্যারিফিকেসান স্যার, এই কদমতলী গ্রামে কংগ্রেস আই এর লোকেরা সি, পি, এম, কর্মীদের ধরে ধরে খুনের যে পরিকল্পনা করছে এবং সেখানে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, এইভাবে যাতে আর কোন সন্ত্রাসমূলক কার্য্য সংঘটিত হতে না পারে তার জন্য আমরা পুলিশকে আরো শক্তিশালী করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: পয়েন্ট অব্ কল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা দেখছি যে মিথ্যা অভিযোগে কংগ্রেস আই কর্মীদের হয়রানী করছে সেটা বন্ধ করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ. বিবেচনা ও পাশ করা। ২৬শে

ডিসেম্বর, ১৯৮৩ইং তারিখ সোমবার পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য ' বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি, যে সময় নির্ঘন্ট স্থপারিশ করেছেন্ সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার, ১৯৮৩ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি, যে সময় নির্ঘন্ট স্থপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার : এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক প্রস্তাব করিতেছি যে, 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি, কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার : : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো : 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি, প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা এক মত।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

লেয়িং অব রিপ্লাইস টু পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।

গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়-এর স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯, শ্রী স্থবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৪, এবং শ্রীতরণী মোহন সিংহ মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্ গুলির যথাক্রমে *৯, *৪৪, *১২৮ এর উত্তর পত্রগুলি পেশ করার জন্য।

শ্রী দশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *৯, *৪৪, *১২৮ এর উত্তরপত্রগুলি সভায় পেশ করছি।

(ANNEXURE—"C")

মিঃ স্পীকারঃ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের যে সমস্ত পোস্টাপণ্ড কোয়েশ্চান এর উত্তরপত্রগুলো সভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকারঃ সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—

"১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের কার্যসূচীতে ১২টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম দেওয়া আছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব-সমূহ সভার কার্যসূচীর সঙ্গে সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সমূহ এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলি একসঙ্গে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। প্রথমে বিষয়গুলির উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেওয়া হবে। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেটি প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর মূল ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দেওয়া হবে। যারা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তাদের প্রথমে আলোচনার জন্য আহ্বান করছি। তবে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে তারা যেন আলোচনা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচনা করেন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা করতে অনুরোধ

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এনেছি সেগুলি হলো—ডিমান্ড নং ১৩—মেজর হেড ২১৩, ডিমাণ্ড নং ৫—মেজর হেড ২৮৯, ডিমাণ্ড নং ১৩—মেজর হেড ২৯৮, ডিমাণ্ড নং ১৪— মেজর হেড ২৭৭, ডিমাণ্ড নং ১৫—মেজর হেড ২৮৯, ডিমাণ্ড নং ১৬—মেজর হেড ২৮৯—এই হচ্ছে আমার ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যে কাটমোশনগুলি ছিল, প্রত্যেকটাতে আমি বলেছিলাম যে, যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন যে মন্ত্রীদের ডিস্ক্রীশনারী গ্র্যান্ট স্পেশাল চীফ মিনিস্টারের, সেখানে তিনি দুই লক্ষ টাকা চেয়েছেন। আমি ১ লক্ষ টাকা কাট চেয়েছি এবং আবেদন রাখছি হাউস আমার এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে। কারণ আমরা দেখেছি যে যখনি আমরা মন্ত্রীদের স্পেশাল গ্রান্ট চেয়েছি, যেমন আজকের ঘটনা, একটা ক্যান্সার রোগী মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে, তার অনেক খরচ দরকার। তাঁকে সাহায্যের জন্য তাঁর দরখাস্ত আমি ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। তাকে মাত্র ১০০ টাকা দিয়েছেন। আবার অন্য দলের সমর্থক হলে তাকে ৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই যে ডিস্ক্রীমিনেশান, এই জন্য আমি এটাকে কাট চেয়েছি।

তারপর হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫। সেখানে একটা টোকেন কাট। এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এই টাকা খরচ করা। ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যার মোকাবিলা করার জন্য যে অর্থ সাহায্য দরকার, সেটা তিনি চেয়েছেন, সেটা কিছুই না।

আমরাও দাবী করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, আরও টাকা দাও। কিন্তু আমরা কি দেখি? প্রকৃত বন্যাদুর্গত যারা, যারা আজও ঘরবাড়ী মেরামত করতে পারে নাই, যে কথা বলা হয়েছে যে বালি সরানো হয়েছে, সেটা আমার মনে হয় শুধু প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত অবস্থা হলো, বালি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কাজেই আমার দাবী হলো, যারা প্রকৃত পীড়িত, যারা আজও বন্যার সাহায্য পায়নি, অবিলম্বে তদন্ত করে, সত্যিকারের তথ্য যাচাই করে সাহায্য দেওয়া হোক এবং তখন আমরাও কথা দিচ্ছি, আমরাও দাবী করব বন্যাদুর্গতদের জন্য আরও টাকা দেওয়া হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দৃষ্টীভঙ্গী না দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেটা সমর্থন করতে পারি না। এই সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের যে সমস্ত কাট মোশন আছে সেগুলিকেও গ্রহণ করার আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশন হচ্ছে ডিমান্ড নং ২—মেজর হেড. ২১৩ এবং ডিমান্ড নং ৩— মেজর হেড ৩১৪। প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ডিসক্রিশনারী ফান্ড. সেই ফান্ড স্বভাবতই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিলি বন্টন করা উচিত। কিন্তু সেখানে যদি বন্টন ব্যবস্থা থাকে দলীয় চিন্তায় ভরপুর, দলের রিকমেন্ডশনে যদি কোন ফাণ্ড বিলি হয়. স্বভাবতঃ যারা দুর্গত, নিপীড়িত মানুষ সে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। সেটা যদি শুধু দলের জন্য চিন্তধারা থাকে তা হলে ব্যক্তি এবং জন, যাদের জন্য এই ফাণ্ড তারা বঞ্চিত থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে। যেগুলি হচ্ছে সেগুলি প্রকৃত মানুষের কল্যাণে যাচ্ছে না, প্রকৃত দুঃস্থদের হাতেও যাচ্ছে না। যেমন এস আর, ই, পি, সম্পর্কে বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হয় যে, এই যে এস, আর, ই, পি, এর কাজ হচ্ছে তার জন্য যে চালের বরাদ্দ, আমরা দেখতে পাই যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য বরাদ্দ করে থাকেন এবং তার যে এন, আর, ই,পি, স্কীম আছে, সেই স্কীমের জন্য বরাদ্দ থেকে প্রত্যেকটি সরকারকে খাদ্য বরাদ্দ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের এই সরকার এস, আর, ই, পি, প্রকল্প চালু করেছেন। সেই এস, আর, ই,পি, এর যে কুপন দেওয়া হয়. সেই কুপন এর চাল কোথা থেকে আসে? তার জন্য তো সরকার কোন চাল সংগ্রহ করেন না। সুতরাং এন, আর, ই, পি, চালের বরাদ্দ থেকেই এটা নেওয়া হয়। সেজন্যই পরশুদিন আমরা দেখতে পেলাম, কল্যাণপুরের একটা গাঁওসভায় রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। শুধু কল্যাণপুর নয়, সমগ্র ত্রিপুরায় রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। গত তিন দিন আগে বিলোনীয়া এলাকায় সুরেন্দ্র দেবনাথ নামে একজন লোক এই বন্যার সময়ে সবকিছু হারিয়ে অসহায় অবস্থায় আমার কাছে এল। বলল, এক গোছা ধান আমি লাগাতে পারি নি। আমি বললাম, অনেকেই তো সাহায্য পায়নি। কিন্তু তারা যে বলছেন এত দিয়েছেন তাহলে এত দিয়েও প্রকৃতপক্ষে কৃষকের তো কোন কল্যাণ হয় না। যে কাজ উৎপাদনমুখী না হয়, সেই কাজের জন্য খরচকে তা হলে বিরোধিতা করা ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। তাই আমি এই বিরোধিতা করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে তার উপর কতকগুলি কাট মোঁশন আমি এনেছি সেগুলি হল—ডিমাণ্ড নং ৫, মেজর হেড ২৮৯, ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৮৯, ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৭৭, ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৭৭, ডিমাণ্ড নং ১৬, মেজর হেড ২৮৯, মেজর হেড ২৮১, ডিমাণ্ড নং ৩২ মেজর হেড ৩১৪। বিগত বন্যায় আমরা দেখেছি, এই বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে বন্যার সাহায্যের টাকা নিয়ে দলবাজী করেছে। বন্যায় যাদের ঘরবাড়ী ভেংগে গেছে, গবাদি পশু হারিয়েছে, তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয় নি। সেখানে প্রচুর অর্থ অপচয় করা হয়েছে। শুধু অমরপুরে নয় সারা ত্রিপুরায় তারা বন্যার টাকা নিয়ে দলবাজী করেছে, অর্থ লুটপাট করেছে। এর ফলে প্রসাশনিক চরম ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা দেখেছি, রাস্তার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। অমরপুর থেকে গণ্ডাছড়া যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তার উন্নয়ণের জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। ঠিক পাশাপাশি সোনাছড়া থেকে ছেঁছুয়া যে রাস্তা সেটার উন্নয়ণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। দক্ষিণ চেলাগাংএ একটি মাত্র হাই স্কুল, কিন্তু সেই হাই স্কুল টাকা পাচ্ছে না, স্কুলঘর মেরামত করার জন্য। এলাকার লোক বার বার দাবী করেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোন সাহায্য পায় নি। সেচ ব্যবস্থার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। গত বন্যার পাইপ মেশিন এগুলি নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু মেরামত হচ্ছে না। কৃষকরা ফসল করতে পারছে না। বিগত বন্যায় অমরপুর শহর, বীরগঞ্জ, উদয়পুরের শালগড়া নদীর গর্ভে চলে গেছে। এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দাবী করা হয়েছিল হানা দেওয়ার জন্য, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অমরপুরে চেলাগাং, ডলুমা, সোনাইছড়ি, রাঙ্গকাং প্রভৃতি গাঁও সভার পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে যে এস, আর, ই, পির কাজ দেওয়ার জন্য, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজ দেওয়া হচ্ছে না। তাই বলছি আপনারা টাকা আত্মসাত করছেন, কেডারদেরকে বিলিয়ে দিচ্ছেন, দেন কিন্তু বাকী টাকাটা অন্ততঃ মানুষের জন্য খরচ করুন। কাজেই আমি যে কাট মোশনগুলি এখানে এনেছি সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে সাপ্লিমেনটারী গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে তার উপর আমার কতকগুলি কাট মোশন আছে। এই কাট মোশনগুলির সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু দিন আগে ভয়াবহ যে বন্যা হয়ে গেছে তার খবর আমরা জানি। এবং এও জানি, যে বন্যায় উত্তর ত্রিপুরারও ক্ষতি হয়েছে। এই বন্যায় উত্তর ত্রিপুরার যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার স্পেসিফিক তথ্য আমার কাছে আছে। কাজেই কেহ তা অস্বীকার করতে

পারবেন না। আম্বাসা-গন্ডাছড়া গাঁও সভার ২১টি পরিবার অ্যাফেকটেড। আমি এ ব্যাপারে বর্ত্তমান শাসক দল থেকে শুরু করে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছিলাম সেখানে ১,১১৩ মেনডেজ ওয়ার্ক মঞ্জুর হয়েছে এবং এ জন্য চালও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজ হচ্ছে না। কাজেই, এই দিক থেকে এখানে রাজ্য সরকার যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না এই কারণে, প্রতিবারই বিধান সভায় সরকারী ভাবে বড় বড় বাজেট পাশ হয়, কিন্তু কাজের মধ্যে সেই পাশ হওয়া বাজেটের বাস্তব কোন মিল থাকে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, সরকারী পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য কি ভাবে ইন্সট্রাকশান দেওয়া হয়, তা আমরা জানতে পারি না। অফিসে যোগাযোগ করলে এবং দাবী দাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে জবাব পাওয়া যায় না। আমার কাছে প্রমান আছে, কাজ পাবার ব্যাপারে দলবাজী করা হচ্ছে। যে সব গাঁও সভায় দলীয় লোক প্রধান হিসাবে আছেন সেখানে তাদের দলীয় সমর্থকরাই ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন। বিরোধী দলের সমর্থকরা ক্ষয় ক্ষতি হিসাবে ক্ষতিপূরণ পান না। আমার কাছে প্রমান আছে। সিন্ধুকুমার গাঁও সভা, উত্তর ও দক্ষিণ ধুমাছড়া গাঁও সভা, কাঁঠালছড়া গাঁও ও ছাওমনু গাঁও সভার ২১টি পরিবারকে ১১১৩ মেনডেজ থেকে তাদের কাজ দেবার জন্যে বলেছিলাম। কিন্তু তারা কাজ পাচ্ছে না। কেন পাবে না? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা কি এর জবাব দিতে পারেন? এই বামফ্রন্ট সরকারের নীতি এই সব ক্ষেত্রে পার্টিকে কিলিং করার চেষ্টা চলছে। ব্লক অফিসই হউক, এস, ডি. ও, অফিসেই হউক হাজার দরখাস্ত পড়েছে। এই সব দরখাস্ত বিক্রি করলে এক জনের বেতন হয়ে যাবে। এই কি রুলিং পার্টির ক্ষমতার নীতি? কাজেই এই সব কারণে আজকে এখানে যে, ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। এখানে যে সব কাট মোশন রাখা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমার ৪টা কাট মোশান আছে। আমার ৪টি কাট মেশান নিয়ে টোটাল কাট মেশান ২৬ টি। এই কাট মোশানগুলি বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ এনেছেন। আমি সমস্ত কাট মোশানের সমর্থন করি এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার সব সময় চীৎকার করে থাকেন, যে কাজ কংগ্রেস সরকার করে নি আমরা যে কাজ করছি। কিন্তু রাইশ্যাবাড়ীতে জনসাধারণের জন্য চাল মজুত রাখতে সেখানে একটি গো-ডাউন ছিল সেই গো-ডাউনের বেড়া ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেই ঘরে গরু

ছাগল-এর ঘর হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এইখানে যে, অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে, এবং চাইতে গিয়ে বলা হয়েছে, কংগ্রেস আমলে কোন রাস্তা ছিল না। কাজেই রাস্তা ঘাট করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৮ সন থেকে গণ্ডাছড়া হইতে রাইশ্যাবাড়ীতে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা ছিল। আজকে সেই রাস্তা মেন্টেনেন্সের অভাবের জন্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ৬ বৎসর হয়েছে গদীতে বসেছেন। এই ৬ বছরের মধ্যে রাস্তার দিকে তাঁদের নজর পড়েছে বলে মনে হয় না। মি. স্পীকার স্যার, স্কুলের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু গণ্ডাছড়া জগবন্ধুতে ১টি হাই স্কুল আছে। সেখানে ১টি মাত্র ঘর। ৬০০ থেকে ৭০০ ছাত্র ছাত্রীর জন্য ৬টি শয্যা বিশিষ্ট একটি হস্টেল ছিল তার বেড়া ভেঙ্গে গেছে। বার বার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করেও কোন ফল হয় নি। রাইশ্যাবাড়ীতে পশ্চিম তোতাছড়ি গাঁও সভাতে একটি ৮ম শ্রেণীর স্কুল ছিল। সেটাও এখন নেই। অবশ্য কাগজেপত্রে স্কুল আছে, মাষ্টার যে আছে সবই আছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই নেই। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে টাকা চাওয়া হউক এর জন্য বিরোধীতা করার কোন কথা নয়। কিন্তু সেই টাকা বাস্তবে রূপায়িত হয় কিনা সেটা দেখতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার শুধু কথাই বলেন। বাস্তবের সঙ্গে সেই কথার কোন মিল থাকে না। তাঁরা নিজেদেরকে উপজাতি দরদী বলে প্রতিপন্ন করছেন। আজকে আমার প্রশ্ন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে হাজার হাজার উপজাতি ·াজ কেন অর্ধাহারে অনাহারে থাকছে? আজকের দিনের ঘরে ঘরে ধান থাকার কথা ছিল, সেখানে কেন তাদের উপোস দিতে হচ্ছে? তার জন্য তো কোন টাকা চাওয়া হয় নি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের উপজাতি দরদী চিত্র জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদি সত্যিকারের উপজাতিদের জন্য দরদ থাকত, তাহলে এই বাজেটে উপজাতিদের জন্য কিছু থাকত। কারণ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও স্বীকার করেছেন, ছামনুতে অর্ধাহার, অনাহার, দুর্ভিক্ষ চলছে কিন্তু তা সত্বেও টাকা চাওয়া হয় নি। কেন চাওয়া হয় নি? এটাতেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তাঁদের নীতি কি? এইখানে সরকারী পক্ষের সদস্য বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন সাবান, পেস্টের উপর। কাজে কাজেই, তাঁদের উপজাতিদের চাওয়া পাওয়ার দিকে নজর নেই।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা:— আমাকে এক মিনিট সময় দিন। মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি, ধর্মনগর, খেদাছড়া, ছামনু, দামছড়া, কাঞ্চনমা উত্তুরামদুড়া, ভগীরথপাড়া, রতননগর,

আজকে হাজার হাজার পরিবার । তাদের জন্য কিছু করুন। আমি অনুরোধ করছি, পার্টির স্বার্থকে বড় করে না দেখে, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করুন। এতে বামফ্রন্টের মঙ্গলই হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সমস্ত কাট মোশনকে সমর্থন জানিয়ে এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৬ই ডিসেম্বর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং যে ২৬টি ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে সবগুলি ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বামফ্রন্ট সরকার যেটা এনেছেন বিশেষ করে বন্যা ত্রাণকে কেন্দ্র করে এই বাজেটে, আমরা দেখেছি, এর আগে বামফ্রন্ট মাঠে ময়দানে কিছু শ্লোগান দিয়ে ২০ কোটি টাকার দাবী করেছেন। এটা এমন সময় তারা করেছেন তখন এটার প্রয়োজন অত্যন্তঃ জরুরী ছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই ৬ বছরে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান তাদের ঘরে পরিণত হয়েছে। কারণ রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন করা হচ্ছে না, স্কুলঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, স্কুলঘর সংস্কার করা হচ্ছে না। কাজেই প্রতি পদে পদেই দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের অবনতি। কাজেই জনগণের প্রতি তাদের দরদ দেখাতে হবে, কৃষকের প্রতি দরদ দেখাতে হবে, উপজাতিদের প্রতি দরদ দেখাতে হবে, জুমিয়া ভাইদের প্রতি দরদ দেখাতে হবে তার নমুনা এই বিধানসভার দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। কারণ, আগে যেখানে শাসক গোষ্ঠীর ৫৬টি আসন ছিল কিন্তু আজকে যে জায়গায় তাঁরা কোথায় আছেন? এটা ভাবতে পেরেছেন কি? গ্রামাঞ্চলে জনগণের মধ্যে আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিফলন এই বিধান সভাতেই ঘটেছে। আজকে উপজাতিদের জুমের জমি পর্যন্ত নেই। এই ব্যাপারে অমরপুরের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসে গিয়ে বলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নি। ৫ লক্ষ, ১০ লক্ষ টাকা গায়েব করেছেন। এই সমস্ত খাতে প্রচুর টাকা ধরা হয় কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় যে সমস্ত মাল সরবরাহ করা হয় সেটা নিজেদের লোকের মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা করে নিয়ে যায়, কর্মচারীরা এই সমস্ত দুর্নীতিমূলক কাজে অভিযুক্ত হচ্ছেন। তাই এই রাজত্বের কোন ডেভলাপমেন্ট হতে পারছে না। এখানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, সমস্ত জুমিয়া ভাইকে বলা হয়েছিল সাহায্য দেওয়া হবে, বন্যার পর কিন্তু দেখা গেল টিলার মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে বন্যায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেখানে দেওয়া হয়নি। যেখানে বামফ্রন্টের সমর্থক ছিল সেখানে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বরাবরই লক্ষ্য করছি, বামফ্রন্টের লোকেরা এই বন্যা ত্রাণের নাম করে এমন সব কাণ্ডকারখানা করছেন যার জন্য এই সরকারের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হচ্ছে। এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করার পরও বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে আশ্বাস দিতে পারেননি

যে আর দুর্নীতি হবে না, আর চুরি হবে না। আমরা জনসাধারণের জন্য কাজ করে যাব, এখনও উনারা বলছেন না। কাজেই আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে এটা কাজের বাজেট নয়, এটার সঙ্গে দলের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি, বন্যা ত্রানের নাম করে দলবাজী, দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই করা হচ্ছে না। কাজেই আজকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলি অত্যন্ত যুক্তি যুক্ত এটা থেকে বামফ্রন্টের শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং আমার অনুরোধ আপনারাও আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে জনগণের স্বার্থে এই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৬ই ডিসেম্বর এই হাউসে সাপ্লিমেন্টার বাজেট এসেছে তার বিরোধীতা করে এবং যে ২৬টি কাট মোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা দেখেছি গত বন্যার সময় গোলাঘাটি যাওয়ার রাস্তা গোপীনগরে কিছুই করা হয় নি। এই রাস্তাটি সংস্কার করা হয় নি, তার ফলে সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল করতে পারছে না। তার ফল জনসাধারণকে ভোগ করতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি সেখানকার বি ডি ওকে বলেছিলাম। কিন্তু এই রাস্তাটি আজও অচল অবস্থায় আছে। কাজেই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের বিরোধীতা করে এবং কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়। মাননীয় সদস্য আপনি ৩ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। কারণ রিসেস্ পর্যন্ত আমাদের হাতে ৩ মিনিট সময় আছে।

শ্রী রসিক লাল রায় – মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে কাটামোশানগুলি আমাদের বিরোধী সদস্যরা এনেছেন এই সভায় তাকে সমর্থন করে এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি এক নাম্বার বলতে চাই, বন্যা সম্পর্কে। বন্যার সময় রিলিফের টাকা আপনারা কিভাবে তছরূপ করেছেন। আপনারা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপযুক্ত সময়েই এনেছেন। রিলিফের যে টাকাগুলি বিলি বন্টন করা হয়েছে সেটা কি আপনারা সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের কাছে পেঁৗছে দিতে পেরেছেন? যে বাড়ীতে বন্যার জল যায় নি সেই সমস্ত বাড়ীতে রিলিফের সাহায্য গিয়েছে, আপনাদের কেডারভুক্ত লোকদের বেছে বেছে দিয়েছেন, এটা সত্য কিনা? আপনারা যদি কেউ এটা হাস্যজনক বলে মনে করুন, তাহলে চলুন এক সাথে চলে যাই, গিয়ে দেখি বামফ্রন্ট সরকারের কাণ্ডকারখানা। কালকে মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে আমি বলেছি, কারণ এই কারচুপির একটা মাত্রা থাকা উচিত, এটা জনসাধারণ জানে। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাচাতে হবে সেই জায়গায় নৌকার অভাবে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাছে প্রমান আছে কয়েকটি গাঁও সভায় এই দলের কর্মীরা গিয়ে ২০০০/১০০০ টাকার লোভ দেখিয়ে

তাদের থেকে ত্রানের সাহায্য আনা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারবেন? এই ত্রাণের টাকার কি হিসাব দিতে পারবেন? কুপনের টাকার কথা কেবল বলা হয়েছে, আর কুপন ছাড়া যে সমস্ত টাকা নেওয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। আমরা জানতে চাই এই সমস্ত টাকা কোথায় গেল কাজেই এই দাবীকে বিরোধীতা করে আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিধানসভায় যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে তার উপর আমাদের মাননীয় সদস্যরা যে ২৬টা কাট মোশান এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। বাস্তবিক আমরা যদি দেখতাম যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটি জনগণের কল্যানের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনগণের স্বার্থের জন্য বাজেট করা হয়েছে তাহলে আমরা আনন্দিত হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা বুঝতে পারছি যে, এই বাজেট জনগণের স্বার্থে নয়, সেটা বামফ্রন্ট সরকারের তার দলীয় ক্যাডারদের জন্য এই বাজেট করেছেন। কারণ আমরা দেখেছি আজকে ত্রিপুরায় যে পরিস্থিতি চলছে, পি, ডব্লউ, ডির কথাই ধরুন, পি, ডব্লিউ ডি থেকে কারা কনট্রাকটারীর লাইসেন্স পাচ্ছে? যারা দলীয় ক্যাডার তাদেরকেই কনট্রাকটরী পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকেই কুপন দেওয়া হচ্ছে। কুপন অনুযায়ী দলীয় ক্যাডাররা কনট্রাকটরী পাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমরা জানি যে সমস্ত ইরিগেশান বামফ্রন্ট আসার পর স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে ১টি ইরিগেশানও জনসাধারনের কাজে লাগেনি। যে পার্টসগুলি কেনা হয় মন্ত্রী বাহাদুররা কি করছেন কট্রাকটরকে লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছেন। আমরা মনে হয়, পার্টসগুলি না কিনে টাকাগুলি কনট্রাকটরকে দেওয়া হচ্ছে। আজকে বলতে পারেন মোহনপুর ব্লকে ৭টি ইরিগেশান আছে তার মধ্যে একটিও চালু নেই, সবগুলি বন্ধ হয়ে আছে। পার্টস পাওয়া যায়না। তারা পার্টস কিনেনা। সুতরাং এই টাকাগুলি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয় এবং আত্মসাৎ করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফুড ফর ওয়ার্ক, এস, আর, ই, পি,/এন, আর, ই, পির যে কাজ সেই কাজে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আমরা দেখেছি, প্রধানদের দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপ। যা দলীয় প্রধানরা এস, আর, ই, পির/এন, আর, ই, পির কুপন এর টাকা আত্মসাৎ করেছে। মোহনপুর ব্লকে ৭জন গাঁওপ্রধানকে পুজার সময়ে এস, আর, ই, পি ও এন, আর ই, পির কাজ করার সময় যে চাল দেওয়া হয় সেই চাল প্রধানরা বিক্রী করছে। পুলিশকে ধরিয়ে দিয়েছে। পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। এবং

কোর্টে চালান দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন বিচার হয়নি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি এই যে বাজেট, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এটা জনসাধারণের স্বার্থে নয়। কারন এই হাউসে আমরা দেখেছি ৩বার করে বাজেট পেশ করা হয়েছে। আমার মনে হয় গত বিধানসভার যে উপনির্বাচন গেল চড়িলামে তাতে যে খরচ হয়েছে তার জন্য তাদের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যার জন্য এই বাজেট করতে হয়েছে। আমার মনে হয়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেও হয়ত আবার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হবে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের চরিত্র। আজকে ত্রিপুরার মানুষ প্রানান্ত অবস্থায় আছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১টি স্কুল ঘরও তৈরী করা হয়নি, নতুন ঘর তৈরী করা ত দূরের কথা। তারা বলেছেন যে বহু স্কুল ঘর তৈরী করা হয়েছে ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে স্কুলঘরগুলি, তৈরী হয়েছে সেগুলির কোনটাতে ছানি নেই, বসার সিট নাই। ছাত্ররা স্কুলে বসতে পারছে না। এই যে ছাত্রদের অবস্থা তারা অনুভব করতে পারছেন না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখন হাউসে নাই। তিনি যদি মোহনপুর ব্লক পরিদর্শন করেন তাহলে ভাল হয়। সেখানে ছানি নাই, ফারনিচার নেই, শিক্ষকরা ঠিকমত স্কুলে যায় না। তিনি একদিন মোহনপুরে ১১টার সময় গিয়েছিলেন। স্কুলে কাউকে পাননি। কোন শিক্ষক ছিলনা। তারপর যান অফিসে। সেখানেও কোন কর্মচারীকে দেখতে পাননি। পরের দিন বাকি তাদের সমন্বয়ের কর্মচারীরা শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে কাছে বলে এসেছেন, কি করবেন, উনারা ত আপনাদেরই লোক। ত্রিপুরা রাজ্যে ২১ লক্ষ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে বামফ্রন্ট সরকারের চেহারা। আগামী ৫ বৎসরে হয়ত তারা আর এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভায় স্থান পাবে না। তাদের চিহ্ন বিলুপ্ত করে দেবে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণই। কারন তারা বুঝতে পেরেছে যে

বামফ্রন্ট সরকার কি ধরনের দুর্নীতিপরায়ন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার, (মাননীয় মন্ত্রী)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করছি। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাট মোশানকে বিরোধীতা করছি। কারন তার কোন ভিত্তি নেই। এই সমস্ত কাটমোশানের কোন ভিত্তি নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের প্রতি যে তাদের সহানুভূতি আছে তা তাদের বক্তব্যের মধ্যে দেখতে পাইনা। স্যার, এইখানে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে ডিমানড লক্ষ্য করা যায় তা মেইনলি বিধ্বংসী বন্যায় যেসমস্ত রাস্তাঘাত ধ্বংস হয়েছে, ইরিগেশানের ক্ষতি হয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে, ফসলের ক্ষতি হয়েছে তার ভিত্তিতেই আজকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ভিত্তিতে ১৯ কোটি টাকা দাবী করেছিলাম, কিন্তু তার পরিপ্রে-

ক্ষিতে সাড়ে চার কোটি টাকা পেয়েছি। সেই টাকা প্রধানত: এইখানে রাখা হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও প্ল্যান বা সেক্টরে রাখা হয়েছে। সেগুলি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য দরকার। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন কেন ৩ বার বাজেট আনা হল, ভোট অন অ্যাকাউন্ট করা হল? ওরা কি জানেনা, দিল্লীর মধ্যেও সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আসে। এমন বিধ্বংসী বন্যার কথা কি কেউ জানে, যা এভাবে ত্রিপুরার বুকে এই ক্ষতি করে গেল? মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি গতকাল বলেছেন, এই বন্যা মনুষ্যকৃত। অদ্ভুত ব্যপার। কোন বিজ্ঞানের সংঙ্গে সম্পর্ক নাই। কোন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক নাই। আমরা দেখেছি, বৃষ্টি পাতের যে হিসাব ইঞ্জিনীয়াররা নিয়েছেন, যন্ত্রপাতি নিয়ে অতে দেখা যায়, সারা বৎসরে যে বৃষ্টি হয় তার ৫০ ভাগেরও বেশী বৃষ্টি হয়েছে এই তিনদিনে। এই বৃষ্টিতে মানুষের দারুন ক্ষতি হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, ত্রিপুরার মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কেন? খরা হলে ফসল উৎপন্ন হয় না, বেশী বন্যা হলে ফসল নষ্ট হয়ে যায় তারজন্য কে দায়ি? এই (৫) পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় তৈরী হয়? মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার বলেছেন যে, এই সমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে। আমরা ত কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। স্যার; কারো যদি দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, কেউ যদি চোখ বুজে থাকেন তাহলে আমাদের কিছু বলার নাই। এখানে আমার ডিপার্টমেন্টের ৫টি ডিমাণ্ড আছে। তা হল ১৪, ১৫, ১৬, ৪০ ও ৪১। তারমধ্যে ৩টি নন-প্লেন ও ২টি প্লেন সেক্টারের ৪০ ও ৪১ নং ডিমাণ্ড। এখানে কাট-মোশান যেগুলি আনা হয়েছে তাতে মাননীয় সদস্যরা দেখেননি এমন অনেক কাট-মোশাস এঁনেছেন যেগুলি শুধু ওনাদের গ্রিভেন্সই বুঝায়। ওনারা অম্পিতে স্কুল চান, তৈদুতে স্কুল চান কিন্তু ফ্লাডে ডেমেইজ হয়েছে সেটা কি রিপেয়ার করা হবেনা? বিগত বন্যায় ১১১টি রাস্তা নষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হিসাব দিয়েছি। ব্রীজ ১২৭টি নষ্ট হয়েছে। রাস্তা ও সেতু নির্মাণের জন্য আমরা ২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা পেয়েছি ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। তারপর ইরিগেশনের জন্য এবং যে ২১টি বাঁধ নষ্ট হয়েছে সেগুলি মেরামতের জন্য আমরা সর্বমোট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৮২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু পেয়েছি মাত্র ৫৬ লক্ষ টাকা। ইরিগেশনের জন্য প্রজেক্ট মেরামতের জন্য টাকা চেয়েছিলাম পেয়েছি মাত্র ৪২ লক্ষ টাকা। গোমতি হাইডেল প্রজেক্টের যেখানে প্রায় ৫০টি সাব-স্টেশান নষ্ট হয়েছে, ৩০ কিলোমিটার বিদ্যুত লাইন নষ্ট হয়েছে সেখানে অন্তত ৯৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন কিন্তু দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা। এভাবে আমরা টাকার জন্য যে দাবি রেখেছি, তার প্রায় অর্দ্ধেক টাকা আমরা পেয়েছি। প্ল্যান সেক্টারের রাস্তার জন্য ১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি আমরা বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য যে ডিমাণ্ড দিই সে টাকা আমরা পাইনা। প্রতি বছর আমাদের ৩/৪ কোটি টাকা বেশী খরচ হয়। আগে যখন ৮ কোটি টাকা আসত তখন সে টাকাও খরচ হতনা। আর আমরা যে টাকা পাচ্ছি সে টাকা

দিয়েও রাজ্যের চাহিদা মেটাতে পারছিনা। সেইজন্যই আমাদের ৩১ কোটি টাকার ওভার-ড্রাফ্‌ট হয়েছে। যে টাকা আমরা সাপ্লিমেন্টারি গ্রান্টস্‌ হিসাবে নিচ্ছি তার উপরেও খরচ হবে। কারণ মানুষের আশা আকাংখা বেড়েছে। আমরা মানুষের কাজের অবস্থা সৃষ্টি করেছি। বেকারদের ব্যাপারে ওদের ত কোন দায়িত্ব নেই। ত্রিপুরায় ২১ লক্ষ লোকের জন্য তাদের কি কোন সহানুভূতি আছে, এন, আর, ই, পির জন্য এখানে টাকা রাখা হয়েছে। ফুড ফর ওয়ারর্কে অনেক লোক কাজ পেত সেঁ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপরে এন, আর, ই, পি দিয়ে হবেনা দেখে আমরা এস, আর, ই, পি চালু করেছি। তারপরে আমরা যখন খাদ্যের দাবি করে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাইলাম সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার বললেন যে কোন কোন রেশনশপে চাল পাওয়া যায়না, আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা কবতে চাই ওনারা কি কোন খবর রাখেন যে বিগত ২ মাস যাবৎ বরাকৃত চাল, গম কেন্দ্রীয় সরকার দেননাই? আজকে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ত্রিপুরার যখন এত বড় বন্যা হয়ে গেল যখন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের দাবি নিয়ে সোচ্চার হলাম তখন ত ওনারা ১টি কথাও বলেন নাই। বিরোধী নেতা তিনি ত অধিকাংশ সময়ে দিল্লীতে থাকেন, ওনারওত কোন বক্তব্য সেদিন আমরা দেখলাম না। আজকে আমি এই হাউসকে জানাতে চাই যে বিগত বন্যায় আমাদের মোট ৩৬৫ টি স্কুলঘর জলে বিনষ্ট হয়েছে। আমরা এই স্কুলঘরগুলির মেরামতির জন্য ৩১ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সে পরিমান টাকা পাইনি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২ ক্লাস পর্য্যন্ত অবৈতনিক করেছেন। কি শহরে, কি গ্রামাঞ্চলে, কি পাহাড়ে আমরা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছি। আমরা যখন স্কুলের জন্য ৪ কোটি টাকা চেয়েছিলাম নতুন স্কুল তৈরী করার জন্যে, আমরা সে টাকাও পাইনি। তার উপর বিরোধী দলগুলির সমর্থকরা এই স্কুলঘরগুলি পুড়িয়ে দিচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : এটা আপনাদের সমর্থকরাই করছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, আমি আশা করি যে এখানে যে কাট মোশান এসেছে সেটার কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং সেইগুলি মাননীয় সদস্যরা বাতিল করে দেবেম এবং আমার মূল যে দাবী সেটিকে সমর্থন করবেন, এই অনুরোধ আমি হাউসের নিকট রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী. মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার একটা কাট মোশান এনে তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, একজন কেনসার রোগী নাকি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেও মাত্র ১০০ টাকা পেয়েছেন অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ৫/৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তার উত্তরে আমি বলব যে, কেনসার আক্রান্ত রোগীদের যদি ডাক্তার সার্টিফিকেট দেন যে, তাকে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে তা হলে তাকে আমরা ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করি এবং পরে রাজ্যপালের ত্রান তহবিল থেকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়

সাহায্য হিসেবে। আর যদি কোন সরকারী কর্মচারী হন তবে তিনি ৪/৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ হিসেবে নিতে পারেন। এখানে যে ব্যাক্তির কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন তার যদি বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করতে হতো এবং তার যদি ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকতো তবে তিনি নিশ্চয়ই ৫০০ টাকা পেতেন। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে এমন কোন দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন না যে কোন কেনসার রোগী ডাক্তারের পরামর্শমত বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেও কোন সাহায্য পাননি। এখানে আমরা ত্রাণের জন্য যে ১৯ কোটি টাকা কেন্দ্রের নিকট চেয়েছিলাম তার মধ্যে কেন্দ্র আমাদের সাড়ে চার কোটি টাকা দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি উনি দেখা করেছিলেন এবং মহারাজ বলেছেন, তিনিও দেখা করবেন, শ্রীমতী এম, এল, এ, যিনি এখন নেই যিনি মাতাবাড়ী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত, তিনিও বললেন যে আমিও দেখা করব। কিন্তু আজকের ডিসকাশন থেকে মনে হয় যে, ওদের জন্যই টাকা নেই। শ্রীমতী গান্ধী যদি মনে করেন যে এখানে টাকা পাঠালে নয় ছয় হয়, রাস্তা হয় না, ব্রীজ হয় না, তা হলে তিনি টাকা দেবেন না। কিন্তু তারা শ্রীমতী গান্ধীকে কি বলতে গিয়েছিলেন? রাষ্ট্রপতি শাসন আনতে গেলে তাও করতে পারেন। রাজ্যপাল মহাশয় এখানে এলে তাঁরা এই মন্ত্রটাই দিয়ে আসেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলে যদি ধন্য হয়ে যান তাহলে দেখা করতে পারেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বক্তব্য রেখেই আমি আশা করছি যে, সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড আমি এখানে রেখেছি সেটা সমর্থন করবেন এবং কাটমোশনগুলি বাতিল করবেন।

মি: স্পীকার ১৯৮৩-৮৪ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দিচ্ছি।

Now Demand No. 2. There is cne Cut Motion on this Demand. Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder and Shri Monoranjan Majumder—
'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/— to reprsent the economy that can be effected on the particular matter viz.—
Failure to contrcl and eliminate the wasteful expenditure on discrtionary grant by Ministers (Chiof Minister)"
(The Cut Motion was put to vote and the motion was lost.)
The Demand for grant No.2 moved by Hon 'ble Finance Minister 'that' on the recommendation of the Governor, I beg to move that a further sum not exceeding Rs 1,00,000/— be granted to defray the charges which wlll come in course of payment during the period from 1st April, 1983 to 31st March. 1984 in respect of Demand No.2 (Major Head 213—Council of Ministers Rs. 2,00,000/—

(The Demand was then put and PASSED by Voice vote)

Mr. Speaker—Now, the Demand No. 23. There is no cut motion on this Demand.

The Demand for grant No, 23. moved by the Hon 'ble Finanoe Minister that "on the on the recommendation of the Governor, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 50.000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st APril, 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No.23 (Major Heae - 288-Social Security and Welfare Rs. 50,000/— (The Demand was then put and PASSED by Voice vete.)

Mr. Speaker—Now, the Demand No. 37. There is no cut motion on this Demand,

The Demand No. 37 moved by the Hon 'ble Finace Minister that' "on the recommendation of the Governor, I beg to move that a further sum not excedin Rs. 1,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No, 37 (Major Head 287—Labour and Employment Rs. 1,00,000/- (The Demand was then put and PASSED by Voice vote.)

Mr. Speaker—Now, Demand No. 14. Major Head—289.

The Cut Motion moved by Shri Jawhar Saha "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that—

Need to repair the road from Amarpur town to Gandacharra vla Gamakubari Seshabazar to Kachkok via sonacharra and to construct the bridges at Birgang on 'Gomati' and at Jutrunapara on Dhanalakha cherra" (The motion was put and LOST by voice vote.)
Major Head—277.

The Cut Motion moved by Sri Sudhir Ranjan Majumder, "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievnace that— Need to consrruct school building for Old Agartala High School" (The motion was put and LOST by voice vote.)
Major Head—277.

The Cut Motion moved by Shri Jawhar Saha "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/ — to ventilate the specified grievance that—

need to construct the House of Chella Gang High School" (The motion was pnt and LOST by voice vote.)

Major Head—277.

The Cut Motion moved be Shri Diba Chandra Hrangkhall "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievanee that—

Need to construct the building House of Dhumacherra High School in Kailashahar Sub division" (The motion was put and LOST by voiec vote.)

Major Head—277.

The Cut Motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhal "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to ventiate the specific grievance that—Need to construet tee House of Harincherra Primary School in Kamalpur"

(The motion was then put and LOST by voice yote)

Major Head—277

The Cut motion by Shri Rabindra Deb Barman "that the amount of the Demand be reuced by Rs. 100/— to ventilate the specifi grievance that—

Need to construet the Houses of Jagabandhu Higher Secondary School. Ampi Nagar High School and Taidu High Sbhool in Amarpur " (The motion was then put and LOST by voice vote.)

Major Head—277.

The Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventiiate the specific grievane that—

Need to construct the Houses of Dilkumar Primary High School, Pashchim Patacherra Primary school, Joychandra para school and Kalajury primarn school in Amarpur" (The motion was then put and LOST by voice vote.)

Demand No. 14.

Mr. Speaker—Now, the qucstion before the House that the Demand for grant No. 14 moved by Hon ble Minister in-charge that a furthrr snm not exceeding s. 1,27,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1983 to 31st March, 1984 in respect of the Demaned No. 14 (Major Head 277—Education Rs. 1,50,000/—, 289—Relief on account of Natural Calamitios—Rs. 1,26,00,000/— be passed.

(The question was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker—There is a cut motion on Demand Noi 15, Major Head—289.

The question that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder, "that

the amount ot the Demand be reduced by Rs, 100,00/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz,

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on repairs/ maintenance"

(The question was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House that the Demand for Grant No. 15 moved by the Hon 'ble Minister in charge of the Finance Department that a further sum not exceeding Rs, 35'00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No. 15 (Major Head 289—Relief on account of Natural Calamities—Rs. 35,00,000/—)

(The question was put and PASSED by voice vote.)

Mr. Speaker :—There is a cut motion Moved by Shri Jhawhar saha, Demand No. 16/Maojr Head 289 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to repair the irrigation centre at Bampur, Jowhargharia, Dhakaipara, North Eakchari in Amarpur.

(Then the cut mottion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Jhawhar Saha Demand No. 16, Major Head 281 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to repair the Embankment at Birganj Amarpur notified area and Shalgharh,

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :- There is a cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhal, Demand No. 16, Major Head 289 that the amount of the Demand reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to reprir the irrigation centre at Dhumachrra in kailashahar, Taidu in Amarpur.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—There is a cut motion by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 16, Major Head 289 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the Specific grievance that need to repair the Diversion Centre at Chandhukcharra in Amarpur.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speakrr :- There is a cut motion moved by Shri Sudhir Majumdar

Demand No. 16, Major Head 289 " the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to install Deep Tube well at Kpranpara West Noabadi, Nowgaon (Jirania Block) Bhumihin Coloney for irrigation of Agricultural field.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr, Speaker :— Now the question befor the House is that a further sum not sxceeding Rs. 56,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from lst April, 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No. 16 (Major Hend 289-Relief on acount of natural calamities Rs. 56,00,000/-).

(Then tne demand was put to voice voteand passed.)

Mr. Speaker :— There is no cut motion on Demand No. 40. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 6,38,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from lst April 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No. 40 (Major Head 459 Capital outlay on Relif Works Rs. 6,38 000/—

(Then the Demand was put to voice vote aud passed)

Mr. Speaker :— There is no cut motion on Demand No. 41. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,00,00.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period form 1st Appril 1983 to 31st March 1984 in respect of Demand No, 41 (Major Head 537—Capital outlay on Roads and bridges Rs, 1,00,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : — There is cut motion moved by Shri Jowhar Saha, Demand No. 32—Major Head, 314 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to provide S. R E. P. works at Jambhukcharra Gaon Sabha, North Chalagaon Gaon Sabha, West Duluma Gaon Sabha, Kurma Charra Gaon Sabha, Sonachari Gaon Sabha, Paschim Taisalong Gaon Sabha, Rajkang Gaon Sabha to remove sands from lanch under Amarpur Block."

(Then the cut motion was put to voice vote lost')

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhal, Demand No. 32, Major Head—314 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievanee that need to provide S. R. E. P. work at Kathalcharra and Dhenucherra Gaon Sabha, North

Dhumacherra Gaon Sabha, South Dhumacherra Gaon Sabha, Manu Sindukumar Gaon under chamanu T. D. Block and Kamal Cherra Gaon Sabha, Kulai Ghanta Cherra Gaon Sabha, Jaganathpur Gaon Sabha, Belaram bari Goan Sabha. Kachu Cherra Gaon Sabha under Kamalpur C.D. Block."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 32, Major Head 314 " that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to provide S, R, E. P. Laxmi Gaon Sabha. Bhagirath Gaon Sabha, Rashyabari Gaon Sabha, Paschim Pethacherra Gaon Sabha, Ramnagar Gaon Sabha, and Pathicherri Goan Sabha, in Amarpur in order to restore the Flood effected paddy lands ".

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Sari Mano Ranjan Majumder, Demand No. 32, Major Head—314 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that can be esfected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on S R. E. P. activities in general. "

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Sperker :—There is a cut mottion moved by Shri Budda Deb Barma, Demand No. 32, Major Head 314 " that the amount of the demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. failure to control and eliminate wasteful expenditure on S. R. E. P. activities under Tribal Sub-plan. "

(Then the cut motion was put to voice vote and lost .)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 50,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the period from Ist April, 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No. 32, Major Head 314—community Development Department Rs. 50,00,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- There is a cut motion moved by Shri Sudhir Majumder, Demand No. 13. Major Head—289 " that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the ecomomy that can be effected on the particular matter viz. failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure grants in General Rural Godown."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Rabindra Debbarman Demand No. 13, Major Head 298 " that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct a godown at Rashyabari, Amarpur. "

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the Question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,00'000/—, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period form 1st April 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No. 13 (Major Head 298 Co-operation Rs. 10,00,000/—)

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Diba Chandra Hranglhwal, Demand No. 5, Major Head 289 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Cash-doles in North Tripura District."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—There is a cut motion moved by Sri Nagendra Jamatia, Demand No. 5, Major Head—288 "that the amound of the Demand be reduced by Rs. 10/- to respresent the economy that can be effected on the particular matters vrz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on re-settlement of families uprooted on implementation of Tribal regulation in West Tripura."

(Then the cmotion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Sri Buddha Deb Barma, Demand No. 5, Major Head—289 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on cash-dools in West Tripura District."

(Then the motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—There is a cut motion moved by Shri Jawahar Saha, Demand

No. 5, Major Head—289 "that amount of the demand reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on cashdools in South Tripura. District."

(Then the motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—There is a cut motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder, Demand No. 5, Major Head—289 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilated the specific grivence that...

Need to give relief to the really effected persons of West Trilura District."

(Then the motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,40,03,000/ — be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No, 5 (Major Head 288-Social Security and Welfare Rs. 6,00,000/—, 289 — Relief on account of Natural Calamities Rs. 2,33,03,000/—, 304 – Other General Economic Services Rs. 1,00,000/—)

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 15,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1983 to 31st March, 1984 in respect of Demand No. 51 (Major Head 500 Investment in General Financial and Trading Institution Rs. 15,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— সভায় পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"Consideration of the Tripura Appropriation (No. 6) Tripura Bill No. 13 of 1983)" জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব পাশ করার জন্য উৎথাপন করতে।

Sri Nripen Chakraborty : Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 13 of 1983).

Mr. Speaker :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশনটি হলো:—

"The Tripura Appropriation (Bill No. 6), 1983 (Tripura Bill No. 13 of 1983). এই সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

Mr SPeaKer :—আমার মনে হয়, এই বিলের প্রতিলিপি মাননীয় সদস্যগণ পেয়ে গেছেন। আমরা এবার আমাদের পরবর্তী কার্য্যসূচীতে যেতে পারি। আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিলটি বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি। প্রস্তাবটি হলো:—

"The Tripura Appropriation (No.6) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 13 of 1983) be taken into consideration"

Sri Nripen ChaKraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that the Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 13 of 1983) be taken into consideration.

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা:- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে চাই। আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার:—ঠিক আছে বলুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার-স্যার, এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলের বিরোধীতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গণতান্ত্রিক সিস্টেমে বাজেট পাশ হয়, তৈরী হয়। এবং তারপরে দরকার হলে সাপ্লিমেন্টারীও করতে হয়। গণতন্ত্রের প্রয়োজনেই এই সমস্ত বিলের উপর আলোচনা চলে, কাট মোশন আসে। তার মানে এই নয়, জবরদস্তি করে বিরোধীতা করা। গণতান্ত্রিক নিয়মে এই বিরোধীতার একটি উদ্দেশ্য আছে। সরকারকে সচেতন করাই এর উদ্দেশ্য, জনগণের কল্যাণে যাতে সরকার কাজ করেন, তার জন্যই বিরোধী দল থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, কাট মোশনের জবাব দিতে গিয়ে রেগে যাচ্ছেন। এটাকে হয়ত দলবাজী কিংবা শত্রুতা মনে করছেন। এ ভাবে মনে করাটা ঠিক নয়। যে সব রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নিয়মে চলে সেখানে সরকারের কাজের সমালোচনা করা হয়। আলোচনার মাধ্যমেই সরকার তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং সংশোধন করে নিতে পারেন। যদি কেহ মনে করেন এটা মানা ঠিক নয়, তবে সেটা ভুল হবে। গত বাজেটেই আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সময় পাই নি। এ ব্যাপারে মাননীয় উপমূখ্যমন্ত্রী মহোদয় ধৈর্য্য সহকারে উত্তর দিয়ে থাকেন, এটা গণতন্ত্রের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করা। আমি অনুরোধ করব, ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন, শাসক দলের যারা জবাব দিয়ে থাকেন তারা যেন বিরোধী দলের সহকারে শুনেন। আমরাসমালোচনা করতে

পারি। এই সমালোচনা গঠন মূলক হওয়া দরকার। ত্রিপুরার সার্বিক মানুষের কল্যাণের জন্যই এই অনুরোধ আমি করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কি আলোচনা করবো? এখানে সমস্ত বক্তব্যের প্রসিডিংস যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে বিরোধী দলের একটা কথাই আছে যে, কেন্ডাররা সব টাকা নিয়ে যায়। এটা কনস্ট্রাকটিভ প্রশ্নও নয়, জবাবও নয়।

মিঃ স্পীকার— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Appropriation (NO 6) Bill, 1983 (Tripura Bill NO. 83 of 1983) be taken into consideration"

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২নং ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।"

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"The Tripura Appropriation (NO. 6) Bill. 1983 (Tripura Bill NO. 13 of 1983)" সভায় পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty— Mr Speaker sir, I beg to move before the House that the Bill be passed.

মিঃ স্পীকার— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Appropriation (NO, 6) Bill. 1983 (Tripura Bill NO. 13 of 1983) পাশ হোক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।"

সরকারী বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)
সরকারী বিল বিবেচনা

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Consideration of the Tripura Panchayet Bill, 1983 (Tripura Bill No, 12 of 1983 as reported by the latelect committee'

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Dinesh Debbatma : Mr Speaker sir, I beg to move that the Tripura Panchayat Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983 as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার—এই বিলের উপর মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করতে পারবেন। যারা আলোচনা কববেন নামের লিস্ট দিয়ে দেবেন।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে হাউসের কনসিডারেশনের জন্য ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল ১২ অব ১৯৮৩ এখানে যে উপস্থিত করা হয়েছে তার উপর দীর্ঘ বক্তব্য রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না। কারন, গত বিধান বিধানসভায় এটা যখন বিল আকারে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তখনও এই বিলের উপর যথেষ্ট পরিমান আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং এই আলাপ-আলোচনার পর এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হযেছে। কাজেই সিলেক্ট কমিটিতে পুংখানুপুংখভাবে আলাপ-আলোচনা করে একটা ঐক্যমতভাবে এই বিলটাকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। তবে আমি উল্লেখ কবতে চাই যে, প্রথমতঃ তৈরী করার আগে এবং এখন পর্য্যন্ত উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত আইনের ১৯৪৭ সালে যে আইন রচনা করা হয়েছিল তার কিছু এমেণ্ডমেন্ট করে এই ত্রিপুরাজ্যের পঞ্চায়েতের গঠনমূলক কাজ, নির্বাচনের কাজ আমরা চালু করেছিলাম। কিন্তু এখানে বেশ কিছু ত্রুটি আছে যেমন বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে এই সমস্ত মিলে না, তার জন্য সরকার মনে করছেন যে, এই উত্তব প্রদেশের পঞ্চায়েত আইন এটাকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করবো না। ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন পঞ্চায়েত আইন রচনা করে আইন চালু করতে চাই যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থার এইগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যাতে এই পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে পারি এবং পঞ্চায়েত যাতে রাজ্যের দুর্বলতর জাতি-উপজাতি সমস্ত অংশের মধ্যে সাহায্য করতে পারে, তাদের পুনর্বাসনের কাজে সাহার্য্য করতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা দরিদ্রসীমা রেখার নীচে আছেন শতকরা ৮২ ভাগ, তাদের মধ্যে যাতে সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া যায় এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমস্ত গরীব জনসাধারনের কাছে আমরা যাতে সাহার্য্য দ্রুত নিয়ে যেতে পারি, গণতন্ত্রকে যাতে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া

যায় এবং গণতন্ত্রের জন্য যাতে কাজ করতে পারি তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যকে আরও কিভাবে উন্নত করা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনগণের স্বার্থ কি ভাবে প্রয়োগ করতে পারি তার জন্য আমরা কতগুলি বিধি রচনা করার চেষ্টা করছি। প্রথম হচ্ছে যে আগে ২১ বছর না হলে ভোট দেওয়া যেত না, কিন্তু বর্ত্তমান এই পঞ্চায়েত আইনে সেটা কমিয়ে ১৮ বছর করা করা হয়েছে। কারণ ১৮ বৎসর বয়স হলেই সাবালক হয়ে যায় এবং তার গণতান্ত্রিক অধিকারও আছে এবং ইলেকশনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতাও করতে পারবেন। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে নিচে ৭ জন, উপরে ১৫ জন। অর্থাৎ নীচে ৭ জনের কম হতে পারবে না এবং উপরে ১৫ জনের বেশী হতে পারবে না এই ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এই আলোচনা গত বিধানসভার মধ্যেও বিস্তারিতভাবে হয়েছে।

তারপরে ১টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, যেখানে গাঁওসভা বলে আমরা জানি, গাঁওসভা বাতিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত করা হয়েছে। এই গাঁও পঞ্চায়েতে কতগুলি কনস্টিটুয়েন্সি আছে। সেই কনসটিটুয়েন্সিতে ২ জনের বেশী ভোটে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবে না। এই বিলে এটা আছে। কাজেই আমি মনে করি যে এই যে বর্তমান বিল, এখানে উপস্থিত করলাম তা হাউস সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করবেন, যাতে করে পরবর্তী সময়ে এই বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের মধ্যে আর বেশী গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে, সুসংহত করা যেতে পারে। তার জন্যই এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা বলার প্রয়োজন আছে যে, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ ২২ লক্ষ মানুষকে অনেক অভাব অভিযোগের মধ্যে থাকতে হয়। তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তার মূল কারণটা কি? বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১-২২ লক্ষ মানুষ আছে তার মধ্যে শতকরা ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, তাদের সম্পর্কে বর্তমানে সংবিধানে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমাদের দেশে বৈষম্য ত অর্থনীতিগত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য, অর্থনীতিগত কারনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য পেছনে পড়ে আছে। সামাজিক, শিক্ষাগত বিভিন্নভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষ পিছিয়ে আছে। সারা ভারত থেকে পেছনে পড়ে আছে। কাজেই আমাদের এই জিনিসটা দেখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভা তারা একমাত্র অনুদান ছাড়া বিলি বন্টনের দায়িত্ব নেয়না। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার আগে মাননীয় মন্ত্রীরা বিলি বন্টনের দায়িত্বে থাকতেন। আমলাতন্ত্ররা তার অনু মোদনের মধ্যে থাকতেন। তার জন্য জনসাধারণ শোষিত বঞ্চিত হতেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনারা জানেন, বামফ্রন্ট সরকার আসার সাথে সাথে ফুড-ফর ওয়ার্কের কাজ শুরু হয়েছে। ফুড-ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে অনেকে কাজ পেয়েছে। যার ফলে গরীব মানুষ দু'টো খেতে পেয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কারা গরীব, কারা

সত্যি সত্যি খেতে পায় না এই খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। এই ফুড-ফর-ওয়ার্ক চালু হওয়ার পর আমরা ২ কে, জি, ৪০৮ গ্রাম করে চাউল, ২ টাকা ৫০ পয়সা বেতন আমরা করেছি। আগে সেই পরিমান অনেক কম ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সনে শ্রীমতি গান্ধী ফুড ফর ওয়ার্ক বাদ দিয়ে এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, চালু করলেন। এই কাজ কারা কারা করবে তা সরকার পরিচয়-পত্র দিয়ে তাদের কার্ড বিলি করেছি। কারা বিলি করেছে মন্ত্রীরা নয়, বা গাঁও প্রধানেরা নয়। আমরা পঞ্চায়েত বসে, গাঁওসভায় বসে এই কার্ড বিলি করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পূজার সময় এস, আর, ই, পি কাজের ভিতর ভিতর দিয়া আমরা শাড়ী ধূতী, লংক্লথ কাপড় পাছড়া ইত্যাদি বেলি করেছি। গরীব মানুষের মধ্যে, আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এইসব কাজ হচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই সব কাজগুলি করে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার গঠন-মূলক কাজকে সুষ্ঠুভাবে বিলি বন্টনের মাধ্যমে গরবী মানুষের কল্যাণের জন্য গরীব মানুষ যাতে উপকৃত হতে পারে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী রেখে এই নতুন পঞ্চায়েত বিলটি উত্থাপন করছে। আমি আশা করি হাউস এই আলোচনায় করে সমর্থন করবেন, আমি এই বিল কনসিডারেশনের জন্য উপস্থিত করেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা এই বিলটির উপর আলোচনা করতে পারেন। বিরোধী বেঞ্চের জন্য ১০১ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৫৭ মিনিট কংগ্রেস আই, ২৯ মিনিট টি, ইউ, জে, এস, ১৫ মিনিট হচ্ছে ইনডেপেণ্ডেন্সটস্। আর ১৮০ মিনিট সময় পাচ্ছে ট্রেজারী বেঞ্চ আর ভোটিং-এর জন্য সময় থাকবে ৪ মিনিট। এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন সেই বিলটাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এনেছেন এই বিলে তিনি অনেক কথাই বলেছেন। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত অনেক কিছু কাজ করেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আজকে কেন সাহস পাচ্ছেন না ডাইরেক্ট পঞ্চায়েত ইলেকশান করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এমন কোন প্রধান নাই যে দুর্নীতির অভিযোগে না পড়েছেন। তাই মাননীয় মন্ত্রী বোধহয় পঞ্চায়েত ইলেকশান করতে সাহস পাচ্ছে না। আমরা জানি, যদি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে তা হলে তারা একটি গাঁওসভাও নিতে পারবে না। এই ভয়ে তারা নির্বাচনকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মন্ত্রী বা মাননীয় সদস্যরা কি বলতে পারেন গত ৩০ বৎসরের শাসনে দুর্নীতির অভিযোগে একজন পড়েছেন? কেউ বলতে পারবেনা। কিন্তু আমি তাদের অনেককেই দেখিয়ে দিতে পারব।

এই বিধানসভায় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে ৬০ থেকে ৬২ জন প্রধান তার কোন প্রতিকার অদ্যাবধি হলনা। কাজেই মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বলেছেন জন-সাধারণের স্বার্থে করছেন সেটা আমরা বিশ্বাস করিনা। আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি প্রধান আছে বামফ্রন্ট সমর্থিত তাদের তদন্ত করে দেখুন তাহলে দেখবেন এমন কোন প্রধান নাই যে যার বাড়ীতে টিনের ঘর উঠছেনা, যে জায়গা জমি কিনছেনা। আর তারা বলছেন, তারা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কিছু করছেন পঞ্চায়েত দিয়ে ওনারা বলছেন, কংগ্রেস আমলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পঞ্চায়েতগুলি পরিচালনা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বামফ্রন্ট সমর্থিত যারা আছেন তারা জানেননা যে কই পঞ্চায়েত সৃটি করেছেন মহাত্মা গান্ধী। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে পঞ্চায়েত বিল এনেছে সেটা তাদের নিজেদের কাজের জন্যই এনেছেন। এখানে যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট আনা হয়েছে সেটাও পঞ্চায়েত নিবাচনের জন্যই এনেছেন। এই সাপ্লিমেন্টারি বাজেট নির্বাচনের কাজেই লাগবেন। তারা গণতন্ত্র বলে বুলি দেন। তারা বলেন ত্রিপুরা রাজ্য বাম-ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আমি বলতে চাই সারা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। আজকে তারা বল-ছেন এন, আর, ই, পি, ও এস, আর, ই, পির কাজ চালু করেছেন। আমি বলব এটা তাদের সৃষ্ট নয় এটা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সৃষ্ট। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নের লক্ষ্যে এই সকল কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ওনারা কংগ্রেস আমলের টেষ্ট রিলিফে ২ টাকা দেওয়া হত সেটার কথা বলছেন। ওনারা কি জানেন না যে তখন জিনিষের যে মূল্য ছিল এখনও কি সে মূল্য আছে। আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কি অবস্থা, আজকে তারা শান্তিতে বাস করতে পার-ছেনা। তবুও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ধরে রাখছে। তারা সাহস পাচ্ছেনা। পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য। চড়িলামের নির্বাচনে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার স্বার্থে নয়। তারজন্যই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন দিতে সাহস পাচ্ছেনা।

চেয়ারমেন :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— আরেকটু সময় স্যার। কিছু কেডার কেনার প্রোগ্রাম এবং তারজন্যই এই বাজেট আনা হয়েছে। ত্রিপুরার লক্ষ লোক জানে ওদের মেম্বার কেনার ষড়যন্ত্র আছে। তা না হলে কেন একজন মেম্বার যে পার্টি থেকে নির্বাচিত হবেন সে পার্টি ছাড়লে মেম্বারশিপে যাবে এমন বিল আনা হচ্ছেনা। কাজেই পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারিনা, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ লোকের স্বার্থে নয়। তাই এই বিলের বিরোধিতা করে আমি আকার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Chairman: (Shri Bidya Chairman Debbarma) **Hon' ble Maharani Bibhu Debi.**

Maharani Bibhu Kurnari Debi : Mr. Chairman Sir, I would like to speak slowly becuse I have been misinterpeted and misrepresented this time' Firstly Mr Chairman Sir, I would like to bring to you one poitnt which I think the whole Assembly could not remark in a manner which does not effect the position. I have been charged directly during the discussion with the Hon'ble Chief Minister and other Members of the Treasury Bench. But I challenge the administration to legal proceedings of the direct and implied charges which is required to me. I am not absconded of law which…please listen to them.

Secondly, the Gaon Sabha Pradhans are allowed salary. But I would like to request the Members of the opposition to understand that the Members of the Gaon Sabha have been given no such remuneration in comparision to their resposibility as increased. The New Act also has not allowed the Members to have remuneration. This cannot only improve the Member's financial conditions but will ensure them better participation in the works of the Gaon Sabha.

Recently complaints have been made regarding corruption and malpractices and defaulcations of funds against the C.P.I.(M) Gaon Pradhans which is very effective to the public interest. Strict measures should be included in the Act. so that the offenders cannot escape from punishment.

Thirdly, I would like to request the House to make provisions in the Act. that all the Members elected in the Gaon Sabha should have party affiliation if any member wants to leave one party and join to other. Now I appeal to the Members that our aim should be kept only in doing the development of Tripura and it's people. I now read out a poem written by me in Urdu—

এহে সাস হোগা অগর উনৈহে,
ইয়ে খোদাই হে খোদাকি,
গের থে নেহি বৰ্ভি হোয়ে,
খোদাকি কারওয়াসে
স্বক্‌ন হোগ উন্নহে,
ফয়েস্‌ তো কা কহানা,
নামঝা কাঝনা ঝহে,
গর সবঝলো
ইহে খোদাই হে খোদাকি।

কয়লো কে লিয়ে কহতে হে ইয়ে
ইনকিলাব জিন্দাবাদ,
জিন্দা রঁহে যায়েগে তো হে ইনকিলাব্।
কেই হ্তাশ করতে হো
ইস্ খোদাকি যোম কো।
বস্থলান হে যো খুসী ইমো কো খুস্কা ন করে,
ইহো হে বস্থল খোদাকি উসকি খোদাইকে লিয়ে।।
থ্যাংক্স্।

মিঃ চেয়ারম্যান : মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মি : চেয়ারম্যান স্যার, এই হাউসে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন আমি তার উপর আলোচনা করছি।
মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই আইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতে যে দুর্নীতি হয়েছে সে দুর্নীতিকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য এই আইন করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে এখানে যে আইন করা হয়েছে তাতে মেমবারস্রা প্রধান এবং উপ-প্রধান নির্বাচন করবেন। এর ফলে এতদিন বামফ্রন্ট সরকার যে কংগ্রেস (আই)-কে দোষ দিত যে তারা নাকি মেমবারস্ টাকা দিয়ে কিনেন এখন এই আইন পাশ হলে বামফ্রন্টও টাকা দিয়ে মেমবারস্ কিনতে পারেন।

কারণ একটা গাঁও সভায় যদি ১১ জন থাকে এবং ৬ জন যদি উপজাতি যুব সমিতির হয়ে থাকে একজনকে যদি তারা নিয়ে যেতে পারে তাহলে সি, পি, এম, তাদের প্রধান করবে। এইভাবে মেমবারদের একটা বেচা কেনার সুবিধা এই বিলের মধ্যে রয়ে গেছে।

তারপর এই বিধানসভায় অনেক সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। আমরা দেখেছি যে প্রতিটি প্রাইমারী স্কুল, একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে আছে। এটা পঞ্চায়েতের উপর যদি দায়িত্ব থাকত তাহলে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারত। কিন্তু পঞ্চায়েতের উপর এর দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আমি এখানে অনুরোধ রাখছি যদি পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে দেওয়া হয় তাহলে আরও সুষ্ঠুভাবে চলবে। সেটা এই বিলে থাকা দরকার।
আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতে যে কর্মসূচী নির্ধারণ করে দেন সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয় না। একটা পঞ্চায়েত বিলের মধ্যে নিয়মকানুন দিয়ে একটা লম্বা ইতিহাস রচনা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অমরা দেখেছি যদিও পঞ্চায়েত মেমবাররা বসে সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু ৬ বছর চলে গেছে, এখনও পঞ্চায়েত মেমবাররা উল্লেখ করতে পারেন নি যে এই গাঁওসভাতে কতটা মিটিং হয়েছে একটা নির্ধারিত কার্যসূচী নিয়ে। সেই ডুম্বুরনগর ব্লকে ৬ বৎসর পঞ্চায়েত অফিসের ঘরে গরু ঘোড়া ছাগল ইত্যাদি রাখা হয়। ভিতরে বড় বটগাছ হয়ে আছে। এটাই তো চলছে।

আর একটা দেখা যায় বি, ডি, সি, তে পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নেবে, তবে কার্য্যকরী হবে। নিয়ম করলেই হয় না। সেটাকে পালন করতে হয়। তার দায়িত্ব সরকারের। আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেন তাহলে বিরোধীরা তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য। কিন্তু আমরা দেখেছি অমরপুর মহকুমায় অনেক বৈরাগীর বাড়ীর সামনে, যিনি সি, পি, এম, সমর্থক, তার বাড়ীর সামনে টিউবওয়েল করে রেখেছে। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েতের জনসাধারণের জন্য যে এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি, এর কাজ করানো হয়, সেটার কাজ ঠিকমত হয় না। রামভদ্র গাঁওসভায়, ইহাছড়া গাঁওসভাতে এই ছয় বছর ধরে একটা এন, আর, ই, পি / এস, আর, ই, পি এবং ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র বাবু বলেছেন যে পঞ্চায়েতের নির্বাচন করতে উনারা ভয় পাচ্ছেন। আজকে জনসাধারণ বুঝুক যে আপনারা পঞ্চায়েত নির্বাচন করছেন না। পঞ্চায়েতগুলি শতকরা হানড্রেড পারসেন্ট দুর্নীতিগ্রস্থ। বলতে পারেন বুকে হাত দিয়ে যে একটা গাঁওসভা আছে দুর্নীতিমুক্ত? দুর্নীতির পর কোন তদন্ত পর্যন্ত হচ্ছে না বা শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না।
অতএব আমি এই বিধানসভায় অনুরোধ করছি পনচায়েত নির্বাচনের জন্য আপনারা ঘোষণা দিন। এই পনচায়েত নির্বাচন না করে আপনারা গণতন্ত্রকে দাবিয়ে রেখেছেন। আমি অনুরোধ করছি, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যাতে পনচায়েত নির্বাচন হয় তার জন্য ঘোষণা দিন।

মি: স্পীকার— শ্রীতরণীমোহন সিনহা।
শ্রী তরণী মোহন সিনহা— মাননীয় স্পীকার; স্যার, মাননীয় পনচায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এখানে এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। কংগ্রেসী আমলে পনচায়েত নির্বাচন ছিল একটা হাত তুলে নির্বাচন, যাকে বলে একটা জোরজবরদস্তি নির্বাচন। সেখানে গ্রামের জমিদার, মোড়লদের কথা মত হাত না তুললে তাদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হত। যখন গননা করা হত তখন সেই মোড়লের পক্ষে যাতে বেশী না হলেও বেশী করে গোনা হয়, এই ব্যবস্থা থাকত। এই ছিল কংগ্রেসী আমলে পনচায়েত নির্বাচন। সেই প্রথা ভেঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করছেন। তাতে সেই মোড়লদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন ঠেলা-ওয়ালা হল গ্রাম প্রধান, রিক্সাওয়ালা হলো গ্রাম প্রধান। এখন বলতে হয় যে আমাকে বাবু রেশন কার্ড করে দাও। সেদিন পঞ্চায়েতের কোন ক্ষমতা ছিল না। ক্ষমতা ছিল বি, ডি, ও, এর কাছে। ৪/৫টা টিউবওয়েল করার ক্ষমতা ও তাদের ছিল না। তার জন্য বি, ডি, ও, এর কাছে দরবার করতে হত। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আনাচে কানাচে টিউবওয়েল হচ্ছে।
সাধুর বাড়ীতে, সন্ন্যাসীর বাড়ীতেও হয়েছে, এটা তাদের মুখের কথা। আগে তো জমিদারদের বাড়ীতে, কন্ট্রাক্টারের বাড়ীতে হত। এটাই ছিল তাদের নীতি। কিন্তু এখন আর

সেই সুযোগ নাই। বামফ্রন্ট সরকার নূতন উদ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করছে। সেই রাজতন্ত্র আর নেই। তারা ভয় পাচ্ছে, যে টাকা আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে খরচ হবে। জুজুর ভয়। তারা জানে যে নির্বাচনে হেরে যাবে। আমি দেখেছি কংগ্রেস আমলের বি, ডি, ওকে ১৫/৩৮ ঘন্টা পর্যান্ত ঘেরাও করে রাখা হত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের লোকদেরকে কাজ দিয়েছে। ওরা বলছে যে রাস্তা নেই। আমি জিজ্ঞসা করি আগে কোথায় রাস্তা ছিল? যে রাস্তা ছিল সেটা দিয়ে ছাগল হাঁটতো। আজ গাড়ী চলাচল করছে। ছাওমনু ও মাণিকপুরে আজ জীপ যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই' ওখানকার যে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন তিনি ১৯৭৭ সালে আমার কেন্দ্রে যাওয়ার সময় রাস্তায় পড়ে কাপড় নষ্ট করেছিলেন। তারপর আমার পুকুরে এসে ধুইয়েছেন। আমি জয় লাভ করার পর তিনি টেক্সি নিয়ে গিয়েছিলেন। বামফ্রন্টের এই ছয় বছরে একটি লোকও না খেয়ে মরে নি। কিন্তু কংগ্রেস আমলে মৃত্যুর মিছিল হত। কাঁঠাল, বাঁশের কড়ুল খেয়ে মানুষকে বঁাচতে হত। একটা লোক বামফ্রন্টের আমলে না খেয়ে মরে নি। কিছু লোক উগ্রপন্থীদের আক্রমণে মরেছে। আর ১৯৮০ সালে দাঙ্গায় মরেছে। খুন করা যাদের অভ্যাস তারা খুন করবে। আজকে কংগ্রেস, টি, ইউ' জে, এস এবং "আমরা বাঙ্গালী" হতাশ হয়ে পড়েছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা হারবে এটা নিশ্চিত, আগামী দিনে পঞ্চায়েত মেম্বাররা তাদের প্রধানকে নির্বাচিত করবে। যদি কোন প্রধান দুর্নীতি করে তাহলে তাকে নামিয়ে দিয়ে নূতন প্রধান নির্বাচন করতে পারবে। সেই জন্য এই পঞ্চায়েত বিলকে জনসাধারণের স্বার্থে গরীব মানুষের স্বার্থে এবং মেহনতী মানুষের স্বার্থে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মাননীয় সদস্য রসিরাম দেববর্মা।

ককবরক

শ্রী রসিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এই হাউস' পঞ্চায়েৎ বিল তুবুমানি আবন আঙ পূর্ণ সমর্থন খীলাইঅ । এবং সমর্থন খীলাইনা থাংমানি পরে আঙ অ কক ছানা নাই অ। এই যে বিরোধী সদস্যরগ অর' যে সমস্ত পঞ্চায়েৎ নি বিল সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন তুবুমানি এবং পঞ্চায়েৎনি দুর্নীতি সম্পর্কে যে যে বক্তব্য তুবুমানি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরগন আঙ প্রশ্ন খীলাইনা নাই অ'খে যুব সামিতিনি যে সমস্ত গাঁও সভা তংগ বা প্রধানরগ তংগ বা কংগ্রেস (আই) নি সে প্রধান তংগ বরগ এরকম পঞ্চায়েৎ নি কোন বাড়তি হিসাব নিকাশনি বই প্রকাশ খীলাই জনগনন, প্রকাশ দা খীলাই মান ন? আব সন্দেহ তংগ। কারণ বরগ কোনো দিন ফান' অগ জিনিসন পছন্দ খীলাইয়া। কারণ একটা গাঁও সভা তংগ মিগলি গাঁও সভা। এই গাঁও সভা আগি কংগ্রেসনি প্রধান, ওাবুক সি, পি, এম, নি আমল সি, পি, এম-নি আদর্শ ন হামজাকথই বামফ্রন্ট নি প্রধান অংখা। এবং যে বিনি গাঁও সভানি যে বিস্তৃত হিসাব রীমানি ব-ন কংগ্রেসনি প্রধান বা টি ইউ জে এস-নি প্রধান এরকম জনসাধারন ন বুথই সাতকথই জনগননি প্রকাশ খীলাইনানি

সত্তরয়া। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার নাইঅ ত পঞ্চায়েৎন তেইব শক্তিশালী খীলাইঅই জনগনবি নির্বাচিত প্রধান সরাসরি খীলাইয়াঅই যাতে নির্বাচিত সদস্যরগনি মধ্যে প্রধান নির্বাচিত খীলাইঅই এবং এামনি যে সরকার প্রতিষ্ঠা খীলাইমা নাইমান এবং অর যে বরগ প্রতিবাদ খীলাইমানি বিধান সভা অ সকফাইমানি পরে সিলেকট কমিটি অ সংশোধন খীলাইনানি রহরজাকথা। সিলেকট কমিটি অ থাংগোই সর্ব সম্মতিক্রমে যেখানে পাশ আংগোই ফাইকা আবন' ছে বরগ তিনি বিরোধীতা খীলাইঅই যে... পঞ্চায়েৎ বিলনি বিরুদ্ধে যে বক্তব্য নারীকমানি আব' সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী। এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি ২২ লক্ষ বরকনি বিরোধী ভূমিকা পালন খীলাইকা। কাজেই আঙ মনে খীলাই অ এই যে তাই থাইশা নতুন নজীর খীলাইকা। আগি ২১ বৎসর আংরাছাক ভোটাধিকার আংগোই মানরা। আগা অ পঞ্চায়েৎ নির্বাচন' অ বিল' ১৮ বৎসর বয়স' ন ভোটাধিকার খীনাইনানি বাগোই অর প্রনয়ন খীলাইকা আবন' ত্রিপুরা রাজ্যনি ২২ (বাইশ) লক্ষ বরকরগ ১৮ বৎসরনি যুবকরগ সমর্থন খীলাই নাই। কাজেই এমন একটা আইন ন যে বরগ অর' বিরোধীতা খীলাই মানি—বরগ নাই অ অ রাজ্যনি উত্তর গীলা উত্তর প্রদেশনি এই যে প্রচার পঞ্চায়েৎ আইন ন তুবুরইয়াঅই ত্রিপুরা রাজ্য চালু খীলাইঅই বছরের পর বছর পঞ্চায়েৎ ন নির্বাচন খীলাইয়াঅই যে শুধু মাত্র প্রধান ন ব্যবহার খীলাইঅই প্রধাননি দারা খাজনা আদায় খীলাইনানি লেভি আদায় খীলাইনানি। এই সমস্ত প্রধানরগনি দারা কাজ খীলাই রীমানি আব' তিনি ব্যবহার আংলিয়া। এই যে জনগননি গোপন ব্যালট পেপারনি মাধ্যমে গণতন্ত্রনি মাধ্যমে যারা নির্বাচিন আংখা বরগনি দারা যে পঞ্চায়েৎনি গাঁও সভা এবং জন সাধারনরগনি বাগোই ছামুঙ তাংনানি বাগোই যে দায়িত্ব অর্পন খীলাইমানি আবনছে বরগ তিনি এই সমস্ত কারণে সমর্থন খীলাই মানরা। তামনি কারণে অমন' সমর্থন খীলাই মানরা' শুধু বিধান সভা অ ছিমি বরগ বিরোধী ভূমিকা নানা বাগোই ছিমিছে বরগ মনে খীলাই অ। বিরোধী হিসাবে জনগননি যে কাজ খীলাই-নানি এবং সরকারন যে সহযোগিতা খীলাইনানি যে দায়িত্ব জনগন যে অর্পন খীলাইমানি অ ভূমিকা ন বরগ তিনি পালন খীলাইয়া। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যনি ২২লক্ষ বরক বরগ-ব ছাঅই মান অ। বামফ্রন্ট সরকার যে অর' পঞ্চায়েৎ বিল তুবুমানি আব ত্রিপুরা রাজ্যনি বরগ সম্পূর্ণ সমর্থন খীলাইনাই। কাজেই আঙ অ পঞ্চায়েৎ বিল ন সমর্থন খীলাইঅই আনি বক্তৃতা ন শেষ খীলাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী রশিরাম দেববর্মা:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। এবং সমর্থন করার পর আমি এই কথাই বলতে চাই যে এই হাউসে যে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেকেই বক্তৃতা রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে,

যেখানে উপজাতি যুব সমিতির গাঁও সভা বা গাঁও প্রধান অথবা কংগ্রেস (আই) এর প্রধানরা রয়েছেন তারা পঞ্চায়েতের কোন সঠিক হিসাব জনগণের নিকট প্রকাশ করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তারা বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপ দেখে পছন্দ করছেন না এবং কোন দিন এ সমস্ত জিনিষকে পছন্দ করবেন না। তাঁর কারণ হচ্ছে বিগলি গাঁও সভা নামে একটি গাঁও সভা আছে সেই গাঁও সভাতে কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন। কিন্তু এখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আদর্শ দেখে বামফ্রন্টের প্রধান হয়েছেন। উনি তার গাঁও সভার সমস্ত হিসাব পত্র জনগণের কাছে দিয়েছে। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির অথবা কংগ্রেসের প্রধানরা এভাবে হিসাব দিতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যই আজকে জনগণের ভোটে প্রধান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না করে নির্বাচিত সদস্যদের থেকেই প্রধান নির্বাচিত করা হবে। তার জন্য পরে সংশোধনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সিলেক্ট কমিটিতে গিয়ে সর্ব সম্মতি ক্রমে পাশ হয়ে এসেছে সেটাকে আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। এই পঞ্চায়েত বিলের বিরুদ্ধে তারা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন এটা সমপূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ (বাইশ) লক্ষ জনগণের বিরোধীতা করেছে। কাজেই আমি মনে করি এই রকম পঞ্চায়েত নির্বাচন একটা নূতন নজীর। তার কারন হচ্ছে, পূর্বে ২১ বৎসর না হলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারত না। কিন্তু আজকে এই পঞ্চায়েত বিলে ১৮ বৎসর হলেই তাদের জন্য ভোটাধিকারের আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। এটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ (বাইশ) লক্ষ লোক এবং যারা ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স্ক যুবক রয়েছেন তারাও সবাই সমর্থন জানা-বেন। তবুও তারা আজকে এই আইনকে বিরোধীতা করছে। তাদের মতে উত্তর প্রদেশের আইন না এনে ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম আইন চালু না করে, পূর্বের আইনেই বছরের পর বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন না করে শুধু প্রধানের দ্বারা খাজনা, লেভী আদায় করে রাখতে চান। এই সমস্ত প্রাধনদের যে কাজ করানো হয়েছিল সেই আইন আজকে আর প্রয়োগ হচ্ছেনা। এখন জনগণের গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের দ্বারা গাঁওসভার জনসাধারণের যে কাজ করার জন্য যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে এটাকে আজকে বিরোধী দলের সদসারা মেনে নিতে পাচ্ছেন না। কেন পাচ্ছেন না? শুধু বিধান সভায় বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যই বিরোধীতা এটাই তারা মনে করেন। কিন্তু বিরোধী হিসেবে জনগণ কি কাজ করছেন এবং সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণ যে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন সেটাকে আজকে তারা পালন করছেন না। তারজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণও জানেন। পঞ্চায়েতমন্ত্রী যে এই হাউসে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন সেটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ (বাইশ) লক্ষ জনগণ সমপূর্ণ সমর্থন জানাবেন। কাজেই আমি এই পঞ্চায়েত বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েই আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম।

"ধন্যবাদ"।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার; মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে যে বিল উত্থাপন করেছেন সে বিলকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে, আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখেছি, ত্রিপুরা রাজ্যে কোন পঞ্চায়েত বিল ছিল না। এই ত্রিপুরার মধ্যে পঞ্চায়েতের আইন নামে যা চলছিল, তাতে ত্রিপুরার বহু ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা বহু দিন থেকে চেষ্টা করেছি, ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরার নিজস্ব একটি পঞ্চায়েত আইন করার জন্য, যাতে ত্রিপরার ২২ লক্ষ মানুষের উপকারে লাগে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকেই হউক, কিংবা জনসাধারণের পক্ষ থেকেই হউক বা এই বিধান সভার মধ্যেই হউক আমরা এর জন্য বার বার দাবী জানিয়েছি, আলোচনা করেছি। কিন্তু কংগ্রেস তা করেন নি। তখন হাত তুলে পঞ্চায়েত নির্বাচন হত। বলা হতো, "১ | ২ | ৩ তোমরা হাত তুলে সমর্থন জানাও"। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেই আইন সংশোধন করে এই আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু এই আইনের মধ্যেও ত্রুটি থাকায় এই নতুন আইন চালু করার জন্য এখানে বিল আনা হয়েছে। এই বিল দেখে বিরোধীদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। তাদের মধ্যে হতাশা ঢুকে গেছে। কেন এই হতাশা? এই কারণে, যদি চুরি করেন, তাহলে আর প্রধান হিসাবে থাকা যাবে না। প্রধান থেকে সরে আসতে হবে। কাজে কাজেই তাঁদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট ভয় পায় না বলেই এই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছে। কাজে কাজেই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের মঙ্গলের জন্য বিরোধী দল থেকে এই বিলকে সমর্থন জানান উচিত ছিল। উচিত ছিল, বামফ্রন্টকে ধন্যবাদ জানানোর। ৩০ বছর তো ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্ব ছিল। কিন্তু এই ধরণের কোন আইন কি তাঁরা কোন দিন উত্থাপন করতে পেরেছেন? করতে পারেন নি। কিন্তু সি পি এম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই এই বিল এনেছেন। এখানে প্রচুর ডীপ-টিউব-ওয়েল হয়েছে। কংগ্রেস আমলে কয়টি ছিল? সুখময়বাবু এখানে উপস্থিত থাকলে, অনেক কথাই বলতে পারতাম। যাক, আমরা এই বিলে ভয় পাই না। শাসক দল জনসাধারণকে বিশ্বাস করে। কাজেই এই আইন জনসাধারণের স্বার্থে। বড় বড় বক্তৃতার জন্য এই আইন নয়। এই আইনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীকালিকুমার দেববর্মা।

ককবরক

শ্রী কালি কুমার দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে অর' বিল তুবুমানি আবন' সমর্থন নারাগঅই-ন আনি বক্তৃতা নারাগানো। বক্তব্য আংখা অব' এই পঞ্চায়েৎ আইন আংখা আগিনি উত্তর প্রদেশনি আইন, অ আইন আংখা রাষ্ট্রপতিনি আইন,

কেননা একবার যদি ন প্রধান অংখা হীনখে আ প্রধান রগ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর কোন বক্তেই বরগ ন তিথালা মাথনানি সম্ভবয়া। আবনি বাগোই যারা অর' বিরোধী দল তংনাই রগ বরগ কিরিজাকথাই অ। তাবুকনি আইন আংখা বদিন' ১০ থেকে ১৫ জনা মেম্বারনি মধ্যে থরকছা ন প্রধান খোলাই মানঅ এবং ব-ন তিথালাই রীই মান অ। এবং তেই থরকছা ন প্রধান খোলাই রীই মান অ, আবনি বাগোই ন এই যে বিরোধী বেঞ্চনি যারা আচুকঅই তংনাইরগ কিরিজাক্অ। বরগ তামংগোই কিরিথা? এতদিন বুর্জোয়া রগনি প্রতিনিধি খোলাইঅই, এতদিন বরগ বুইন বাৎপার খোলাইঅই ঠককঅই, চাঅই তংগোই সেখানে গরীব বরক ন এমন যে শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত তংনাইরগন এমন খোলাইঅই ঠককঅই চাখা। আ-ঠককঅই চাঅই মানয়ানি বাগোই ন তিনি কিরিজাকঅই তাম' খোলাইকা, অম, খোলাই মান গোলাক, অম' আংগোই মানগোলাক, অমোখ খোনাই অ হীনাই বিরোধীতা খোলাই অ, তামংগোই বিরোধীতা খোলাই? আবনি বাগোই ন বিরোধীতা খোলাই অ। আবনি বাগোই বরগ অ কক ন ছাঅই-মানয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার—চিন্তা খোলাই নাইদি যেখানে অমন' বিরোধীতা খোলাইনানি ককয়া। যেখানে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে, যেখানে গণতন্ত্রনি নিয়ম কানুন তোয়াই আইন আংখা। যেমন—চিনি Assembly অ যেভাবে ৬০ জনা এম, এল, এ, নির্বাচিত খোলাইকা আবনি থেকে ন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত খোলাইকা ঠিক তেমনি মেম্বার রগ-ন ব নির্বাচন খোলাইঅই ন প্রধান নির্বাচন অংনাই গাঁওসভাঅ, যেখানে অ রাজ্য অ রাজ্য সরকার তংতোই তেমনই ন গ্রাম সরকার অংগানো। আবরগ ন তেইব ক্ষমতা রীনা কিরিজাকঅই বরগ ঠককঅই চাঅই মানয়া আংনানি কিরিঅই বরগ বিরোধীতা খোলাইনানি নাংখা।

মাননীয় স্পীকার স্যার—আও তেইব ছানা নাই অ। কংগ্রেসনি আমলং যে প্রধাননি তামুঙ আব' ছাক হীনখে সাংঘাতিক মুসুই কথক কক। কেননা কংগ্রেসনি আমল' Test Relief কাইসা নানানি থাংকা হীনখে প্রধান রগ তাম' খোলাইনানি নাও, বি, ডি. ও, ন, য়াক রমঅই জোরংখেই স্যার, স্যার, তাবুক যে মাত্র বি, ডি, ও, ন স্যার হীনখা হীনখেন আংনা। বরগনি যারা বুর্জোয়া শ্রেণীনি প্রতিনিধি তংনাইরগ বরগনি তামংগোই বোথা আসীক সংকোচ? আবনি বাগোই বরগ বিরোধীতা খোলাইনানি নাংখা। একমাত্র বিরোধীতা খোলাইনানি পথ আংখা বরগনি। কেননা এক একটা Test relief তুইফাইনা হীনখে বি, ডি, ও, নি ইচ্ছানি উপর নির্ভর। প্রধানরগনি উপর' কোন' নির্ভর কীরীই। তাবুক বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে প্রধাননি উপরে রীজাক খা। যেখানে গ্রাম রগ' কাজ আংনাই আব' পঞ্চায়েত এবং গাঁওসভানি উপর'। আবনি বাগোই বরগ তেইব ফিরিজাক অ। তাবুক অ আইন তুবুখা বরগ ন তেইব ক্ষমতা রীনাই এবং সেই ক্ষমতা ন রীখা হীনখে বরগনি তেইব অসুবিধা আংনাই। আবনি বাগোই ঠককঅই চাঅই মানলিয়া এবং বুইন ঠককঅই চাঅই মানলিয়ানি বাগোই বরগ ফিরিজাক অ। আবনি বাগোই বিরোধীতা খোলাই অ যারা বিরোধী বেঞ্চ অ তংনাই-রগ। মাননীয় স্পীকার স্যার,—নাইদি তাবুক এই যে, বিলনি বাদে ফান' গত পাঁচ

বৎসর ' বামফ্রন্ট সরকার আংখা। তারপর এই যে, তেলিয়ামুড়ানি উত্তর মহারানীপুর' এমন একটা জাগা তাবুক আর' বাস চলিখা। আর' কি কংগ্রেসনি আমল' জীবন' চিন্তা দা খলাইকা? কিন্তু তাবুক আর' বাস চলিখা। আব' বরগ লাচিনানি কক, সরকার তাবুক আর' বাস চলি রীখা। মাননীয় স্পীকার স্যার—শুধু আব' সিমিয়া-কাকড়াছড়া, মুনাছড়া আবতাই জাগারগ আপনেছং কাহামখেই ন খানাবাইখানা। আপনেনি মাধ্যমেন' বরগ ন খানারানানি নাই অ। মুনাছড়া, কাকড়াছড়া অ কোন সময়' ফান' গাড়ী থাংনা হানখে, বরক থাংনা হানখেই সাঙ্ঘাটিক কিরিজাকবাই অ। আর' বলংনি জীবজন্তু, মাসা আবতাই রগন কিরিঅই থাংরাকয়া। তাবুকখে আর' এমন খলাইঅই অর্ধেক পর্যন্ত গাড়ী লামা ছকঅই খা। আবনি বাগাই ন গাঁও প্রধান ন তেইখে ফান রীখা হানখে আর' কাকড়াছড়া, মুনাছড়া, নি বলং ন ছাব, খলাইকা হানখে আ বলংগ উগ্রপন্থী তংগাই মান গালাক আবনি বাগাই তেইব কিরিজাক অ। আহাইয়াখে কিরিনানি ককয়া। আর' তাবুকফান' উগ্রপন্থীরগ তংখ, আরনি উগ্রপন্থীরগ বাগছা ছড়গঅই বাংলা দেশ' মা থাংখা। আবনি বাগাই তিনি অর' বিরোধীতা মা খলাই অ।

মাননীয় স্পীকার স্যার,—আঙ তেইব কক ছানানি নাই অ। এই যে অব' মাননীয় সদস্যা, শ্রীমতি গীতা চৌধুরী গত বাজেট অধিবেশন' দুর্নীতি সম্পর্কে কক ছামানি। আ কক ন আপনে ব খানাকানা, অ হাউস' যতন' খানাবাইখানা। তুইসিন্দ্রাই গাঁও-সভানি প্রধান হানাই যে সামানি। অ প্রধান অর্ধেক বান থেঅই তেই অর্ধেক রাঙ নারাগই চাঅই খিবিবাইখা। তাবুক ব. বি, ডি, ও ন.কমপ্লিট হানাই ছামুঙ ফুনুগঅই মানয়া। অ প্রধান ছাব? কংগ্রেস (আই) নি-ন হ.ত চিহ্ন তায় পাস খলাইখো প্রিয়নাথ মিশ্র, ও বরগ ন মা ছাকা খাব' দুর্নীতি খলাই। তারপর চাঙ যখন বি, ডি, সি, চেয়ারম্যান নির্বাচন খলাইনা ফুরু চাঙ যখন মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী ন বুমুঙ প্রস্তাব খলাই ফুরুখে প্রিয়নাথ মিশ্র সহ মাননীয় সদস্যা গীতা চৌধুরী মিটিংনি বাচাই ফাইকা। আ কংগ্রেসনি প্রধান বরগনি বিরুদ্ধে, বরগনি যে দুর্নীতি, আ দুর্নীতি ব সমস্ত সি, পি, এম প্রধাননি উপর তিসাই রানানি কক ছাম। আংয়াখে তেই বরগনি কক ছানানি কারাই। একমাত্র আব' ছিমিন মান অ। মাননীয় স্পীকার স্যার—আংতেই বেশী কক ছানা নাইয়া, কক আংখা—মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী যে বিল তুইফাইমানি আ বিল ব আঙ পূর্ণ সমর্থন নারাগঅই অ আনি বক্তব্য শেষ খলাইখা। ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীকালি কুমার দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে এই হাউসে পঞ্চায়েৎ বিল এনেছেন সেটাকে সমর্থন করেই আমার বক্তৃতা আরম্ভ করছি। এই পঞ্চায়েৎ আইন হচ্ছে পূর্বের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আইন। এই আইন হচ্ছে রাষ্ট্রপতির আইন। এই

আইনে যদি একবার প্রধান নির্বাচন হতে পারে তাহলে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তাকে সরানো যায় না। তার জন্যই বিরোধী দলের সদস্যরা ভয় পাচ্ছেন। বর্তমানের আইন হচ্ছে যদি ১০-১৫ জন সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান নির্বাচন করতে পারেন এবং প্রধান পদ থেকে পদচ্যুতিও করতে পারেন। তার জন্যই আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা ভয় পাচ্ছেন। আজকে এত ভয় করছেন কেন? এতদিন বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে গরীব জনসাধারন যারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত তাদেরকে ঠকিয়েছিলেন। এখন আগের মত কাউকে ঠকাতে পারবেনা এরকম দেখেই তারা আজকে বিরোধিতা করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে তারা আজকে এই বিল নিয়ে বিরোধীতা করার কথা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে তারা আজকে এই বিল নিয়ে বিরোধিতা করার কথা নয়, যেখানে গণতন্ত্র মাধ্যমে, যেখানে গণতন্ত্রের নিয়ম কানুন নিয়েই এই আইন করা হয়েছে। যেমন আমাদের বিধান সভায় ৬০ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, ঐ নির্বাচিত সদস্য থেকেই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি গাঁওসভাতেও নির্বাচিত সদস্যদের থেকেই প্রধান নির্বাচিত হবেন। যেখানে এ রাজ্যে যেমন বাম সরকার আছে ঠিক তেমনি গ্রামেও একটি সরকার গঠন করা হবে। এইসব কল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রধানদেরকে আরো অধিক ক্ষমতা দিয়ে গ্রামের কাজ করালে তারা আগের মত ঠকাতে পারবেনা এরকম ভেবে তারা আজকে বিরোধীতা করছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো বলতে চাই কংগ্রেস আমলে প্রধানদের চালচলন মনে হলে আমার হাসতে ইচ্ছে হয়। কেননা কংগ্রেসের আমলে একটি Test Relief পাইতে হলে প্রধানরা কি করতে হয় বি, ডিওকে হাত ধরে স্যার, স্যার করে কাকুতি মিনতি করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন বামফ্রন্টের আমলে বি, ডিওকে একবার স্যার বলেই হয়, তাদের যারা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের কেন এত সংকোচ? তার জন্যই আজকে তারা বিরোধীতা করতে হচ্ছে। তারা মনে করেন বিরোধী হিসাবে বিরোধীতা করা, কেননা, এক একটা Test Relief গাঁও সভায় নিতে হলে বি ডি ওর উপর নির্ভর ছিল। প্রধানদের উপর কোন নির্ভর ছিলনা। এখন বামফ্রন্ট সরকার আসার পর প্রধানদের উপরে গাঁও সভার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গ্রামের মধ্যে যেখানে কাজ হবে সেই সমস্ত দায়িত্ব গাঁও প্রধানদের উপরে দেয়া হয়েছে। তারজন্যই আজকে তারা আতংকিত। আজকে এই আইনব্যবহারিত হলে প্রধানদের কে অধিক ক্ষমতা দেয়া হলে তাদের আরো অসুবিধা হবে, তার জন্যই কাউকে ঠকাতে পারবে এ রকম দেখেই আজকে তারা বিরোধীতা করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু তারপর এই যে, তেলিয়ামুড়ার উত্তর মহারাণীপুর এমন একটা আছে সেখানে এখন বাস চলছে। কংগ্রেসের আমলে কি সেখানে বাস চলবে কেহ চিন্তা করতে পেরেছে? কিন্তু এখন বামফ্রন্টের আমলে বাস চলছে। এটাকে নিয়ে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। সেখানে এখন বাস চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু তাই নয়, কাকড়া ছড়া, মুনা ছড়া এসমস্ত জায়গায় আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। আপনার মাধ্যমে তাদেরকে আমি বলতে চাই মুনা ছড়া, কাকড়া ছড়াতে কোন সময়ে গাড়ী যেতে হলে লোকজন যেতে হলে ভয়

পাচ্ছে। কারণ সেখানের বনের জীবজন্তু বাঘের ভয়ে কেউ সাহস পাচ্ছিল না, এখন সেখানে অর্ধেক পর্য্যন্ত গাড়ীর রাস্তা হয়েছে। তারজন্যই গাঁও প্রধানকে আরো ক্ষমতা দেয়া হলে আরও কাজ হবে এবং কাকড়া ছড়া, তুনা ছড়া জঙ্গলগুলি পরিষ্কার হয়ে গেলে উগ্রপন্থীরা থাকতে পারবেনা। তারজন্যই আজকে তারা আতঙ্কিত। তা না হলে আজকে আতঙ্কিত হওয়ার কথানা। সেখানে এখনো উগ্রপন্থী রয়েছে, এবং কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী বাংলাদেশে চলে যেতে হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো বলতে চাই মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গীতা চৌধুরী এই হাউসে গত বাজেট অধিবেশনে দুর্নীতি সম্পর্কে যে বলেছেন তা আপনিও শুনেছেন এবং এই হাউসে যারা ছিল তারা শুনেছেন। তুইসিপ্পাই গাঁও সভার প্রধানের বিরুদ্ধে। ঐ প্রধান অর্ধেক বাঁধ দিয়ে আর অর্ধেক টাকা আত্মসাৎ করেছে। এখন বি, ডি, সিকে ও সম্পূর্ণ কাজ দেখাতে পাচ্ছেন না। ঐ প্রধান কে ? কংগ্রেস (আই) এর হাত চিহ্ন নিয়েই নির্বাচিত প্রিয় নাথ মিশ্র। এখন তারাই বলতে হয়েছে কে দুর্নীতি করছে। তারপর আমরা যখন বি, ডি, সি চেয়ারম্যান নির্বাচন করার সময় আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তীর নাম যখন প্রস্তাব করি তখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতি চৌধুরী এবং প্রিয়নাথ মিশ্র সহ মিটিং ত্যাগ করে চলে আসেন। তাদের যে প্রধান দুর্নীতি করছে সেই দুর্নীতিগুলি আমাদের প্রধানদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের আর বলার কিছুই নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আর বেশী বলবনা মাননীয় পঞ্চায়েৎ যে বিল এনেছেন সেখানে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর নাথ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিলটি এনেছেন সেই বিলের সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি বিধানসভা চলাকালীন অবস্থায় বিরোধী সদস্যারা যে ভাবে আলাপ-আলোচনা করে আসছেন তাতে মনে হয় তাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যানমুখী কাজকে সমর্থন করতে পারছেন না। তাই বলছি আপনাদের কাজকর্ম করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে চশমার, সেই চশমা আপনাদের দলের লোকদের কাছ থেকে গিয়ে আনুন। উত্তর প্রদেশ থেকে আনীত পঞ্চায়েতের যে আইন সেই আইনের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েতকে চালাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের এই সমস্ত কাজকর্মের যদি উল্লেখ করতে হয় তাহলে বলতে হবে সর্বহারা মানুষ থেকে আরম্ভ করে রাজান্তর পর্যান্ত মানুষকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, বাক স্বাধীনতা দিয়েছেন, ব্যালটের মাধ্যমে ভোটার অধিকার দিয়েছেন। কারণ কংগ্রেস সরকারের আমলে হাত তুলে পঞ্চায়েত ইলেকশ্যান হতো সেটা এখন ব্যালটের মাধ্যমে হয়। কংগ্রেস আমলে গরীব মানুষদের শোষণ করা হতো কারণ তখন জোতদার, জমিদার এবং কালোবাজারের রাজত্ব ছিল।

আজকে এই জিনিষটার প্রয়োজন আছে, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষগুলি এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনেক কিছু উপকার হবে। আগের পঞ্চায়েতের যে অধিকারগুলি সেগুলি

আর রইল না। যার জন্য তাদের এই কাজকে অবহেলা ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব করছেন। যার জন্য তারা বাইরে থেকে গুণ্ডামী করতে বিধানসভা পর্যান্ত গুণ্ডামী।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, এই "গুণ্ডামী" শব্দটা আন-পার্লামেন্টারী। এটা মাননীয় সদস্যেকে উইথড্র করতে হবে।

মি: স্পীকার :— যদি তিনি কোন "গুণ্ডা" সম্বন্ধে বলে থাকেন তাহলে বলার কিছু নাই। তবে যদি কোন সদস্য সম্বন্ধে বলে থাকেন তাহলে এটাই ঠিকই খারাপ। আমার মনে হয় না, মাননীয় সদস্য কোন সদস্যকে এই কথাটা বলেছেন।

শ্রী সমীর কুমার নথ :— তারপর সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা বামফ্রন্ট সরকার মকুব করে দিয়েছেন। আগে এই খাজনা দিতে গরীব মানুষকে তার ঘরে থাল, বাটি বিক্রী করে খাজনা দিতে হত। তা হলে তাদের কাছ থেকি জোর জুলুম করা হত। এখন আর সেটা নাই। যার মধ্যবিত্তরা তা থেকে রেহাই পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যেসব ন্যায্য মূল্যের দোকান করে দিয়েছেন আমরা দেখেছি গ্রাম থেকে পাহাড় পর্যান্ত সমস্ত উপজাতি বাঙ্গালী ভাইয়েরা যথারীতি সেই জিনিসগুলি পাচ্ছেন রেশনের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে কি দেখতে পাই? তাদের ন্যায্যমূল্যের দোকানে লাইন ধরতে হয় জিনিসের জন্য। তারপর ৫ জন পাওয়ার পর জিনিস শেষ হয়ে যায়। তারপর ঐ লোকগুলিকে বাজার থেকে ১০ টাকা ১২ টাকা করে ব্ল্যাকে জিনিস কিনতে হয়। আর আমার ত্রিপুরা রাজ্যে এই জিনিসটা নাই। যার জন্য তারা এই জিনিসগুলিকে বিরোধীতা না করে পারছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন কি কয়গুলি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাতে যেখানে কোন রাস্তা ছিলনা সেখানে নতুন রাস্তা হয়েছে। তাতে মানুষের চলাফেরা করার স্বযোগ রয়েছে। এই জিনিসগুলি আজ মানুষ বুঝতে পেয়েছে। আজকে মানুষকে অর্দ্ধাহারে অনাহারে মরতে হচ্ছে না। কারণ আজকে গরীব মানুষের কাজ করার স্থবিধা আছে। তারা কাজ করে দুটো পেট ভরে খেতে পাবার মত ব্যবস্থা বামফ্রন্ট এর আমলে হয়েছে। কিন্তু বিরোধী সদস্যরা তা কিছুই স্বীকার করে না। তারা আলোচনাকে বিরোধীতা করার জন্যই এসেছেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন যে এই বিলটিকে তাদের বিরোধীতা করতে হবে। এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য, টাকা পয়সা কেন্দ্রের কাছে চাইতে গেলে তাও তারা না করেন। তা তারা তাদের যোগসূত্রের মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আলোচনাকে বিরোধীতা করেন। এমন কি রাজ্যে এত বড় একটা বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল, সেই বন্যার জন্য টাকা চাইতে গেলে তারা তার বিরোধীতা করে থাকেন। তাহলে তারা কেন এসেছেন? ত্রিপুরার জনগণের জন্য কি নয়? তারা বলেন কেন্দ্রনা কিছুই হয়নি বন্যায়। তাতে বুঝা যায় জনগণের স্বার্থে কাজ করতে আসেননি বিধানসভায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিলটিকে পেশ করেছেন এটাকে রূপায়িত করার জন্য সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করা দরকার, যাতে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে গরীব

মানুষদের বলতে পারেন যে না, আমরা আপনাদের বাঁচার সুবিধার জন্য আমার ব্যবস্থা করেছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আজকে যে প্রশ্ন এসেছে তা হল কেন পঞ্চায়েত নির্বাচন ১ বৎসরে পিছিয়ে গেল। আমি একটি কথা মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, বামফ্রন্ট আসার পর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, তার বয়স ৫ বৎসর অতীত হয়েছে সত্যি, কিন্তু গত ৩০ বৎসরে কয়টা পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল ? সব ভুলে গেছেন ? এত তাড়াতাড়ি ভুললে কি করে চলে ? আমার মনে হয়, এরা বোধহয় ৭৭ ইংরাজীর পরে ঢুকেছেন। তা-না হলে এত তাড়াতাড়ি ভুলল কি করে ? আমি ইংরাজীর ৫৭ এ এসেছি। আমি দুটো পঞ্চায়েত ইলেকশান দেখেছি। সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণও করেছি। সেই নিবাচন কিরকম হত, শুনুন। গ্রামের যে মোড়ল, মহাজন, জোতদার আছে তিনি ভোটে দাঁড়াতেন। তার স্বভাবতই জনবল আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে। তখন হাত তুলে ভোট হত। বলাবলি হত যদি তোমরা আমাকে ভোট না দাও তাহলে কাল যখন ঘরে চাল না থাকবে তখন আর চাল পাওয়া যাবে না। তখন তারা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক হাত তুলতে বাধ্য হত। চালের জন্য। একটা না দুটো হাতই তুলত। বলত দেখুন আমরা একটা না, দুটো হাতই তুলেছি। এইভাবে পঞ্চায়েত নিবাচন হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কোন গাঁওসভায় ত্রিপুরার টিউবওয়েল হয়নি, রাস্তঘাট হয়নি, একবাক্যে বলেন কিছু হয়নি বিরোধী দলের ভাইরা। তাদের, কি এইসব বলতে একটু দ্বিধাবোধ হয় না ? যেটা বাস্তবিক সত্য, ত্রিপুরার জনগন জানে। আজ যেখানে যায়, অন্তত আমরা ত অনেকখানে ত যাই, এই কথাটুকু বলতে শুনি যে, না বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে প্রচুর রাস্তাঘাট হয়েছে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয়েছে। আর কিছু হয়নি ? এখন ভিক্ষাবৃত্তি কতটা কমেছে ? গ্রাম থেকে কাজ করার জন্য শহর নিয়ে আসত, এখন দেখান ত দেখি গ্রামের লোক। এখন আর তারা আসবে না। মানুষ এখন আপনাদের ভাওতাবাজি বুঝে ফেলেছে। তারপর আজকে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় সেটা হচ্ছে নির্বাচনের প্রশ্ন, নির্বাচন কেন পিছিয়ে গেল। নির্বাচন ত হবে। নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বিলকে সংশোধন করে আনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। সিলেক্ট কমিটিতে কারা ছিল ? শুধু কি সরকার পক্ষ ? বিরোধী পক্ষের লোকও ত ছিলেন। সেখানে বসে বসেই ত ঠিক করা হয়েছে। তারপরেও আবার বিরোধিতা। তা আগে বললেন না কেন ? তা আমরা বুঝতে পারছিনা, আপনারা কি জনগণের স্বার্থে এসেছেন ?
রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সকলে যেভাবে নির্বাচিত হয় সে রকম চিরাচরিত নিয়মের মধ্য দিয়েই গাঁও-সভার নির্বাচন হবে। আগে যেভাবে হাত তোলা নির্বাচন হত

এখন সেভাবে শুধু হবেনা। আজকে আমরা বুঝতে পারছি যে গ্রামের মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যাক্ত করবে তাই তাদের আপত্তি। গ্রামে আজ জোতদার জমিদার যদিও অনেক কমে গেছে তবুও যারা আছে তাদের জন্যই এই আপত্তি। তা না হলে এই পঞ্চায়েত বিলকে সমর্থন না করার কোন কারন নাই। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গাঁওসভাগুলির কি অবস্থা হয়েছে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। কংগ্রেস প্রধানরা বি-ডি-সি মিটিং এ ৫ বারও এটেণ্ড করেননি। জনসাধারণের কোন খোঁজ খবরও রাখেননা। ব্লকে কি কাজ আছে না আছে তার কোন খোজ রাখেন না। প্রত্যেক গাঁওসভাগুলিতে আজকে কিভাবে কাজ কর্ম চলছে। আগে গাঁওসভাগুলির কি অবস্থা ছিল? আগে এমন গাঁওসভা ছিল যেখানে একটি পর্য্যন্ত টিউবওয়েল ছিলনা। আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিভাবে গ্রামে টিউবওয়েল বসান হয়েছে তা ত্রিপুরার জনগণ জানে? বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গঞ্জে পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রকল্প গ্রহন করেছেন। আর ওনারা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার কেডার পোষে। আজকে গ্রামে গ্রঞ্জে যে ৪০০/৫০০ লেবার আছে যাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে তারা কি তাহলে সবাই কেডার। আজকে প্রত্যেক গাঁওসভাতে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে! আগে কি এসব ছিল? আগে প্রধানদের কাজ ছিল বাড়ী বাড়ী গিয়ে খাজনা আদায় করা। খাজনার জন্য পুলিশ নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি এখন সে খাজনার জুলুম নেই। আগে ভোট কেনা কাটা ছিল প্রধানদের কাজ। তখন আমরা দেখছি একটা সার্টিফিকেট দিলে ২ টাকা নিতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম প্রধানকে কেন টাকা নিচ্ছেন। উত্তর দিয়েছিল ওদের খরচের জন্য, নিজে কিসের খরচের সার্টিফিকেট দেবে। আজকে বিরোধী দলকে দেখছি ভাল মন্দ বিচার না করেই বিরোধীতা করতে হবে। তাই বিরোধীতা করেছে যেগুলি বাস্তব সেগুলিও অস্বীকার করছেন। ধীরেন্দ্রবাবু পরিস্কার বললেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কিছুই করেন নাই। আপনারা ত জন প্রতিনিধি তাহলে আপনারাও কিছু করেন নাই। ১ বছর ত শেষ করলেন কিছুই করলেন না জন-গণের জন্য, তাহলে? কাজেই আপনারা বলুন যে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, আপনারা হ্যাণ্ডিক্যাপস্ট। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মেম্বার নির্বাচন হবে, তারপরে প্রধান নির্বাচন হবে।

রাস্তায় যে লক্ষ লক্ষ ইট ফেলা হল এগুলিও কি কেডার পোষার জন্য? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তা হলে সবকিছুই কেডার পোষার জন্য হচ্ছে? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ জন লোক বামফ্রন্ট সরকারের কাজে যে উপকৃত হল, তাহলে সবাই কেডার? ত্রিপুরা রাজ্যে যে রিং-ওয়েল, টিউব-ওয়েল, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি হচ্ছে সবই কি কেডারের বাড়ীর জন্য হচ্ছে? অফিস কর্মচারী, মাষ্টার সবই কি তাহলে কেডার? আপনারাও তাহলে কিছু কেডার তৈরী করুন। আপনাদের কথা মত ত এই বাজেট কেডার বাজেট।

কাজেই এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল আনা হয়েছে আমি সেই বিলটিকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল পেশ করেছেন আমি সেই বিলটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আগে আমাদের ত্রিপুরাতে উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত বিল-এর অনুসরন করা হতো। কিন্তু আজকে আমাদের ত্রিপুরার নিজস্ব পঞ্চায়েত বিল চালু করা হচ্ছে। তাই এই বিলের নাম দেওয়া হয়েছে দি ত্রিপুরার পঞ্চায়েত বিল। এটা ত্রিপুরার একটা ইতিহাস সৃষ্টি করল। কারণ এই বিলের মধ্যে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে করে ত্রিপুরায় সুষ্ঠভাবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই বিলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মানুষের অধিকারকে বলবৎ করা হয়েছে। আগে ২১ বৎসরের নীচে কোন লোক ভোটাধিকার পেত না কিন্তু এই বিলে ১৮ বৎসরের লোকও তার মতামত যাতে দিতে পারে এবং তার অধিকারকে বজায় রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে এই বিলে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে করে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন করবেন। যেমন বিধানসভায় এবং লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে দলনেতা বা মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন। সুতরাং এতে সাধারণ মানুষের পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সারা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য এই পঞ্চায়েত নিজেদের মধ্যে মিটিং করে ঠিক করবেন কিভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন করা যায় এবং সেইভাবে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরী করবেন। তাদের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি ডি সি গুলির মাধ্যমে কার্যকরী করা হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি আগে কংগ্রেস আমলে দিল্লী থেকেলক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা আসত আর সেই কংগ্রেসী নেতারা সেই টাকা দিয়ে নির্বাচনের সময় কিছু গুণ্ডা রেখে বামপন্থী দলগুলির উপর আক্রমণ চালাত, খুন রাহাজানি, সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতো। আমরা বিগত চড়িলাম নির্বাচনের সময়েও দেখেছি যে, কংগ্রেসীরা সেখানে সৃষ্টি করেছে এক খুনের সন্ত্রাসের রাজত্ব।

সুতরাং এই বিলটি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা আশা করি যে, একদিন সারা ভারতবর্ষের প্রভিন্সে,, প্রভিন্সে, গ্রামে গ্রামে এই বিলটির যথার্থতা সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারবেন এবং তারাও এই বিল সেখানে প্রবর্তন করে নিজেদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবেন এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আজকে গণতন্ত্র যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে, আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি এলাকায় সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের নাম দিয়েও সেটা চালাতে পারছেন না। আমরা জানি প্রত্যেকের

অধিকার আছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার। সবাই চান গণতন্ত্র। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষও চান। অগণতান্ত্রিক পথে কেউ যেতে চান না। কাজেই বৃহত্তর গণতন্ত্র আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে একদিন না একদিন। সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে আমরা চেষ্টা করছি ত্রিপুরাকে সাজিয়ে তুলতে। এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এইভাবে আমরা ছোট ত্রিপুরা রাজ্য সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই। তাহলে আমরা অন্য রাজ্যের যারা এখানে আসেন তদের দেখাতে পারব কংগ্রেস আমলে কি ছিল এবং আমাদের সময়ে কি হয়েছে। যারা গণতন্ত্রকে হত্যার কাজে লিপ্ত থাকে, ধ্বংসের কাজে লিপ্ত থাকে আমরা তাদের বলছি যে চলে আসুন গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য, মানুষের অধিকারকে রক্ষার জন্য এবং বৃহত্তর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এই পঞ্চায়েত বিলটা আনা হয়েছে এই জন্য। আমি আশা করব, আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের এব বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা সকলে মিলে এই পঞ্চায়েত বিলটাকে সমর্থন করবেন এবং এই পঞ্চায়েত বিলটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : আমাদের এখনও সময় আছে। আমার তালিকায় আর কোন নাম নেই।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছু বলতে চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই পঞ্চায়েত বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমতঃ বলতে চাই যে, এই বিল গত বিধানসভার অধিবেশনে আনা হয়েছিল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য। তারপর সিলেক্ট কমিটি সংশোধন করে সুপারিশ করে এখানে পাঠিয়েছে। আমি সেই সংশোধনী সহ বিলটিকে সমর্থন করছি।

এটা ঠিক যে, ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত কোন আইন ছিল না। উত্তর প্রদেশ থেকে হাওলাত এনে আগের কংগ্রেস সরকার চালিয়েছিল। কিন্তু আজকে আমরা এই কথা গর্বের সংগে বলতে পারি যে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের বিধানসভায় নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সবদিক বিবেচনা করে এই সুনির্দিষ্ট বিল এই বিধানসভায় পাস হতে চলছে। এতে আমাদের ত্রিপুরার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, গাঁও সভার নির্বাচন হাত তুলে ভোট দিতে হত, এবং তখন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে এলাকার সমস্ত জোতদার এবং কন্ট্রাকটররা এইগুলি দখল করেছিল এবং হাত তোলার মধ্য দিয়ে অনেক রকম কারচুপি করে তারা সেগুলি দখল করে রেখেছিল এবং আমরা দেখেছিলাম, জনগণের উপর কিরকম অত্যাচার, জুলুম চালানো যায়। তখন প্রধানেরা পুলিশ নিয়ে জোর জুলুম করে লেভি আদায় করত। এই ছিল তাদের কাজ। কিন্তু গ্রামের মানুষ যখন অনাহারে, অর্ধাহারে মরতেন. তার জন্য জনগণ আন্দোলন করলে কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন ভাবে পুলিশ দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে জনগণের সমস্ত অধিকা কেড়ে নেবার জন্য এই প্রধানদের হাতিয়ার করে রাখতেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি, তেলিয়ামুড়ার জিতেন সরকার, যিনি প্রাক্তন এম, এল, এ, ছিলেন, উনি পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনকে বলেছিলেন যে, আমার গাঁও-সভা গরীব. সেখান থেকে লেভি আদায় করতে পারবে না, তখন তাকে মিসায় আটক করে তেলিয়ামুড়া জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রসরাজ চক্রবর্তী যখন খোয়াই এর একজন প্রধান, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন লেভির। তখন তাকে অন্যায় মামলায় জড়ানো হয়েছে। এইগুলি ছিল কংগ্রেস আমলের কুকীর্তি। তারপর যখন বামফ্রন্ট সরকার এসেছেন তখন দেখা যায় আজকে লেভীর জন্য, খাজনার জন্য যেতে হয় না। বরং গরীব মানুষ সারা বছর কিভাবে কাজ পাবে তারই কর্মসূচী ত্রিপুরায় চলেছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য—

মিঃ স্পীকার –এই সভা আগামী ২১শে ডিসেম্বর. বুধবার ১৯৮৩ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল। মাননীয় সদস্য আগামী দিন সময় পাবেন এই বিলের উপর বলার জন্য।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 11

Name of M. L. A. :— Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে এমন কয়টি বিদ্যালয়ে পরিচালকমণ্ডলী আছেন যাহারা নির্বাচিত হওয়ার পর সরকার হইতে এখনও কোন এপ্রোভেল পান নাই ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। সরকার হইতে এপ্রোভেল না পাওয়া অবস্থায় নির্বাচিত কমিটি কতকাল বৈধ থাকে ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE:— Sri D. Deb.

১। একটিও না।

২। আইনে কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নাই। তবে নির্বাচন হইলে সাথে সাথেই এপ্রোভেল দেওয়া হয়।

TRIPURA LFGISLATIVE ASSEMBLY :

Admitted Starred Question No, 13.

Name of member :—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister iu-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর বিভাগের দামছড়া ও চন্দ্রপুর হাই স্কুলের পাকা বাড়ী ও ছাত্রাবাস নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা হইবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in-charge :— Shri D. Deb.

১। দামছড়া ও চন্দ্রপুর হাই স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে। তবে ছাত্রাবাস নির্মানের পরিকল্পনা নাই।

২। এখন বলা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 23

Name of M. L. A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State .—

১। কমলপুর মহকুমায় কলেজ স্থাপন করার কোনরূপ পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে, তবে এ বিষয়ে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন।

ANSWER

১। এখনই নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 27

Name of M. L. A :—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকার এস, আই, বি স্টাইপেণ্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকের বাৎসরিক আয়ের সীমা চার হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে সাত হাজার টাকা করার কথা বিবেচনা করছেন ;

২। যদি সত্য হয় তবে কবে পর্য্যন্ত তাহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। বর্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 33

Name of M. L. A. :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী ব্যয়ে মোট কয়টি কক্ বরক পাঠ্য বই ছাপানো হয়েছে ;

২। ঐ সব পাঠ্য বই এর মাধ্যমে মোট কয়টি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB

১। চারটি।

২। ৭৪২ টি স্কুলে।

Admitted Starred Question No. 50

Name of M. L. A. :— Shri Subudh Nh. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৭ ইং সনে শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরায় যে সমস্ত নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজ এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেন্টার আছে তাহাতে নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যা কত ?

২। এদের মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির ও অন্যান্যদের সংখ্যা কত ?

Question in English

ANSWER

DEPHTY CHIEF MINISTER : SHRI D. DEB

১। ১নং সারনীতে দেওয়া হইল।

২। ২নং সারনীতে দেওয়া হইল।

১ নং সারনী

ছাত্র—ছাত্রী (সাময়িক)

১/৫/৮৩ ইং তারিখের অবস্থানুযায়ী

সাধারণ শিক্ষার স্তর	মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বালক	বালিকা	মোট—
১ম—৫ম শ্রেণী	১৯০৬৪৬	১৪৮৫৬৬	৩৩৯১১২
৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী	৪৬৪০১	৩২৬০৩	৭৯০০৪
৯ম—১০ম শ্রেণী	১৯৬৯৫	১২৮০৩	৩১৪৯৮
একাদশ—দ্বাদশ শ্রেণী	৭৪০৫	৩৭৬২	১১১৬৬
মোট	২,৬৩,০৪৬	১,৯৭,৭৩৪	৪,৬০,৭৮০

৩০/৯/৮২ ইং তারিখে
অবস্থানুযায়ী

স্নাতক শ্রেণী	৪৫৩১	২৪১৮	৬৯৭৯
স্নাতকোত্তর শ্রেণী	৬৬	৪২	১০৮

২নং সারণী
ছাত্র-ছাত্রী—(সামগ্রিক)
১/৫/৮৩ ইং তারিখের অবস্থানুযায়ী

সাধারণ শিক্ষার স্তর	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা								
	তপশিলী জাতি			তপশিলী উপজাতি			অন্যান্য		
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
১ম—৫ম শ্রেণী	৩৫৩৮৫	২৭৪৫৩	৬২৫৩৮	৬১২৭১	৩৭৭৫০	৯৯০২১	৯৪১৯০	৮৩৩৬৩	১৭৭৫৫৩
৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী	৬২০১	৩৬৯৯	৯৯০০	৮৮০১	৪০৪৯	১২৮৫০	৩১৩৯৯	২৪৮৫৫	৫৬২৫৪
৯ম—১০ম শ্রেণী	২২২০	৯২০২	৩৪২২	২৭৯৫	১১৭৩	৩৯৬৮	১৩৬৮০	১০৪২৮	২৪১০৮
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী	৮৬০	২৪৫	১১০৫	৫৪৬	১৩১	৬৭৭	৫৯৯৮	৩৩৮৬	৯৩৮৪
মোট—	৪৪৩৬৬	৩২৫৯৯	৭৬৯৬৫	৭৩৪১৩	৪৩১০৩	১১৬৫১৬	১৪৫২৬৭	১২২০৩২	২৬৭২৯৯

৩০/৯/৮২ ইং তারিখের অবস্থানুযায়ী

স্নাতক শ্রেণী—	৪৪৯	১৩৪	৫৮৩	১২৬	৭৪	২০০	৩৯৮৬	২২১০	৬১৯৬
স্নাতকোত্তর শ্রেণী	৪	—	৪	২	১	৩	৬০	৪১	১০১

Admitted Starred Question No. 58

Name of M, L. A. : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Ministee-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে সারা রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিতে নিয়েছেন ? এবং

২। খোয়াই ব্লক অন্তর্গত সোনাতোলা ভূমিহীন কলোনী, বলাবিল ভূমিহীন কলোনী, সিবিছড়া ভূমিহীন কলোনী ও জগন্নাথপাড়াতে প্রাথমিক স্কুল খোলার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

DEPUTY CEIEF MINISTER · SHRI D, DEB

১। ৮৪ টি।

২। প্রস্তাবগুলি যথা সময়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Admitted Starred Question No, 64

Name of M. L. A. Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of teh Education Department be pleased to state .—

১। ইহা কি সত্য যে, বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত রাঙাপানীয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে ১৯৭৯ সনে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি নেয়া হইয়াছিল ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে অদ্যাবধি তা কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

DEPURY CHIEF MINISTER : SHIR D. DEB

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starreed Question No. 78

Name of M. L. A. : Smt. Gita Cheudhury

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Miniter-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। প্রগতি জুনিয়র হাই (for Girls) স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নতি করার সরকারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকরী হইবে।

ANSWER

DEPUTY CHIEF MINISTER : SHRI Dasarath Deb

১। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 133.

Name of the M. L. A. :—Sri Rasiklal Roy

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-incharge of the Education Department be please to state :—

১। শান্তিনগর এস, বি, স্কুলের Upgrading করা হইয়াছিল কি ?

২। যদি হয়ে থাকে, তবে ক্লাশগুলির জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

ANSWER

DEPUTY CHIEF MINISTER : SHRI Dasarath Deb

১। উন্নীতকরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু পরে তাহা বাতিল করা হয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. — 145.

Name of the M. L. A. — Shri Syama Charan Tripura

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে ত্রিপুরা শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর তুলনামূলক সমীক্ষা নামক একটি পুস্তিকা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশ করা হয়েছে,

২। সত্য হইলে উল্লিখিত পুস্তিকায় প্রদত্ত হারে ত্রিপুরার সরকারী শিক্ষকরা বেতনভাতা পাচ্ছেন কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ, শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর তুলনামূলক বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

২। ত্রিপুরার সরকারী শিক্ষকগণ ত্রিপুরার বেতন কাঠামোতে বেতন পাচ্ছেন।

Admitted Started Question No. 178.

Name of M. L. A. :— Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleaed to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (+২ স্তর) বিদ্যালয়ে designated প্রধান শিক্ষক নেই,

২। না থাকিলে তাহার কারণ, এবং

৩। কবে নাগাদ এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ সমূহ পূরন করা হবে বলে আশা করা যায়?

Minister-in-Charge :— শ্রী দশরথ দেব।

উত্তর

১। ৯৪টি উচ্চমাধ্যমিক এবং ২৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই।

২। যে সমস্ত পদ হতে Promotion ভিত্তিক প্রধান শিক্ষকের পদ পূরন করা হয় সে সমস্ত পদের Seniority list তৈরী হচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পূরনের ক্ষেত্রে আদালতের স্থগিত আদেশ আছে।

৩। দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত বাধাগুলো দূর হলেই প্রধান শিক্ষকের পদ সমূহ যথা-সম্ভব শীঘ্র পূরন করা হবে।

Admitted Starred Question No. 185

Name of Member :— Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। হোটেল ও রেস্টুরেন্ট কি শিল্প বা কারখানা বলে গণ্য হয়?

২। যদি হয় তাহলে হোটেল রেস্টুরেন্টের শ্রমিক কর্মচারীরা কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং তা পেতে শ্রম দপ্তর তাঁদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন?

উত্তর

১। না।

২। হোটেল ও রেস্টুরেন্ট শিল্প বা কারখানা বলে গণ্য হয় না। সপস্ এণ্ড এস্টাব্লিশমেন্ট এক্ট-এর আওতায় আসে।

Admittd Starred Question No. 186,

Name of member : Shri Manik Sarkar,

Will the Hon'ble Minister In-Charge of

Labour Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মোট কতজন বে-সরকারী মোটর শ্রমিক এখন পর্যন্ত appoiatnent letter পেয়েছেন ?

২। যারা পাননি তাদের এই নিয়োগ পত্র পেতে শ্রম দপ্তর কিভাবে সাহায্য করতে পারেন।

উত্তর

১। রাজ্যের মোট ২২০ জন বে-সরকারী মোটর শ্রমিক এখন পর্যন্ত নিয়োগ পত্র পেয়েছেন।

২। যে সমস্ত শ্রমিকগণ নিয়োগ পত্র পাননি তাহাদিগকে নিয়োগ পত্র প্রদানের জন্য মালিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং আইনানুগত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্য করা যাইতে পারে এবং এইভাবে শ্রম দপ্তর সাহায্য করিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 203

Name of M, L. A, :—Shri Buddha Deb Brme

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাজ্যে কয়টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ ছিল ;

২। তন্মধ্যে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের ২৮শে নভেম্বর পর্যান্ত কয়টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ;

৩। যদি এ পর্যান্ত কোন ছাত্রী নিবাস নির্মিত না হয়ে থাকে, তার কারন ?

ANSWER

১। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাজ্যে মোট ১৬টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণের জন্য রাজ্যখাতে ২২, ৮৫,০০০ টাকা (বাইশ লক্ষ, পঁচাশি হাজার) টাকা এবং সম পরিমান অর্থ কেন্দ্রীয়খাতে বরাদ্দ ছিল।

২। তন্মধ্যে ১৯৮২-৮৩ সন পর্য্যন্ত ২টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণের জন্য কাজে মোট ৩,৯০, ৭৮৩ (তিন লক্ষ, নব্বই হাজার, সাতশত তিরাশি) হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted S arred Question No. 206.

Name of M.L.A. : Sri Buddha Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮২ ইং ডিসেম্বর থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত মহার্ঘ-ভাতা যাহা তাহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা রাখার জন্য কেটে রাখা হচ্ছে সে টাকা এ, জি, ত্রিপুরাকে যথাযথ হিসাব দেওয়া হচ্ছে কি না ;

২। এ, জি, তে হিসাব দেওয়া হলে তাহা এ, জি, প্রদত্ত জি, পি, এফ-এর বাৎসরিক Statement-এ দর্শানো হয় কি না ; এই তথ্য রাজ্য সরকার নিয়েছেন কি না ;

৩। না হলে তার কারণ ?

Minister in-charge of Finance Department —Chief Minister

ANSWER

১। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন বিলে কাটা হয় এবং এ, জি, ত্রিপুরা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার হিসাব রাখেন। রাজ্য সরকারকে কোন হিসাব এ, জি, কে বুঝিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। বিলে কাটা টাকার ভিত্তিতে কর্মচারীদের (চতুর্থ শ্রেণী ছাড়া) নিজস্ব প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকার হিসাবও এ, জি, রাখেন।

২। মঞ্জুরী কৃত অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩ ৮৪ সালের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে আলাদা আলাদা ভাবে জমা পড়বে। এ, জি. ত্রিপুরা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সদস্য (চতুর্থ শ্রেণী ছাড়া) এমন প্রত্যেক রাজ্য সরকারী কর্মচারীর মোট বাৎসরিক জমার পরিমাণ সুদ সমেত কত তা আলাদা আলাদা বাৎসরিক বিবরণীতে কর্মচারীদের জ্ঞাতার্থে তাদের অফিসে পাঠান। জমা টাকার পরিমাণ ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য থাকলে কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ অফিসের মারফত এ: জি: ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগ করে হিসাব চূড়ান্ত করেন।
তাই রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে আলাদাভাবে এ: জি: র নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজন হয় না। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের নিজস্ব প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসাব Head of the Department রাখেন।

৩। প্রশ্ন ওঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 211
Name of M. L. A. Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে সারা রাজ্যে কয়টি সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে উন্নীত করার সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং স্কুলের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২। উদয়পুর মহকুমার আঠারলা, গাঁও সভার জলেমা Sr. Basic বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

DEPUTY CHIEF MINISTER : SHRI D. DEB

১। ২০টি। কোন্ কোন্ বিদ্যালয় উন্নীত করা হইবে সে ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই।

২। যথা সময়ে অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Admitted staarred Question No :—217
Name of member :— Snri Dhirendra Debnath, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Employment depe-rtment be pleased to state t—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং সনের জুনের দাঙ্গায় নিহত লোকের মোট কতটি পরিবারের কতজন লোককে সরকার এ যাবত চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

Minisaer-in-charge of the Labour & Employment department :— SHRI B. Dutta

উত্তর

১। ১৯৮০ইং সনের জুনের দাঙ্গায় মোট ১২৫৪টি পরিবার হইতে ১২৫৪ জন লোককে সর-কার এ যাবত চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন। তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১। কুমারঘাট ব্লক... ৫ জন

২। কাঞ্চনপুর ব্লক— ১ জন

৩। পানিসাগর ব্লক— —

৪। ছামনু ব্লক ৪ জন

৫।	সালেমা ব্লক—	৭ জন
৬।	খোয়াই ব্লক—	৮৯ জন
৭।	তেলিয়ামুড়া ব্লক—	৪৯ জন
৮।	জিরানিয়া ব্লক—	২৩৭ জন
৯।	মোহনপুর ব্লক—	৫৫ জন
১০।	বিশালঘর ব্লক—	১৯৩ জন
১১।	মেলাঘর ব্লক—	৪ জন
১২।	মাতার বাড়ী ব্লক—	২২৬ জন
১৩।	বগাফা ব্লক—	২ জন
১৪।	রাজনগর ব্লক—	৩ জন
১৫।	সাতচাঁদ ব্লক—	২ জন
১৬।	অমরপুর ব্লক—	১৮০ জন
১৭।	ডম্বুরনগর ব্লক—	২ জন
১৮।	সদর—	১৯৫ জন
	মোট—	১২৫৪ জন

Admitted starred
Question No. 220

Name of M. L. A. : Shri Dhireddra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Educatiou Department be pleased to state :—

১। হরিনাথপা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। যদি না থাকে কার কারণ ?

ANSWER

DEPUTY CHIEF MINISTER : SHRI D. DEB

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা এখনও লওয়া হয় নাই।

২। যথাসময়ে।

৩। অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া সংখ্যা কম থাকায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 226

Name of Member : Shri Ratimohan Jamatia will be Hon'ble Minister in charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। শিলং এ "ত্রিপুরা ভবন" করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

MINISTER IN CHARGE OF THE : CHIEF MINISTER
S. A. DEPARTMENT. (SHRI NRIPEN CHAKRABORTY)

উত্তর

১। না। শিলং-এ "ত্রিপুরা ভবন" করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No. 234.

Name of M. L. A. : Maharani Bibhu Kumari Devi.

will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

1. Is there any proposal for construction of Boarding Houses for SC/ST students at different Sub-Divisions ?

(বিভিন্নমহকুমায় অবস্থিত তপশিলী ভুক্ত জাতি উপজাতি

ছাত্রাবাসগুলির নির্মাণের কোন প্রস্তাব আছে কি ?)

2. How many SC and ST students are there at present in Boarding Houses in the State ?

(রাজ্যের তপশিলীভুক্ত জাতি ও উপজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে বর্তমান ছাত্র সংখ্যা কত ?)

Minister in-Carge :- Answer Sri D. Deb

১। হ্যাঁ।

২। তপশিলী উপজাতিভুক্ত ও তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রাবাসগুলিতে বর্তমান তপজাতি ও তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ১,৬৭৫ এবং ৪৫১।

ANNEXURE —'B'

Admitted Unstarred Question No. 5.

Name of M. L. A. : Shri Rudreswar Das.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত কয়েকটি Sing teacher Shool আছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে কয়টি (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

৩। উপরিউক্ত বিদ্যালয়গুলিতে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন।

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :—Shri Dasaratha Deb

১। হঁ্যা।

২। নিম্নে বর্ণিত বিভগে ভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী মোট ৩৫৫টি এ ধরনের বিদ্যালয় আছে।

সদর—৩০ উদয়পুর—৮ কমলপুর—৩৪

খোয়াই—২৪ অমরপুর—৬৩ কৈলাসহর—৬৬

সোনামুড়া—১৮ বিলোনীয়া— ধর্মনগর—৪৯

সাব্রুম—৩১

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরও প্রাথমিক এবং কক-বরক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার সার্বিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

Admittd Unstarred Question No. 9.

Name of M. L. A :— Shri Nagendra Jametia.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১। রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী পরিচালিত কোন কক-বরক বিদ্যালয় আছে কি?

২। থাকিলে, কোথায় কোথায়? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। না থাকিলে, তার কারণ?

MINSTER IN-CHARGE :— ANSWER : SHRI D. DEB.

১। শিক্ষা বিভাগের অধীনে কক্ বরক বিদ্যালয় বলিয়া পৃথক শ্রেণীর কোন বিদ্যালয় নাই। সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলিতে যেখানে কক্-বরক ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রী আছে এইরূপ ৭৪২ টি স্কুলে কক্-বরকের মাধ্যমে ক্লাশ টু পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। সাংগঠনিক/প্রশাসনিক কারণ।

Admittd Unstarred Question No. 31
Name of M. L. A. Shri Narayan Das.

Will the Hon' ble Ministor-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। তকছাপাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টির গৃহ মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। ইহা কি সত্য যে, সোনামুড়া মহকুমায় অনেক নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল গৃহ মেরামত করার প্রয়োজন আছে ;

৩। সত্য হলে ঐ ধরনের স্কুলের সংখ্যা কত ;

৪। ইহাও কি সত্য, ঐ মহকুমায় অনেক স্কুলে আসবাবপত্রের অভাবে-ছাত্র ছাত্রীরা বসতে পারছেনা ;

৫। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ আসবাবপত্রের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINSTER-IN-CHARGE :— Sri D. Deb.

১। আছে।

২। হ্যাঁ

৩। ৭৮টি (নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল=৬৪টি উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল=১৪টি)

৪। হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

৫। শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Unstarred Question No. 32.
Name of M. L. A. :—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Education Departtent be pleased to state : —

১। ১৯ অক্টোবর ১৯৮৩ পর্যন্ত কতজন বেকার জবফরম পূরণ করে জমা দিয়েছেন ?

২। ইহাদের মধ্যে স্নাতোকত্তর, স্নাতক, মাধ্যমিক ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারীর সংখ্যা কত ?

৩। এই সব বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?

৪। ১৯৮১ সালে যারা জবফরম পূরণ করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কতজনের চাকুরী হয়েছে আর কতজনের হয়নি এবং

৫। নূতন করে নিয়োগ কালে ১৯৮১ সালের জবফরম পূরণ কারীদের অগ্রাধিকার দিবেন কিনা ?

MINISTER IN CHARGE ANSWER :—Shri Dasaratha Deb.

১। বিগত ১৮ থেকে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৩ইং সময়সীমার মধ্যে শিক্ষা দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকের পদের জন্য যে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে মোট ১৩,২৯৫টি দরখাস্ত জমা পড়েছে।

২। স্নাতোকত্তর—২৫০, স্নাতক—১,৫০৭, মাধ্যমিক—১০,১৪৯ এবং অন্যান্য ১,৩৮৯ জন।

৩। সমস্ত বেকারদের শিক্ষাদপ্তরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। তবে এদের মধ্যে আংশিক বেকারের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা চলছে।

৪। ১৯৮১ সনের জবফরম মোতাবেক শিক্ষা বিভাগে মোট ২,৪৪৫ জনের চাকুরী হয়েছে। কতজনের চাকুরী হয়নি তা বলা সম্ভবপর নয়, কারণ এদের মধ্যে অনেকে ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য দপ্তরেও ইতিমধ্যে চাকুরী পেয়েছেন।

৫। হঁ্যা।

Admitted Unstarred Question No. 34

Name of Member :— Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State : —

১। সারা রাজ্যে ১৯৮৩-৮৪ইং সনের আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহ নাই বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ঐ সমস্ত বিদ্যালয় গৃহ নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

২। গ্রহণ করা হইলে তাহার সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত কতগুলি বিদ্যালয় গৃহ নির্মান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং কতগুলির এখনও বাকী আছে ?

ANSWER

MINISTER-IN CHARGE । SHRI D. DEB

১। হাঁ,

২। ১৯৮৩-৮৪ ইং বৎসরের আর্থিক বরাদ্দ হইতে নিম্ন লিখিত সংখ্যক নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহের নির্মান বা মেরামতি কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

বিভাগের (মহকুমার) নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১। সদর	৯৪
২। সোনামুড়া	৬০
৩। খোয়াই	৭৮

৪।	সাব্রুম	৬৫
৫।	অমরপুর	৬১
৬।	উদয়পুর	৭১
৭।	বিলোনিয়া	১০২
৮।	কমলপুর	৪২
৯।	কৈলাশহর	১৩১
১০।	ধর্মনগর	৯৬
	মোট :—	৭৭০

Admitted Unstarred Question No. 35.

Name of Member :- Shri Makhan Lal Chakraborty
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, গরীবদেরে আইনের সাহায্য দেওয়ার জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তাহাতে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কতজন গরীব জনসাধারণ এই সাহায্য পেয়েছেন? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No.—36
Name of M. L. A. Sayed Basit ALi

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর School Inspectorate এর অধীনে সিনিয়র ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং শিক্ষকের সংখ্যা কত?

২। ইহা কি সত্য যে শিক্ষকের অভাবেই ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপক ক্ষতির অন্যতম কারণ?

উত্তর

১। সিনিয়র বেসিক স্কুল= ২৬ টি এবং শিক্ষকের সংখ্যা= ২৩০ জন।
জুনিয়র বেসিক স্কুল= ১০৮ টি এবং শিক্ষকের সংখ্যা= ২৬৩ জন

১৩৪ টি ৪৯৩ জন

২। আংশিক সত্য।

Admitted Question No. 39, (Unstarred)
Name of Member :— Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble minister in-charge of the Labour Department of pleased to State—

প্রশ্ন

১। Shops and Establishrnent Act অনুযায়ী দোকান কর্মচারীদের স্বীকৃতি অধিকার রক্ষার শ্রম দপ্তর কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

২। মালিকরা স্বীকৃতি অধিকার সর্বক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভোগ করতে দিচ্ছেন না এমন অভিযোগ শ্রম দপ্তরের জানা আছে কি ?

উত্তর

১। দোকান কর্মচারীদের স্বীকৃত অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্যের বড় বড় বাজার ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে Tripura Shops and Establishnents Act এর আওতায় আনা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত ব্লক স্তরে একজন করিয়া শ্রম পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা উক্ত আইন মোতাবেক প্রতিটি দোকান ও বাস্থ্য পরিদর্শন ক্রমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

"Minimum Wages Act, 1948"—অনুযায়ী উক্ত কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। নিম্নতম মজুরী পুনর্নির্দ্ধারনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

২। হোটেল রেস্টুরেন্টের মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আইন সঙ্গত অধিকাব বঞ্চনার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। তাহা তদন্তক্রমে মীমাংসা করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No :—43
Name of M. L. A :— Shri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Ministre in--charge of the Education Departmemt be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইমারী স্কুলগুলিতে কতজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ও শিক্ষিকা রয়েছে,

২। এই সকল গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মধ্যে কতজন রেগুলার কর্মচারী হিসেবে পে-স্কেল পান না, (জেলা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। প্রাইমারী স্কুলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ যারা রেগুলার কর্মচারী হিসাবে পে-স্কেল পান না, তাদের রেগুলার হিসাবে পে-স্কেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

৪। যদি এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকেন তাহলে তার কারণ ?

Minister-in-charge :— ANSWER Shri Dasarath Deb.

১। ৫৫৩ জন।

২। এদের সকলেই রেগুলার কর্মচারীর পে-স্কেল পান, তবে এদের মধ্যে মোট ২০৯ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের পে স্কেল পান না। জেলা ভিত্তিক হিসাব :— পশ্চিম ত্রিপুরা—৯৮, দক্ষিণ ত্রিপুরা—৬৬ এবং উত্তর ত্রিপুরা—৪৫ জন।

৩। প্রাইমারী স্কুলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ রেগুলার কর্মচারী হিসাবেই পে-স্কেল পেয়ে থাকেন. তবে এদের মধ্যে ২০৯ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকেরা পে-স্কেল পান না। এদের গ্র্যাজুয়েট পে-স্কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় নাই।

৪। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮২ ইং থেকে যে সমস্ত শিক্ষক যে ধরণের পদে বহাল আছেন সেই পদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনক্রম পাবেন। পরবর্তী ধাপে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ালেও যে পর্য্যন্ত এদের জন্য প্রয়োজনীয় পদ না পাওয়া যায় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী নিযুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্তমান পে-স্কেল পাবেন।

Admitted Unstarred Question No.—44.

Name of the M. L, A. Shri nagendra Jametia.

প্রশ্ন

১। একই ধরনের কাজ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন বেতনক্রম পাইতেছেন এই রূপ সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা (দপ্তর ভিত্তিক) কত ?

২। একই ধরনের কাজের জন্য একই বেতন চালু করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?

৩। যদি না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। এইরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় না।

২। বিভিন্ন পদের বেতনক্রম নির্দিষ্ট করিবার জন্য কাজের ধরন, নূন্যতম যোগ্যতা, বিশেষ প্রযুক্তি বিদ্যাগত যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

তবে আরও কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গৃহ নির্মান বা মেরামতির কাজ হাতে নেওয়ার জন্য অর্থ সংস্থানের চেষ্টা চলিতেছে।

৩। উপরিউক্ত সংখ্যক কাজ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২২১টি বিদ্যালয় গৃহের নির্মান বা মেরামত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং ৫৪৯ টির কাজ বাকি আছে।

Admitted Unstarred Question NO. 136
Name of mamber : Shri Narayan Dae, and
Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Coarfe of the
Labaur and Employment DePartaent bs Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ক) ১৯৮৩ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সরকারী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিস্ট্রিকৃত তপশীলি জাতি এবং তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেকারের সংখ্যা কত ; (আলাদা আলাদা হিসাব)

খ) যাহাদের সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়সসীমা অতিক্রম হওয়ার ৬ মাস বা ১বৎসর বাকী আছে এবং যাহাদের বয়স সীমা অতিক্রম হয়ে গিয়াছে এইরূপ বেকারের সংখ্যা কত, (আলাদা আলাদা হিসাব)

গ) ঐ রূপ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

MIEISTER-IN CHARGE OF THE :— SHRI B. DUTTA
LABOUR AND DEPARTMENT

উত্তর

১। ক) ১৯৮৩ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সরকারী কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা মোট—৮২,৫৪২ জন। এদের মধ্যে

তপশীলি জাতি— ৬,৫৫১ জন
তপশীলি উপজাতি— ৭,৬৬২ জন
এবং অন্যান্য সম্প্রদায়— ৬৮,৩২৯ জন

মোট—৮২,৫৪২ জন

খ) সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়স সীমা অতিক্রম হওয়ার ৬ মাস বা ১ বৎসর বাকী আছে এরূপ বেকারের সংখ্যা ৮৯০ জন। এদের মধ্যে তপশীলি জাতি—২৬ জন, তপশীলি উপজাতি—১৯ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়—৮৪৫ জন।

এবং যাহাদের সরকারী চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রম হয়ে গিয়েছে এরূপ বেকারের সংখ্যা—৩০৩০ জন। এদের মধ্যে তপশীলি জাতি—৩১২ জন, তপশীলি উপজাতি ১৯৬ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়—২৫৪২ জন

গ) সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়স সীমা অতিক্রম হওয়ার ৬ মাস বা ১ বৎসর বাকী আছে এরূপ বেকারদের নাম কর্মসংস্থান হইতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং যোগ্যতা ভিত্তিক উপযুক্ত খালি পদে পরপর কয়েক বার নাম পাঠানো হয়ে থাকে।

এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বয়স সীমা অতিক্রান্ত বেকারদের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে SREP ও NREP প্রকল্প সমূহে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যথা :—

ইট ভাটা স্থাপন, সমবায় ভিত্তিতে চা-বাগান গঠন, রাবার শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Rubber Plantaiion গঠন, সব্জী উৎপাদকদের সমবায় গঠন, সমবায় ভিত্তিক মোটর পরিবহন সংস্থা গঠন, হস্তচালিত শিল্পীদের জন্য সহজ সর্তে ঋণ ও কাঁচামালের বন্দোবস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া বর্তমানে সরকার স্ব-নির্ভর কর্ম-প্রকল্পের অধীনে ২৬টি ব্যবস্থা ও শিল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পগুলি হল (১) Laumdry Shop স্থাপন (২) সাইকেল রিক্সা মেরামতির প্রতিষ্ঠান (৩) নাইলন দড়ি তৈরী প্রকল্প (৪) কাঠের আসবাব তৈরীর কারখানা (৫) টিন ও লোহার ঝালাই কাজের প্রতিষ্ঠান (৬) রেডিও তৈরী ও মেরামতির সংস্থা স্থাপন (৭) রুটি-ও বিস্কুট তৈরীর কারখানা (৮) বাঁশ ও বেত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন (৯) মোটর কারখানা স্থাপন (১০) কমার্শিয়েল আর্ট- (১১) মোমবাতি তৈরীর কারখানা স্থাপন (১২) বেটারী তৈরীর দোকান (১৩) ফটোগ্রাফির দোকান (১৪) স্টীল, ট্রাংক তৈরীর কারখানা স্থাপন (১৫) টার্নার, ফিটার ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প স্থাপন (১৬) ঝালার দোকান স্থাপন (১৭) কর্মকারের দোকান স্থাপন (১৮) ইলেকট্রিক তার ও বিদ্যুৎ কাজ (১৯) তন্তুবয়ন শিল্প স্থাপন (২০) সেলুন স্থাপন (২১) হাঁস মুরগী পাল শিল্প (২২) হাঁস পালনন (২৩) দুগ্ধ প্রকল্প স্থাপন (২৪) দরজী দোকান শিল্প প্রকল্প ইত্যাতি।

ANNEXURE— "C"

Postpond Starroed Question No. 9

Namc of the member :— Shri Keshab Majumdar,

Will thc Hon blo Ministcr-in-chargc of the Tribal Wolfarc Depatcmont be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি অতিবৃষ্টি জনিত কারনে টিলা ভূমির ধস পড়ায় কারনে কত পরিমান জুম ফসল নষ্ট হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এইসব কারনে কতটি জুমিয়া পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,

৩। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে তাদের কি ধরণের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। নষ্ট হওয়া জুম ফসলের বিভাগ ভিত্তিক পরিমান নিম্নরূপ :—

(ক) সদর — ৮.০০ মে: টন

(খ) খোয়াই — ৭.৩৬ ,, ,,

(গ) সোনামুড়া — ×

(ঘ) ধর্মনগর — ৮.০০ ,, ,,

(ঙ) কৈলাসহর — ৪৭২.০০ ,, ,,

(চ) কমলপুর — ×

(ছ) উদয়পুর — ১৬.৮০ ,, ,,

(জ) সাব্রুম — ৭২.০০ ,, ,,

(ঝ) বিলোনীয়া — ১৩.০০ ,, ,,

(ঞ) অমরপুর — ৩৮.৫০ ,, ,,

মোট : — ৬৩৫.৬৬ মে; টন

২। ৩,৯৪২ পরিবার

৩। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মধ্যে তদন্তের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য প্রদান, জুম চাষের উপযোগী বিভিন্ন জাতের বীজ বিতরন, এস, আর, ই, পি-এন, আর, ই, পি,। এর মাধ্যমে ভূমি সংরক্ষন, মাটি সরানো. ইত্যাদি প্রকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়াদের সহায়তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পা গ্রহণ করেছেন।

Interein replied on 11-10-83 Admitted Starred Question No.44 (Postponed)

Name of M.L.A. Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বিলথৈ বাদশমান বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি ;

এবং

২। ঐ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু করার জন্য উক্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ সরকারের নিকট কোন আবেদন করেছেন কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB

১। হ্যাঁ, আগামী শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞানশাখা চালু করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে।

২। হ্যাঁ, করেছেন।

Interim replied on 11-10-83 Admitted Starred Question No. 128

Name of the Member :— Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কাঞ্চনবাড়ী ১২ (দ্বাদশ) শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাকা ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ বন্ধ থাকার কারণ কি?

২। উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইতে আর কত বছর লাগবে?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI – D. DEB

১। নিযুক্ত ঠিকাদারের গাফিলতির জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ কিছু অগ্রসর হওয়ার পর বন্ধ হয়েছিল।

২। অবশিষ্ট কাজ হাতে নেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে তবে কবে কাজ সম্পন্ন হবে তাহা এখন বলা সম্ভব নয়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on wednesday, the 21st December, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amaendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chife Minister, all other Ministers, the Deputy Speaker and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

Mr. Speaker :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্যে প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী তরণী মোহন সিনহা।

শ্রী তরণী মোহন সিন্হা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

শ্রী আরবের রহমান :— মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

প্রশ্ন

১। সাইদারপার (কালাপানি) রাবার বাগান ১৯৮৩ ইং-এর আগে কত হেক্টর জমিতে করা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে ১৯৮৩ ইং সনে কত হেক্টর জমিতে করা হইতেছে ?

২। ১৯৮৩ ইং সনের আগে উক্ত বাগানে রাবার চাষের জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছিল ?

৩। ১৯৮৩ ইং সনের আগে উক্ত রাবার বাগানের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্বে কে ছিলেন ?

উত্তর

১। সাইদারপার (কালাপানি) রাবার বাগান ১৯৮৩ ইং এর আগে ৩০-৫০ হেক্টর জমিতে করা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে ১৯৮৩ ইং সনে সেখানে কোন রাবার বাগান করা হইতেছে না।

২। ১৯৮৩ ইং সনের আগে উক্ত বাগানে রাবার চাষের জন্য মোট ৫৬,১১৮.৩৬ টাকা খরচ হইয়াছিল।

৩। ১৯৮৩ইং সনের আগে উক্ত রাবার বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, কর্পোরেশন রেঞ্জার দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে জানিয়েছেন, সাড়ে ত্রিশ হেক্টর জমিতে ৫৫ হাজার টাকা খরচ করে রাবার বাগান করা হয়েছে। আমি বলব, উপর মহল থেকে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই বাগান ৩০ হেক্টরের কম হবে এবং এর জন্য আনুমানিক ৭৪ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। এতৎ সত্ত্বেও সেখানে মাত্র ৫০ থেকে ৬০টি গাছ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তখনকার দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারের গাফিলতির দরুন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল কিনা?

শ্রী আরবের রহমান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাইদারপার রাবার বাগানে ১৯৮২ ইং সনে ৫০ হেক্টরে বাগান করা হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী ইচ্ছাকৃত প্ররোচনায় গাছ নষ্ট করে। বর্ত্তমানে উক্ত সাইদারপার রাবার বাগানে ২৪.৬৭ হেক্টর জমিতে পুনরায় রাবার বাগান করা হয়েছে। উক্ত স্থানে ১৯৮৩ ইং সনে ৬০ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৩ ইং সনে বাগানের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ ইং সনে পুনরায় চারা রোপন করা হয় নাই।

শ্রী তরণীমোহন সিন্‌হা :— এই তথ্যও সত্য বলে আমি মনে করি না।

শ্রী আরবের রহমান :—এই ব্যাপারে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা বাগান নষ্ট করে দিয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বাগান তৈরীর সময় এই গ্রামের লোকেরা কোন আপত্তি জানিয়েছিল কি? এবং জানালে তখন কি বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছিল?

শ্রী আরবের রহমান :—সেই সময়ে কোন আপত্তি ছিল না। গাছ লাগানোর পরে ঐ এলাকার কিছু সংখ্যক লোক তা নষ্ট করে দেয়। ঐ এলাকার গরীব জনসাধারণ চেয়েছিলেন, সেখানে একটি রাবার বাগান করার জন্য। আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সেখানে ৩০.৫০ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :- শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :- কোয়েশ্চান নাম্বার. ২০।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার. ২০ ।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত কত পরিবারকে আই. আর. ডি. পি. স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কীমের অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ পরিবারের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হয় নি ?

৩। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত প্রকল্প সমূহকে বাস্তবোপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। অক্টোবর, ১৯৮৩ ইং পর্যন্ত মোট ৩৬, ৭৬৭টি পরিবারকে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ণ প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে।

২। উক্ত প্রকল্পে ন্যূনতম ঋণের কোন পরিমাণ নির্ধারিত করা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই আই. আর. ডি. পি. থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই তো প্রতিটি পরিবারের জন্য ঋণের পরিমাণ কত হতে পারে তা জানান হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক সেই অনুযায়ী ঋণ দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক থেকে সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে না। এই না হবার কারণ কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই কথাটা সত্য যে, আই. আর. ডি. পি-এর সুপারিশ করার পরেও ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে বেনিফিশারীরা ঋণ পাচ্ছেন না। এই স্কীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্লক ভিত্তিক বছরে ৬০০ পরিবার যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে এই ঋণ যাতে সহজতর ভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে এইখানে আছে, ফলের বাগান তৈরী, গো পালন, দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা, জমিতে জল সেচের জন্য পাম্পের ব্যবস্থা করা, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন, হাঁস, মুরগী, শুকর পালনের জন্য বিভিন্নভাবে টাকা দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু তা দেওয়া হয় না বলে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়নে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে বেনিফিসিয়ারীজরা বলদ বা অন্যান্য জিনিস কিনার জন্য ব্যাংকের ঋণের জন্য যান, তখন তাদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ব্যাংকের কাছে। যার ফলে ঋন দেওয়ার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা ঃ-সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দারিদ্র সীমারেখার নীচে যারা আছেন তাদেরকে টাকা দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত এবং ব্লক সিদ্ধান্ত করে দিলেন যে অমুক অমুক টাকা পাবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংকে নাম পাঠনোর পর ব্যাংক বলছে যে তাদের জমি নেই বা যে জমি আছে. সেই জমি বন্ধক রেখে টাকা দেওয়া যাবে

না বা তাদের যে পরচা আছে সেই পরচা দেখানোর পরও ব্যাংক বলেছে যে সেই পরচা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাদেরকে ঋণ দেওয়া যাবে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- স্যার, যে সমস্ত বেনিফিসিয়ারীজ ব্যাংকে ঋণ নেওয়ার জন্য যান তারা ব্যাংকের ফর্মা অনুযায়ী সর্ত্ত পুরাপুরি পালন করতে পারেন না বলেই এই ঋন দেওয়ার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আই. আর. ডি. পি. স্কীমে ঋণ পাওয়ার জন্য বি. ডি. সি. থেকেই বেনিফিসিয়ারীজ ঠিক করে দেওয়া হয় এবং ব্যাংক এবং ব্লক থেকে অফিসার গিয়ে সেই সমস্ত বেনিফিসিয়ারীজদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে লিস্ট নিয়ে আসেন। এবং সেই লিস্ট অনুযায়ী অফিস থেকে যখন স্যাংশন হয়ে যখন ব্যাংকে যায় তখন ব্যাংক ঐ লিস্ট ডিনাই করে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং জানলে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—এটা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী সার, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের প্রতি পার্লামেণ্টের একটা রিকমণ্ডেশান ছিল যে-"Perfomance of the bank managers should be evaluated not with reference to total lending but with reference to the number of poor people of weaker sections to whom loans have been given. "(১১২ তম রিপোর্ট, পি. এ. সি, লোকসভা) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ এসেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—এটা আমার জানা নাই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আই. আর. ডি. পি স্কীমটি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগের স্কীম। কিন্তু ব্যাংকের অফিসাররা এই স্কীমটিকে আদৌ কার্য্য-করী করতে রাজী নন। বিশালগড়ে একটি কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে। সেখানে এ পর্য্যন্ত ৭/৮ টি কেস মাত্র করা হয়েছে। আর দক্ষিণ জেলার প্যাক্স থেকে মাত্র ২/৩ শত টাকা দিয়ে আর টাকা দিচ্ছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—স্যার, ব্যাংক টাকা দিতে অনিচ্ছুক নয়। তবে তারা কাজ বিলম্বিত করছে তা আমি আগেই বলেছি। তবে মাননীয় সদস্য যে তথ্য-ভিত্তিক উদাহরণ দিলেন সেটা আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ৩০ স্যার।

শ্রীখগেন দাস :—কোয়েশ্চান নং ৩০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, অম্পি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের মাইক্রোস্কোপ এবং বৈদ্যুতিক পাখা কয়েক মাস আগে চুরি হয়ে গেছে?

২। যদি সত্য হয় তাহলে এই ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

৩। নিয়ে থাকলে তার বিবরণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। নেওয়া হয়েছে।

৩। চুরি যাওয়ার পর এ ব্যাপারে অম্পি থানায় রেফার করা হয়েছে। অম্পি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এটা তদন্ত করছেন এবং আমাদের ডাইরেক্টরেটের অফিসারদেরও তাড়াতাড়ি তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অম্পি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র থেকে যে মাইক্রোস্কোপ ও ইলেকট্রিক পাখা চুরি হয়েছে সে ব্যাপারে পুলিশ কোথাও সার্চ করেনি এবং কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদও করেনি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার জানা নাই। তবে, আমরা পুলিশকে বলেছি তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পেশ করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে যে কম্পাউণ্ডার আছেন, উনি বহুদিন যাবৎ ওখানে আছেন এবং তার বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে। ঔষধ পাচার থেকে আরম্ভ করে নানা ধরণের কাজের জন্য সে গাঁয়ে গণ্ডগোল হয়েছে। এবং ঐ কম্পাউণ্ডার সে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের মেডিক্যাল ইনচার্জ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ঐ কম্পাউণ্ডার ঐ ডাক্তারের ইমেজ নষ্ট করার জন্য এই সমস্ত কাজ করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা আমার জানা নাই। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন কম্পাউণ্ডার দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন সেখানে, ইদানিং তিনি ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। তবে উনি দুর্নীতির সাথে যুক্ত কিনা সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ঘটনার কয়েকদিন পরে আমি অম্পি প্রাথমিক

স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে বলেন যে কোথায় মাইক্রোস্কোপ এবং ইলেকট্রিক পাখা আছে তা পুলিশকে জানানো হয়েছে, কিন্তু পুলিশ এ ব্যাপারে কোন এ্যাকশান নেয় নি। এবং পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন যে বাইরের চাপ থাকাতে তারা এ্যাকশন নিতে পারছেন না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করার ব্যবস্থা নেবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমরা পুলিশকে তাড়াতাড়ি তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ৪০ স্যার।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ৪০ স্যার।

প্রশ্ন

১) কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদীদের জন্য কি কি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে?

২) কারাগার থেকে মুক্তির পরে ঐ সব শিক্ষা প্রাপ্ত কয়েদীদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা?

৩) থাকিলে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১) আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রকার কারা বন্দীদের জন্য পৃথক পৃথক পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে। উক্ত ব্যবস্থাপনায় আছেন শিক্ষা বিভাগের সমাজ শিক্ষা কর্মীবৃন্দ। শিক্ষার্থীগণকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং পরীক্ষা দানের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান ও সুযোগ সুবিধাদির যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের জন্য বহু গ্রন্থ সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার আছে। ইহা মনুষ্য কল্যাণ নির্ব্বাহকের পরিচালনাধীন। তাহার তত্ত্বাবধানে বন্দীদের গ্রন্থাদি পাঠের পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে। তদুপরি বন্দীদের জন্য দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়। ঐ সব পত্র-পত্রিকাদি তাহাদের প্রচলিত সমাজ জীবনের সংগে একাত্ম করিয়া তোলার সহায়ক হয়। কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের আচরণ ব্যবহার সংক্রান্ত নৈতিক মান উন্নতি কল্পে আলোচনা সভার ব্যবস্থাদি করা হয়। নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে ধর্মোপদেশক কর্ত্তৃক নৈতিক মান উন্নয়ন-মূলক উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থাও আছে। অধিকন্তু স্বরবর্ধক যন্ত্রের মাধ্যমে বেতার অনুষ্ঠান এবং শিক্ষামূলক চলচিত্রের প্রদর্শন নিয়মিতভাবে পরিবেশিত হয়।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়নশিল্প, মুদ্রণ শিল্প, বই বাঁধান শিল্প, দরজী শিল্প ও বাঁশ বেত শিল্প এক বিশেষ ভূমিকা পালন করিতেছে। উক্ত বন্দীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে অত্যাধুনিক হস্ত চালিত বয়ন শিল্প, স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণ যন্ত্র, উন্নত মানের কাগজ কাটার মেশিন, সেলাইকল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংস্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত যন্ত্রাদির ব্যবহার-লব্দ দক্ষতা বন্দীগণের পরবর্তী স্বাধীন জীবনে উন্নতমানের জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করা সম্ভব হয়।

২। কারাবন্দীদের পরবর্তী মুক্ত জীবনের সহায়ক নিয়োগমূলক কোন সরকারী পরিকল্পনা ও সংস্থান এখনও গৃহীত ও অনুসৃত হয় নাই।

৩। উত্তর নিরপেক্ষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় কারাগারে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা এবং শিক্ষার কথা বলেছেন ওটা অন্যান্য ডিভিশন্যাল যে জেলগুলি আছে, সেগুলিতে এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :- আমাদের জেল কোড অনুসারে, যে সমস্ত ডিষ্ট্রিক জেল আছে সেখানে এই ধরণের সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রত্যেক কয়েদীকেই ২ মাস, ১ মাস রাখার পর সেন্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার করা হয়, তাই সব রকম ব্যবস্থা সেন্ট্রাল জেলগুলিতে করা হয়। যেহেতু সমস্ত কয়েদীকে ট্রেন্সফার করে দেওয়া হয়, সে জনাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কেন্দ্রীয় কারাগারের যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বললেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে কতজন ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :- ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীদের প্রতিষ্ঠা-লাভের সহায়তা করা হয়। নি.প-রেতের কাজের জন্য সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করা হয়। বর্ত্তমানে এই রকম ১০জন বন্দী মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদীকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

শ্রীখগেন দাস :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়াতে হোমিও প্যাথিক ও আয়ুর্বেদীক ডিস্পেনসারী খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের

আছে কি ?

২। থাকিলে উপরিউক্ত পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক অধীন ইয়াকরাইবাড়ীতে একটি হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারী খোলার পরিকল্পনা আছে। নূতন কোন আয়ুর্বেদীক ডিস্পেনসারী খোলার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

২। উপযুক্ত ভাড়া বাড়ী পাওয়া গেলে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীটি খোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভাড়া বাড়ীর প্রয়োজন হয় না। গভর্ণমেন্ট যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে বিল্ডিং তৈরী করতে পারেন।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোথায় কনস্ট্রাকশ্যান্ হবে, তার জন্য আমাদের যে টাকার প্রয়োজন, টাকা থাকলেই আমরা কনস্ট্রাকশন্ করি, যেহেতু টাকা নেই তাই এই মুহূর্তে কনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন আসে না। তবে যাতে লোকেরা সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তার জন্য আমরা বাড়ী ভাড়া পেলে করতে পারি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে আয়ুর্বেদীক ডিসপেনসারীর কথা বলা হয়েছে, ত্রিপুরারাজ্যে স্টাইপেণ্ড নিয়ে বহু ছাত্র পড়তে চলে গেছে। তারা পাশ করে আসলে সঠিকভাবে এই কাজকে রূপায়ণ করতে গেলে একটা হাসপাতালের প্রয়োজন হয়। সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আয়ুর্বেদীক হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

শ্রীখগেন দাস—এটা রিলেটেড নয় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন। তবে আমার জানা আছে, আমি বলছি যে, ১৯৮৩—৮৪ সালে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল তৈরী করার পরিকল্পনা আছে, তার জন্য এষ্টিমেট করছি, এষ্টিমেট হয়ে গেলে কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তেলিয়ামুড়া ইয়করাইবাড়ীতে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল খোলার জন্য জায়গা দেওয়ার পরও এখন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীখগেন দাস—উপযুক্ত ভাড়া বাড়ী যদি পাওয়া যায় এবং আমাদের যদি ইনফরমেশ্যান দেন তার জন্য আমাদের সাইড সিলেকট কমিটি আছে, ওটা আমাদের জানালে আমরা দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস্।

শ্রীনারায়ণ দাস :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৬।

শ্রীআরবের রহমান :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা হইতে যে সব্ গাছ কাটা হইয়াছে তাহাতে সরকারের কত টাকা আয় হইয়াছে ?

২। রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় গাছ কাটা এবং চোরা কারবারীদের সংগে বন বিভাগের কর্মচারীদের যোগসাজসে কাটা গাছ পাচার হওয়া সম্পর্কে অবগত আছেন কি ?

৩। থাকিলে সরকার তাহা বন্ধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

৪। এর ফলে সরকারের বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা হইতে যেসব গাছ কাটা হইয়াছে তাহাতে সরকারের মোট ৩৯০'৮৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

২। রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় অবৈধভাবে কিছু কিছু বৃক্ষ কর্ত্তন সম্পর্কে বনদপ্তর অবগত আছেন। কিন্তু তৎসংগে বন বিভাগের কর্মচারীদের যোগসাজসের কোন তথ্য বন দপ্তরের জানা নাই।

৩। অবৈধভাবে বৃক্ষ কর্ত্তন রোধ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে বন কর্মীদের দ্বারা গঠিত টহলদার বাহিনী নিয়োগ করা হইয়াছে।

৪। অবৈধভাবে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা হইতে বৃক্ষ কর্ত্তন ও পাচারের ফলে বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১. ১. ১৯৭৮—৩১. ৩. ৭৮ ইং :	টাকা	২২,১২৫'২৯	পঃ
১৯৭৮—৭৯ ইং :	টাকা	৫৯,৭১৪ ০৩	পঃ
১৯৭৯—৮০ ইং	টাকা	৮০,৯৪৩,৭৮	পঃ
১৯৮০—৮১ ইং	টাকা	৬৯,২০৯,৭৯	পঃ
১৯৮১—৮২ ইং	টাকা	১,০৭,২৭০,৭৫	পঃ
১৯৮২—৮৩ ইং	টাকা	১,৩০,৬৪৫,০৫	পঃ

শ্রীনারায়ণ দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকায় ফরেষ্ট বাগানে ঢোকার পর বামফ্রন্ট ক্যাডাররা এবং প্রধানরা তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফরেষ্ট এরিয়ায় যে বাগান আছে সেখান হইতে কাঠ বাড়ীতে নিয়ে ঘর তৈরী করেছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আত্মীয়-স্বজন কিনা ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইরকম যে একটা প্রশ্ন করেছে মাননীয় সদস্য সেটা আমার জানা নেই। তবে স্পেশিফিক যদি কোন নির্দিষ্টভাবে খবর মাননীয় সদস্য দিতে পারেন, তাহলে দেখা যাবে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সোনামুড়া বর্ডার-এ বাংলাদেশে যে স-মিল করেছে সেই স-মিল কাদের কাঠের দ্বারা হয়েছে ? এবং অনবরত বাংলাদেশের লোকেরা যে কাঠ গরুর গাড়ী করে নিয়ে যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাদের ধরার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাট গাঁও সভার প্রধান শ্রীঅমর

ভট্টাচার্য্য, উনি একজন কাঠের কনট্রাকটর, ওনার কথায় ডি, এফ, ও, ফরেষ্টটার সবাই চলেন যেহেতু উনি একজন বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান। তাদের সামনে সেই লোকটি ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকা হইতে গাছ কেটে সেটা ব্ল্যাকে বাজারে বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীআরবের রহমান :—এটা আমার জানা নাই।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাঙ্গামুড়া আগরতলার কাছাকাছি একটা ফরেস্ট রিজার্ভ বাগান আছে। সেই বাগানের মধ্যে যে গাছ আছে সে গাছ ফরেষ্টের লোকেরা এবং ঠিকাদার যে ব্যবসায়ী আছেন, ব্যবসা করার নামে, এদের সবাইর নাম আমি বলতে পারি, কিন্তু এখন আমি বলবনা, এরা সবাই কংগ্রেসের লোক, এরা গাছ কেটে নিয়ে আগরতলায় পাচার করছেন এবং বিক্রী করছেন এবং অবিলম্বে যদি এই জিনিসটা বন্ধ না করেন তাহলে পরে এটা আরও বেড়ে যাবে।

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, গত সেপ্টেম্বর মাসে চড়িলাম রেঞ্জ অফিসে নাবাওড়া গ্রামে ফরেষ্ট এলাকায় কতিপয় দুস্কৃতিকারী বে-আইনী ভাবে কাঠ কাটছিল। চড়িলাম রেঞ্জ অফিসের নেতৃত্বে তাদের ধরা হয় এবং রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর বিশালগড়ে আসার পরে কংগ্রেস (আই)-এর কর্মীরা ট্রাকে করে সেই রেনজারকে হামলা করে রামদা, বোমা নিয়ে। রেঞ্জার নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীআরবের রহমান :—এইটা খবর নিয়ে জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২।

প্রশ্ন

১। সমগ্র রাজ্যের একুশ লক্ষ মানুষের আহার্যের জন্য বার্ষিক চাল ও গমের প্রয়োজন কত ?

২। কত সংখ্যক লোক বর্ত্তমানে রেশনিং-এর আওতায় এসেছে ?

৩। রাজ্যের বর্তমান রেশনিং ব্যবস্থার জন্য বার্ষিক চাল ও গমের চাহিদা কত ?

উত্তর

১। রাজ্যের বর্ত্তমান বর্দ্ধিত লোক সংখ্যার জন্য প্রায় ৪, ২২, ০৬০ মেঃ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক— ১৭, ৪৪, ৬৭৫।
অপ্রাপ্ত বয়স্ক— ৪, ১৯, ৮৪৬।

৩। চাউল প্রায়— ১, ২০,০০০ মেঃ টন।
গম প্রায়— ১৪,০০০ মেঃ টন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সমগ্র রাজ্যের বার্ষিক চাউল গড়ে যে প্রয়োজন মন্ত্রী মহোদয় বললেন, বিগত বিধানসভায় ত্রিপুরার বার্ষিক উৎপনের যে অংক দেখানো হয়েছে তাতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ৪৫০ মেট্রিকটন চাউল, ৬ হাজার মেট্রিক টন গম, এবং ২ হাজার মেট্রিক টন ডাল বীজ, তেল বীজ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে বর্ত্তমানে যে চাহিদা বললেন, যে অংকটা তাতে দেখা যাচ্ছে বিরাট ফারাক। তাতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে রেশনের বরাদ্দ আসে, সেটাকে অতিরিক্ত মনে করা যেতে পারে। তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি মনে হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই সম্পর্কে বলছি। যারা কৃষক, যারা চাল উৎপাদন করেন, তাদের পুরো চালটা বছরের শেষে হিসাবে আসে না। এটা শুধু ত্রিপুরায় নয়, এটা সারা ভারতের চিত্র। কৃষকরা কিছু চাল নিজেদের বীজ ইত্যাদির জন্য রেখে দেন। কিছু উদ্বৃত্ত চাল তাদের ঘরে থাকে। একমাত্র যদি জাতীয়করণ করা যায় তাহলে উদ্বৃত্ত চালকে মজুত করা সম্ভব হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রকুরমেণ্ট করিনা। তার কারণ এখানে বড় জোতদার নাই। এখানে শতকরা ৮২—৮০ জন কৃষক আছে যাদের জমির পরিমাণ ৫ কানি বা তার কম। তারমধ্যেও শতকরা ৫০ ভাগ টিলা। এখন পর্যন্ত শতকরা ৫ ভাগের বেশী ফসল হয় না। যেখানে শতকরা ৪ ভাগ জোতদার সেখানে এইরকম মজুত করার মতন বা সরকারী কর্তৃত্বে চাল সংগ্রহ করার কোন নীতি আমাদের সরকারের নেই। আমরা সে রকম নীতি অনুসরণ করিনা। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সে রকম নীতি অনুসরণ করাতে পারেন না। আমরা এরকম নীতি অনুসরণ করি যখন চালের দাম কমে যায় তখন আমরা চাল সংগ্রহ করি, চালের দামটা উপরে উঠানোর জন্য। মাননীয় সদস্য বিরোধীরা থেকে যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা উঠে না। এখানে বছরের শেষে যে চাল উদ্বৃত্ত হয়ে আসে সে চাল আমরা রেশনের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, সেটা সামঞ্জস্যহীন। রেশনের চাল কোথা থেকে আসে বাজারে সেটা উঠে না। কারণ যারা এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি-তে কাজ করে চাল পায় তারা আবার যে পয়সা পায়, সে পয়সা দিয়ে তাদের কার্ডে দিয়ে রেশন শপ থেকে চাল নিতে যায় না। যারা জমির চাল খান তারা হয়ত বুঝবেন না কিন্তু যারা কাজ করে খান তারা বুঝেন। আমাদের যেটা ডেফিসিট সেটা আমরা

চেয়েছি। আমাদের ডেফিসিট সব সময়ে সমান থাকে না। কোন সময়ে ১০ হাজার মেট্রিক টন, আবার যখন রেশন শপ থেকে ততটা চাল নেয়না, তখন ৭ থেকে সাড়ে সাত মেট্রিক টন চাল লাগে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, যেখানে বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে ৪ লক্ষ ২২ হাজার মেট্রিক টন চাল দরকার, সেখানে যদি ৪ লক্ষ ২৩ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়, তাহলে ঘাটতি কোথায় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এস, আর, ই, পি, বা এন, আর, ই, পি,-তে যারা কাজ করছেন তাদের পরিবারে হয়ত ৭ জন মেম্বার আছে, তার মধ্যে হয়ত ২/৩ জন কাজ করছেন এবং কোপনে চাল নিচ্ছেন আর বাকীদের মধ্য থেকে তারা তাদের কার্ডের চালও নিচ্ছেন। এটা কি ঠিক নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?"

মিঃ স্পীকার :—এটাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত চাল থেকে পিঠা, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদির চালও ত রাখেন সেটা কি ঠিক নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সেটার কথা বলা হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওনারাত রসগোল্লা খান, তাই এটা না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৭।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশান নাম্বার—৮৭।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৭।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকাধীন রংমালা গাঁওসভায় লেনিন যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা কবে গ্রহণ করা হয়েছিল ?

২। উক্ত পরিকল্পনার জন্য ১৯৮৩—৮৪-র আর্থিক বছরের বাজেটে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল কিনা, এবং

৩। বর্তমানে উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার জন্য কি কি কার্য্যক্রম নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লক অধীন রংমালা গাঁও সভায় লেনিন যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা ঃ – সাপ্লিমেন্টারি স্যার.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কৃষি দপ্তরের প্রশ্ন, কাজেই সমবায় দপ্তরের দেওয়া সম্ভব না।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার. তাহলে যে রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৪।

মি ঃ স্পীকার ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৪।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ভারতীয় খাদ্য নিগমের গুদাম হইতে রাজ্য সরকারের জন্য বরাদ্দকৃত (ফুড কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া) চাউল প্রচুর পরিমাণ ধর্মনগর গুদাম ও রেল-ইয়ার্ড থেকে নিয়মিত বহিঃ রাজ্যে পাচার হচ্ছে?

২। যদি সত্য হয়, তবে এর প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

৩। উক্ত দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৪।

মিঃ স্পীকার ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৪।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, যে সমস্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ কর্তৃক পরিচালি য়-কেন্দ্রগুলিতে মূলধনের অভাবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে?

২। যদি সত্য হয়, তবে সেই অচলাবস্থা দূরীকরনে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন;

উত্তর

১। না। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এইযে ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্গুলির মাধ্যমে রেশন সপ বা স্যায্য-মূল্যের দোকান খোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে অনুসারে ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্গুলির ব্যাংক থেকে এই ন্যায্য-মূল্যের দোকান চালানোর জন্য মূলধন সংগ্রহ করার কথা, কিন্তু ব্যাংকগুলি তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন দিচ্ছেনা তাতে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ যাতে রেশন সোপ্ পরিচালনা করতে পারে তারজন্য সরকার তরফ থেকে মূলধন দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ব্যাংক থেকেও লোন দেওয়া হয়।

সৈয়দ বসিত আলি :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ল্যাম্প এব প্যাক্স্গুলি যে চালাতে পারছেন না তা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, কৈলাসহরে লক্ষ্মীপুর-এর ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ খাদ্য সরবরাহ করতে পারছে না, এই তথ্য সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাইভেট ডিলারস্দের হাত থেকে রেশনসপগুলি নিয়ে নেবার নীতি আমরা গ্রহণ করেছি বটে তবে তাদের কোন দোষ না দেখিয়ে সেই রেশন সপ্ তাদের হাত থেকে নেওয়া যায় না, এই জন্য তারা কোর্টের দ্বারস্থ হন এবং কয়েকটি কেসে তারা জিতেছেনও। এখানে একটা প্রশ্ন হলো যে প্রাইভেট ডিলাররা কিভাবে তাদের রেশন সপ চালান। আমরা দেখেছি যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্গুলি সুদে টাকা এনে রেশন সপ চালানো ক্ষতি হয়। অথচ ডিলাররা সে রেশন সপ্ চালাতে পারেন তাতে কিছু রহস্য রয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বলেছি যে, যাতে করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর ভর্তুকী এবং পরিবহণ ব্যায়ের উপর ভর্তুকী দেওয়া হয়, নতুবা রেশন সপের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা অসুবিধা-জনক হবে। আর এই সব জিনিস যেমন কেরোসিন, চিনি, চাল, গম ইত্যাদির দাম কেন্দ্রীয় সরকারই ঠিক করে দেন, সুতরাং এইগুলির দাম বাড়িয়েও বিক্রি করা যায় না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, অন্ততঃ এক কিলোমিটারের মধ্যে রেশন সপ্ থাকতে পারে না কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কাঞ্চনপুরে যে কো-অপারেটিভ-এর রেশন সপ রয়েছে তার এক কিলোমিটারের মধ্যেই আরেকটি প্রাইভেট ডিলারকে রেশন সপ দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মি : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার—১৫৭।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার—১৫৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের উপজাতি সংরক্ষন নীতি অনুযায়ী সমবায় বিভাগের ডেপুটি রেজিস-ট্রার এবং এসিসট্যান্ট রেজিসট্রারের অব্ কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্-এর কয়টি পদ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আছে, এবং

২। ঐ বিভাগে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোন পদ বর্ত্তমানে খালি আছে কি না?

৩। যদি খালি থাকে তা পূরণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে?

উত্তর

১। উপজাতি সংরক্ষন নীতি অনুযায়ী সমবায় বিভাগে ডেপুটি রেজিস্ট্রারের ২টি পদ এবং এসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রারের ৩টি পয়েন্ট উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

২। হ্যাঁ, খালি আছে।

৩। ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যোগ্য ব্যাক্তি দ্বারা উক্ত পদগুলি পূরণ করা হবে।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পদগুলি হানড্রেড পয়েন্ট রোস্টারের নিয়ম অনুযায়ী পূরণ করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : হ্যাঁ, তবে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী করা হবে।

মিঃ স্পীকার : প্রশ্নোত্তর এর সময় শেষ।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ANNEXURES —"A & "B")

রেফারেন্স পিরিয়ড।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি।

সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি

দিয়াছি এবং বিষয়ের পাশে মাননীয় সদস্তর নাম উল্লেখ করছি।

বিষয়টি হলো :— "টি, আর, টি, সি, র বাস কনডাক্টারদের একাংশের কর্মবিরতির ফলে গত ২৩শে ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন রুটে টি, আর, টি, সি, সার্ভিসে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার,

আমার বিষয়টি হলো : টি, আর, টি, সি, র বাস কনডাকটারদের একাংশের কর্ম্মবিরতির ফলে গত ২০শে ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন রুটে টি, আর, টি, সি, সার্ভিসে বিঘ্ন হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২২শে ডিসেম্বর বক্তব্য রাখতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২২শে ডিসেম্বর বক্তব্য রাখবেন।

আমি গত ১৯. ১২. ৮৩ইং তারিখ রেফারেন্স পিরিয়ডের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহাশয়ের নিকট হতে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির উপর অদ্য ২১. ১২. ৮৩ ইং তারিখে বক্তব্য রাখবেন বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বিষয়টি হলো :

গত ১১ই অক্টোবর, ১৯৮৩ ইং অমরপুর মহকুমার ডালাক বাজারে উগ্রপন্থীদের হামলার ঘটনা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার. স্যার, গত ১২/১০/৮৩ ইং আনুমানিক রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় ১০/১৫ জনের এক উগ্রপন্থী দল ৭/৮টি দেশী বন্দুক, লাঠি এবং লোহার রড নিয়ে দংরামা বাড়ীগামী রাস্তা দিয়ে ডালক বাজারে হানা দেয়। দলটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বাজারের অভ্যান্তরে প্রবেশ করে বাজারের দোকান পাট লুটপাট আরম্ভ করে। তাহারা শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা. শ্রীমলিন চন্দ্র সাহা. শ্রীলিটন লোধ, শ্রীপ্রবোধ দাসগুপ্ত এবং শ্রীমল্লিক সরকার

প্রভৃতি দোকানীদের দোকানপাট লুঠ করে সাবান, ব্যাটারী এবং টর্চ ইত্যাদি প্রায় দুই হাজার টাকা, মুদি দোকানের জিনিষ, একটি ট্র্যানজিস্‌টার রেডিও ও নগদ প্রায় ১৫০০ (পনের শত) টাকা লুঠ করে। দলটি বাজারে লুঠপাট করার সময়ে নিকটের এক দুর্গা মণ্ডপে সমবেত স্থানীয় লোকজন লাঠি নিয়া দ্রুত বাজারের দিকে ছুটে যান। ঐ সকল লোকদিগকে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং কাঠের টুকরা ছুড়িতেছে দেখিয়া দুষ্কৃতকারীদের একজন তাহার দেশী বন্দুক থেকে এক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলির আঘাতে ডালকের শ্রীদীনেশ চন্দ্র পাল নামে এক ব্যাক্তি ঘটনা স্থলে নিহত হন। জনসাধারণের প্রতিরোধের ফলে ডাকাত দল পালাইয়া যায়। মালবাসার দিকে পলায়নরত দুর্বৃত্তরা পথিকদের উপর হামলা করে। ফলে মালবাসার শ্রীআসগর আলী (৬০ বৎসর) শ্রীসমব চন্দ্র শীল (৪৫ বৎসর) শ্রীমতী চিনুবালা পাল (৪৮ বৎসর) এবং শ্রীআনন্দ সরকার (৫০ বৎসর) প্রভৃতি আহত হন। এই আহতগণকে অমরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় ডালাকেব শ্রীবিশ্বজিত সাহার অভিযোগক্রমে বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ এবং ৩৯৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (১০) ৮৩ লিপিবদ্ধ করা হয়। অভিযোগকারী বীরগঞ্জ থানায় পাহারপুবের শ্রীবকুল রিয়াং নামে এক দুর্বৃত্তকে সনাক্ত করেন।

গত ১৩-১০-৮৩ইং পুলিশ উক্ত শ্রীবকুল রিয়াং এবং ১৬-১০-৮৩ইং তাং বীরগঞ্জ থানার শ্রীবিষ্ণুপদ জমাতিয়া তরফে রকতাই এবং শ্রীরামরাই জমাতিয়াকে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করেন। শ্রীবকুল রিয়াংকে গত ১৪-১০-৮৩ইং তাং কোর্টে চালান দেওয়া হয় এবং গত ৩-১১-৮৩ইং তারিখ তিনি জামিন পান। শ্রীবিষ্ণুপদ জমাতিয়া এবং শ্রীরামরাই জমাতিয়াকে গত ১৭-১০-৮৩ইং তাং কোর্টে চালান দেওয়া হয়। তাহারা বর্তমানে জেল হাজাতে আছেন। অনুসন্ধানে জানা যায় উক্ত দুই ব্যক্তি এবং কাছিমার শ্রীদাতারাম রিয়াং, শ্রীবিজয়রাম রিয়াং, হাজার বাড়ীর শ্রীবিজয়রাম রিয়াং, ছন্দুকছড়ার শ্রীললিত সাধন জমাতিয়া, বেলামনী জমাতিয়া, তৈর্কনবাড়ীর শ্রীতুপরাই জমাতিয়া, শ্রীকার্ত্তিক রিয়াং, শ্রীহানপিলা রিয়াং, মোনাক্ষাবাড়ীর শ্রীরোজাপাই রিয়াং, গাকলাকাবাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি দেববর্মা, ছন্দুকছড়ার শ্রীকফুলা জমাতিয়া এবং রাংগাছড়ার শ্রীনারায়ণ দেববর্মা প্রভৃতিরা ডালক বাজারে ১২-১০-৮৩ইং সন্ধ্যায় ডাকাতির সংগে জড়িত।

পুলিশ উক্ত ঘটনায় রাঙগাছড়ার শ্রীপ্রেমযজ্ঞ জমাতিয়া ওরফে রামরাই এবং শ্রীবাসুদেব জমাতিয়া নামে দুই ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু তাহারা উক্ত ঘটনায় জড়িত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। ঘটনাটি তদন্তধীন আছে।

শ্রীজওহর সাহা:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। গত ১২ই অক্টোবর অমরপুর বাজার থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার-এর মধ্যে ডালাক বাজারে উগ্রপন্থী দল কর্ত্তৃক হামলা হওয়াতে কংগ্রেস (আই)-এর কর্মী শ্রীদীনেশ পাল ঘটনাস্থলে উগ্রপন্থীদের গুলিতে নিহত হন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, ডাকাত দল বলে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, অথচ দেখা যায় গত কিছুদিন আগে অমরপুর বাজারে যখন উগ্রপন্থী

আত্মসমর্পণ করে বিনন্দ জমাতিয়ার অনুগামীরা তখন দেখা গেল যে বিনন্দ জমাতিয়ার একজন অনুগামী প্রকাশ্য মিটিংএ বলে যে, আমি নিজে ডাকাকের ঘটনা করেছি। অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এতবড় একটা ঘটনাকে ডাকাত দলের বলে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন হলো না। আপনি স্পেসিফিক বলুন।

শ্রীজওহর সাহা—দাতারাম রিয়াং বিনন্দর অনুগামী, সে এমনি আরও কিছু ঘটনা করেছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি প্রভৃতি কয়েকজন কর্মীর উপর, এই ঘটনাকে আড়াল করার জন্য অত্যাচার করছে। এখন আমি জানতে চাইছি এই যে ঘটনা—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি কি করছেন? এটা কি স্পেসিফিক কোন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান নয়?

শ্রীজওহর সাহা :—আমি জানতে চাইছি যে, এটা কি ডাকাতির ঘটনা? না উগ্রপন্থীদের ঘটনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্যরা শুনতে চাননা, বক্তৃতা করতে চান? স্যার প্রথমেই আমি বলেছি একদল উগ্রপন্থী। কাজেই তারা যদি না শোনেন আমার কিছু বলার নাই। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি বলতে চাই দাতারাম রিয়াং টি. এন, ভি.-এর সদস্য; এ, টি, পি, এল, ও,-এর নয়। কাজেই এ, টি, পি, এল, ও, এর সংগে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীজওহর সাহা :—কংগ্রেস (আই) কর্মী দীনেশ পাল যে নিহত হয়েছে, এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা অথবা তার পরিবারের কাউকে চাকুরী দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই ধরনের ঘটনায় আমরা আর্থিক সাহায্য করি অথবা পরিবারের কেউ যদি চাকুরীর যোগ্য থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে চাকুরী দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—দাতারাম রিয়াং ২৫শে নভেম্বর সারেণ্ডার করেছে। সরকারের সঙ্গে এই যে আত্মসমর্পণের ঘটনা, এটা অনেকদিন আগে থেকেই দাতারামের সংগে আলোচনা চলছিল এবং সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে প্রাক্তন বিধায়ক শ্যামল বাবুর সংগে তার যোগাযোগ ছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এটা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হয়েছিল কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, আত্মসমর্পণটা ওরা সহজে হজম করতে পারছেন না। জঙ্গলে যাওয়াটা ওদের কাম্য এবং বাংলাদেশে যাওয়াটাও ওদের কাম্য এবং এইভাবে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তারা গদীতে আসতে চান। কাজেই এর সংগে এই বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হচ্ছে মাননীয় শ্রীনকুল দাস মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত রেফারেন্স পিরিয়ডের উপর আনীত প্রস্তাবটি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি. প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। প্রস্তাবটি হচ্ছে, "গত ৬ই ডিসেম্বর রাতে বিলোনীয়া বিভাগের অন্তর্গত পূর্ব পিপিড়িয়া গাঁও সভার সুকান্ত হাটে কং (ই) দুস্কৃতকারীগণ কর্ত্তৃক অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৬.১২.৮৩ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় বিলোনীয়া বিভাগের অন্তর্গত পূর্ব পিপড়িয়াখলা গাঁও সভার সুকান্ত হাটে (বাজার) একদল অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী আগুন লাগায়, ফলে নিম্নলিখিত ২টি ঘর এবং ৫টি দোকান সম্পুর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায় —

১। শ্রীচিন্তাহরণ ধোপী (দাস) এর চা ষ্টল —ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫,০০০ টাকা।
২। শ্রীমনোরঞ্জন বৈদ্য রেশন দোকানের ডীলার—ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৭,০০০ টাকা।
৩। শ্রীরণজিৎ সরকারের চা ষ্টল —ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫,০০০ টাকা।
৪। শ্রীশৈলেশ সরকারের বাজে মালের দোকান —ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৭,০০০ টাকা।
৫। একটি কালী মন্দির — ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫,০০ টাকা।
৬। সি. পি. আই. (এম দলের পার্টি অফিস গৃহ) —ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১,০০০ টাকা।
৭। শ্রীমন্ত দেবনাথের বাজে মালের দোকান —ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০০ টাকা।

এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে আনুমানিক প্রায় ৩৬, ০০০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

এই ঘটনাটি বিলোনীয়া থানার সুকান্ত বাজারের জনৈক শ্রীমনোরঞ্জন বৈদ্যের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (১২) ৮৩ নথিভূক্ত করা হয়।

এই অগ্নিকাণ্ডে কেহ আহত হন নাই বা প্রাণহানি ঘটে নাই।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই এবং এই ব্যাপারে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, এই যে বাজারে আগুন দেওয়া হয় সেখানে রেশনের দোকানে শ্রীমনোরঞ্জন বৈদ্য তখন ঘরের ভেতরে ছিলেন এবং রঞ্জিত সরকারও ঘরের ভেতরেই ছিলেন। কাজেই বং (ই) দুস্কৃতকারী যে আগুন দিয়েছিলেন, তাতে ঘরের ভেতরের লোকদের পুড়িয়ে মারারই উদ্দেশ্য ছিল. এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি? আমার ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, দুস্কৃতকারীদের নাম দেওয়া সত্বেও এখন পর্যান্ত গ্রেপ্তার না হবার কারণ কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—দুস্কৃতকারীদের নাম দিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—ঐ বাজারে কোন থানা আছে, তা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য

নকুলবাবু যে বলেছেন কংগ্রেসী দুস্কৃতকারী তাও ঠিক নয়। দুস্কৃতকারীদের কোন জাত থাকে না। এবং বাজারটাও শুধু মাত্র সি. পি. এম-এর বাজার নয়। রাত্রের অন্ধকারে কারা বাজারে আগুন লাগিয়েছে তা মাননীয় সদস্য কি করে জানতে পারবেন?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান হয় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, সরকার বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়টি হচ্ছে, "গত ১৯শে ডিসেম্বর, ৮৩ ইং বিধান সভার গেইটে কার্ত্তিক পালের খুনের আসামী আশুতোষ দাসের নেতৃত্বে চড়িলাম ও বিশালগড়ের একদল সমাজ-বিরোধী টি. আর. এস, ২৫৫ বাসটি ভর্ত্তি হয়ে এসে মন্ত্রী ও বিধায়কদের উদ্দেশ্যে অশ্লিল উক্তি করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৯. ১২. ৮৩ ইং তারিখ আনুমাণিক বেলা ১১টায় চড়িলাম কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য শ্রীমতিলাল সাহার সঙ্গে ৩০/৩৫ জন যুবক নিয়ে টি. আর. এস. বাসে করিয়া বিধান সভার প্রধান গেইটে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীমতিলাল সাহা, এম. এল. এ, বিধান সভা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং অন্যরা প্রধান গেইটের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রধান গেইটের বাইরে তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করার ফলে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারগণ তাহাদিগকে সংযতভাবে চলাফেরার নির্দেশ দিলে তাহারা প্রধান গেইটের পাশে মাঠে দাঁড় করান একটি বাসের পাশে দাঁড়াইয়া থাকেন।

বেলা প্রায় ১১-৩০মিঃ-এর সময় বিশালগড়ের সর্ব্বশ্রী (১) খোকন চন্দ্র রায়, (২) মিহির লাল সাহা (৩) মৃন্ময় চক্রবর্তী পাশ নিয়া বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। অন্যান্যরা একত্রে নিজেদের মধ্যে উচ্চ-স্বরে কথা বলাবলি করিতেছিলেন এবং মাঠের পাশে বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতে লাগিলেন। কর্তব্যরত পুলিশদল তাহাদিগকে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া তাহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন।

মধ্যাহ্ন বিরতির সময় প্রায় ১/১-৩০ মিঃ-এরমধ্যে বনমন্ত্রী তাহার গাড়ী করিয়া ঐ স্থান অতিক্রম করার সময়ে গাড়ীর পার্শে দণ্ডায়মান ঐ সমস্ত যুবক হঠাৎ সজোরে চিৎকার করিয়া উঠে। কর্ত্তব্যরত পুলিশ অফিসার তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ সকল যুবকদিগকে এইরূপ আচরণ হইতে বিরত থাকার জন্য বলিলেন। যুবকগণ তাহাদের বাসে উঠিয়া বসিল। উক্ত ঘটনা ভিন্ন পুলিশের গোচরে অন্য কোনরূপ ঘটনা আসে নাই। পুলিশ সর্বদাই সতর্ক

ছিলেন। বেলা প্রায় দেড়টার সময় শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য বিরোধী দলের নেতা ও শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার এম, এল, এ,-র অনুরোধে বিধান সভার জয়েন্ট সেক্রেটারী ৫টি অতিরিক্ত কার্ড বিশালগড়ের যুবকদের দেওয়ার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু গেটে কর্ত্তব্যরত বিধানসভার কর্মী শ্রীনৃপেন্দ্র দেববর্মাকে বাধ্য করে ১৫টি কার্ড ইস্যু করতে। যাদের নামে এই কার্ডে ইস্যু করা হয়েছিল, তাদের নামগুলি আমি পড়ে শুনাচ্ছি, (১) শ্রীরণজিৎ ঘোষ, (২) শ্রীবাবুল সাহা, (৩) শ্রীহরি গোস্বামী, (৪) শ্রীঅজিত সাহা, (৫) শ্রীমধু দাস, (৬) শ্রীতপন দেবনাথ, (৭) শ্রীআশুতোষ পাল, (৮) শ্রীভানু মিঞা, (৯) শ্রীশুকলাল ঘোষ, (১০) শ্রীকৃষ্ণ লস্কর, (১১) শ্রীচন্দ্র দেবনাথ, (১২) শ্রীঅজিত সাহা, (১৩) শ্রীবিজয় সাহা, (১৪) শ্রীস্বপন দেবনাথ, ও (১৫) শ্রীবিকাশ দাস। এই ১৫ জনকে অতিরিক্ত কার্ড দিতে বাধ্য করা হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে যে সমস্ত নাম দেয়া যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ করার কারণ আছে যে, টাইটেল পাল্‌টিয়ে কার্ড নিয়েছিলেন। শ্রীআশুতোষ পাল দেখা যাচ্ছে কিন্তু টাইটেল হবে "দাস"। ঠিক তেমনি শ্রীবিজয় চক্রবর্তী বিজয় সাহা দিয়ে কার্ড নিয়েছেন। এছাড়াও আরো ২/১ জন লোক মনে হচ্ছে এইভাবে তাদের নাম টাইটেল পাল্‌টিয়ে কার্ড নিয়েছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এর মধ্যে সমাজবিরোধী আশুতোষ দাস প্রধান আসামী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, শিক্ষক কার্তিক পালের খুনের আসামী তপন দেবনাথও আমাদের যুব নেতা খুর্শিদ আলম খানের খুনের আসামী স্বপন দেবনাথ তারা পলাতক। অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু কেস আছে সেগুলি আমি পড়ে শুনাচ্ছি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য যে কি কারণে তাদেরকে সমাজবিরোধী বলা হয়েছে।

শ্রীআশুদাস সান অব রসরাজ দাস, লক্ষীবিল। তার বিরুদ্ধে মার্ডার কেস না হলেও ৪টা কেস আছে। শ্রীহরি গোস্বামী, সান অব উপেন্দ্র গোস্বামী, জাঙ্গালিয়া, বিশালগড়। তার বিরুদ্ধে ৮টা কেস আছে। তাকে বিভিন্ন সময়ে এরেষ্ট করা হয়েছে। ১৪-৭-৮৩ তারিখে তিনি সারেণ্ডার করেছেন, ১১-৫-৮৩ তারিখে এ্যারেষ্ট হয়েছেন, ৬-৭-৮৩ তারিখে আবার এ্যারেষ্ট হয়েছেন, সেখানে ডাকাতি ও আগুন দেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। আরেকটা কেসে ১-১২-৮৩ তারিখে আত্মগোপন করার পর সারেণ্ডার করেছেন। তারপর ২০-৮-৮৩ তারিখে তিনি আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। শ্রীরনজিৎ ঘোষ, সান অব লেট সাধন ঘোষ, জাঙ্গালিয়া, বিশালগড়। তার বিরুদ্ধে ৬টা কেস আছে। ১-১২-৮২ তারিখে তিনি সারেণ্ডার করেছেন, ২৫-৭-৮৩ তারিখে তিনি সারেণ্ডার করেছেন, ৬-৭-৮৩ তারিখে তিনি আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনটা কেসে তিনি এ্যারেষ্ট হয়েছেন, আবার আত্মগোপন করার পর ২৫-১১-৮৩ ইং তারিখে সারেণ্ডার করেছেন। শ্রীসুখলাল ঘোষ, তার বিরুদ্ধে ৪টা কেস আছে। শ্রীকৃষ্ণ লস্কর, তার বিরুদ্ধে দুইটা কেস আছে। শ্রীস্বপন দেবনাথ তার, বিরুদ্ধে ৩টা কেস আছে। শ্রীতপন দেবনাথ তার বিরুদ্ধে দুইটা কেস আছে। শ্রী খুকন রায়, তিনি কার্ড নিয়ে প্রবেশ করেছেন, তার বিরুদ্ধে দুইটা কেস আছে। শ্রীভানু মিঞা তার বিরুদ্ধে দুইটা কেস আছে। শ্রীমিহির লাল সাহা, তার বিরুদ্ধে একটা কেস আছে। শ্রীবাবুল কুমার সাহা, তার বিরুদ্ধে একটা কেস আছে। এইসব দাগী লোকগুলি আমাদের বিরোধী দলের চীপ হুইপ শ্রীসুধীর মজুমদারের সহায়তায় এই হাউসে ঢুকেছিলেন।

একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। কারণ তারা চড়িলাম ও বিশালগড়ের সমস্ত অপরাধের সংগে জড়িত। কাজেই এই হাউসে তাদের পক্ষে কোন রকম অপরাধ সংগঠিত করা অসম্ভব ছিল না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, কি করে তারা এখানে ঢুকল, কারা কারা এই ব্যাপারে সাহায্য করেছেন তার একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সমাজবিরোধীরা এখানে আর না ঢুকতে পারেন এবং যে সমস্ত এম, এল, এ, এই ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন তাদের সম্পর্কে এই হাউস কি ব্যবস্থা নিতে পারেন সেটাও আপনি বিবেচনা করে দেখবেন। যদি এই হাউসে এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে বিশালগড় ও চড়িলামে কি হচ্ছে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে,—নৃপেন চক্রবর্ত্তী, দশরথ দেব বা অন্য কোন মন্ত্রীর গাড়ী বিশালগড় দিয়ে পাস করলেই শালা, শূয়রের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়। এই সব সুন্দর সুন্দর ভাষা এদের শিখিয়েছে এই সমস্ত······

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য নারায়ন দাস, আপনি বসুন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি আপনাকে প্রসিডিংস থেকে এ্যাকস্পাঞ্জড করতে হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ, আপনারা বসুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, সমগ্র বিষয়টির উপর একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যাতে হাউসের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়, এই ব্যাপারে কি কি করণীয় আছে আপনি হাউসকে নির্দেশ দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"সালেমা ব্লকে তৈতুমায় চাকমাপাড়া, গঙ্গানগর, কর্ণমানি, সিদ্ধাপাড়া ইত্যাদি গাঁও সভাতে এস. আর. ই. পি কাজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্মা কর্তৃক অনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে

সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির ওপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে এ বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৬শে ডিসেম্বর এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন। আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"সাব্রুমে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে রবি শস্য উৎপাদনে জলসেচ বিঘ্নিত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে এ বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আগামী ২৬শে ডিসেম্বর এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন। আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরীর নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন ২৩টি গাঁওসভায় গত ১৫ দিন যাবৎ (৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর) রেশন ও এস. আর. ই. পি. কাজ বন্ধ হওয়ার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এবিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার আমি আগামী ২৬শে ডিসেম্বর এই বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে আগামী ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বিবৃতি

দেবেন।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS
(ANNEXURE—'C')

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—
"লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইয়াস্ টু পোষ্টপণ্ডস্ কোয়েশ্চানস্।" গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়ার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫ এর উত্তর সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Abhiram Debbarma—Mr. Speaker sir, I beg to lay before the house the reply of the Assembly postponed question No— 135 of Smt. Gouri Bhattacharjee.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—লেয়িং অব রিপ্লাইস্ টু পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৩ এবং শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়ের আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় আইন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৩ এবং আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৩ এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭-এর উত্তর পত্রগুলি সভায় পেশ করছি।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের যে সমস্ত পোষ্টপণ্ডস্ কোয়েশ্চানের উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura state Rifles Bill, 1983

(Tripura Bill No. 14 of 1983)

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—I beg to move before the House for

leave to introduce the 'Tripura state Rifles Bill. 1983 (Tripura Bill No. 14 of 1983).'

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :—"The Tripura State Rifles Bill, 1983 (Tripura Bill No. 14 of 1983)— এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়।)

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

সরকারী বিল উত্থাপন

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—The Tripura Agricultural produce Markets Amendment Bill, 1983 (Tripura Bill No. 15 of 1983).

উত্থাপনা আমি এখন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Badal Choudhuri :—Mr. speaker sir, I beg to move before the House for leave to introduce the 'Tripura Agricultural produce Markets (Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill. No 15 of 1983).

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দি'চ্ছ।

মোশানটি হলো :—"The Tripura Agricultural produce Mark (Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 15 of 1983)—এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—The Tripura Buildings Lease and Rent Control) (Second Amendment) Bill. 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983)

উত্থাপন :— আমি এখন মাননীয় এল জি. এস মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Baddynath Mazumder—Mr. speaker sir, I beg to move before the House for leafe to the Tripura Buildings (Lease and Rent Control)

(second Amendmen) Bill 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983).

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় এল. জি. এস. মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) (second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983).—৬ই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়।)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Panchayat Bill, 1985 (Tripura Bill No, 12 of 1983) as reported by the Select Committee of the House. "—এর উপরে আলোচনা।

গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ভাষন রাখছিলেন, তাই উনাকে অনুরোধ করছি উনার অসমাপ্ত ভাষন আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল এই পঞ্চায়েত বিলের উপর অসমাপ্ত ভাষন আরম্ভ করছি। আমরা লক্ষ করছি, যখন উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত আইনকে অনুসরণ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত আইন চালু করা হয়েছে, তখন থেকেই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা নানা রকম কটূক্তি করছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, এই ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্বেও কংগ্রেসের আমলে একটা বিধানসভা গঠিত হয়েছিল, পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও কেন তখন কিছুই করা হয়নি ? আর এখন আপনারা চীৎকার-চেচামেচি শুরু করেছেন। এই সরকার যখন ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করতে চলেছেন তখন আপনরা তার জনকল্যাণমূলক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইছেন। এটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কেন আপনারা এই দীর্ঘ ৩০ বছরে কিছুই করেন নি ? কারণ, আপনারা তো আমরা যেসমস্ত জনকল্যানমূলক কাজ করছি সমস্ত কাজেরই বিরোধিতা করেছেন। আপনাদের আমলে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হতো ব্যালটের মাধ্যমে নয়, হাত তুলে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় এসে ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন চালু করেছেন। তাই বলছি আপনাদের এই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের জানা আছে। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ১০ টাকার দাদন নিয়ে জোতদার জমিদাররা তাদের কাছ থেকে প্রচুর ধান আনতেন। গ্রামের কৃষকদেরও আপনারা অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলতেন, তার জন্যই কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, আজকে সেই কৃষকদের, গ্রামের গরীব মানুষদের বাঁচার জন্য যে আন্দোলন

সংগঠিত হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থা চলছিল তার বিকল্প সরকার গঠন করার জন্য। সেই সময় নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল তখন আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলাম, আমরা যদি সরকারে আসতে পারি তাহলে আমরা গণমুখী প্রশাসন চালু করবো, জোতদারদের হাত থেকে গ্রামের গরীব মানুষদের সাহায্য করবো, কৃষকদের সাহায্য করবো। তাই নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে চলেছি। এটা কিভাবে গ্রামে প্রতিফলিত হয়েছে, আমার কাছে কতগুলি গাঁও সভার তথ্য আছে এবং দলের রেকর্ড আছে।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা কি দেখছি? মানুষ আজ আর অর্ধাহারে, অনাহারে নাই। গত ৩০ বছরের শাসনে আমরা যা দেখেছি, তার তুলনায় এই ৫ বৎসরে আমরা বামফ্রন্ট সরকার যে শাসন করেছেন তার অনেক পার্থক্য। ৫ বৎসরের রেকর্ড দেখুন, আর গত ৩০ বৎসরের রেকর্ড দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। গাঁওসভাগুলির দিকে তাকালেই বুঝতে পরেবেন, সেখানে গ্রামের গরীব মানুষের জন্য কিরকম কাজ হয়েছে। এখানে আপনারা যারা নতুন আসছেন্ তারা বলছেন কেবল কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না। আজকে পঞ্চায়েত বিলকে আপনারা সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ তাতে ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই অনেক কিছু করা হয়েছে, যা আপনারা সমর্থন করতে পারছেন না। আর আপনারা কেবল বলছেন, হচ্ছে না, হচ্ছে না। কারণ, এর বিকল্প আপনাদের আর কিছু নাই। আজকে গ্রামের মানুষ পাম্পের জল খায়, সাপ্লাইয়ের জল খায়। তা আপনারা চিন্তা করতে পেরেছেন কি? আগে গ্রামের লোকেরা ভাবত এই সাপ্লাইয়ের জল শুধু শহরের মানুষই খেতে পারবে। গীতা চৌধুরী মহাশয়া তো তেলিয়ামুড়াতে যান, তিনি কি দেখেন নি এই ব্যবস্থা? তিনিও নিশ্চয়ই সেই জল খেয়েছেন। তবুও বলবেন কিছুই হয়নি। কি হচ্ছে না? রাজবাড়ীর উত্তর দিকে চেয়ে দেখুন, কত বড় বিল্ডিং, দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখুন, পূব দিকে চেয়ে দেখুন, কি হচ্ছে না? গত ৪ তারিখে বন্যার পরে বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে যখন সরকার থেকে চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি খাবার পৌছে গেল। তারা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি আমরা কি করে খাবার নিয়ে ওদের ওখানে পৌছালাম। আমার এখানে একটি গল্প মনে পড়েছে। গুলদেশের রাজা তাঁর একজন মন্ত্রী ছিল। গুলদেশের রাজার বাড়ীর সামনে একটি বাগান ছিল। সেখানে একদিন একটি পাখী এসে বসল। তখন রাজা মন্ত্রীকে বলল, সেই পাখীটাকে ধরে আনতে। কিন্তু মন্ত্রী বলল, আমি যে পাখীটা ধরব, পাখীটা যদি আমাকে নিয়ে উড়ে যায়? তখন রাজা বলল তাহলে এক কাজ করুন, আপনার পায়ে শিকল বেধে নিন। তাহলে পাখী আর আপনাকে নিয়ে উড়ে যেতে পারবে না। যেই উড়তে যাবে সেই শিকলে আটকে পড়বে। সে যেই শিকল নিয়ে পাখীটাকে ধরতে গেল তখন পাখীটা উড়তে চেষ্টা করল, তখন পাখীটার গলার মধ্যে টান পড়ল, যার ফলে গলাটা ছিড়ে গেল। তখন মহারাজ এসে দেখল গলা নাই। তখন বলল, আগেই গলা ছিল না। অর্থাৎ তাদের কথা—নাই নাই, কিছুই নাই। তাদের একটি কথাই, হচ্ছে না, হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য আরও সুসংহত করার জন্য যে বিল আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। আমরা ৫ বৎসরে

গণতন্ত্রকে অনেক সম্প্রসারিত করেছি। আগে কংগ্রেসের আমলে একজন অফিসারের সাথে দেখা করা যেত না। আমরা তখন লড়াই করেছি, সংগ্রাম করেছি। তারপর আমাদের তাদের সাথে দেখা করতে হয়েছে। আমাদের বি, ডি, সির মধ্যে আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সুপারিন্টেনডেন্ট, এস, ডি, ও-এর সংগে আমরা সাধারণ মানুষ তখন দেখাই করতে পারতাম না। আমি বলতে পারি সুখময় বাবুর আমলে সুখময় বাবুর সংগে দেখা করাই কষ্টকর ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমরা এখন কি দেখছি? গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবাই দেখা করতে পারে মন্ত্রী বাহাদুর থেকে শুরু করে অফিসার পর্য্যন্ত। এখন আমরা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। ত্রিপুরার মানুষকে গণতন্ত্রমুখী করতে পেরেছি। তারপর এই বিলের মধ্যে আছে ১৮ বৎসর বয়স্ক যারা তারা ভোট দিতে পারবে। তাদের সেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আজকে ছাত্র-যুবকরা তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। বামফ্রন্ট সরকার এসে এইটুকু করতে পেরেছে। কাজেই এই যে এই বিলের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারন করা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট এসে পঞ্চায়েতের একটা নিজস্ব আইন রচনা করতে গিয়ে আজকে বিধানসভায় যে বিল এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারি না কতগুলি কারণে। বামফ্রন্ট সরকার নতুন পঞ্চায়েত রাজের নতুন আইন রচনা করতে যাচ্ছে। এটা সত্যি। এইটা অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই বিলের মধ্যে জনগণের কল্যাণের স্বার্থে কিছুই পাইনা। যখন কোন প্রধান দুর্নীতি করবেন তার বিরুদ্ধে মাত্র একবার অভিযোগ আনা যাবে। একবারের বেশী অভিযোগ আনা যাবেনা। এইভাবে উল্লেখ আছে। আমরা দেখেছি গাঁও সভার প্রধানরা কিভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ কাজ করছেন। সেই দুর্নীতির পথ তারা আরো বেশী করে খুলে দিলেন। কেননা, এখানে উল্লেখ আছে একবারের বেশী অভিযোগ করা যাবেনা। তাহলে পরে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। যার জন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করতে পারছিনা। যদি পঞ্চায়েত রাজকে দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে এই-ভাবে গোঁজামিল দিয়ে পঞ্চায়েত বিল আনা ঠিক নয়। আমরা সারা রাজ্যে দেখেছি, মাননীয় মন্ত্রীরা দেখেছেন, সদস্যরা দেখেছেন, সারা রাজ্যে শুধু আমাদের সদস্য নয়, রুলিং পার্টির প্রধানরাই বেশী। তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। উদাহরণস্বরূপ ছাওমনু ব্লকে ৩২টা গাঁওসভা আছে. তার মধ্যে কতজন বিরোধী সদস্য আছেন? তাদের প্রধানই বেশী। শতকরা ৯৫ জনই ক্ষমতাসীন দলের প্রধান। এই গাঁওসভাগুলিতে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু এটার জবাবদিহি বামফ্রন্ট সরকার দেবেনা। কারণ তাদের সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। যার ফলে ছাওমনুর মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থেকে তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। সেই গোবিন্দ বাড়ী এলাকা থেকে মানুষ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া আমরা দেখেছি, এই বিলের মধ্যে ইলেকশানের

মাধ্যমে শুধু পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত হবেন। সেই ব্যালট পেপারে নির্বাচিত হওয়ার পর তারা বেতন বা ভাতা পাবে না। এখানে বেতন সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই, এইটা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। তাতে আরও দুর্নীতির রাস্তা খুলে গেল। এস, আর; ই. পি এবং এন, আর, ই, পির কাজ যখন হবে তখন সদস্যগণকে বলা হবে তোমরা যাও লেবারদের সাথে। তখন সদস্যগণ গিয়ে কাজ দেখে। তাদের ১ দিন, ২ দিনের রুজির পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের বেতন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। যদি তাদের বেতন না দেওয়া হয় তাহলে পরে দুর্নীতি আরও বাড়বে। তারপর এই বিলের মধ্যে সদস্যদের দলত্যাগ রোধ করার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই, সারা রাজ্যে তাহলে সদস্য ক্রয়-বিক্রয় চলবে। তরী তরকারী ক্রয়-বিক্রয়ের মত, সদস্য বিক্রী হবে। কাজেই এই রাস্তাগুলি বন্ধ করা দরকার। এই বিল নতুনভাবে বামফ্রন্ট সরকার রচনা করতে গিয়ে সুযোগ সুবিধা কিছুই রাখেননি। যার জন্য আমি এইটাকে সমর্থন করতে পারছিনা। সদস্য ক্রয়-বিক্রয়ের রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

তারা সেই পঞ্চায়েত বিলের মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছেন। এই বিলে অবৈধ আইন কানুন রচনা করা হয়েছে। কাজেই এই বিলকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বিল যদি বাস্তবে প্রয়োগ হয় তাহলে আসল কাজ হবে না। এই বিলে প্রধানদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে প্রধানদের দুর্নীতি আরও বেড়ে যাবে। এতে পঞ্চায়েতের উন্নতি হবে না, বরং অবনতিই হবে। কাজেই এই বিল আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমি আমার বক্তব্য আর বেশী রাখতে চাই না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে পঞ্চায়েত বিল এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এটাতে পুরোপুরি দুর্নীতি। দুর্নীতির জন্যই ১৮ বছরের ছেলেদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ২১ বছর বয়ঃ সীমার নির্বাচনে দেখেছি সেখানে ১৮ বছরের ছেলেরা ভোট দিয়ে এসেছে। এখন ১৮ বছরের ছেলেদের জায়গায় ১২ বছরের ছেলেরা ভোট দেবে। এই ১২ বা ১৮ বছরের ছেলেরা হল দেশের ভবিষ্যৎ। আজকে তাদেরকে রাজনীতিতে ঢুকিয়ে তাদের মাথা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে সরাসরি রাজনীতিতে ঢুকান হচ্ছে। তাই ১৮ বছরের ছেলেদের ভোটাধিকার আমি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছিনা। তারপর এই বিলের মধ্যে আছে প্রধানরা সরাসরি নির্বাচিত হচ্ছেন না। তারা নির্বাচিত হবেন মেম্বারদের দ্বারা। তাহলে যদি প্রধানরা ভাতা পেতে পারেন,

কেন মেম্বাররা ভাতা পাবেন না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি পরে বলতে পারবেন। এই সভা আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী মহাশয়কে উনার অসমাপ্ত ভাষণ আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে বামফ্রণ্ট সরকার নিজেদের পঞ্চায়েত প্রধানদের দুর্নীতি ঢাকবার জন্যই এই বিল আনছেন। আজকে বামফ্রণ্টের প্রায়সকল প্রধানরাই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্যই এই ধরণের বিল আনা হয়েছে। আমি এই বামফ্রণ্টের প্রধানদের দুর্নীতির দুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদয়পুরের পালাটন গাঁওসভার প্রধান এস, আর, ই, পি,-র টাকা পেয়েও কোন কাজ করাননি এবং এই এস, আর, ই, পি-র জন্য প্রাপ্ত চাল নিজে আত্মসাৎ করেছেন। পরে বি, ডি, ও, তার বিরোদ্ধে যখন কেস করতে যান তখন আমাদের এই হাউসেররই একজন সদস্য সেই প্রধানকে নিজ দক্ষতবলে রক্ষা করেন। কিন্তু পরে তাদের দলীয় অন্তদ্বন্দ্বের ফলে আবার সেই প্রধান এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখানে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, জীতেন বাবু যখন মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের আমলে গ্রাম প্রধান ছিলেন তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই জীতেন বাবুর বিরুদ্ধে কালো বাজারীর এবং জালিয়াতীর অভিযোগ ছিল বলেই পুলিস তাকে মিসায় আটক করেছিল। উনি যখন প্রধান ছিলেন তখন উনার গাঁও সভার একটি টিউবওয়েল উনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং সেখানে সেটা বসান। জনগণ থেকে যখন সে সম্পর্কে অভিযোগ তোলা হয় তখন তিনি বলেন যে সেটা তিনি নিজের পয়সা দিয়ে কিনেছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, যদি তিনি সেটা নিজের পয়সা দিয়ে কিনেন তবে সেটা সারাইয়ের কাজ সরকারী হয় কেন ? আমরা আরো দেখেছি যে, বামফ্রণ্টের প্রধান দু'একজন আছেন যারা সরকারী ইট ভাট্টা থেকে ইট এনে নিজেদের বাড়িঘর তৈরীর কাজে লাগান, তার জন্য তারা একটি পয়সাও দেননি। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, আগে কংগ্রেস আমলে হাত তুলে ভোট নেওয়া হত। কিন্তু তাতে কোন গোপনীয়তা থাকত না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে, আপনারা উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসীদের নীতি অনুযায়ী যে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়েছিল সেটাকে অনুসরণ করেই নতুন আইন করা হচ্ছে, তারা তো সেটা চীন থেকে আনছেন না। তাছাড়া হাত তুলে ভোট দেবার যে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে কি সেই গোপনীয়তা

রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে ? সুতরাং মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে নাকি কিছুই হয়নি। কিন্তু আমি বলব যে, এই যে জুট মিল, ফুড,-ফর-ওয়ার্ক, এন, আর, ই, পি,/এস, আর, ই, পি, এই বিধানসভা ইত্যাদি সবই কংগ্রেসের আমলে হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা পাচ্ছেন, অথচ কিছুই করতে পারেন নি। সর্বশেষে আমি বলব যে, কোন নির্বাচিত মেমবার যাতে দলত্যাগ না করতে পারেন তারজন্য প্রভিসন এই বিলের মধ্যে রাখা হোক।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট দেখেছি যে তাদের দুর্নীতির জন্য এই নির্বাচনে তাদের যে কয়টি আসন রয়েছে যে সকল আসনই তারা হারাবে এই ভয়ে তারা নিজেদের আসন ঠিক রাখার জন্য বিল এনেছেন। সুতরাং এই বিলটিকে আমি অসমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন আমি সে বিলটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এই বিলের মাধ্যমে স্বমহিমায় ত্রিপুরা রাজ্যের একটি নিজস্ব আইন তৈরী হচ্ছে। এটা নিঃশ্চয়ই একটি ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের সময় জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে। আজকে এই আইনের মাধ্যমে প্রশাসনকে শুধু সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছায়নি, সাধারণ মানুষ আজকে নিজ নিজ গ্রাম তথা সমগ্র দেশের উন্নতিতে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নিয়োগ করতে পেরেছেন। আগে এই ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মুনাফাখোর, সুদখোর মহাজনদের হাতে কুক্ষিগত ছিল। এই মুনাফাখোর মহাজনরা জোর করে চোখ রাঙ্গিয়ে জনসাধারণ-এর ভোট আদায় করে নিজেদের হাতে ক্ষমতাকে সীমিত রাখে।

এবং তারা যা করার তাই করতেন। যেটা হতে যাচ্ছে সেটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা, ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে নেই। ১৮.বৎসর যাদের বয়স তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই বয়সে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে ছাত্ররা কলেজে আসে, ১৮ বৎসরে চাকুরী করতে পারে। তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ভোটাধিকার দিলে সেটা অপরাধ হয়ে যাবে এই যুক্তিটা আমি মানতে পারি না। যারা মানেন না, তারাও এই যুক্তি দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। অফিস আদালতে চাকরী করতে পারবে, স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবে, জাতিকে গঠন করার দায়িত্ব নিতে পারবে। অথচ ভোট দিতে পারবে না এটা মানতে পারা

যায় না। সুতরাং বাস্তবের সংগে সঙ্গতি রেখেই এটা করা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ওরা বলছেন বিলের মধ্যেই দুর্নীতি আছে। বিলের মধ্যে দুর্নীতি থাকতে পারে না। ওরা কি বলেন, মাষ্টার বোধ হয় ভাল নয়। দিল্লীতেও আইন আছে, আইনের মধ্যে দুর্নীতি নেই। ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী কি করে দুর্নীতি করছে সুতরাং আইনের মধ্যে দুর্নীতি থাকে না। দুর্নীতি থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করবে সমাজ ব্যবস্থার উপর। ততদিন পর্যন্ত ধনতন্ত্র থাকবে, যতদিন পর্যান্ত ব্যক্তিগত সম্পদকে বাড়ানোর চেষ্টা থাকবে, যতদিন পর্যন্ত শোষণের ভিত্তি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত দুর্নীতি থাকবেই। এটা আইন পাল্টিয়ে করা যায় না।

এরা ভাতার কথা বলেছেন। পালাটানা গাঁওসভার কথা বলেছেন। এইগুলি পরবর্তী সময়ের ব্যাপার। এইগুলি করা যাবে। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে যে মানুষের জন্য কাজ করে খাওয়ার ব্যবস্থা সেটা তো আগরতলা বসে করা যাবে না। আগেও তো এই ব্যবস্থা ছিল। আগরতলা সরকারী অফিসে বসে বসে এইগুলি তৈরী হত। বাস্তবের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে তা আসেনি। ওরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানদের আড়াল করার জন্য, দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য এইগুলি হচ্ছে। তাহলে কোন প্রধানকে পঞ্চায়েতে দাঁড়, না করালেই তো হয়ে যায়। বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে পার্লামেন্টে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানে তো প্রধানমন্ত্রী দাঁড়াচ্ছেন না। অথচ পঞ্চায়েত প্রধান এইভাবে নির্বাচিত হবেন, সেটা কিভাবে হয়?
তাহলে তো প্রধানমন্ত্রীর জন্য আলাদা কন্সটিটিউয়েন্সী করতে হয়। আরও বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ৬ বছরে কি করেছে? কিছুই করেনি। ওরা বলে এম, বি, বি, কলেজ কংগ্রেস করেছে, লালকেল্লা কংগ্রেস করেছে। ইংরেজ আমলে যা করা হয়েছে সেটাও কংগ্রেস করেছে। আমরা জানি ইংরেজ যেভাবে চালিয়েছে কংগ্রেস সেই নীতিতে চালিয়েছে। তাদের মধ্যে কোন ফারাক নেই। তাহলে তো কংগ্রেস যখন ভারতবর্ষে ক্ষমতায় এল, ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এল, তাহলে তো রাজার আমলে, ইংরেজের আমলে সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়ার কথা। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যা বলছেন সেটা বুঝে বলছেন কিনা ভেবে দেখা দরকার। গণতন্ত্রকে বুঝুন, গ্রামের মানুষকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চিন্তা ভাবনা করুন। তাহলে এই বিলকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। তাহলে এই ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য হিসাবে গর্ববোধ করা উচিত, যাতে ৩০-৩৫ বৎসর ধরে গ্রামের মানুষের অবস্থা যতক্ষণ পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্ন্ত ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হবে না। সেজন্য এই আইনটাকে বিরোধীতা নয় তাকে সমর্থন করা উচিত। আমাদের এখানে ছিল না বলে অন্য জায়গা থেকে এনে চলবে, এটা হতে পারে না। এটাকে বিরোধীতা করার কোন যুক্তি নেই। এখানে বলা হয়েছে একটা কথা যে এক বারে, যেকোনী প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা যাবে না। আইনে এই কথা লেখা নেই। বলা আছে

প্রধানকে রিমুভ্যালের প্রশ্ন। একবারের বেশী রিমুভ্যালের প্রশ্ন আনা যাবে না। দুর্নীতির প্রশ্ন বার বার আনতে পারেন। সুতরাং আমি এই সভার কাছে আবেদন রাখব যে সার্বিক দিক বিচার বিবেচনা করে এই বিলকে সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই বিলটি উত্থাপন করে বক্তব্য রেখেছেন যে, সারা ত্রিপুরার এই বিল সংশোধন করে একটা নূতন যুগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, হাজার হাজার গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থে এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করে এই বিলে দেখতে পেয়েছি কেন এই সংশোধন আনা হয়েছে। সংশোধনী আনা হয়েছে এই কারণে, বিগত ৩৬ বৎসরে তাঁদের যে সব প্রধান ছিলেন তারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং এই দুর্নীতির ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না। কাজেই, এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানরাই যদি প্রধানের জন্য প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান, তাহলে ভোট জনসাধারণ দেবে না। এই জিনিসটা বুঝতে পেরেই এই বিলটাকে এমনভাবে সাজান হয়েছে। বলা হয়েছে প্রধান হিসাবে নয়, প্রার্থী হিসাবে, মেম্বার হিসাবে দাঁড়াতে হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাহলেই আবার সেই সব দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের প্রধান করা যাবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, এই পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা মেম্বার হয়ে যাবে তাদের জন্য কিংবা তাদের দুর্নীতি দমন করার জন্য, কিংবা তাদের দল ত্যাগ রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। এইসব কারণে আমি মনে করি, মেম্বারদের ক্রয় করা হবে। মেম্বারদের ক্রয় করা হবে না এই রকম কোন গ্যারান্টি কি দিতে পারবেন? আমরা দেখেছি, ভোট ক্রয় করা হয়, কাজেই আমাদের বিশ্বাস, মেম্বারও ক্রয় করা হবে তা তিনি যে কোন দলেরই হউন না কেন। যদি এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা রাখা হত, তাহলে আমি বিশ্বাস করতাম এই বিলের দ্বারা দুর্নীতি দূর করা যাবে। কিন্তু তা না করে মেম্বার ক্রয় করার জন্যই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাজে কাজেই, এই বিল গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। লক্ষণ গাঁওসভার প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন বিচার পাওয়া যায় নি। কাজেই আমি মনে করি, এই যে পঞ্চায়েত বিল তা সম্পূর্ণ ত্রুটি-মুক্ত নয় বরং ত্রুটিযুক্ত। কাজেই এই বিল বিগত বিধানসভায়ও আনা হয়েছিল এবং ত্রুটি-পূর্ণ দেখেই তখন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু সেখানে শাসক দলের সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে অন্য সদস্যের মতামতকে মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই, এক তরফা ভাবেই এটা মেনে নেওয়া হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিল ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণে আসবে না, ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কল্যাণে আসবেনা। এই বিলের মধ্যে দেখেছি, যারা গাঁও সভার প্রধান হবেন, তারা আগের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাক্তিরাই হবেন। এরা প্রধান হয়ে আগের মতই এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, কিংবা এই রকম জন-স্বার্থ সম্বলিত কাজের গাফিলতি করবেন, তাদের দলের লোকদের কাজ পাইয়ে দেবেন, ব্যক্তিস্বার্থ দেখবেন। এই সব কথাগুলি আমরা সব সময় বলছি, কিন্তু কোন প্রতিকার হচ্ছে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী দল থেকে সরকার পক্ষের কোন কাজের বিরোধীতা করার জন্যই আমরা বিরোধীতা করছি না। আমি অনুরোধ করব, সরকার পক্ষের এই মানসিকতার পরিবর্তন করতে। তাঁদের চিন্তা করা উচিত, কেন সমালোচনা করা হচ্ছে। এই সব

কারণেই আমি বলছি, শাসক দলের মন্ত্রী থেকে সদস্যদের এই মানসিকতার পরিবর্তন করে চিন্তা করা উচিত। এই মানসিকতার যতদিন পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্য্যন্ত এই পঞ্চায়েত বিল সমর্থনযোগ্য নয়। কাজেই, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মনে করি, এই বিল ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণে আসবে না। এই স্বল্পকালীন সময়ের জন্য এইটুকুই আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলী।

সৈয়দ বসিত আলী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এইখানে উত্থাপন করেছেন এবং এই সম্পর্কে গত বিধানসভায়ও বিভিন্ন সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। এই বিলের ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পাঠান হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন সদস্যও এই সংশোধনের উপর তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

মি: ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা যে কোন দলের সরকারের সঙ্গেই সহযোগিতা করার জন্য যে চেষ্টা করা হয়, সেটা লক্ষণীয়। গণতান্ত্রিক নিয়মে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য, সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য মেম্বারদের হাতে, জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের হাতে আরো ক্ষমতা দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতের প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে গত ৫ বৎসরে পঞ্চায়েতের যে সমস্ত কাজ হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য সে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন। কিন্তু কি কারণে ব্যর্থ হয়েছে? এই ব্যর্থ হবার কারণ কি আইনের জন্য, নাকি সমাজের দুর্নীতির জন্য তা সরকারের খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন এ ব্যাপারে। সরকার পরিকল্পনা রূপায়ণে কত যে অযোগ্য তা পঞ্চায়েতের বিগত ৫ বৎসরের ক্ষমতায় থাকাতেই প্রমাণ হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। যার ফলে আজকে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং সরকারের হেয়তা প্রতিপন্ন হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সরকার যে নূতন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন, তাতে আমি কয়েকটি বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে, যে সব কারণে প্রচলিত ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে সেই সব ব্যবস্থা দূর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেন নি।

কারণ প্রধান বা মেম্বারগণ অত্যন্ত গরীব। এই আর্থিক অনটনের জন্য তারা দুর্নীতি করতে বাধ্য হন। আমরা বারবার বিধানসভায় দাবী করেছি যে তাদের এই আর্থিক অবস্থা দূরীকরণের জন্য প্রধান এবং সদস্যগণের জন্য নূনতম অর্থ সংস্থান রাখা হোক। কিন্তু সরকার আমাদের এই দাবী গ্রহণ করেছেন না। কাজেই অভাবের তাড়নায় যে তারা দুর্নীতিতে লিপ্ত হবেন না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত বিলের ২৫ ধারায় আছে যদি কোন প্রধান বা উপপ্রধান বা কোন সদস্য কোর্টের বিচারে অন্ততঃ ৬ মাসের উপর সাজা পান তাহলে তাকে বহিস্কার করা যেতে পারে। কিন্তু আমি দাবী রাখছি অন্ততঃ ১৫ দিনের শাস্তি যদি কোন প্রধান, বা উপপ্রধান বা সদস্য পান তাহলে যেন তাকে বহিস্কার করা হয়।

২য় কোন প্রধান বা উপপ্রধানের যদি মৃত্যু হয় বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, তাহলে সেখানে কে প্রধান হবেন সে ব্যবস্থা রাখা হয়নি এবং কত দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচিত করা হবে তারও কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এক মাসের মধ্যে যাতে প্রধান নির্বাচন করা হয় এমন কোন আইনের সংস্থান এখানে রাখা হয়নি। স্যার, গ্রামে গঞ্জে আমরা লক্ষ্য করেছি, পঞ্চায়েতের হাতে মানুষ কিভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিগত পাঁচ বৎসরে এমন কোন নজীর আমরা দেখিনি যে প্রধান বা সদস্যগণ দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিলেন না। বা এমন কোন প্রমাণও আমরা দেখিনি যে ব্যক্তিগতভাবে তাতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তা যদি না হয় তাহলে পঞ্চায়েতে যত বিলই আনা হোক না কেন, দুর্নীতি বাড়তেই থাকবে এবং অপরদিকে সমাজেরও দুর্ভোগ বাড়বে। স্যার, আমরা দেখেছি, গ্রামগুলিতেও আয়তনের দিক থেকে একটা বৈষম্য রয়েছে। কোন কোন গাঁও সভায় ৫/৬ শত ভোটার আছে। আবার কোন কোন গাঁও সভায় ৩/৪ হাজার ভোটার আছে। কাজেই আয়তন গত এবং ভোটারের দিক থেকেও যাতে এই বৈষম্য দূর করা হয় তার জন্যও আমি দাবী রাখছি। এবং জন স্বার্থের দিক থেকেও বড় বড় গাঁও সভাগুলিকে ছোট করার জন্য আমি দাবী করছি। এক একটা ব্লকের আণ্ডারে অনেকগুলি গাঁওসভা রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ঠিক ঠিকভাবে এই গাঁওসভাগুলিতে দৃষ্টি দিতে পারেন না বা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব উদাসীনতায় পঞ্চায়েতের কার্যকারীতা দেখা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই যে ব্লকগুলি রয়েছে সেগুলি সি. ডি. বা টি. ডি. ব্লকে উন্নীত করে জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আমি দাবী রাখছি। স্যার, যে পঞ্চায়েত বিল এখানে আনা হয়েছে তার দ্বারা কোন জনকল্যাণমূলক কাজ বা দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মালসই মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

কক্‌বরক

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে BILL উত্থাপন খাইমানি আবন সমথন খাই আং কক্‌বরক বাই আনি বক্তব্য নারীক গানু। কারণ অ Bill ন সম্পূর্ণ সমর্থন খালাইমানি কারণ আংখা কংগ্রেসনি আমল পঞ্চায়েৎ'ন যে আইন কানুন যেমন Test Relief নি বিষয়ে চালারগ কাজনি রাংমান ২ টাকা তাই বারাইরণ যে মান দেড় টাকা। এই যে দেড় টাকা দুই টাকা আব চিনি সাধারণ বরকনি পক্ষে যথেষ্টয়া যদিও এক একটা গাঁওসভাও ১০০ টাকা নি বেশী রাই মানয়া। এরকম অবস্থাও আং নিজে সিজ আং ব কংগ্রেস নি আমলে প্রধান। কাজেই আং সিজ পকায়ো নি কাজকর্ম বাহাইথে চলি। পঞ্চায়েৎনি কাজকর্ম নরগ স্বীকার খালাই (গণ্ডগোল, মাননীয় স্পীকার স্যার,

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করে বক্তব্য শুরু করছি। গতকাল পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই বিল সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেখা গেল তিনি অত্যন্ত আতংকিতভাবে ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করেছেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে শ্রীমতি গান্ধীর দলের প্রভাব ত্রিপুরাতে পড়ছে। তিনি কালকে বলেছেন যে উনারা নাকি গ্রামে গঞ্জে গণতন্ত্রকে পৌঁছে দিতে চান, ভাল কথা, আমরাও চাই। কিন্তু উনার হয় স্মরণে নেই এই কথাটা যে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল মহাত্মা গান্ধী। সেটাকে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিল কংগ্রেস (আই)। উনারা তখন চীৎকার করেছিলেন, না এই গণতন্ত্রের এই বিল আমরা সম্প্রসারিত হতে দেব না। আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ তারা গণতন্ত্র গণতন্ত্র করছেন। আজকে আপনাদের কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আমি বলছি পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন, আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম গঞ্জকে সাজিয়ে তুলেছি গত ৫ বৎসরে। আজকে তারা পঞ্চায়েত ইলেকশান করতে সাহস পাচ্ছেন না। পঞ্চায়েত মন্ত্রী ইচ্ছা করে দেরী করে পঞ্চায়েত বিলটাকে আনলেন। বহু ত্রুটি বিচ্যুতি রেখে এই পঞ্চায়েত বিলটাকে এখানে সাবমিট করা হয়েছে। মানুষকে ভাওতা দেওয়ার জন্যই এই বিল এখানে সাবমিট করা হয়েছে। আপনারা ইলেকশানকে পিছিয়ে দিলেন কেন? দুর্নীতিবাজ প্রধানদের বাঁচানোর জন্য নয় কি? আপনাদের ত সাহস দেখছি না গ্রামে পঞ্চায়েত ইলেকশান করার। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ত আপনারা এটা করেছেন। আপনাদের গাঁও প্রধানকে বাঁচানোর জন্য। তারা যে দুর্নীতি করেছে তাতে গাঁও পঞ্চায়েতে আর আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমরা গ্রামে গঞ্জে গিয়ে যদি কিছু বলি তাহলে আপনাদের ক্যাডাররা বলে থাকেন যে, গলা কেটে দেওয়া হবে।. আর বিধানসভায় কিছু বলতে গেলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন, এগুলি মূর্খের কথা। লাল বাতি জ্বালিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে আপনাদের জনকল্যাণমুখী কাজ। আপনাদের প্রধানরা যে দুর্নীতিপরায়ণ কাজ করে তা আমার কাছে প্রমাণ আছে। কিন্তু তা আপনারা না জেনেও ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুলিশের রিপোর্টে আছে আমার বেজিমারা গ্রামে দলীয় কোন্দলে কাটাকাটি দলাদলি হয়েছে। সেই সমস্ত আসামী যারা রয়েছে তারা আবার মিটিং করছে। তারা আপনাদেরই লোক। আমি বলতে পারি এই যে দলীয় কোন্দল তাদের সেই কোন্দলে তারাই কাটাকাটি করছে, দলাদলী করছে। আসামী তাদেরই দল। এইরকম নজীর আর দেখাতে পারবেন কি? এইসমস্ত এখন জনগণ ধরে ফেলেছে। আজকে মাননীয় সদস্যরা ট্রেজারী বেন্‌চের সদস্যরা বক্তব্য রাখছেন যে, আমরা যা বলছি তা সবই অবান্তর। এই সমস্ত কথা নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামো আমরা জানি।

মুখ্যমন্ত্রী ত বলতে পারেন নাই। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ম নীতিকে এবং সর্বতোভাবে সমর্থনও করেছিলাম। কিন্তু আপনারা এখনও পর্য্যন্ত নিয়ম-নীতি মত চাকুরী দিতে পারেন নাই। যারা অনাহারে আছে, যারা অতিকষ্টে আছে তাদের এখন পর্য্যন্ত চাকুরী দিতে আপনারা সক্ষম হন নাই। আপনাদের কেডার হলে তাদের ভাই, তাদের বৌ, তাদের জ্যাঠা, খুড়া সবাই চাকুরী পাবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ৩ মাস আগে একটি লিস্ট দিয়েছিলাম, তিনি তা দেখে হতবাক হয়েছিলেন। আপনারা জায়গায় গিয়ে দেখুন, দেখবেন আপনারা কাকে কাকে চাকুরী দিয়েছেন। ঘরে বসে কথা নয়, মাঠে-গঞ্জে গিয়ে কথা বলতে হবে। দুর্নীতিবাজ প্রধানদেরকে বাধা দিলে কোন সুফল হয় না। আপনারা দেখুন, আপনারা কি করছেন, সোনামুড়ার শান্তিনগর স্কুলকে আপ-গ্রেড করা হয়েছে, যেখানে মানুষ বাস করে না। সেখানে উপর স্তরের ক্লাস খুলে দিয়েছেন। এটা কি দলবাজী নয়? আপনারা ত গণতন্ত্রের কথা বলেন। আপনাদেরকে গণতন্ত্রের মানুষ বিশ্বাস করে। আপনারা ত নির্বাচনে কারচুপি করে জিতেছেন সেটা ত আপনাদের মনে থাকা উচিত। ওয়ার্ড ভিত্তিক যে মেম্বার করা হবে তাদের মধ্য থেকে প্রধান সৃষ্টি করবেন। আমি জানতে চাই, এই চক্রান্ত কেন? এটা হচ্ছে দুর্নীতিবাজ প্রধানদেরকে বাঁচানোর জন্য। ওদের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ওদের সঙ্গে শেয়ার নেওয়ার জন্য এই চক্রান্ত। এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদেরকে জনগণ কোনদিন প্রশ্রয় দেবে না। কিন্তু বামফ্রন্ট এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য এই বিল এনেছেন। আমার সন্দেহ কেন ১৮ বছর বয়সদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। আপনারা রিপোর্ট পেয়েছেন যে, ১৮ বছরে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যেখানে বিধানসভা নির্বাচনে ২১ বছর বয়সীমা করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি ২১ বছরের জায়গায় ১২ বছরের ছেলেরা ভোট দিয়ে যাচ্ছে। এখন ত ১৮ বছরের জায়গায় ৯ বছরের ছেলেরা ভোট দিয়ে যাবে। সেইজন্যই এই বিল আনা হয়েছে। অবশ্য ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করার সময় দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি জানতে চাই, যেখানে আপনাদের প্রশাসন ৬ মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা ঠিকমত তৈরী করতে পারেনা সেখানে কি করে ১১ দিনের মধ্যে সংশোধন করা হবে। আজকে পর্য্যন্ত ত আপনারা দুর্নীতিবাজ প্রধানদেরকে শায়েস্তা করতে পারলেন না। কাঠালিয়ার প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্ত্বেও সে সরকারী দাম কেরোসিনের ১.৯৯ টাকা থাকা সত্ত্বেও ২/৩ টাকা করে নিচ্ছে। এই সমস্ত কাজ আপনারা আপনাদের গুণ্ডাবাহিনীকে দিয়ে করাচ্ছেন। বিধায়করা গিয়ে কিছু বললে তাদেরকে ধমক দিয়ে দেয়। এই হচ্ছে আপনাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। যারা খুনের পর খুন করতে পারে তারা আপনাদের স্নেহের পুত্র হয়ে যায়। বিরোধীরা চীৎকার করে বলছেন দলত্যাগী বিল আনতে, তা আপনারা আনছেন না। কারণ, আমরা জানি,

আপনারা হুমকি দিয়ে হলেও দলত্যাগ করাবেন, তাই এই বিল আপনারা আনতে পারেন না। চুরির টাকা লুটপাট করার জন্য শুধু এই বিল এনেছেন। চুরির টাকার লোভ দেখিয়ে আপনারা এসব করতে পারেন। অতএব এই বিলকে অসমর্থন করে আমি আমারবক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সিলেকট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে যে রিপোর্ট এখানে পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমি আলোচনায় যাচ্ছি। এটা আমরা বরাবর শুনে আসছি, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবেন। তাই ইউনাইটেড প্রেভিনশিয়েল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট যেটা ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত বিল নামে আরেকটি নুতন বিল আনছেন। বাস্তবিকই তাদের যে বক্তব্য সেটা খুবই সুন্দর। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার তাদের শাসনের গত ৬ বছরে পঞ্চায়েতকে ধীরে ধীরে তলিয়ে দিয়েছে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনাদের কোন মিনিষ্টার যদি জনসভা করতে যান তখন আপনাদের দপ্তর থেকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়? যারা ফুড-ফর-ওয়ার্কে কাজ করবে তাদের কাজ করতে যেতে হবে না, তার পরিবর্তে তারা জনসভায় যাবে, তারজন্য কুপনও পাবে। সম্মেলন করলে ফুড-ফর-ওয়ার্কের সমস্ত চাল ও টাকা এই সম্মেলনের কাজে লাগে। যখন নির্বাচন আসে তখন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের নামে যারা ক্ষমতায় বসে আছে তারা ওয়ার্কারদের বলে দেয়, যারা বামফ্রন্টের কাজ করবে তাদেরকে বেশী করে এস. আর. ই. পি. ও এন-আর. পি-র কাজ দেবে। এটাই হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে পঞ্চায়েতের লক্ষণ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটা স্টান্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানেই আমাদের ক্ষোভ, আমাদের বিরোধীতা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে লংতরাইর প্রধান উপমোহন ত্রিপুরার কি কাজ। সে লোকদের হুমকি দেয়, কংগ্রেস বা টি, ইউ, জে, এসের নাম মুখে আনলে পুলিশের কাছে নালিশ করে দেব এবং খুব করে শাস্তি দেওয়া হবে। রাতের অন্ধকারে গিয়ে এভাবে হুমকি দেন। উগ্রপন্থী বলে পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এমন হুমকিও দেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অমরপুরে যারা ডাকাতি করে তাদেরকে এই উপমোহন ত্রিপুরা পুষছে। শ্রীরামপুরের প্রধান বিগত ৬ বছর ধরে এভাবে সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয় দিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। তাদের পকেটে সমস্ত টাকা যাচ্ছে। এই হলে ত আমরা পঞ্চায়েতকে সমর্থন করতে পারি না। অমরপুরের অঘোর কুমার ত্রিপুরা তার নির্বাচনের পর থেকে আর তার এলাকায় যায় না। অমরপুরে বসে থাকেন, আর যত জিনিষপত্র যায়,

সেগুলি অমরপুরের বাহিরে যায় না। সে ৩/৪ কানি জমি কিনেছে।

এটা উনি স্বীকার করেছেন। উনি স্বীকার করেছেন যে, উনি আগে কংগ্রেস ছিলেন। কিন্তু তখন উনি কোন প্রকারে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন নি, অথচ বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে উনাকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে। এককথায় বামফ্রন্ট সরকার উনাকে কিনে ফেলেছেন। আজকে আমরা দেখছি যে এই পঞ্চায়েত বিলের দ্বারা এই মেম্বারদের কিনার সংস্থান রাখা হয়েছে। সুতরাং এই দলত্যাগ যাতে রোধ করা যায় তারও সংস্থান এই বিলের মধ্যে রাখা উচিত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে. এই বামফ্রন্ট উপজাতি যুব সমিতির যে সব প্রধান এবং মেম্বারস রয়েছেন তাদের তারা বলছেন যে—"তোমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, তোমরা যুব সমিতি ছেড়ে সি, পি, এম. কর।" সুতরাং এই পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে এবার বামফ্রন্ট তাদের মনোবাসনা পূরণ করতে পারবেন তারা এবার টাকা দিয়ে মেম্বার কিনতে পারবেন। এই জন্যই এই বিল এনেছেন। শুধু তাই নয়, বামফ্রন্ট জনগনকে বলেছেন যে তারা যদি সি, পি, এম, না করেন তবে তাদের এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি, তে কাজ দেওয়া হবে না। আমরা যেখানে এই বিলের উপর এমেণ্ডমেন্ট এনেছিলাম তারা সেই এমেণ্ডমেন্টগুলিকে গ্রহণ করেছেন না। আজকে আমরা দেখছি যে, এই বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত প্রধানরা দুর্নীতির মাধমো লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই কবছেন। তাদের অনেকেই আছেন এ. ডি. সি. মেম্বার এবং অপরদিকে আছেন গ্রাম সভার মেম্বার। উভয় দিক দিয়েই তারা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করছেন। প্রধানদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কোন কাজ হচ্ছে না। আজকে বামফ্রন্ট লক্ষ্য করেছে যে, যেভাবে তাদের পঞ্চায়েত প্রধানদের মধ্যে দুর্নীতি বেড়েছে এতে তারা আগামী নির্বাচনে একটিও আসন পাবে না, তাই তারা এই আইন পাশ করে বৈতরনী পার হবার জন্য ব্যবস্থা করছেন।

কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই দলত্যাগ রোধ করার যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে এই আইনের যে আসল উদ্দেশ্য তা সম্পূর্নরূপে ভেঙ্গে পড়বে। এবং এই আইন জনস্বার্থ বিরোধী হিসেবে পরিণত হবে। সুতরাং এই বিলকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসে যে পঞ্চায়েত

বিল এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য রাখছি।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে, বিরোধী দলের যারা এখানে বক্তব্য রেখেছেন তাদের কেউই মূল বিলের আলোচনায় যান নি। বিলের যে কোন ধারা জনস্বার্থ বিরোধী কিনা এবং সেগুলি সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য তারা রাখেন নি। ওদের বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে—"প্রভাতে মেঘ ডম্বুরে

অজ যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে

দাম্পত্য কলহ চৈব

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

কোন বিল যখন আইন সভায় আনা হয় তখন সেখানে আইনসভার মেমবাররা দুটি জিনিস বিচার করে দেখেন যে:—

(১) যে আইন তৈরী হতে যাচ্ছে তার খুটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা। এবং এই আইনের ধারাতে এমন কোন ধারা যদি থাকে যেটি জনস্বার্থবিরোধী তা হলে তার উপর আলোচনা করে যাতে সংশোধন করা যায় তার ব্যবস্থা করা। গণতন্ত্রকে খর্ব করতে পারে এমন কোন ধারার সংশোধন যেই আনুন না কেন তিনি কংগ্রেসই হোন অথবা অন্য কোন দলেরই হোন সেটা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

দ্বিতীয়ত: আইনসভার কাজ হচ্ছে যে-কোন বিলের বা আইনের সমালোচনা করে সেই আইনকে যাতে ত্রুটি মুক্ত রাখা যায় সে চেষ্টা করা।

আজকে এই বিলের মধ্যে একটা প্রভিশন রাখা হয়েছে যে, যাদের বয়স ১৮ বৎসর তারা ভোটাধিকার পাবে। আগে এটা ২১ বৎসর ছিল। এটা আমরা পরিবর্তন করেছি।

কারণ রসিকলাল বাবু যেকথা বলেছেন—এখন ১৮ বৎসর বয়স, তার ম্যাচুরিটি হবে না, ২১ বৎসর যার তার ম্যাচুরিটি হবে, এটা কিভাবে বিচার হবে। আমাদের সংবিধানে বলে ১৮ বছর হলে যেখানে সরকারী চাকুরী করার অধিকার দিয়েছে. তাহলে ১৮ বছর বয়সের যুবকদের পূর্ণ দায়িত্বের একটা কাজের ভার দিতে পারি, সরকারের একটা চেয়ার দিতে পারি. সেখানে তার ম্যাচুরিটি হলো, কিন্তু পঞ্চায়েতে কাকে ভোট দিতে হবে এই বিচার করার ক্ষমতা ১৮ বছরে হলো না, এটা আমরা মনে করি না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা মনে করতে পারেন যে ১৮ বছর বয়স হলে ম্যাচুরিটি হয় না, কিন্তু আমরা তা মনে করি না। কারণ, এটা আঠার বছর বয়সীদের উপর একটা ইনসাল্ট। কারণ, এটা গণতন্ত্রের ধারা নয়। আর একটা কথা হচ্ছে আগে প্রধানেরা জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতেন। এই আইনে প্রধানেরা সরাসরি নির্বাচিত হতে পারবেন না। পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত

হবেন। কারণ, সরাসরি নির্বাচিত হবার ফলে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে সরানোর সুযোগ এবং এই গাঁওসভাটাকে আরও গণতান্ত্রিকভাবে সম্প্রসারণ করার জন্য এটাকে আমরা আইন এনেছি। এটা ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রে নতুন কিছু নয়। বিধানসভার বেলায়, লোকসভার বেলায় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন স্ব-স্ব দলের সদস্যদের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থার ফলে প্রধানদের ক্ষমতা আমরা খর্ব করিনি। কিন্তু প্রধানদের ক্ষমতা কিছু নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই আমরা নতুন জিনিষ এনেছি। এটাই আমাদের বিচার্য বিষয় যে এই ধারাগুলি গণতন্ত্রসম্মত কিনা। গাঁওসভার সদস্য যারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আরও সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা? কে দুর্নীতি করেছে, না করেছে এটা আলাদা ব্যাপার। যেমন শ্রীমতী গীতা চৌধুরী বলেছেন যে এই বিলটা দুর্নীতিপূর্ণ। আইনটা দুর্নীতিপূর্ণ হয় না। আর একটা কথা হলো আগের পঞ্চায়েত আইনটা হয়েছিল স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হবার আগে। এ. ডি. সি. গঠিত হবার পরে এলাকা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। সেজন্য এ, ডি, সি, এলাকার কতগুলি গ্রাম গাঁওসভার বাইরে থাকবে এটা ঠিক হয়নি। সেজন্য সেগুলিকে যাতে একত্রিত করা যায় তার জন্য বাইফারকেশান করার কিছু সুযোগ আছে।

আর একটা কথা মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল বলেছেন। উনি বিচারে ভুল করেছেন। প্রধান বা উপপ্রধানকে রিমুভ্যাল বা অপসারণের কথা বলা হয়েছে যে, কোন প্রধান বা উপপ্রধানকে যদি সরাতে হয় দুর্নীতি বা অন্য কোন অভিযোগে, তারও একটা ব্যবস্থা রয়েছে। সেই গাঁওসভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য যদি একসংগে দরখাস্ত করেন তাকে রিমুভ করার জন্য, মিটিং ডাকার কথা বলতে হয় তাহলে সে ডাকতে বাধ্য হবে এবং তখন সিম্পল ম্যাজরিটি হলেই তাকে সরানো যায়। এক্জিস্টিং মেমবার কেন বলেছি ; বলেছি এই কারণে, যদি কেউ অনুপস্থিত থাকে তাহলে হবে না। যদি ১৭ জন মেমবার থাকে তার মধ্যে ৮ জন মেমবার উপস্থিত থাকলে হবে না। টোটেল মেমবারের মেজরিটি হতে হবে। উনি বলেছেন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বছরে একবারেই আনতে পারে। তাহলে দুর্নীতি চলতেই থাকবে। কাজেই একজন মেমবার যদি বার বার দুর্নীতি করেন তাহলে একবার কেন অভিযোগ আনতে হবে? কিন্তু এখানে যারা রয়েছে একটা লোকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে এবং সেটা বাতিল হয়ে গেলে এক বছরে আর আনতে পারবে না। যদি প্রতিদিন আনা যায় তাহলে কাজ চলবে না। এই অ্যাসেমব্লীতেই ৬ মাসের মধ্যে আনা যায় না। সুতরাং গাঁওসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনাস্থা প্রস্তাব যে কোনদিন আনতে পারেন না। কাজেই গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যাবে না, এটা ঠিক নয়।

তারপর এখানে আর একটা জিনিস রয়েছে যে, যে জিনিষটা আমি আপনাদের দৃষ্টিতে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে কতগুলি ধারা আমরা এনেছি এবং এখানে অনেকগুলি জিনিষ এই ধারাগুলিতে প্রকেটশান দেওয়া হয়েছে। কাজেই গাঁও প্রধানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না, তা ঠিক নয়। গাঁওসভার মিটিং ডাকার জন্য মিনিমাম সেভেন ডেজ নোটিশ দিতে হবে। এবং

কি কি আলোচিত হবে সেটা নোটিশের মধ্যে থাকবে। যদি মেজরিটি মেম্বার মনে করে যে নোটিশ ছাড়া আমরা আলোচনা করব সেটা স্বতন্ত্র। মেম্বারদের তৈরী হয়ে থাকবার যথেষ্ট সুযোগ এখানে দেওয়া হয়েছে।

আর এখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চায় বলেই প্রথমে আমরা কম্প্রিহেনসিভ বিল হিসাবে এটা এনেছি। এবং এই ক্ষমতাবিকেন্দ্রিকরণের মধ্য দিয়ে গাঁওসভাগুলির মাধ্যমে অনেক কাজ আমরা করেছি। এবং গাঁওসভাগুলির কাজের সমালোচনা দোষত্রুটির আলোচনা করার অধিকার সবারই আছে—গাঁও প্রধানদের দুর্নীতি থাকলে সেটা দেখাতে পারেন। দুর্নীতিকে আমরা কেউ সমর্থন করি না। সেই সব গাঁওপ্রধান বামফ্রন্টেরই হউক আর যে কোন দলেরই হউক, দুর্নীতি করলে তার বিচার হউয়া উচিত, দুর্নীতিকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। তবে বুঝতে হবে দুর্নীতি ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা সেই দুর্নীতিকে প্রমাণ করতে হবে নইলে শুধু দুর্নীতি হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে বলে শুধু চিৎকার করলেই হবে না। এবং এখানে দুর্নীতি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কোন বক্তব্য কোন মাননীয় সদস্যই রাখেননি কাজেই তার প্রতিকার এখানে নয়। এই জন্য আমি বলছি পঞ্চায়েতের আলোচনার মধ্যে যে জিনিষটা আসতে পারে সেটা কেউই জানেন নাই এবং সেটাই আমি পয়েন্ট আউট করছি। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যে পঞ্চায়েত সদস্যদের পদ খারিজ করার কোন বিধান এই আইনের মধ্যে রাখা হয় নাই। আমি বলতে চাই যে পঞ্চায়েত সদস্য পদ খারিজ করার কোন প্রয়োজন আছে কি? যেমন ধরুন এম. এল. এ.—এম. এল. এ. পদ খারিজ করার কোন ধারা থাকলে ভাল হবে কি—এর কোন দরকার নাই। কারণ এম. এল. এ.-দের এক্জিকিউটিভ পাওয়ার নাই। এম. এল. এ. দের বিরুদ্ধে কি তদন্ত হবে—মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কি তদন্ত হতে পারে মন্ত্রীদের হাতে এক্জিকিউটিভ পাওয়ার আছে কিন্তু এম, এল. এ.-দের জন্য থাকা উচিত কি? ঠিক তেমনি গাঁও সভার সদস্যদের কোন এক্জিকিউটিভ পাওয়ার নাই, কাজেই তাদের পদ খারিজ করার কোন প্রয়োজন নাই। মিঃ স্পীকার স্যার, আর এখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে আমরা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতগুলিকে আমরা দলীয় সংগঠনে পরিণত করেছি। এবং তিনি আরও বলেছেন যে এস. আর. ই. পি. এবং এন, আর, ই, পি,র টাকা নিয়ে মিছিল করান হয়—এজন্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে জানাতে চাই যে এই ধরণের কোন লিখিত নির্দেশ এই হাউসে তিনি উপস্থিত করতে পারবেন না। কাজেই এই ধরণের অসত্য ভাষণের কোন মূল্য থাকতে পারে না। (ইন্টারাপশান-ভয়েস-বাস্তবে তাই হচ্ছে) আর একটি কথা আমাদের মাতাবাড়ী কেন্দ্রে নির্বাচিত সদস্য—তিনি যদিও এখানে এখন উপস্থিত নাই তিনি তাঁর বক্তৃতায় একটি উর্দু কবিতা

শুনিয়েছিলেন। সেই কবিতাটি আমারও জানা আছে—সেটিতে মানবতার প্রতি আবেদন আছে। তিনি মানবতার আহ্বান জানিয়েছেন খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি বিধানসভার নির্বাচনের আগে উনার কেন্দ্রে তাঁর উপস্থিতিতেই যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তখন সেই মানবতাবোধ কোথায় ছিল? তারপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার সঙ্গে বিনন্দ জমাতিয়ার যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কিছু অংশ আমি এখানে তুলে ধরছি। বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পনের আগে নাকি নগেন্দ্র জমাতিয়ার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তখন নাকি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বিনন্দ আপনারা নাকি আত্মসমর্পণ করছেন। তখন বিনন্দ জমাতিয়া নাকি জানিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, যে জন্য আমরা এ. টি, পি, এল, ও, করেছিলাম এবং যুব সমিতি করেছিলাম সেগুলিতো এখন বামফ্রন্ট সরকার মেনে নিচ্ছেন কাজেই আমাদের আর এভাবে থাকার দরকার কি? তখন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া নাকি বলেছিলেন যে না না তাহলে আপনারা খুব খারাপ করবেন—আমরা বাইরে থেকে আন্দোলন করব আর আপনারা ভিতরে থেকে লুকিয়ে থাকবেন তাহলে আমাদের অসুবিধা হবে। (ইন্টারাপশান-ভয়েস-এটা বানান কথা। এটা আমার কথা নয় আমাকে যেভাবে জানান হয়েছে আমি তাই বলছি। ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই বক্তব্য পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক বিনন্দ জমাতিয়ার সঙ্গে কংলোজ ডোরে উনারাই আলোচনা করেন। আমার সংগে এই রকম কোন আলোচনাই হয়নি।

শ্রীদশরথ দেব :—এই ভাবে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে মাংস খাওয়া সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরী ভাষায় একটা সুন্দর Couplet আছে। সেটা হল—

"দাহুজা দাহুজা কলম দাহুজা
লাইতরক সিঠু হকি হাময়াহু
দাবা নলিচা ক-কক সিঠু।"

উনাদের এইভাবে অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে মাংস খাওয়া আর হল না। এই হচ্ছে তাঁদের চেহারা। মাননীয় স্পীকার স্যার, গাঁওসভা ঠিকভাবে চলল কি চলল না সেই বিচার জনগণই করবেন। জনগণের আদালতেই সেই বিচার হবে তা থেকে কেউ রেহাই পাবে না, অশোক-বাবুদেরও হবে। আমরা জনগণের আদালতে যেতে ভয় পাই না। সেজন্য জনগণের হাতে আরও বেশী গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে এই বিল আনা হয়েছে। আমি আশা করব এই হাউসের প্রতিটি মাননীয় সদস্য এই বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য সহযোগিতা করবেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল ১৯৮৩ এই সম্পর্কে এখানে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে খুবই খুশী যে, মার্কসের যারা শিষ্য তাঁরা গান্ধীবাদী নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। আমি আরো খুশী, মহাত্মা গান্ধীর যে স্বপ্ন ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণ করে গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, তা সার্থক হবে। সেখানে গ্রামের যে সমষ্টিগত উন্নয়ন সেটা গ্রামবাসীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। সেই দিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণের জন্য কংগ্রেস এখানে এসেছে। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী দক্ষ পার্লা-মেন্টেরিয়ান বলে খুব মিষ্টি ভাষায় গ্রামোফোনিক ওয়েতে তা নিজেদের বলে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। এই নীতি বামফ্রন্টের নীতি বলে খুব মিষ্টি কথায় ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু এটা মহাত্মাগান্ধীর স্বপ্ন। আমি অত্যন্ত খুশী, আপনাদের এই প্রচেষ্টায়। মিঃ স্পীকার স্যার, এই পঞ্চায়েত বিল তখনই সার্থক হবে একটি নির্ভুল ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন দ্বারা। কিন্তু আজকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন এক বছরের জন্য পিঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, আমরা এই রকম একটা বিল উপহার দিতে চাইছি, যেটা জনসাধারণের কল্যাণ করবে, মঙ্গল করবে, এবং গ্রামের মানুষের হাতে অধিক ক্ষমতা দেব।' খুব ভাল কথা। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটি ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটি হচ্ছে, ২৫ নাম্বার ধারা এবং উপধারা (এ) এবং (বি)। যেখানে বলা হয়েছে, No Civil court shall have jurisdiction :—(a) To entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a constituency. or

(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of the Electoral Registration Officer, or of any decision given by any authority appointed under this Act for the preparation of revision of any such roll. আমার কথা হচ্ছে স্যার, এই যে ধারাটা সেই ধারার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে—আমরা দেখেছি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে, গত বিধানসভার নির্ব্বাচনে, লোকসভার নির্বাচনে ইলেকটোরেল রুল যখন তৈরী হয়, তখন একটা পুলিং বুথের মধ্যে কম করে ৩০০ ভুতুরে ভোটার থাকে। কাল্পনিক মানুষের নাম দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এটা ধরা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি, সেই জন্যই আজকে এই বামফ্রন্টের যারা নির্বাচিত সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশ ভুতুরে ভোটে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন। আজকে এই যে ধারা সে ধারায় এমন একটি ধারা রেখে দেওয়া হয়েছে ডেমোক্রেসি ওয়েতে। গ্রাম পঞ্চায়েতের

ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হবে সেই জন্য যে সব অফিসার বা কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের দলীয় সমর্থক। কাজেই, এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং এজন্য তারা কোর্টে যেতে পারবে না, নালিশ করতে পারবে না। তাদের ডিসিশনই হবে চুড়ান্ত। মিঃ স্পীকার স্যার, এর আগেও আমরা এই বিধানসভায় দেখেছি, যেলের জন্য হাইকোর্টে যেতে পারবে না, ডিষ্ট্রিকট্ কোর্টে যেতে পারবে না বলে আইন পাশ করান হয়েছে। আজকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে খুব সিস্টেমেটিক ওয়েতে মানুষের অধিকারকে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দখল করার জন্য এই বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে উল্লেখ করেছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে রাজনীতির এক একটা আঁখড়া তৈরী করা হচ্ছে। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এটা সত্যি কথা। আমরা দেখেছি, গত ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার পরে জনসাধারণের মধ্যে যে অর্থ, টিন এবং চাকুরী দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে গ্রাম প্রধানদের সার্টিফিকেট নিয়ে করা হত। মিঃ স্পীকার স্যার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, যারা প্রকৃতভাবে উৎখাত হয়েছে, ঘর বাড়ী পুড়ে গেছে, লোক নিহত হয়েছে তারা সাহায্য পায় নি। সাহায্য পেয়েছে দলীয় লোকেরা। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। আজকে যদি মুখ্যমন্ত্রী চান, আমার কাছে ফাইল আছে, আমি দিতে পারব। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে বন্যার বিষয়ে বলতে চাই, লিষ্টে নাম উঠেছে, তাদের দলীয় লোকরাই লিষ্ট তৈরী করেছেন, জল উঠেছে বলে। কিন্তু সে লোক সাহায্য পায় নি। গ্রাম প্রধান মানা করে দিয়েছে। কাজেই টাকা পাবে না। বলে দিয়েছে, ওরা কংগ্রেসের সমর্থক, বামফ্রন্টের সমর্থক নয়। প্রত্যেকটা গাঁও সভাকে এক একটি দুর্নীতির আঁখড়ায় পরিণত করেছেন। আজকে সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতিবাজ বাবাজীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য, প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য এবং প্রটেকশন দেওয়ার জন্য, সেই জন্যই এই বিলের ৩৩ নাম্বার ধারাতে গ্রাম প্রধানদের ডাইরেক্ট ইলেকশান বাতিল করে ইণ্ডাইরেক্ট ইলেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটা নূতন কথা কিছু নয় এটা সত্যি কথা। আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু দুর্নীতিবাজ বাবাজীদের জনসাধারণ চিনে ফেলেছে বলেই এখানে এই বিল আনা হয়েছে।

গ্রামের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে যে অর্থ গ্রামের পঞ্চায়েতগুলির হাতে দেওয়া হয়েছে সে অর্থ তারা দলবাজি করে, দুর্নীতি করে যেভাবে অপব্যয় করেছেন তা জনসাধারণের কাছে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। তার জন্য এই বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা আজ চিন্তিত। যে দুর্নীতিবাজদের নিয়ে বামফ্রন্ট-এর রাজনৈতিক আখরা সৃষ্টি হয়েছিল সেই বাবাজী তাতে

জনসাধারণ আর ডাইরেকট ভোট দেবে না, তার জন্যই তারা এই বিলের মধ্যে নুতনভাবে এই ধারাটির সংযোজন করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ করব, এই ২৫ ধারা সম্পর্কে যেন পুনরায় বিবেচনা করা হয়। একটা সুষ্ঠ নির্বাচন যদি হতে হয়, তাহলে একটা সুষ্ঠ ভোটার লিষ্ট দরকার যার উপর মানুষের আস্থা আছে। স্যার সমস্ত কিছু বিকেন্দ্রীকরণ ঠিক, জনসাধারণকে ক্ষমতা দেওয়া ঠিক, পঞ্চায়েতের হাতকে শক্তিশালী করাও ঠিক, কিন্তু নির্বাচন ঠিক হবে না। নির্বাচনে আমি যাকে খুশী বসাব এতো হতে পারে না। কাজেই এই দুইটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধারা এই বিলে সংযোজন করা হয়েছে, একটু আগে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বললেন জনস্বার্থ বিরোধী যদি ধারা হয় এবং গণতন্ত্র বিরোধী ধারা যদি হয় তাহলে সেই ধারাগুলিকে আমরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করব। কাজেই আমার এই দুইটা ধারা বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা যারা এখানে বিলটিকে উপস্থাপিত করেছেন তাদেরকে আমার অনুরোধ ধারা দুইটি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবেন। যদিও জানি তারা ধারাগুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবেন না কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে এইগুলি এখানে সংযোজন করেছেন রাজনৈতিক আখরাকে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট হিসাবে রাখার জন্য। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন, এই বিল সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নভাবে বক্তব্য রেখেছেন এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীও আলোচনা করেছেন। বিগত দিনে যে পঞ্চায়েত ছিল সে পঞ্চায়েতের কাজ করতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে অভিজ্ঞতার নিরীখে আমি পঞ্চায়েতের উপর কিছু আলোচনা করছি। স্যার, পঞ্চায়েতগুলি হচ্ছে গ্রামের সরকার। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দারিদ্র সীমার নীচে যারা বাস করেন তারাই ভোটার এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিই এই পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের অর্থনৈতিক কথা চিন্তা করে এই পঞ্চায়েত-গুলিকে সচল করার লক্ষ্য নিয়ে এই বিলটাকে এখানে আনা হয় নি। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যেভাবে এই বিলটাকে হাউসে উথ্থাপন করেছেন, আমার মনে হচ্ছে জামার ছেড়া পকেটের মধ্যে তালি দেওয়ার মত একটা ব্যবস্থা। এই গ্রামের সরকার যারা পরিচালনা করবে, তারা যেহেতু খেটে খাওয়া লোক, তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থাকে এই বিলের মধ্যে তুলে ধরা হয়নি। আমরা দেখেছি, অতীতে পঞ্চায়েতে যখন কোন জরুরী কাজ পড়ত তখন পঞ্চায়েত সদস্যদের পাওয়া যেত না। কারণ হচ্ছে, পঞ্চায়েতের কাজ করতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সংকটের

মুখে পড়তে হত। তাদের এই অর্থ কষ্ট লাঘবের জন্য ন্যূনতম কোন আর্থিক সাহায্য বা ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে নেই। আমি আশা করব, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী পঞ্চায়েতগুলিকে সচল করার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের একটা ভাতার ব্যবস্থা করবেন। স্যার, এই বিলের মধ্যে আমি আরেকটা জিনিষ দেখছি যে দলত্যাগের বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামত এই বিলে স্থান পায় নি। অথচ পঞ্চায়েতগুলিই হচ্ছে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বলিষ্ঠ অংশ এবং আমি বলতে পারি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রাথমিক স্তরকে শক্ত করতে হবে। গ্রামগুলিকে সুন্দর করতে হলে, গ্রামের মানুষের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হলে প্রাথমিক ভিত্তিকে শক্ত করতে হবে। দলত্যাগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ এমন কিছু সুবিধাবাদী লোক আছে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যে কোন রাজনৈতিক দলে ভিড়তে পারে। আজকে এই দল, কালকে ঐ দল, এতে গ্রামের কাজকর্ম, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। কাজেই সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে এই বিলের মধ্যে দলত্যাগ বিরোধী একটা আইনের স্থান পাওয়া উচিৎ ছিল।

আর একটা জিনিষ হলো বালোয়ারী সেণ্টার এবং প্রাথমিক স্কুল যেগুলি আছে সেগুলি পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়নি, যেখানে পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামের উন্নয়নের জন্য এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, অনেক সদস্য এমন কি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন যে, সেখানে সঠিকভাবে স্কুলগুলি চলছে না, কারণ শিক্ষক নেই, ঘর নেই, বসার মতো জায়গা নেই, ফলে স্কুলগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। একটা মহকুমা শহরের অফিসে বসে গ্রামের স্কুলগুলির চেহারা পালটানো যায় না। গ্রামের ছাত্রদের, যুবকদের অসুবিধা দূর এখান থেকে হবে না। পঞ্চায়েতের হাতে যদি দায়িত্ব অর্পন করা হয় তাহলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের স্কুলগুলির উন্নতির জন্য, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবে। তাই, আমি আবেদন করব পঞ্চায়েতের উপর যেন অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঠিক এমন করে বালোয়ারী কেন্দ্র এবং প্রাথমিক যে স্কুলগুলি আছে সেগুলি পঞ্চায়েতের উপর আইন করে তাদের হাতে পরিচালনার জন্য উদ্যোগ নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা পঞ্চায়েত বিলের মধ্যে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষ হলো কিছুক্ষণ আগেও বিতর্ক হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, প্রধানের বিরুদ্ধে যদি কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হয় কোন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান সেই অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে বিগত দিনে তাঁরা সারা বছর ক্ষমতায় বসে থেকে দুর্নীতির চূড়ান্ত সীমায় পৌছে গেছেন। কিন্তু সেজন্য আইনের কোন সংস্থান রাখা হয়নি। সেই সকল দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য এই বিলের মধ্যে কোন সঠিক ব্যবস্থা নেই। বলা হয়েছে, বছরে একবার প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারা যাবে। আমার প্রশ্ন হলো, মিঃ স্পীকার স্যার, বছরে একবার কেন? যখন কোন প্রধান দুর্নীতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়বেন, যখন কোন প্রধান দুর্নীতির আখড়া তৈরী করবেন তখনই তাঁকে সরিয়ে দেবার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে সেটা নির্দিষ্ট সীমারেখা না রেখে পঞ্চায়েতের সদস্যদের উপর ছেড়ে দেওয়া

উচিত বলে আমি মনে করি। এই কারণে বিগত দিনে আমরা দেখেছি, বিগত দিনে অমরপুর ব্লকে রাঙামাটি গাঁওসভার প্রধান শ্রীনিহার ধর রায় তিনি নাকি দুর্নীতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি পঞ্চায়েতের টাকা লুটে-পুটে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে টেলিভিশন কিনেছেন। নূতন বাজারের সি, পি, এম দলীয় প্রধান পঙ্কজ সাহা, তিনি পঞ্চায়েতের টাকা নিয়ে নিজের ব্যবসায় লাগিয়েছেন। এমনি করে অম্পিনগর গাঁওসভায় প্রধান শ্রীকণী দেব, পূর্ব তুলুমার গাঁওসভার প্রধান শ্রীঅভয় কুমার জমাতিয়া, লেম্বুছড়া গাঁওসভার প্রধান শ্রীবলরাম ভদ্র, দেববাড়ী গাঁওসভার প্রধান শ্রীলালমোহন দাস, ঘুমিয়া গাঁওসভার প্রধান শ্রীনন্দলাল রিয়াং, রামভদ্র গাঁওসভার প্রধান শ্রীরামানন্দ বৈষ্ণব, উত্তর একছড়ার প্রধান শ্রীসরগম উচুই, এই ৬ বছরে বামফ্রন্টের দলীয় সমর্থকরা দুর্নীতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাংখা, সাধারণ মানুষের এন, আর, পির টাকা, এস, আর, পির টাকা বিভিন্নভাবে লুটেপুটে খেয়েছেন। তার জন্য বিভিন্ন সময় এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে, কখনও বা এস, ডি, ওর নিকট, কখনও বা বি, ডি, সি মিটিং-এ এইগুলি নিয়ে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে, পঞ্চায়েত সদস্যদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনের ফাঁকের মধ্য দিয়ে আজকেও তাঁরা সেই রাজত্বে বসে আছেন এবং আজকেও তাঁরা বহাল তবিয়েতেই আছেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন এটা আমরা চাই না। অতীতের এই অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আমি আবেদন করবো মিঃ স্পীকার স্যার, যাতে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নূতন যে বিল এসেছে সেই বিলের সঙ্গে সংস্থান রেখে যখনই কোন পঞ্চায়েত প্রধান দুর্নীতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়বেন তখনই সেই পঞ্চায়েত তাঁর জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবেন, এই ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর একটা প্রসঙ্গে বলতে চাই, পঞ্চায়েত লেভির কথা বলা হয়েছে, সেই লেভির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা কার স্বার্থে করা হয়েছে? গ্রামের মানুষগুলি আজকে দুমুঠো খেতে পারছে না, গ্রামের মানুষের জীবন যাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কেন পঞ্চায়েতের উন্নয়নের নাম করে মানুষের উপর আরও জুলুম করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে? সেই দায়িত্ব নিয়ে এটা করা হয়নি তার জন্যই এই বিলকে পরিহার করার জন্য আমি আবেদন রাখছি। আর একটা কথা বলতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অডিট ব্যবস্থা নিয়ে। প্রতি বছরই পঞ্চায়েতের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করার জন্য এই বিলের মধ্যে কোন সংস্থান নেই। অডিট ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অডিট কবে হবে, এটা কি ৫ বছর পরে হবে, নাকি ৭ বছর পরে হবে, নাকি এই প্রধানের জীবনেও হবে না এমন কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা দেখেছি, যে কথা আমি পূর্বেও বলেছি যে, অডিট ব্যবস্থা সঠিকভাবে না থাকার ফলে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে না। আজকে পঞ্চায়েতের প্রধান বিশেষ করে শাসক দলের প্রধানরা সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। তাই আমি আবেদন করবো, সাধারণ মানুষের আশা-আকাংখা, সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য পঞ্চায়েত বিল যাতে সঠিকভাবে কাজ করতে বাধ্য হয় তারজন্য একটা আইন পাশ করা উচিত। সেই

আইনে প্রতি দিনের হিসাব-নিকাশ যাতে পরীক্ষা করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলের মধ্যে একটা জিনিষ এসেছে সেটা হলো, সরাসরি প্রধান নির্বাচিত হবে না, পঞ্চায়েতের সদস্য দ্বারা সেখানে নির্বাচিত হবে। এই পঞ্চায়েত প্রধান কে হবেন ?

এই প্রশ্নে আমরা বলতে চাই বিগত ৬ বৎসরে বামফ্রন্টের, শাসক দলীয় যারা প্রধান তারা পঞ্চায়েতের দুর্নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাদেরকে বাঁচানোর জন্য পেছনের দরজা দিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করার জন্য এই বিলের মধ্যে সংস্থা রয়েছে। ফলে আমি আবেদন রাখব, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব যে যারা দুর্নীতি করছে, যাদের সাধারণ মানুষ প্রত্যাখান করেছেন তাদের যাতে আর জায়গা না দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সদস্য একটা ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন। এত বড় একটা গাঁওসভা, তার প্রতিটি ঘর বাড়ী, তার মাটি, সারা গাঁওসভা সম্পর্কে পঞ্চায়েতের সদস্যের ধারণা কম থাকবে। কাজেই সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করার করার জন্য, সমস্যাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করার জন্য, সেখানকার গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য, সামগ্রিক গাঁওসভার জনসাধারণের কাছে আমরা কিছু দিতে পারি সেই প্রস্তাবের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হোক। আমি আশা করব, আমি যে প্রস্তাবগুলি রেখেছি এগুলি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা সমর্থন করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মি: স্পীকার স্যার, এই সভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সিলেক্ট কমিটির সুপারিশসহ ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল ১৯৮৩ যেটা বিবেচনার জন্য রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে, এই বিলের আগে রাজ্যে যে বিল ছিল সংযুক্ত প্রদেশ পঞ্চায়েত বিধি বলে পরিচিত ছিল যার মধ্যে কতগুলি অগণতান্ত্রিক ধারা ছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমে একটি ধারাকে সংশোধন করলেন। সেটা হল হাত তুলে ওপেন ভোটের পরিবর্তে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিগত ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, গাঁও প্রধানরা দুর্নীতি করত, তাদেরকে সরানো কঠিন ব্যাপার ছিল। তাদের সামগ্রিক গাঁও সভার ৩ ভাগের ২ ভাগ ভোট নিয়ে তাকে অপসারিত করা যেত। এটা ছিল কঠিন ব্যাপার। সেখানে বিভিন্ন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান তাদের দুর্নীতি চালিয়ে যেতেন। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যেত না। এই বিলের মধ্যে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গাঁওসভা স্তরে নির্বাচন বন্ধ করে গাঁও পঞ্চায়েত স্তরে সদস্য নির্বাচিত হবেন। সেই সদস্যগণ থেকে প্রধান ও উপ প্রধান নির্বাচিত হবেন। যারা দুর্নীতিতে লিপ্ত হবেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের

জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনেক বিধি রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা করা হবে। ৩ ভাগের ২ ভাগ ভোটের বদলে এই আইনটা আরও সহজতর হবে। আমি মনে করি গণ-তন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার এইটা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এইখানে আর একটা জিনিষ রাখা হয়েছে, ১৮ বৎসর বয়স্ক যারা তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। ২১ বৎসর থেকে ১৮ বৎসর করা হয়েছে। তাতে বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানাবার আছে। কেননা ছাত্র-যুবকদের সমগ্র রাজনীতির মধ্যে, সমস্ত রাজনৈতিক দল গোটা ভারতবর্ষে ব্যবহার করে। এই সেদিন শান্তিনিকেতনে আচার্য্য শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন শিক্ষায়তনে রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। যে ছাত্র-যুবকদের নিয়ে আমরা রাজনীতি বলি, সমস্ত রাজনীতিক দল বক্তৃতার মধ্যে তাদের বিরাট বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে প্রশংসা করে, কিন্তু তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যখন নির্ব্বাচন কমিশনারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয় তখন তা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন, যেটা নিয়ে গোটা ভারতবর্ষের দাবী। তাদের রাজনীতি করার সুযোগ সেখানে করে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত তার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে গিয়ে সেখানে ফাণ্ডের যে অবস্থা, সেই ফাণ্ড, কালেকশান অফ ফাণ্ড, সরকার থেকে টাকা দিয়ে, ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। সেই সুযোগ করা হয়েছে। ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানের প্রশ্নে, কত কাজ বন্ধ হয়ে থাকত এই ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানের প্রশ্নে। তার এখন সুযোগ নাই। আমরা দেখি সামগ্রিকভাবে এই বিলটিকে যখন গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণের জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আনা হয়েছে তাতে বিরোধী দলের সদস্যরা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এই বিলের যে মূল উদ্দেশ্য সেই মূল উদ্দেশ্যটাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্যভাবে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কুৎসা লেপন করে দিয়েছে। ৬৮৯টা গাঁওসভার মধ্যে ১০-১৫ জন আংশিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত থাকতে পারে তা অস্বীকার করি না, কিন্তু যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে ৬৮৯টা গাঁওসভার মধ্যে ৬০০ গাঁওসভাই নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত। এই ধরনের উক্তি করা হয়েছে। তারা বলে-ছেন পঞ্চায়েতের মধ্যে আরও দুর্নীতি বাড়াবার জন্য নাকি এই বিলের মধ্যে ধারা আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা এত আতংকিত কেন? গ্রামের মধ্যে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হলে পরে তাদের এত আতংকিত হওয়ার কারণ কি? মানুষ যদি বামফ্রন্টের প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে গাঁও পঞ্চায়েতের যে ৭ হাজার সদস্য নির্বাচিত হবে, তারাই ত হতে পারবে, বামফ্রন্টের বিরোধী দলকে মানুষ ভোট দেবে এবং একটি অবাম পঞ্চায়েত গঠন হবে। তাতে ত তাদেরই প্রধান হবে। তাতে তাদের অখুশী হওয়ার কি আছে বুঝতে পারলাম না। তারা বুঝতে পেরেছে, তাদের দল তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে যাচ্ছে। যার জন্য তাঁদের এত আতংক মাননীয়

স্পীকার স্যার, সেদিন দেখলাম আমবাসাতে ১২৫ জনের সংগঠন (টি, ইউ, জে. এস ও কংগ্রেস (আই)-এর যুগ্মভাবে) বিরাট জনসভা। আমরা আর কোন জায়গায় দেখিনি, ১২৫ জনকে নিয়ে বিরাট জনসভা। তাদের এ. ডি, সিতে টি, ইউ, জে. এসের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন; এখন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে কিছু পার্বত্য লোকদলে যোগ দিয়েছে। তাদের হয়ে কথা বলার মত কেউ নেই। আমরা বাঙ্গালী, আনন্দ মার্গীরা তারা আস্তে আস্তে সরে এসে গণতন্ত্রের যে মূল পথ সেই পথে তারা নিজেদের যুক্ত করেছেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে গণতন্ত্রের পথ কোনটা। আজকে বামফ্রন্টের দল শক্তিশালী হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আর একটি কথা তারা বলেছেন, দলত্যাগ রোধ করার ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ নাই। আমাদের দিক থেকে তার জন্য কোন ভাবনা নেই। তাদের এই ব্যাপারে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এ, ডি, সির অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায় টি. ইউ, জে. এসের কি অবস্থা। আর কংগ্রেস, সেই কেরালাতে কংগ্রেস (আই) এর ৭৫ জন সদস্য, একটি অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৩ জন সদস্য ভোট দিতে আসেনি। হঠাৎ দেখা গেল ৩ সদস্য হাওয়া। সেই সদস্যগণকে সারা রাত্রি ধরে খোঁজ করা হল এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা পেলেন না। পরে বলা হল, তাদের দল থেকে সাসপেণ্ড করা হবে। এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। এইজন্য তাদের এত ভয়! তার জন্য আমাদের কোন চিন্তার কিছু নাই। আস্তে আস্তে বামফ্রন্টের শক্তি বাড়ছে। মানুষ এসে বামফ্রন্টে যোগ দিচ্ছে। গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ উনার বক্তব্যে বলেছেন, ট্রেজারী বেনচের সদস্যরা গান্ধীবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই। এখানে কেউ বসে আছে গান্ধীবাদের চ্যাম্পিয়ানশীপ হয়ে, কেউ বসে আছেন ট্রাইবেলিজম চ্যাম্পিয়নশীপ হয়ে, আবার কেউ বসে আছেন বাঙ্গালী জাতীয়তা-বাদের চ্যাম্পিয়নশীপ নিয়ে। আমরা কোন কিছুর চ্যাম্পিয়নশীপ নিয়ে আসি নাই। আমরা মার্কস-বাদে বিশ্বাস করি, গান্ধীবাদও করি। তবে ধীরেন্দ্র দেবনাথকে হলপ করে বলতে পারি, গান্ধীবাদ সম্বন্ধে উনার চেয়ে অভিজ্ঞতা একটু বেশীই আছে। আমার নবজীবন প্রকাশনীর ১৩১টা আইটেম পড়া আছে। আপনারা ত'এখানে বিরোধীতা করতে এসেছেন তার জন্য কতগুলি শব্দ চয়ন করেন। আপনারা যে বলেন মহাত্মা গান্ধীর কথা, কিন্তু উনার উপদেশ মানেন? মহারাষ্ট্রে একটা মিটিং হল দেখা গেল সেখানে ৫ জন মাত্র গান্ধীর টুপি মাথায়। আর সব ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

কাজেই সে জিনিষ তাদের সময়ে হতে পারে। আমার বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে এখানে বলতে চাই, এই যে গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল সেটাকে বিনা দ্বিধায় স্বাগত জানাবেন। এই বলে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ॥

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল উপস্থাপন করেছেন এই বিলে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও বামফ্রন্ট সরকারের যে অনুসৃত নীতি গণতান্ত্রিক

অধিকার আরও সম্প্রসারিত করা এবং যে কোন গণতান্ত্রিক বাধাকে যে আমরা রুখব, এই পঞ্চায়েত বিলে সে স্বীকৃতি রয়েছে। গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার যে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি সেটা এই বিলে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিল জাতিয়তা বিরোধী যতই বিরোধীরা বলছেন, সেটা নির্ভর করবে কিভাবে তার প্রয়োগ হবে তার উপর। যদি আমাদের নীতির উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে যে ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত ভোটাধিকার দেওয়া হল তা পূর্ণ গণতান্ত্রিক হল। গান্ধীজীর যে নীতি সেখানে বলা হয়েছে পঞ্চায়েতকে সব অধিকার দিয়ে দাও। সে অনুযায়ী গণতন্ত্রকে আমরা সম্প্রসারিত করব, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করব। সে জিনিষটাই এই বিলে রয়েছে। তাই এই বিলকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আর. এস. পির পক্ষ থেকে সমর্থন করি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই পঞ্চায়েত বিলকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং সমর্থনের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার মনে হয়, এই বিল ১৯৭৮ সালেই আমাদের আনা উচিত ছিল। মাননীয় সদস্যরা বলতে পারেন, কেন? সে সম্পর্কে আমি বলছি যে, আমরা কেন পঞ্চায়েত বিল করলাম। কংগ্রেস আমলে এই পঞ্চায়েতকে অনেকটা ভুলেই দিয়েছিল। ১০ বছরেও পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় না। আমরা মনে করলাম, একটা জাতী নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারের হাত দিয়ে তামাক খাবে সেটা ঠিক নয়। তাই ঠিক হল গ্রামে শহরে নির্বাচন হবে। এই সরকার লাল দালান থেকে সরকার চালায় না। শহর থেকে গ্রাম পর্য্যন্ত এই সরকার যাবে। মাননীয় সদস্যরা গান্ধীজীর কথা বলছেন। সেই গান্ধীজী সম্পর্কে আমি বলতে চাই, গান্ধীজীর ডাকেই আজকে আমরা এখানে এসেছি। গান্ধীজীর আদর্শের প্রতি যদি বিশ্বাস রাখতেন তাহলে কনস্টিটিউশনে কোন সরকার থাকার প্রয়োজন নাই। সেটা হল সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণ। গান্ধীজী মনে করতেন, তাহলে বড়লোকদের, জমিদারদের মনের পরিবর্তন করা যাবে। রাজাদের মনের পরিবর্তন করা যাবে। টাটা, বিড়লার মনের পরিবর্তন করা যাবে। আজকে স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরে আমরা দেখছি যে বিড়লার সম্পত্তি ছিল ২০ কোটি স্বাধীনতার আগে, সে বিড়লার আজকে হয়েছে ২ হাজার কোটি টাকার উপর। জমিদারি প্রথা উঠে গেছে ঠিকই কিন্তু বেশীর ভাগ জমি আজকে বড়লোকদের হাতে চলে যাচ্ছে। যারা গরীব তারা শুধু গরীবই হচ্ছে। আজকে দেশে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। গান্ধীজী কি চেয়েছিলেন আর দিল্লীতে বসে গান্ধীবাদীরা কি করছেন? সেটা মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে। আজকে বহু গান্ধীবাদী মার্কসিষ্ট হচ্ছে। আজকে বহু গান্ধীবাদী মার্কসবাদ, লেনিনবাদে বিশ্বাস করে আমাদের পথে আসছে।

আগে যে পঞ্চায়েত আইন ছিল সেটা একজন চিফ কমিশনার এই রাজ্যে চালু করেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের লোক। কাজেই তার নিজের রাজ্যের একটা আইন যাতে এই রাজ্যে চালু করা যায় তার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এটা ছিল তার কৃতিত্ব। এইভাবে আগে আমলাদের হাতে দেশের সমগ্র শাসনভার ছিল। আমরা এই আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটাবার জন্যে লড়াই করেছি এবং ত্রিপুরাতে এই আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটাবার জন্যেই এই বিল

এনেছি। আগে নির্বাচন ছিল একটা প্রহসন। জোতদার মহাজনরা টাকার বলে নিজেরা সেই প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমরা গতকালকের একটি পত্রিকায় দেখেছি যে জাপানে যে নির্বাচন হয়ে গেলো তাতে দেখা যায়, যে ব্যাক্তি একটি বিদেশী কোম্পানী থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছিল, তিনি টাকার বলেই আবার জয়লাভ করেছেন। এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। কারণ ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এটা হবেই। এখানেও আমরা যে পঞ্চায়েত বিল এনেছি তারমধ্যেও প্রকৃত গণতন্ত্র আসা সম্ভব নয়। প্রকৃত গণতন্ত্র একমাত্র আসতে পারে যেদিন ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে এবং সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হবে, সেদিন আর কায়েমী স্বার্থবাদীরা আর ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। আজকে সংসদে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন বা অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই যে, তারা সকলেই সেই পুঁজিপতি, রাজা, মহারাজা, নবাব এবং জোতদার, জমিদার, এরা রয়েছেন। আমাদের এই হাউসেই একজন মহারাজার মহারানী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করছেন। এরা গরীব মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না। করতে পারেও না

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার পকেটে একটি চিঠি রয়েছে। এই চিঠিটি দিয়েছেন আমাদের মহারাজা কিরিট বিক্রম-এর পরিবারের লোক। তিনি বিপন্ন হয়েই আমার কাছে চিঠি লিখেছেন যে তাকে যেন আমরা রক্ষা করি। কারণ কিরিট বিক্রম নাকি তাকে তার পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন। এখানে যদি মাননীয় মহারানী থাকতেন তবে তাকে অনুরোধ করতাম যে, তিনি যেন তার স্বামীকে বলেন যে, এই অসহায় বিধবা মহিলার উপর কোন প্রকার অত্যাচার না করেন। এইভাবে নিজেদের পরিবারের লোকেদের যদি মহারাজারা শোষন করেন তবে তারা সাধারণ মানুষের কি উপকার করবেন? এরা শোষন ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা চিঠিটি দেখতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য চিঠিটি দেখতে চেয়েছেন। আমি চিঠিটি আপনাকে দিলাম। চিঠিটি লিখেছেন রানী করুনাময়ী দেবী, স্বামী মৃত গিরিধারী দেববর্মা।

সুতরাং এই অসহায় মহিলাকে আমিও রক্ষা করতে পারব না। তাকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র মহারাজা কিরিট বিক্রম। সুতরাং আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করব যে, তিনি যেন এই বিধবা অসহায় মহিলাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ না করেন।

তাহলে মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা দেখুন, এই হলো মহারাজাদের চরিত্র। তারা কিভাবে গরীব মানুষের উপকার করতে পারেন?

মিঃ স্পীকার স্যার, ৬ বৎসর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতো হাত তোলার মাধ্যমে। আমরা সেই হাত তোলা নির্বাচন পদ্ধতিকে বাতিল করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করতে যাচ্ছি। আগে যে হাত তোলা ভোট হত তার একটা নিদর্শন দিচ্ছি। একবার এম, এল, এ, হিসেবে খোয়াইর সিঙ্গিছড়াতে একটি পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম যে একটা মাঠে সকল লোকদের লাইন করে দাঁড়া করানো হয়েছে। তারপর যিনি প্রার্থী তিনি দাঁড়ালেন এবং তাকে যারা যারা ভোট দিতে চান হাত তোলার জন্য বলা হল। হাত তোলার পর সেই প্রার্থীর চেলারা এক দুই তিন করে গুণে গুণে খাতায় এসে ৫টি ভোটের জায়গায় লিখলেন ৫০টি। সুতরাং এই ধরণের দুর্নীতি ছিল সে ব্যবস্থায়। কারণ, গ্রামের মানুষ তো আর লেখাপড়া জানেন না, সুতরাং তাদেরকে ঠকানো খুবই সহজ ছিল। কিন্তু আমরা সে ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছি। এই জোতদারদের বিশ্বাস ছিল যে সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করা পাপ।

আমরা গ্রামের সকল প্রকার উন্নয়নের কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। পঞ্চায়েত এন, আর, ই, পি,/এস, আর, ই, পি. ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের এই উন্নয়ন কার্য্য করবেন। প্রতিবাদ চলছে বিভিন্ন জায়গায় এস, আর, ই, পি, এর চাল খেয়ে ফেলল। তার অর্থ কি.দিও না? কাকে দাও? কনট্রাক্টরকে দাও. কাজেই বিভিন্ন অংশের শোষক শ্রেণীর লোকদের দাও, কনট্রাক্টরকে দাও। পঞ্চায়েত লেবার কার্ড দেওয়া হয়েছে। সেই লেবার কার্ড দেখে তাদের কাজ দেওয়া হয় এবং সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মজুরী পান। এক অংশে চাল, এক অংশে টাকা এবং পূজোর সময় শাড়ী পান, কাপড় পান। এটা কেউ চিন্তা করতে পারেন নি। এটা একমাত্র ত্রিপুরাতেই চালু হয়েছে। ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। আমরা তো ঘোড়ার মত চিৎকার করি না। ঘোড়ার গলাটা খুব শক্তিশালী কিন্তু তার বক্তব্য বোঝা যায় না। আমরা যখন চীৎকার করি এটা দিল্লীতে পৌছাবার জন্য। মানুষ জানুক তাদের জন্য কারা লড়াই করছে। ১৫০ দিনের কাজকে আমরা ২০০ দিন করতে চেষ্টা করছি। জুমিয়ারা জুমের বীজ পাচ্ছেন। কোনদিন পেয়েছেন? কংগ্রেসী রাজত্বে তারা পেয়েছেন? এবং আশ্চর্যের কথা টি, ইউ, জে, এস, এর নেতারা বলছেন, দিওনা। আমি জানি প্রতিবাদ আসবে। আজকে ট্রাইবেলের নাম করে আসতে হবে না আপনাদের।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, শোষক গোষ্ঠী কারা ছিল? এক নম্বরের শোষক গোষ্ঠী ছিল যারা মানি লেণ্ডার্স। আমি খুব খুশী হয়েছি, বোম্বেতে এগ্রিকালচারাল কর্পোরেশনের মিঃ গোলা-নদাউস, তিনি গত সপ্তাহে এখানে জুমিয়াদের উপর স্টাডি করে একটা বই আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আবার আসবেন এবং একবার এসে গেছেন। আমি দেখলাম, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে এখন জুমিয়াদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫টা কেস পেলাম যেখানে মহাজনের কাছে যাচ্ছে। আর সব ব্যাংকে যাচ্ছে এবং অন্যান্য সরকারী এজেন্সীতে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা

কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছে? সমস্ত জমিটা বাধা ছিল। আমি একদিন্ দশদা গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, একজন জুমিয়া টাকা দিতে পারেনি বলে দুদিন তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে। অপরাধ কি, অপরাধ হলো যার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল তাকে ফসল দেয়নি, বাজারে কেন ফসল দিল? আজকে তো মহাজনের কাছে ফসল বিক্রি করতে হয় না। আমি বলছি না যে, আমরা মহাজনী দাদন একেবারে বন্ধ করতে পেরেছি।

আমরা জুমিয়াদের খোরাকীর ঋণ পাইয়ে দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আর যে জিনিষটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে, আমরা এখানে ওয়ান টায়ার পঞ্চায়েত। পশ্চিমবংগে থ্রি টায়ার। অধিকাংশ রাজ্যে থ্রি টায়ার। একজন বিশেষজ্ঞ, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন—শ্রীঅশোক মেহতা। তিনি এসেছিলেন এবং আমাদের পঞ্চায়েতটা দেখলেন এবং বললেন যে, আপনারা যেটা সত্যি সত্যি করলেন ভারতবর্ষের জন্য কোথায়ও সেটা নেই। আপনারা ভাল পরিচালনা করছেন। আমি বললাম, আমাদের ওয়ান টায়ার এবং বি. ডি, সি, একটা আছে এবং সেখানে ইলেকটেড প্রতিনিধিরা আছে। কংগ্রেস আমলে ছিল নমিনেটেড। বি, ডি, সি.-তে এ নির্বাচিত লোক ছাড়া প্রধানেরা থাকছেন, এ, ডি, সি-র মেম্বাররা থাকছেন (ইন্টারাপশান)। ভোটাররা যাদের নিয়ে আসবেন তাঁরাই থাকবেন। এই বি, ডি, সি, টা কিভাবে কাজ করছে আমি একটা ধারণা দিতে চাই। বি. ডি, ও, হচ্ছেন এক্জীকিউটিভ। আমাদের যত ডেভেলাপমেন্টের কাজ আছে, শুধু অ্যাডমিনিসট্রেশান নয়, এমন কি এ, ডি, সি-এর কাজকর্মগুলি পর্যন্ত বি, ডি, সি-এর মাধ্যমে হয়।

সেখানে যে বি, ডি, সি-র দপ্তর সেটাকে আমরা ফুল ফ্লেজেড করেছি। সেখানে সবগুলি দপ্তরের ডেভেলাপমেন্টের কাজগুলি হবে। সেখানে সেই সব দপ্তরের অফিসাররা থাকবেন বি, ডি, সি-র মিটিংয়ে যারা প্রধান আছেন তারাও থাকবেন। তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন। দপ্তর থেকে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা জবাব দেবেন। সেখানে প্রধানরা এসে বলল যে এই সব জায়গায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, বলা হল যে এই এই জায়গায় মৌসুমী বাঁধ দিতে হবে। এইভাবে একটা গ্রামে কোথায় কি প্রয়োজন সেটা বি.ডি.সি-র অনুমোদন ছাড়া হবে না। আমরা দেখেছি যে, এই বি, ডি, সি-র যে কাজগুলি হচ্ছে সেই সব কাজের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এক্সটেনশান অফিসারের কাছ থেকে জবাব পাওয়ার সুযোগ হচ্ছে। শুধু এক্সটেনশান অফিসাররাই নয়, অনেক সময় আমরা দেখেছি যে, তার চেয়ে উপর তলার অফিসার যারা আছেন তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে খবর নেন। সেখানে তারা ঘুরে ঘুরে কোন জায়গাটা দুর্বল. কোথায় কি সাহায্যের দরকার আছে, এইভাবে তারা সেগুলি চিহ্নিত করে দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে লীন পিরিয়ডে সমস্ত ত্রিপুরার কোন্ কোন্ এলাকাগুলি ড্রট এলাকা, কোথায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা এইগুলি ঠিক করে রাখতে হবে। এবং এই

রকম কাজের এক্সপেরিমেন্ট বামফ্রন্ট সরকার গত ৬ বৎসর যাবত করছে। এবং এই বার যারা নির্বাচিত হবেন, তারা এইসব কাজে অংশে নিতে পারবেন। এর ফলে কি হয়েছে— না, ব্লক অফিসগুলি আজকে মিনি টাউনে পরিণত হয়েছে। আমরা আরও বলছি যে, সেখানে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হউক এবং সেইসব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টারগুলিও সেখানে নিয়ে যাওয়া হউক। আমরা চাইছি যে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদি এই সব ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টারগুলি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তাদের আর আগরতলা আসতে হবে না। তেলিয়ামুড়াতে যদি আমরা সেই সেন্টার করতে পারি তাহলে আর খোয়াই যেতে হবে না। স্যার, ডিসেন্ট্রালাইজেশান ইজ এ প্র্যাকটিস—এবং আমাদের এই সব প্রচেষ্টা দেখে আমাদের বিরোদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধীতা করা হচ্ছে। ওরা দেখছে যে ওদের ক্ষমতা সংকুচিত হচ্ছে, ভাবছে যে, আমরা এত বড় বড় অফিসার আর এসব লেংটি পরা লোক তারা প্রধান হয়ে আসছে—স্যার, হয়তএকজন রিক্সাওয়ালা, একজন দিন মজুর সেও হয়ত প্রধান হলো। হয়তো একজন জুমিয়া প্রধান হয়ে গেল। টি, ইউ, জে, এস-র এসব কোট টাই পরা নেতাদের মত লোকই প্রধান হবার কথা, এটা নাও হতে পারে। তারাই সব কিছু সুনীতি করছে আর অন্যেরা সব দুর্নীতি করছে—ওরা সব সুনীতির পাঠ নিচ্ছেন ঐ' কংগ্রেস(ই)-র কাছ থেকে আর অন্যেরা সব দুর্নীতি করছে—তারা তাদের গুরুদেবের কাছ থেকে সুনীতির পাঠ নেবে, আমাদের সেই কথা শুনতে হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিনিস্ট্রেশানকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। আগে এডমিনিস্ট্রেশান ছিল আগরতলার মধ্যে। আমরা এসে সেগুলিকে সাবডিভিশানে নিয়েছি। এডিসি বলছে যে, না, আমরা এডমিনিস্ট্রেশানকে একেবারে দুর্গম এলাকায় নিয়ে যাব। আমাদের নিয়ে যেতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানকার মানুষেরা সহরে আসতে অসুবিধা হয় সেই সব মানুষদের বাড়ীর কাছে নিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস্ যেগুলি আছে সেগুলিকে আমরা নিয়ে যেতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব করার পরেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এখনও চলছে প্ল্যানিং ফ্রম দি টপ। আমি স্বীকার করছি যে, ৬ বছরেও আমরা পারিনি। যে পরীক্ষানিরীক্ষা আমরা করছি সেটা ভারতবর্ষের কোথাও হয় নাই। আমাদের আরও আগে চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা পারি নাই। প্ল্যানিং ফ্রম দি টপ কেন বলছি? কারণ, গ্রামের লোকে জানে না, কোন্ কাজ তার দরকার? তার কথা শুনবার লোক নাই। ব্লক থেকে রাজ্যে, রাজ্য থেকে যেখানে প্ল্যানিং হয় সেখানে তাদের নিয়ে আসতে পারি নাই। যখন আমরা এটা পারব তখনই সত্যি সত্যি প্ল্যানিংয়ের কাজ সুরু হবে। আগামী ৪ বছরে আমরা সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাই চালাব। আমাদের এই প্রচেষ্টা দেখেই এরা আতংকিত হয়ে পড়েছে। আতংকিত হয়ে পড়েছে এজন্য যে, যখন তাঁরা বুঝতে পারছেন গ্রামাঞ্চলে

এতদিন যাদের বঞ্চিত করে আসছিলেন তাদের উপর বসে বসে আর মাতব্বরী করা যাবে না। তখনই……

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমারতো আরো বলার ছিল, আমাকে আরও বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার—তাহলে আগামী কাল বলবেন। আগামী কাল আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে। এই সভা আগামীকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION—6

NAME OF M. L. A :— SHRI TARANI MOHAN SINHA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। স্বেচ্ছায় যারা পরিবার পরিকল্পনা করেন সরকার হইতে তাদের প্রতি কোন সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

২। থাকিলে কি সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে ?

ANSWER

Minister-In-Charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। আছে।

২। স্বেচ্ছার পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের সরকার নিম্নরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন :—

অস্থায়ী জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয় এবং লুপ ও কপার টি ব্যবহারকারী মহিলাদের ৯ টাকা করিয়া আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় এবং স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের মধ্যে পুরুষ নির্বীজকরণের জন্য প্রতিজনকে ১২৫ ·· টাকা এবং মহিলা বন্ধ্যাকরণের জন্য প্রতি মহিলাকে ১১৫ ·· টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। যে সমস্ত মহিলা স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের ক্ষেত্রে হাসপাতালের পথ্য গ্রহণ করেন না তাহাদিগকে অতিরিক্ত ৩০·০০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION :—9

NAME OF M. L A :— SHRI TARANI MOHAN SINHA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে ত্রিপুরাতে কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২। উক্ত রোগীদের থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTER): SHRI KHAGEN DAS.

১। ২২১৯ জন। উত্তর জেলায়—৮২৯ জন
দক্ষিণ জেলায়—৬০৭ জন
পশ্চিম জেলায়—৭৮৩ জন
———
২২১৯ জন

২। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য সরকার থেকে থাকা ও খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা নীতিগতভাবে রোগীদের বাড়ীতে পারিবারিক পরিবেশে করা হয়। চিকিৎসার জন্য ৪০টি সেকটর, ২০টি এস. ই. টি. এবং আগরতলা, কৈলাশহর ও খোয়াইতে ৩টি আরবান কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ২টি লেপ্রোসি কন্ট্রোল ইউনিট এবং ১টি জোনাল লেপ্রোসি ইউনিট এই ৬০টি কেন্দ্রকে পরিচালনা করেন।

Assembly Admitted Starred Question No. 19 asked by

Shri Matilal Sarkar. M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মাসে গড়ে কত মেট্রিক টন চাউল এফ, সি, আই, ত্রিপুরা সরকারকে সরবরাহ করেছেন ;

২। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকার ঐ সময়ে এফ, সি, আই-এর নিকট থেকে কিছু পরিমাণে চাল ধার করতে বাধ্য হয়েছেন ;

৩। সত্য হলে এই ধারের পরিমাণ কত এবং ধার করার কারণ কি ?

ANSWER

Replied by the Food Minister.

Date of reply 21. 12. 1983.

১। এফ, সি, আই, মাসে গড়ে ৭১৮৮'৬৭ মেঃ টন চাল ত্রিপুরা সরকারকে সরবরাহ করেছেন।

২। না, তবে অগ্রিম নেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Admitted Starred Question No. 26, asked by
Shri Rudreswar Das, M. L. A.

QUESTION

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর মহকুমায় বরাদ্দকৃত কেরোসিন তেল নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে না।

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ এবং,

৩। কমলপুর মহকুমায় নিয়মিত কেরোসিন তেল সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

ANSWER

Replied by the Food Minister ;
Date of reply 21. 12. 83.

১। আংশিক সত্য।

২। কমলপুর এবং ত্রিপুরার অন্যান্য অংশে এ পর্যন্ত কেরোসিন তেলের সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে না হওয়ার প্রধান কারণ ভারত সরকার কর্তৃক অপর্যাপ্ত পরিমাণ কেরোসিন তেল বরাদ্দ করা। এ ছাড়াও কমলপুরে ৩টী এজেন্টের মধ্যে একটি এজেন্টকে ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন আগষ্ট মাস হইতে কেরোসিন তেল সরবরাহ করিতেছে না।

৩। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কেরোসিন তেলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য বার বার অনুরোধ করার পর গত নভেম্বর মাস হইতে কেরোসিন তেলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কমলপুরে যে এজেন্টকে আগষ্ট মাস হইতে তেল সরবরাহ করা হইতেছে না তাহাকে তেল সরবরাহ করার জন্য তেল কোম্পানীগুলিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION : 63

Name of M. L. A :—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বিলোনিয়া মহকুমার কাঠালিয়াছড়ার চিকিৎসাকেন্দ্রটি (১৯৫৬ সনে স্থাপিত) কোন মানের

চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে গন্য করা হইয়া থাকে ?

২। উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রটি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। কাঠালিয়াছড়া চিকিৎসা কেন্দ্রটি একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

২। উহা বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION : 69
NAME OF M.L.A :— SHRI SUBODH CHANDRA DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার কতটুকু জমি গ্রহন করেছেন ? এবং

২। ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আগামী কত দিনের মধ্যে গৃহ নির্মানের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das,

১। দামছড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার কোন জমি গ্রহন করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted starred question No : 81.
Name of M. L. A. :—Sri Monoranjan Majumder.
Minister in charge :— Sri Sudhanwa Deb Barma.

প্রশ্ন

১। বর্তমান সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে রাজ্যের মাথাপিছু আয়ের পরিমান কি হারে বৃদ্ধি

পাইয়াছে ?

উত্তর

১। বর্তমান সরকারের প্রথম চার বছরে (১৯৭৭-৭৮ হইতে ১৯৮০-৮১) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমান নির্দ্ধারন করা হইয়াছে।

১৯৭০-৭১ সালের মূল্যানুসারে (at 1970-71 Prices) এই চার বছরের বার্ষিক মাথাপিছু আয় গড়ে ২'৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রশ্ন

২। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বছরে এই হার কি ছিল ?

উত্তর

২। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বছরে (১৯৭২-৭৩ হইতে ১৯৭৬-৭৭) এই বৃদ্ধির হার ছিল ১'৬ শতাংশ।

ADMITTED STARRED QUESTION : 100

Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিতে অধিকাংশ সময়ে ঔষধ থাকে না,

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ ও প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department (Name of the Minister) :—Shri Khagen Das.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION : 101

Name of M.L.A. Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, ডক্টর কোটনিস কমিটির পরিচালিত আগরতলাস্থ আকুপাংচার

চিকিৎসা কেন্দ্রটি সরকারী সাহায্য ও জমির অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। আকুপাংচার চিকিৎসা শাস্ত্র এই দপ্তরের আওতাধীন নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question : 103

Name Of M. L. A. Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ৮ই নভেম্বর ৮৩ ইং সিধাই থানা অন্তর্গত চাচুবাজার এলাকার দ্রোপদী দেববর্মা (৪০), সবিত্রা দেববর্মা (৬) এবং কাতলামারা এলাকায় আরও ২ জন আন্ত্রিক রোগে মারা গিয়েছেন ;

২। যদি সত্য হয় তবে ঐ রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন, এবং

৩। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি ?

A N S W E R

Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department

(Name Of The Minister) : Shri Khagen Das.

১। সিধাই থানার অন্তর্গত চাচু বাজার এলাকার দ্রোপদী দেববর্মা ও সবিতা দেববর্মার আন্ত্রিক রোগের মৃত্যু সংবাদ সত্য এবং কাতলামারার আরও ২ জনের মৃত্যুর সংবাদও সত্য, তবে তাহাদের মৃত্যুর কারণ এনকেফেলাইটিস, আন্ত্রিক রোগ নহে।

২। রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীরা এলাকায় গিয়া যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পানীয়জল পরিশোধন এবং প্রতিষেধক টিকার ও যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৩। জানা নাই।

Admitted Starred Question : 116

Name of member :—Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperation Department be pleased to state.

১) ইহা কি সত্য যে, ১১ অক্টোবর ১৯৮৩ তারিখে পত্তিছড়ি বীরচন্দ্র নগর ল্যাম্পস হইতে শ্রীমতী বৈষ্ণবী রিয়াং, স্বামী মৃঃ বরসাই রিয়াংকে বেতাগা গাঁওসভা (বগাফা ব্লক) হইতে কনজামসান লোন দেওয়ার পর (ক্রমিক নং ২২২২) জনগনের প্রতিবাদে উক্ত লোন ফেরৎ নেওয়া হয়েছিল ;

২) সত্য হইলে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ANSWER

Minister in-charge of the Cooperation Department

১) শ্রীমতী বৈষ্ণবী রিয়াংকে বীরচন্দ্র নগর পত্তিছড়া গাঁওসভা ল্যাম্পস হইতে কনজামশান লোন দেওয়া হইয়াছিল। ঋণ দেওয়ার পর জানা যায় যে উক্ত ঋণ গ্রহীতা সমিতির এলাকায় বসবাস করেন না। তাই ঋণ বিলির পর দিন উক্ত ঋণ ফেরৎ আদায় করা হয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question : 120

Name of M.L.A.—Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। প্রিমিটিভ গ্রোপ রিহেবিলিটেশান প্রোগ্রামে প্রস্তাবিত দেবীপুর (বগাফা ব্লক) প্রকল্পটি কার্য্যকর হয়েছে কিনা ?

২। না হলে কারন ?

৩। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের কত পরিবারকে ঐ পরিকল্পনার আওতাধীনে আনা হবে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department—Shri A. Rahaman.

১। প্রিমিটিভ গ্রোপ রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রামে প্রস্তাবিত দেবীপুর (বগাফা ব্লক) প্রকল্পটি আংশিক ভাবে কার্য্যকর হয়েছে।

২। এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসে না।

৩। চলিত আর্থিক বছরে রাজ্যে ৪০০ পরিবারকে এই পরিকল্পনার আওতাধীনে আনার প্রস্তাব আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION : 122

Name of M. L. A. Shri Narayan Das

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। চৌহমুনী গাঁওসভার অন্তর্গত মায়ারানী বাজারের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছি কি?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-in-charge of the health and family welfare Department (name of the minister): Shri Khagen Das.

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No : 124

Name of the M. L. A.—Shri Narayan Das

QUESTION,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Developmeant Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মেলাঘর ব্লক অন্তর্গত তৈভিজিলিং গাঁও সভার SREP/NREP প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা করার জন্য ১০/১০/৮২ ইং তারিখে ৯৮৩ শ্রমদিবসের কাজের মঞ্জুরী আসা সত্ত্বেও উক্ত গাঁও সভার পঞ্চায়েত প্রধান কর্তৃক মাত্র ৮৫৩ শ্রমদিবসের কাজ করানো হয়েছিল ?

২। সত্য হলে বাকী ১০৩ শ্রমদিবসের কাজ না করানোর কারণ কি ?

ANSWER.

Reply given by the Minister-in-charge of the Rural Development Department, Shri Dinesh Chandra Deb Barma.

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No : 162

Name of meber :— Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। অরুনধতিনগরে নবনির্মিত কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার বিল্ডিং তৈয়ার করিতে কোন টেণ্ডার ডাকা হইয়াছিল কিনা ?

২। ডাকা হইয়া থাকিলে কত তারিখে ডাকা হইয়াছিল এবং স্থানীয় কোন্ কোন্ পত্রিকায় টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং

৩। ঐ বিল্ডিং তৈয়ার করিতে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department,

১। না ;

২। প্রশ্ন উঠে না ;

৩। বিল্ডিং তৈয়ারীর কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। অতএব পুরো হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question :167

Name of M. L. A. Shri Bhanulal saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & family welfare Department be pleased to state :-

১। ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে বাৎসরিক ঔষধের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমান কত,

২। বর্তমানে মাথাপিছু রোগীর জন্য দৈনিক বরাদ্ধ কত,

৩। ১৯৭৭-৭৮ সনে এই বরাদ্ধ দৈনিক কত ছিল,

৪। প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানের বরাদ্ধকৃত অর্থ কত শতাংশ কম (দৈনিক),

৫। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার যে অর্থ দাবী করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ বরাদ্ধ করিয়াছেন তাহার পার্থক্য কত ?

ANSWER

Minister-in-charge of the health and family welfare department (Name of the minister) : Shri khagen Das.

১। বাৎসরিক ঔষধের জন্য বরাদ্দ প্রতি বৎসর একইরূপ থাকে না। ১৯৮৩-৮৪ সালে আনুমানিক ৬০·৭০ লক্ষ টাকা।

২। নির্দ্ধারিত কোন বরাদ্দ থাকে না। তবে ১৯৮২-৮৩ সনে বহির্বিভাগে ৪৮ লক্ষ এবং অন্তর্বিভাগে ৮ লক্ষ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং ঔষধের জন্য মোট বাজেট বরাদ্ধ ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এই হিসাবে রোগীপিছু দৈনিক গড় খরচের পরিমাণ নিম্নরূপ :

বহির্বিভাগ - ০·৭০ পয়সা

অন্তর্বিভাগ - ৩·৩০ পয়সা

৩। ১৯৭৭—৭৮ সনেও রোগীপিছু দৈনিক নির্ধারিত কোন বরাদ্দ ছিল না। ঔষধের জন্য মোট খরচ করা হইয়াছিল ২৭ লক্ষ টাকা এবং মোট রোগীর সংখ্যা বহির্বিভাগে ৩৭ লক্ষ ৪৬ হাজার এবং অন্তর্বিভাগে ৬ লক্ষ ৫২ হাজার। এই হিসাবে রোগীপিছু দৈনিক গড় খরচের হিসাবে নিম্নরূপ :—

বহির্বিভাগ—০·৫০ পয়সা

অন্তর্বিভাগ—১·৫০ পয়সা

৪। ৭৬ শতাংশ।

৫। ঔষধের প্রায় সব খরচই নরপ্ল্যান খাতে হইয়া থাকে। অষ্টম অর্থ কমিশনের নিকট ঔষধ বাবদ বার্ষিক প্রায় আড়াই কোটি টাকার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। ফলাফল এখনও জানা যায় নি। ঔষধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন নির্দিষ্ট দাবী করা হয় না।

Admitted Starred Question : 176

Name Of M. L. A. Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্য্যন্ত এই সংখ্যা কত ছিল,

৩। কয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে,

৪। কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department

(Name Of The Minister) : Shri Khagen Das.

১। ৩২টি।

২। ২৭টি।

৩। ৩২টি ব্যতীত ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

৪। নাই। তবে উহাতে ১০টি নূতন শয্যা সংযোজন করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. : 177

asked by Shri Manik Sarker. M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী চালের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে কিনা;

২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চাল প্রকৃত চাহিদার চেয়ে কম হলে বর্তমানে খাদ্য সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে;

৩। এখন প্রতিমাসে চালের বরাদ্দ কত মে: টন। এস, আর, ইপি-এর জন্য চালের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে কিনা।

৪। হলে তার বিবরণ।

ANSWER

Replied by the Food Minister.

১। না।

২। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ কম হওয়ায় প্রায় প্রতি মাসেই F. C. I হইতে পরবর্তী মাসের বরাদ্দের চাউল হইতে অগ্রিম সরবরাহ লইয়া কোনক্রমে রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখা হচ্ছে।

৩। ৭,৫০০ মেট্রিক টন।

৪। এস, আর, ই, পি-র জন্য কোন বরাদ্দ নাই। সুতরাং ইহা বাড়ানোর প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Admitted Starred question No : 181

by Sri Basit Ali. M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

১। কৈলাসহর মহকুমায় শাসকের অধীন খাদ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যায্য মূল্যের দোকানের

সংখ্যা কত ?

২। উক্ত দোকানগুলিতে প্রতি মাসে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত চাউলের পরিমাণ কত ?

ANSWER

Replied by the Food Minister,

১। ৯৩টি ন্যায্য মূল্যের দোকান।

২। গড়ে প্রতিমাসে ৬৫০ মেঃ টন।

Admitted Starred Question No. : 183

Name of member :- Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state :-

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গ্রাম বিকাশ ল্যাম্পস H. Q. অমরেন্দ্রনগর বাজারে থাকার কথা ছিল, এবং বর্ত্তমানে ল্যাম্পসের এরিয়া অপারেসনের বাহিরে কেন H. Q. রাখা হল, এবং

২) বোর্ড অফ ডাইরেক্টারর্স সুপারিসিড করা হল কেন ?

৩) এবং ল্যাম্পসের চেয়ারম্যান ফাইল নং ২১ (২) অনুসারে অবশ্য উপজাতি চেয়ারম্যান হওয়ার কথা কিন্তু এখানে কেন নন-ট্রাইবেল চেয়ারম্যান রাখা হল ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operation Department

১) গ্রাম বিকাশ ল্যাম্পসের H. Q. অমরেন্দ্রনগর বাজারে থাকার ব্যাপারে সমিতির উপ-বিধিতে কোন সুনির্দ্দিষ্ট উল্লেখ নাই। ল্যাম্পসের H. Q. ইহার এরিয়া অপারেশনের ভিতরেই আছে।

২) ল্যাম্পসের আধিকাংশ বোর্ড অব ডাইরেক্টরর্স উপর্যুপরি মিটিং-এ অনুপস্থিত থাকায় ফলে সমিতির দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া বশতঃ বোর্ড অব ডাইরেক্টরর্স সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়।

৩) বর্ত্তমানে সমিতি বোর্ড অব ডাইরেক্টরের পরিবর্ত্তে বোর্ড অব এডমিনিষ্ট্রেটরর্স দ্বারা পরিচালিত। বোর্ড অব এডমিনিষ্ট্রেটারের চেয়ারম্যান যে কোন ব্যাক্তিকে মনোনীত করতে আইনগত কোন বাধা নেই।

Assembly Admitted Starred Question No : 190
Asked by Shri Manik Sarkar,

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state : —

১। রেশন সপের দুর্নীতি সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কি ?

১। থেকে থাকলে কয়টি ?

২। দুর্নীতি তদন্তে এবং দুর্নীতি রোধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে ?

ANSWER

Replied by the Food Minister

১। হ্যাঁ।

২। ৮২ টি।

৩। অভিযোগ সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া গেলে তাহা তদন্ত করা হয় এবং তদন্তে অভিযোগ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেলে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয় এবং অভিযোগ কোর্টে দায়ের করা হয়। রেশন সপের দুর্নীতি রোধ করার জন্য বিভাগীয় পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে প্রতিটি রেশনসপ পরিদর্শন করে এবং তাহারা রেশন সপের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখেন। এ ছাড়া বিভাগীয় অফিসারগণও রেশনসপ পরিদর্শন করেন। পুলিশ বিভাগের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকেও রেশন সপের উপর দৃষ্টি রাখার ভার দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION : 192

NAME OF M. L. A :— SHRI MANIK SARKAR.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। হাপানিয়া সংলগ্ন এলাকায় জেলা হাসপাতাল স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে তার অগ্রগতি কতটুকু ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি এবং কবে থেকে এই কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

ANSWER

Minister-In-Charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। প্রাথমিক কাজ শুরু হইয়াছে।

২। জমি অধিগ্রহণ করার পর পূর্তবিভাগকে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং চীফ আর্কীটেক্টকে প্লেন তৈরী করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। প্লেন এষ্টিমেট পাওয়া গেলে কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question : 209
Name of M. L. A. Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরার কাঁঠালছড়া ডিসপেনসারী নির্মানের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে,

২। যদি সত্য হয় তবে এখন পর্য্যন্ত উক্ত ডিসপেনসারী-এর উদ্বোধন না হওয়ার কারন কি, এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত তাহা উদ্বোধন হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in-charge of the Health and Family welfare Department
(Name of the minister) :—Shri Khagen Das.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION : 210

NAME OF M. L. A :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরার আমবাসা ডিসেপেনসারীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করার কোন পরিকল্পনা

সরকারের আছে কিনা ?

২। না থাকিলে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTER): SHRI KHAGEN DAS.

১। নাই।

২। ভারত সরকারের 'পরিকল্পনা' কমিশনের অনুমোদিত ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাচিত স্থানগুলির মধ্যে আমবাসা পড়ে না।

Assembly Admitted Starred Question No. 212
asked by Shri Dhirendra Deb Nath, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। মোহনপুর গোডাউন হইতে ১৯৮৩ ইং সনে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে চাউল চুরির ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ;

২। যদি উক্ত চুরির ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবগত থাকেন তবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ; এবং

৩। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

Replied by the Food Minister :

১। না।

২। ৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question : 218
Name of M, L, A. Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Health & Family Welfare Department be pleassed to state :—

১। সিধাই থানার অন্তর্গত গোপালনগর মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার ও অন্যান্য

কর্মচারীদের থাকার জন্য কোয়ার্টার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department
(Name Of The Minister) : Shri Khagen Das.

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ভারত সরকারের নিয়মানুযায়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টারের সংস্থান নাই।

Admitted Starred Question No : 223
Name of the M. L. A.—Shri Dhirendra Debnath

QUESTION,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Developmeant Department be pleased to state :—

১। মোহনপুর হাসপাতালের সিটের সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

Mjnister-in-charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করেন নাই।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. : 1
asked by Shri Sunil Kumar Choudhury M. L. A. .

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। সাব্রুম বিভাগে রেশন দিতে সপ্তাহে মোট কত পরিমাণ চাল, কেরোসিন ও চিনির প্রয়োজন হয় ;

২। গত ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৮৩ ইং সনে সাব্রুম বিভাগে কোন গুদামে ও ডিপোতে কত পরিমাণ চাল, চিনি ও কেরোসিন ছিল তার হিসাব ;

৩। ১৯৮৩ ইং সনের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সাব্রুম বিভাগের রেশন সপে চাউল, চিনি ও কেরোসিন সরবরাহের ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছিল কি ;

৪। হয়ে থাকলে তার কারণ ;

৫। ১৯৮৩ সনে আগষ্ট মাসে সাব্রুম বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত চাউল, কেরোসিন ইত্যাদি সাব্রুম থেকে বিলোনীয়া দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

ANSWER

Replied by the Food Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question : 7
Name of M. L. A. - Shri Bidya Ch. DebBarma.

Name of M.L. A.—Shri Shyama Charan Tripura,
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন ফলের বাগান করা হয়েছিল কি ?

২। করা হইলে তাহা কোথায় কোথায় করা হইয়াছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department—Shri A. Rahaman.

১। ত্রিপুরায় জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফলের বাগান করা হইয়াছে।

২। যে সকল স্থানে জুমিয়াদের জন্য বন বিভাগ থেকে ফলের বাগান করা হইয়াছে তাহার বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :-

বন বিভাগের নাম	জুমিয়া পুনর্বাসন কেন্দ্রের নাম
ক) আমবাসা বন বিভাগ	১। রাইমারাই বাড়ী
	২। চন্দ্রমোহন বাড়ী
	৩। অভিরাম চৌধুরী পাড়া
	৪। গন্ডাছড়া
	৫। হরিণছড়া
	৬। চাঁনমোহন রোয়াজা পাড়া
খ) মনু বন বিভাগ	১। মধ্য ছৈলেংটা
	২। ডেমছড়া
	৩। ঈশান রোয়াজা পাড়া
গ) উত্তর বন বিভাগ, কৈলাশহর।	১। রাতাছড়া
	২। নবীন চৌধুরী পাড়া
	৩। নবজয় পাড়া
	৪। শেরমুন টীলা
	৫। নুনছড়া
ঘ) কাঞ্চনপুর বন বিভাগ	১। ভ্যাংমুন ও বেলিয়ানচীপ
	২। মনপুই
	৩। মুন্টাটীলা
	৪। মুজফ্‌ফরচুয়ার

বন বিভাগের নাম	জুমিয়া পুনঃবাসন কেন্দ্রের নাম
	৫। বালানলছড়া
	৬। উত্তর লালজুরী
	৭। কামারমারা
	৮। কেউরীছড়া
	৯। দমনফা বাড়ী
ঙ) সদর বন বিভাগ আগরতলা।	১। রামশংকর পাড়ী
	২। টক্সা পাড়া
	৩। ইচারামবাড়ী ও মোহন বাড়ী
চ) দক্ষিন বন বিভাগ, বগাফা	১। অর্জ্জুন প্রসাদ বাড়ী
ছ) গোমতী বন বিভাগ যতন বাড়ী।	১। ঘোড়াকাপ্পা
জ) পুনর্বাসন বন বিভাগ যতন বাড়ী	১। হাচু পাড়া
	২। দেবীপুর
ঝ) পুনর্বাসন বন বিভাগ মনু।	১। ধনরাম ধনমনি পাড়া
	২। কালীচরণ পাড়া
	৩। গবিন্দ চৌধুরী পাড়া
	৪। জয়ফা বাড়ী
	৫। সেবা চৌধুরী বাড়ী
	৬। উত্তর লালজুরী
	৭। শিববাড়ী

ADMITTED UNSTARRED QUESTION : 10
NAME OF M.L.A :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এ্যাম্বুলেন্স নাই ?

২। সেই সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নাম, এবং

৩। ঐ সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কবে নাগাদ এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। মোট ৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স নাই।

২। ১। নরসিংগড় ২। কাকড়াবন ৩। ছামনু ৪। মরাছড়া ৫। বক্সনগর

৬। কাঞ্চনবাড়ী ৭। ভিলথৈ ৮। শ্রীনগর ৯। আনন্দনগর।

৩। ইউনিসেফ হইতে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলে উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে গাড়ী দেওয়া সম্ভব হইবে।

Admitted Unstarred Question—11

Name of M. L. A. Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be Pleased to state :—

১। রাজ্যে সরকারী ডাক্তারদের (Private Practice) এর জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন consultation fee আছে কিনা ? Grade ভিত্তিক হিসাব)

২। থাকিলে কত ?

৩। ইহা কি সত্য, যে অনেক সরকারী ডাক্তার নির্ধারিত ফি এর-চেয়ে বেশী টাকা রোগীদের কাছ থেকে নিচ্ছেন ?

৪। সত্য হইলে ঐ সব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। আছে।

২। গ্রেড—১ হইতে গ্রেড—৫ পর্য্যন্ত আলোচনার ফিস সর্বোচ্চ ১৬ টাকা।

৩। এই রকম তথ্য জানা নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

(Questions & Answers)

Admitted Unstarred Question No. : 13

Name Of M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Comunity Development Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি ব্লক ও সাব ব্লক রয়েছে, এবং প্রত্যেকটির নাম সহ তাহার হিসাব।

২। কাঞ্চনপুর ব্লকের দামছড়া, খেদাছড়া এলাকা নিয়া কোন সাব-ব্লক গঠনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER.

Minister-in-charge of the Community Development Department
(Now Rural Development Department)
Sri Dinesh Debbarma.

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৭টি ব্লক ও একটি সাব-ব্লক আছ। ঐ ব্লক ও সাব-ব্লকগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ :—

১) জিরাণীয়া	২) বিশালগড়	৩) মোহনপুর
৪) খোয়াই	৫) মেলাঘর	৬) তেলিয়ামুড়া
৭) মাতারবাড়ী	৮) সাতচাঁন্দ	৯) বগাফা
১০) অমরপুর	১১) রাজনগর	১২) ডুম্বুরনগর
১৩) কাঞ্চনপুর	১৪) কুমারঘাট	১৫) পানিসাগর
১৬) ছৈলেংটা	১৭) সেলেমা।	

ও

জম্পুইজলা-টাকারজলা সাব-ব্লক।

২। বর্তমানে কাঞ্চনপুর ব্লকের দামছড়া ও খেদাছড়া এলাকা নিয়া কোন সাব ব্লক গঠনের প্রস্তাব নাই।

Admitteu Unstarred question No : 14.

Name of the M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৩ ইং সনের শারদীয় পূজার প্রাক্কালে কাঞ্চনপুর ব্লকের খেদাছড়া, কালাগাং দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট, কাছারীছড়া, পিপলাছড়া, দামছড়' ও রাহুমছড়া গাঁও সভায় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ করার জন্য কত কাপড় ও কত চাউল দেওয়া হয়েছিল ?

২) এবং কাজ করে শ্রমিকরা তাদের পাওনা পেয়েছেন কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Community Development Department (Now Rural Development Department) :—Shri Dinesh Deb Barma.

১) কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প বর্তমানে চালু নেই। তবে রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প চালু করেছেন এবং এই প্রকল্প অনুসারে প্রতি বৎসর শারদীয় পূজার প্রাক্কালে শ্রমিকদের ধুতি, শাড়ী ও চাউল দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮৩ ইং সনে কাঞ্চনপুর ব্লকে বিভিন্ন গাঁও সভায় উক্ত প্রকল্পে কি পরিমাণ ধুতি, সাড়ী ও চাউল দেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) যে সমস্ত শ্রমিকেরা উক্ত প্রকল্পে কাজ করেছেন তারা সকলেই তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছেন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION : 15

ame of M. L. A. Shri Narayan Das

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩ ইং সনের মার্চ মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার জন্য কতজন পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ীর নামে কেইস দায়ের করা হইয়াছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত ভেজাল কেইসে এ পর্য্যন্ত কতজন ব্যবসায়ীকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the health and family welfare Department (Name of the Minister): Shri Khagen Das.

১। ৩৬ জন খুচরা ব্যবসায়ীর নামে কেইস দায়ের করা হইয়াছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	দায়ের করা মামলার সংখ্যা
আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	১
সদর মহকুমা	১১
সোনামুড়া মহকুমা	——
খোয়াই মহকুমা	২
উদয়পুর মহকুমা	৩
অমরপুর মহকুমা	৬
সাব্রুম মহকুমা	১
বিলোনিয়া মহকুমা	——
কমলপুর মহকুমা	৫
কৈলাশহর মহকুমা	৭
	মোট—৩৬

২। উক্ত ৩৬টি মামলার বিচার এখনও শেষ হয় নাই।

Admitted Unstarred Question : 19

Name of M. L. A. :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Developmeant be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে কোন ব্লকে কতটি হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বৈদিক ও এলোপেথিক ডিসপেন্সারী এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমানে উক্ত সব ব্লকেই ডিসপেন্সারী বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে কি?

৩। না হইলে তার কারণ কি? এবং

৪। কবে নাগাদ ঐ সমস্ত ব্লকে ডিসপেন্সারী বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister) :—Shri Khagen Das.

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ৬টি হোমিওপ্যাথিক, ৬টি আয়ুর্বৈদিক ডিসপেন্সারী, ১৫৪টি এলোপ্যাথিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল—

Name of Block	Primary Health Centre	Allopathic Sub Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Dispensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
জিরানিয়া	বোরাখা	১। অভিচরন বাজার	—	জিরানিয়া
		★২। জারুলবাচাই		
		★৩। চম্পকনগর		
		★৪। পূর্বনোয়াগাঁও		
		☆৫। রাধাকিশোরনগর		
		৬। কাশীপুর		
		৭। মোহনপুর বাজার		
		৮। কবরাখামার		
		৯। রাজচন্তাই পাড়া		
		১০। বেলবাড়ী		
		★১১। মান্দাই		
মোহনপুর	—	★১। তমাকারী	★তারানগর	—
		★২। লক্ষীপাড়া		
		৩। লেফুঙ্গা		
		৪। হেজামারা		
		৫। বড়কাঠাল		

Name of Block	Primary Health Centre	Allopathic Sub Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Despensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
খোয়াই	চম্পাহাওর	★১। চম্পাহাওর	—	—
		★২। বেহালাবাড়ী		
		★৩। রাজনগর		
		★৪। রতনপুর		
		৫। গোপালনগর		
		৬। পশ্চিম লক্ষীছড়া		
		৭। ময়দানবাড়ী		
		৮। উত্তর পদ্মবিল		
		৯। চেবরীধ		
		১০। বগাবিল		
		১১। শিঙ্গিছড়া		
তেলিয়ামুড়া	মুংগিয়াবাড়ী (৩৭ মাইল)	★১। উত্তর মহারাণী	ইয়াকরাইবাজার ★	মোহরছড়া
		★২। আমপুরা		
		৩। মানিক দেববর্মা পাড়া		
		৪। প্রমোদনগর বাজার		
		৫। ময়দান বাজার		
		৬। গৌরাঙ্গটিলা		
		৭। হাওয়াইবাড়ী		
		৮। শান্তিনগর বাজার		
		৯। গিলাতলী বাজার		
বিশালগড়	বিশ্রামগঞ্জ	১। অমরেন্দ্রনগর	—	—
		২। দুর্গানগর		
		৩। লালসিংমুড়া		
		৪। গাবর্দি		
		৫। সিপাইজলা		

Name of Block	Primary Health Centre	Alopathic Sub Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Dispensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		৬। শংকুমাবাড়ী		
		৭। জম্পুইজলা		
		৮। নবশাস্তিগঞ্জ বাজার		
		৯। লাটিয়াছড়া		
		১০। বংশীবাড়ী		
		১১। হেরমাবাড়ী		
		১২। প্রতাপগড়		
		১৩। রাণীরখামার		
		১৪। সূর্য্যমনিনগর		
		১৫। পাণ্ডবপুর		
		১৬। পুরাতল বাজার		
		১৭। কাঞ্চনমালা		
		১৮। নবীনগর		
		১৯। চন্দননগর		
		২০। ওয়ারাংবাড়ী		
মেলাঘর	কাঠালিয়া	১। মনাইপাথর	—	মেলাঘর
		২। সমাইক্রোসাপাড়া		
		৩। ভবানীপুর		
		৪। ভেলুয়ারচর		
		৫। উর্মাই		
		৬। নলছড়		
		৭। মোহনভোগ		
		৮। দুর্লভানারায়ন		
		৯। বাঁশপুকুর		

Name of Block	Primary Health Centre	Allopathic Sub-Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Dispensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
মান্তাবাড়ী	কিল্লা	১। কুপিলং	—	—
		২। পিত্রা		
		৩। দাতারাম		
		৪। ধুপতলী		
		৫। পাওরামুড়া		
		৬। আমতলী		
		৭। শামুকছড়া		
		৮। পেলাকুম		
		★৯। তুলামুড়া		
		★১০। বাইসাবাড়ী		
অমরপুর	———	১। পশ্চিম সরবং	★ডালাক	———
		২। রামপুর		
		৩। পহরপুর		
		৪। কুরমা বাজার		
		৫। পূর্ব তৈছ্লং		
		★৬। করবুক		
ডুম্বুরনগর	———	★১। রতননগর	———	———
		২। জগবন্ধু পাড়া		
		৩। রামনগর বাজার		
		৪। জয়রামপুর		
রাজনগর	———	১। যশমুড়া	———	দক্ষিন সোনাইছড়ি
		২। গৌরাঙ্গবাজার		
		৩। পাইগোলা		
		৪। কলাবাড়িয়া		

Name of Block	Primary Health Centre	Allopathic Sub-Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Dispensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		৫। চোট্টাখোলা		
		★৬। ডিমাতলী		
কুমারঘাট	———	১। চিনি বাগান	★কুমারঘাট	———
		২। রাঙ্গাউটি		
		৩। রাজকান্দি (গঙ্গানগর)		
		★৪। জগন্নাথপুর		
ছামনু	ছৈলেংটা	১। করাতিছড়া বাজার	ছৈলেংটা	———
		২। দুর্গাছড়া		
		৩। খাগড়াছড়া (উপেন্দ্ররোয়াজা পাড়া)		
		৪। সিন্ধুকুমার পাড়া		
		৫। দেওফরেষ্ট কলোনি।		
		৬। রিয়াচন্দ্র রোয়াজপাড়া		
		৭। চাঁনবিথা চৌধুরী পাড়া		
		৮। বিরাশী মাইল		
		৯। ডেমছড়া ফরেষ্ট কলোনি		
		১০। নেপালটিলা বাজার		
		১১। লালছড়া		
		১২। চিচিংছড়া		
		★১৩। করমছড়া		
		★১৪। খালছা		
সালেমা	নাকফুল	১। হরিনছড়া	—	সালেমা
		২। রাঙ্গাছড়া		
		৩। মাসুরাই পাড়া		
		৪। পশ্চিম আমতলী		

Name of Block	Primary Health Centre	Allopathic Sub-Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Dispensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		৫। জয়ন্তী বাজার		
		*৬। বলরাম		
		৭। সেতারাই		
		*৮। শান্তির বাজার		
সাতচাঁন্দ	—	১। বৈষ্ণবপুর	—	সাব্রুম
		*২। সোনাইছড়ি		
		৩। আইলমারা বাজার		
		৪। তৈছামা		
		৫। শান্তিপল্লী		
		৬। লুধুয়া চা বাগান		
		৭। মনুঘাট		
বগাফা	—	১। রাজপুর	—	—
		২। দক্ষিন তাকমাছড়া		
		৩। রতনপুর		
		৪। দেবদারু বাজার		
		৫। ছয়ঘরিরা		
		৬। লক্ষীছড়া		
		৭। রাধাকিশোরগঞ্জ		
		৮। পশ্চিম চরকবাই		
		৯। রামরাইবাড়ী		
		১০। বীরচন্দ্রমনু		
		*১১। খোয়াইফাং		

Name of Block	Primary Health Centre	Allopathic Sub-Centre	Homoeopathic Dispensary	Ayurvedic Dispensary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
পানিসাগর		১। কৃষ্ণপুর		
		২। তারকপুর		
		৩। বাগনান		
		৪। সাতসঙ্গম		
		৫। গঙ্গানগর		
		৬। উত্তর পদ্মবিল		
		৭। লক্ষীপুর		
কাঞ্চনপুর	—	১। ভাণ্ডারীমা	★কাঞ্চনপুর	—
		২। মানচুয়াং		
		৩। কামারমারা		
		৪। নবীনছড়া		
		৫। থামচুরিয়া পাড়া		
		৬। বাহাদুর পাড়া		
		★৭। সাতনালা		
আগরতলা পৌর এলাকা		সেটিলাইট ডিসপেনসারী		
		★১। জগহরিমুড়া		
		★২। ধলেশ্বর		
		★৩। ভাটি অভয়নগর		
		★৪। গোলচক্কর		
		৫। উন্নয়ন সংঘ		

২। এখন পর্য্যন্ত উক্ত প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিভিন্ন ব্লকে মোট ৩০টি এলোপ্যাথিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৪টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী ও ১টি আয়ূর্বৈদিক

ডিসপেনসারী খোলা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানগুলি ১ নং প্রশ্নের জবাবে দেওয়া তালিকায় তারকা চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করা রহিয়াছে।

৩। প্রথমতঃ বরাদ্দকৃত অর্থে ইহার অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকার্য্য নির্বাহ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি প্রস্তাবিত চুড়ান্ত নির্বাচন এখনও স্থান নির্বাচনী কমিটির দ্বারা করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব।

৪। এলোপ্যাথিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বৈদিক ডিসপেনসারীর জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে উপযুক্ত ভাড়া বাড়ী নির্বাচন করার জন্য রাজ্যের সকল সমষ্টি উন্নয়ন কমিটিকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩৩টি ভাড়া বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলিতে এবং আরও ৭টি নিজস্ব বাড়ীতে সত্বর প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাড়া বাড়ী পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত সব কেন্দ্রগুলি অন্ততঃ পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী দিয়া চালু করা যাইতে পারে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে কাজ হাতে নেওয়া হইবে। সম্প্রতি নাকফুল ও বিশ্রামগঞ্জে ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণকার্য্য হাতে নেওয়া হইয়াছে। আগামী আর্থিক বৎসরের শেষ নাগাদ ঐগুলি খোলা যাইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. : 24

NAME OF MEMBER :— SHRI SAMIR DEB SARKAR.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-Operative Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে আশারামবাড়ী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির বহু সম্পত্তি ও জমি খোয়াই শহরে ও আশারামবাড়ীতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বে-আইনীভাবে দখল করিয়াছেন;

২। সত্য হলে এ সম্পর্কে সমবায় দপ্তর কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

ANSWER

Minister in-charge of the Co-Operative Department.

১। আশারামবাড়ী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে কোন সমিতি নাই। তবে "খোয়াই আশারামবাড়ী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ" এই নামে একটি সমবায় সমিতি আছে। উক্ত সমিতির কোন সম্পত্তি বে-আইনীভাবে দখল হইয়াছে এমন কোন রিপোর্ট সরকারের হাতে নাই। বর্ত্তমানে এই সমিতি লিকুইডিশনে আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. : 29

Name of the M.L.A. :— Shri Narayan Das.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি প্রকল্পে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১৯৮৩ নভেম্বর পর্যান্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে ? এবং মহকুমা ভিত্তিক (ও ব্লক ভিত্তিক) হিসাব কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে ব্লক ভিত্তিক এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি প্রকল্পে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১৯৮৩ নভেম্বর পর্যান্ত খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম	এস, আর, ই, পি প্রকল্পে খরচের হিসাব	এন, আর, ই, পি প্রকল্পে খরচের হিসাব
১) খোয়াই	৮,৯৯,৯৯৭'৬০ পঃ	৪,০৫.৬৯৯'৬০ পঃ
২) তেলিয়ামুড়া	৬,০০,০০০'০০ পঃ	৫,২১,৯০১.৮৬ ,,
৩) জিরাণীয়া	৫,৭১,৪২৪'০০ পঃ	৪,৯৪,৮২৮'৪৫ ,,
৪) মোহনপুর	৬,০০,০০০'০০ ,,	৩,৪৫,০০০'০০ ,,
৫) বিশালগড়	১,২৩,৬৯৬'০০ ,,	৪,৬৫,০৮৫'৯১ ,,
৬) মেলাঘর	৫,৯৪,৫৩১'৬০ ,,	৪,৩২,৩০৪'০০ ,,
৭। মাতারবাড়ী	১১,০২,১১৪'০০ ,,	৫,১৭,৭৩৮'৯৭ পঃ
৮। অমরপুর	১৫,৩৭,৩৯২'০০ ,,	২,৪৯,৬০৪'৭৫ ,,
৯। ডম্বুরনগর	৩,৪৭,৫১০'০০ ,,	১,১৪,৩৩১'২২ ,,
১০। সাতচান্দ	১০,৬১,০০০'০০ ,,	২,৫২,৩৫৪ ০০ ,,
১১। বগাফা	৯,৭৫,০০০'০০ ,,	১,৮৩,৬৯০'০০ ,,
১২। রাজনগর	১,০৩,৪৪৭'৬৪ ,,	১১,৬৬,৯১১'০০ ,,

(অক্টোবর মাস পর্যন্ত)

ব্লকের নাম	এস, আর, ই, পি প্রকল্পে খরচের হিসাব	এন, আর, ই, পি প্রকল্পে খরচের হিসাব
১৩। কুমারঘাট	৭,০০,০০০'০০	২,০০,০০০'০০
১৪। কাঞ্চনপুর	৯,১০,৬৯১'০০	১,৯২,০০০'০০
১৫। ছামনু	৯,৭৫,০০০'০০	৩৪,০০০'০০
১৬। সালেমা	১,৩৪,১৭৩'৮০ পঃ (অক্টোবর মাস পর্যন্ত)	৭,৭০,১৮১'০০
১৭। পানিসাগর	৫,১৪,৬৯৯'০০ (অক্টোবর মাস পর্যান্ত)	২,০৯,২৫০'০০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION : 33

Name of M. L. A :—Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। গ্রাম ভিত্তিক রাবার চাষ সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছিল।

৩। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য এ পর্য্যন্ত কত জনকে কি কি সাহায্য ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। বর্ত্তমানে সরকারী রাবার বাগানগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাব আছে কি ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department—Shri A. Rahaman.

১। এমন কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে বন দপ্তরের নাই।

২। প্রশ্নই আসে না।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসে না।

৪। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এবং প্ল্যানটেশান কর্পোরেশন পরিচালিত রাবার বাগানগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাব আছে।

Assembly Admitted Unstarred Question No. 38 asked by

Shri Bhanulal Saha, M. L. A.

QUESTION

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। বিশালগড় খাদ্য গুদাম থেকে যে কয়টি ন্যায্য মূল্যের দোকান গত জুন ৮৩ থেকে সেপ্টেম্বর ৮৩ পর্যন্ত চাল ও চিনি পেয়েছে তার দোকান ভিত্তিক এবং সপ্তাহ ভিত্তিক হিসাব ;

২। বিশালগড় ব্লকে উপরোক্ত সময়ে প্রতিটি রেশন শপের চাল ও চিনির সাপ্তাহিক কোটা কি ছিল তার হিসাব।

৩। সামগ্রিক খাদ্য গুদামের সাপ্তাহিক চাহিদা এবং প্রকৃত যোগানের হিসাব (জুন ৮৩ থেকে সেপ্টেম্বর ৮৩ পর্যন্ত) ;

৪। বিশালগড়ের খাদ্য গুদাম থেকে রেশন ডিলারদের চাল ও চিনি আনতে হলে এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধীদের টাকা পয়সা দিতে হয় অ, সত্য কিনা ?

৫। সত্য হলে তা বন্ধ করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হবে ?

ANSWER

Replied by the Food Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question : 41

Name of M. L A. Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & family Welfare Department be pleased to state :-

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি হাসপাতাল ও শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, স্থানের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। উক্ত হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহ জেলাপরিষদ এলাকায় কয়টি আছে ;

৩। আগামী আর্থিক বছরে আরও শয্যা বিশিষ্ট কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে, এবং

৪। যদি থাকে তবে তাহা কোথায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department,
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। সারা রাজ্যে মোট ২টি ষ্টেট হাসপাতাল, ২টি জেলা হাসপাতাল, ৭টি মহকুমা হাসপাতাল ও ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল আছে। এছাড়া ৩২টি শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে।

স্থানের নামসহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	স্থানের নাম
সাব্রুম	১। সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল
	২। মনু বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	★৩। শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	★৪। শ্রীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
কৈলাশহর	১। কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল
	২। ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	★৩। মনু (উত্তর) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	★৪। ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	৫। কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	৬। কুমারঘাট ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল
কমলপুর	১। কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল
	২। কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	৩। মরাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ধর্মনগর	১। ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল
	★ ২। কাঞ্চনপুর গ্রামীন হাসপাতাল

মহকুমার নাম	স্থানের নাম
	★৪। পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	৫। পানিসাগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	৬। তিলথৈ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	★৭। জম্পুই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

২। উক্ত হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে ১টি মহকুমা হাসপাতাল, ২টি গ্রামীণ হাসপাতাল, ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৩টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল জেলা পরিষদ এলাকায় আছে, প্রতিষ্ঠানগুলি ১নং জবাবের তালিকায় তারকা চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত আছে।

৩। ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল।

৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রদ্বয় কমলপুর মহকুমার নাকফুল এবং সদর মহকুমার বিশ্রামগঞ্জে। ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালদ্বয় সদর মহকুমার মধুপুরে এবং বিলোনিয়া মহকুমার মুহুরীপুরে।

Admitted Unstarred Question No. 42

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhowl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরায় আমবাসা, গঙ্গানগর, ধুমাছড়া, ছৈইলেংটা, করমছড়া, বেলকুম ইত্যাদি ল্যাম্পসগুলি পরিচালনার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার মোট কত অর্থ বরাদ্ধ করেছেন (প্রত্যেক ল্যাম্পস ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব),.

২। উল্লিখিত ল্যাম্পসগুলির মাধ্যমে ঐ সমস্ত এলাকাতে কি কি জনকল্যাণ মূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। উত্তর ত্রিপুরার আমবাসা, গঙ্গানগর, ধুমাছড়া, ছৈইলেংটা, করমছড়া, বেলকুম এই ল্যাম্পসগুলি পরিচালনার জন্য সরকারী বর্তমান আর্থিক বছরে সর্বমোট অনুদানের বরাদ্ধ এইরূপ।

আমবাসা ল্যাম্পস — টা: ২৭,৬০০'০০

গঙ্গানগর ল্যাম্পস — টা: ২৭,৬০০'০০

ধুমাছড়া ল্যাম্পস — টা: ৪৫,৯২৪'০০

ছৈইলেংটা ল্যাম্পস — টাঃ ৩৪, ১৩৪,

করমছড়া ল্যাম্পস — টাঃ ২৯, ৭৭৮,

বেলকুম ল্যাম্পস — টাঃ ৩৬, ৩২২,

২। উল্লিখিত ল্যাম্পসগুলির মাধ্যমে যে সব জনকল্যাণ মূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাহা এইরূপ :—

ক) এলাকার জনসাধারনের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করা।

খ) কৃষকদের ভোগ্য ঋণ ও কৃষি ঋণ দেওয়া।

গ) সহায়ক মূল্যে কৃষকদের নিকট হইতে পাট, তিল, কার্পাস, সরিষা ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করা, ইত্যাদি।

ANNEXURE—"C"

Postponed Starred Question No. : 135

Name of Member : Smti Gouri Bhattacharjee

১) ৮২-৮৩ ইং বর্ষে আলু উৎপাদকের নিকট থেকে কত পরিমান আলু সরকার ক্রয় করেছেন, এবং

২) ভোক্তাদের সুবিধার্থে সংগৃহীত আলু বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

৩) প্রতি কেজিঃ কত টাকা মূল্যে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হইতেছে ?

ANSWER

১) উৎপাদকের নিকট থেকে সরকার কোন আলু ক্রয় করেন নাই। ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ আলু ক্রয় করেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. : 193. (Postponed)

Name of member :- Shri Jawhar Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

"প্রশ্ন"

১। ক) বিভিন্ন আদালতে ১৯৭৮ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে

মে ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা দায়ের করা হয়েছে ;

খ) আজ পর্য্যন্ত কতগুলি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ; এবং

গ) মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকারকে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে ?

"উত্তর"

১। ক) ১৯৭৮ইং সনে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে মে ১৯৮৩ইং সন পর্য্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে দায়ের করা মামলার সংখ্যা মোট ৫,৯৫২টি,

খ) ৫,৯৫২টি মামলার মধ্যে ২,৮২১টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

গ) মামলা পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৮ইং সন হইতে ৩১শে মে ১৯৮৩ইং সন পর্য্যন্ত আনুমানিক ৩৭, ২৮, ০৩৮' ৯৩ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

Admitted Unstarred question No : 7 (Postponed)

(Name of the Member) : Shri Buddha Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Low Department be pleased to state :—

(প্রশ্ন)

১। ১৯৭৮ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী এবং বে-সরকারী ব্যাক্তিদের দ্বারা আদালতে দায়ের করা মামলার সংখ্যা কত ? (বছর-ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি মামলা আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে ; এবং

৩। কয়টি মামলা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে ;

৪। মামলা পরিচালনার জন্য পি, পি ও এ, পি, পি, দের ফি এবং অন্যান্য বাবদ খরচের পরিমাণ কত ? (বছর-ভিত্তিক হিসাব)

(উত্তর)

১। ১৯৭৮ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী এবং বে-সরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা আদালতে দায়ের করা মামলার সংখ্যা মোট ৫, ৬৯০টি।

(বছর-ভিত্তিক হিসাব)

১৯৭৮ ইং	—	৭২৬ টি
১৯৭৯ ইং	—	৮৭১ টি
১৯৮০ ইং	—	১, ২১৪ টি
১৯৮১ ইং	—	১, ৪৫৭ টি
১৯৮২ ইং	—	১, ৩৩০ টি
১৯৮৩ ইং	—	৯২ টি

(১৫ই জানুয়ারী পর্যান্ত)

২। ৫,৬৯০ টি মামলার মধ্যে ২,৬৮৭টি মামলা আদালতে নিস্পত্তি হয়েছে ; এবং

৩। ১,৮৩৮টি মামলা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

৪। মামলা পরিচালনার জন্য পি, পি, ও এ, পি, পি,-দের ফি এবং অন্যান্য বাবদ খরচের পরিমাণ আনুমানিক ৩২,৫৮,৪৮০'৬৫ টাকা।

(বছর ভিত্তিক হিসাব)

১৯৭৮ইং	—	৫,৮৩,৯৭১'৬৫ টাকা
১৯৭৯ইং	—	৫,৮০,০৮৬ ৯৩ টাকা
১৯৮০ইং	—	৫,৮৯,৫৩৫'৬৫ টাকা
১৯৮১ইং	—	৭,১১,৯৩১ ২০ টাকা
১৯৮২ইং	—	৭,৬০,৯৭৮ ০৭ টাকা
১৯৮৩ইং	—	৩২,০০৭'১৫ টাকা

(১৫ই জানুয়ারী পর্যান্ত)

—:* *:—

Printed by

The Secretary, Tripura Press Owners' Association,

Agartala.